بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিক খুতবা
ভূমিকা

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ الدِّيْنِ.

খুতবা-খেতাবত - অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমন - উপস্থিত থেকেছে মুসলিম উম্মাহর সুমহান সৌধে একটি অবিচ্ছেদ্য- মৌল উপকরণ হিসেবে। এ এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যা জাগিয়ে তোলে বিস্মৃত ও বেখবর হৃদয়কে, পথের দিশা দেয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়দেরকে। শাণিত করে হিম্মত ও প্রেরণাকে। যারা দীনকে ধরে আছে মজবুত কব্জায় খুতবা- খেতাবত তাদের জন্য সান্ত্বনার আশ্রয়, যাদের হৃদয় স্পন্দিত খুতবা তাদের দৃঢ়ীকরণের একটি মাধ্যম। এটা হলো ওয়াজ-বক্তৃতা ও বক্তার মঞ্চ। দাওয়াতের এক ঝাণ্ডা। নসীহত, উপদেশ, দিকনির্দেশনা ও বীজবপনের এক সুডৌল যন্ত্র। এর মাধ্যমে জাহেল-অজ্ঞরা শেখে, ভুলে-যাওয়া ব্যক্তিরা স্মরণ করে, ফতোয়াপ্রার্থীরা ফতোয়ার সন্ধান পায়। খুতবা-খেতাবতের পথ ধরেই খতীবগণ বিচরণ করেন মুসলিম উম্মাহর নানা সমস্যার অলিগলিতে, সমাধান বের করেন নিত্যনতুন মাসআলা মাসায়েল ও আধুনিক সব সমস্যার। খুতবা- খেতাবতের মাধ্যমেই খতীবগণ যুগিয়ে থাকেন ভালো কাজের প্রেরণা। উচ্চারণ করেন মন্দ কাজ থেকে বিরত হওয়ার হুঁশিয়ার-বাণী। কাহিনী বর্ণনা, উপমা পেশ, ইতিহাসের বাস্তবতা ও শিক্ষা উপস্থাপন, বিবেক-বুদ্ধিকে আন্দোলিতকরণ ইত্যাদির সংমিশ্রণে খতীবগণ পালন করে যান তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ; যাতে নবায়ন করে নিতে পারে প্রতিটি ব্যক্তি তার ঈমান- বিশ্বাস। পূর্ণাঙ্গ করে নিতে পারে এ ক্ষেত্রের অপূর্ণতা। আর যারা দূরে, গোনাহে লিপ্ত তারা আসে ফিরে, তাওবা করে। ফিরে আসে যারা দিকভ্রান্ত, স্থানচ্যুত অথবা গাফলতের হিমাগারে আবদ্ধ তারাও। মুক্তির পথ খোঁজে পায় প্রবৃত্তিপূজারী প্রবৃত্তিপূজার শৃঙ্খল থেকে। আর এসবের ফলস্বরূপ মানবাত্মা ফিরে পায় তার স্বচ্ছতা, মিলন ঘটে হৃদয়ে-হৃদয়ে, দাঁড়িয়ে যায় দীন রক্ষায় সুদৃঢ় প্রাচীর হয়ে এবং ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র ইসলামের শাশ্বত আহ্বান। আর এভাবেই মুসলিম উম্মাহ ফিরে পায় তার ইজ্জত-মার্যাদা-প্রতিষ্ঠা-সম্মান।

ইসলামে জুমআর খুতবার অবস্থান

ইসলামে জুমআর খুতবার রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা-অবস্থান। রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও মিশন। রয়েছে বিশাল ভূমিকা ও প্রভাব, যার নির্যাস তুলে ধরা যায় নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পয়েন্টে-

১. খুতবার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে মানবকুল শিরোমণি প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে খুতবা দিয়েছেন, এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতির নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত নেককার উলামা ও রব্বানী দাঈগণ খুতবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

২. খুতবা ইসলামের নিদর্শনমালার একটি, যা সর্বোত্তম দিবসে তথা শুক্রবারে মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিনে আল্লাহর ঘরে প্রদান করা হয়, যা পৃথিবীর পবিত্রতম জায়গা বলে বিবেচিত ।

৩. খুতবা তাবলীগে দীনের একটি মাধ্যম, দাওয়াতের একটি মঞ্চ, যাতে রয়েছে আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার। খুতবা তালীম ও তারবিয়াতের এক ধারালো হাতিয়ার, সংস্কৃতকরণ, সুগঠিতকরণের কার্যকরী উসিলা।

৪. খুতবা আমজনতাকে উদ্দীপ্ত করা, তাদের অনুভূতি আন্দোলিত করা, তাদের বোধশক্তি পরিতুষ্ট করা, তাদের মাঝে সত্যকে সুদৃঢ় করা ইত্যাদির অনবদ্য উৎস। কেননা, প্রাণবন্তকথামালা, সত্যানুভূতি ও সংবেদনশীল ভাবের স্ফূরণ যথোচিত প্রভাব ফেলতে বাধ্য, যার প্রতিক্রিয়া লিখিত ও পাঠ্য বাক্যমালার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

৫. খুতবা, দাওয়াতকর্ম ও দাঈদের জন্য গণীমতস্বরূপ; কেননা জুমআর নামাজে হাযির হওয়া, এবং জুমআর পূর্বে দুই খুতবা মনোযোগসহ শ্রবণ করা একজন মুসলিমের অবশ্যপালনীয় বিষয়। উপরন্তু,

খুতবা প্রদানের সময় ছোট-বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত আকারে, প্রতি সপ্তাহে নিরবচ্ছিন্নভাবে হাযির হয়।

৬. খুতবা, -আমাদের যুগে- দীনের বিশুদ্ধ পরিচিতি তুলে ধরার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যারা সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণার জাল বুনিয়ে, নিত্যনতুন কৌশলী পদ্ধতি বের করে, সরলমনা অজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভ্রান্তির জালে ফাঁসাতে চায়, দীনের স্বচ্ছধারা বিনষ্ট করতে আদাজল খেয়ে রাতদিন মেহনত করে যায়, তাদের প্রচারকৃত ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনে খুতবা একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

সংক্ষেপে খুতবার কিছু আহকাম

জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত কি না এব্যাপারে আলিমদের দুটি মত রয়েছে :

১. জমহূর ফুকীহদের অভিমত হলো জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অভিন্নভাবে এ মতই পোষণ করে।

২. জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব।

৩. জমহূর ফকীহদের অভিমতই এ ক্ষেত্রে রাজেহ তথা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খুতবাবিহীন জুমআর নামায আদায় করেননি। সালাফে সালেহীনদের আমলও খুতবা প্রদানের ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে।

জুমআর খুতবাসংখ্যা দুটি হওয়া শর্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেছেন: كان النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই খুতবা প্রদান করতেন, এবং এদুটির মাঝখানে বসতেন'(বুখারী)।

খুতবার শর্তাবলী :

১. খুতবার জন্য নিয়ত শর্ত। দলীল: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'নিশ্চয় নিয়তের উপর আমল নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই নির্ধারিত যা সে নিয়ত করে' (বুখারী)। আর যেহেতু খুতবা একটি ইবাদত তাই অন্যান্য ইবাদতের মতো খুতবার জন্যও নিয়ত জরুরী।

২. খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্য তথা ওয়াজ ও উপদেশ বাস্তবায়িত হয় এমন সংখ্যক গণজমায়েত খুতবার সময় উপস্থিত থাকা ওয়াজিব।

৩. খুতবা হতে হবে জুমআর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর।

৪. নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদান- কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর নামাজের পূর্বেই খুতবা প্রদান করতেন।

৫. খতীব দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া আবশ্যক।

৬. প্রকাশ্য আওয়াজে খুতবা প্রদান- কেননা খুতবা আদায় ও খুতবার উদ্দেশ্য অর্জনের এতদভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই। আর যা না হলে ওয়াজিব আদায় হয় না, শরীআতের বিধান মুতাবেক, তা ওয়াজিব হিসেবে বিবেচিত।

৭. অধিকাংশ শ্রোতা যদি আরবী ভাষা বুঝে, আরবী ভাষার শব্দ ও বাক্যের অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হয়, তাহলে খুতবা আরবী ভাষায় হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি অধিকাংশ মুসল্লী আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্য ভাষায়ও খুতবা দেয়া যেতে পারে; কেননা খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো ওয়াজ ও নসীহত, শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান। তবে অন্য ভাষায় খুতবা প্রদানের ক্ষেত্রে কুআনের আয়াতগুলো আরবীতে পড়ে নিজস্ব ভাষায় এর অর্থানুবাদ করতে হবে। কুরআনের আয়াতগুলো আরবীতে উল্লেখ করলে, আলিমদের যারা আরবীতে খুতবা প্রদান শর্ত বলে মতামত দিয়েছেন, তাদের কথার উপরও আমল হয়ে যাবে। তাছাড়া খুতবার ভূমিকা তো আরবীতে থাকেই।

৮. খুতবার দুটি অংশ পর পর তথা অবিচ্ছিন্নতা হওয়া এবং খুতবা ও জুমআর নামাজের মাঝে অবিচ্ছিন্নতা

বজায় রাখা আবশ্যক।

খুতবার আরকান ও সম্পূরক বিষয়

জুমআর খুতবার কোনো আরকান নেই এটাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কথা। বরং প্রথাগতভাবে যা খুতবা বলে খ্যাত তা আদায় হলেই খুতবা আদায় সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। তবে খুতবার পূর্ণাঙ্গতার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া বাঞ্ছিনীয় :

১. আল্লাহ তআলার প্রশংসা।

২. শাহাদাতাইন তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ।

৪. ওয়াজ-উপদেশ।

৫. কুরআন মাজীদ থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত।

৬. আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান।

জুমআর খুতবার সুন্নতসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা সুন্নত। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার তিন ধাপবিশিষ্ট ছিল তাই খুতবা প্রদানের মিম্বার তিন ধাপবিশিষ্ট হওয়া সুন্নত।

খতীব প্রবেশ করার পর মিম্বারে ওঠার পূর্বে যারা আশ-পাশে রয়েছে তাদেরকে সালাম দেবেন। জুমআর নামাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নামায পড়েছেন বলে হাদীসে পাওয়া যায় না; কেননা তিনি জুমআর জন্য বের হয়ে মসজিদে আসামাত্রই আযান দেয়া হত। আযানের অব্যবহিত পরেই তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

খতীব মিম্বারে ওঠার পর সকল মুসল্লীকে সালাম দেবেন। হাদীসে এসেছে, জাবের রাযি. বলেন: **كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ** 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে ওঠে সালাম দিতেন' (ইবনে মাজাহ)।

মুয়ায্যিন আযান শেষ করা পর্যন্ত খতীবের মিম্বারে বসে থাকা।

খুতবায়ে হাজত দিয়ে খুতবা শুরু করা মুস্তাহাব। খুতবায়ে হাজত নিম্নরূপ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ] [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا] . أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

আবেগ-উচ্ছাস ও আপুত অনুভূতির সংমিশ্রণে খুতবা প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদয় রক্তিম হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হত, রাগ প্রচণ্ডতা পেত। জাবের রাযি. বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদয় রক্তিম হয়ে যেত, তাঁর আওয়াজ উঁচু হত,তাঁর রাগ প্রচণ্ডতা পেত, মনে হত যেন তিনি সেনাবাহিনীর সতর্ককারী, যিনি বলছেন, (সকাল বেলায় শত্রুসৈন্য তোমাদের কাছে এসে যাচ্ছে, অথবা বিকাল বেলায় শত্রুসৈন্য তোমাদের কাছে এসে যাচ্ছে)(মুসলিম)

খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং নামায দীর্ঘ হওয়া মুস্তাহাব। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ' ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া দীনের গভীর জ্ঞান থাকার আলামত। অতপর তোমরা নামায দীর্ঘ করো ও খুতবা সংক্ষিপ্ত করো, আর নিশ্চয় কিছু বক্তৃতা যাদুর ন্যায়' (মুসলিম)।

দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময়ের জন্য বসা; একটু বিশ্রাম নেয়া এবং দুই খুতবার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই এ বৈঠক বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে এ সময় দুআ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো লাযেমী সুন্নত রয়েছে বলে বর্ণনায় পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যদি কেউ এই ছোট্ট বিরতিতে কোনো দুআ করতে চায়, তবে তার অনুমতি রয়েছে। শর্ত হলো উপস্থিত মুসল্লীদেরকে বিরক্ত না করা। আর সকল মুসল্লীর হাত উঠিয়ে দুআ করাও উচিত নয়। কেননা এরূপ করলে তা জুমআর একটি শেয়ার বা নির্দশনে পরিণত হবে যার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সুন্নত খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশেষ কোনো দীনী স্বার্থে, একান্ত প্রয়োজনে, খুতবার মাঝে মুসল্লীদের কারও সাথে খতীবের কথা বলার অনুমতি রয়েছে। এতে খুতবার কোনো সমস্যা হবে না।

খুতবার মাঝে দুআর সময় খতীব তার হাত উঠাবেন না, বরং আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেবেন। মুসলিম ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুর রাহমান বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে তিনি হাত দিয়ে এভাবে বলার অতিরিক্ত কিছু করতেন না- এই বলে তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন- তবে ইস্তিস্কা - অর্থাৎ বৃষ্টির অথবা বৃষ্টি লাঘব করার জন্য দুআ করার সময় দুই হাত উঠানো হত।

একজন সফল খতীবের গুণাবলী ও খুতবা প্রদানের যোগ্যতা

c_gZ: e¨w³MZ ¸Yvejx

১. আল্লাহর জন্য ইখলাস-ঐকান্তিকতা : ইরশাদ হয়েছে:وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ÔAvi Zv‡`i‡K †Kej GB wb‡`k †`qv n‡qwQj †h, Zviv †hb Avjøvni Bev`Z K‡i ZviB AvbM‡Z¨ GKwbô n‡q Ges mvjvZ Kv‡qg K‡i I hvKvZ †`q; Avi GwUB nj mwVK `xbÕ (miv Avj evBwqbvn:5) ।

২. বক্তব্য ও খুতবা প্রদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুকরণ। ইরশাদ হয়েছে: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . Ôej, Ôhw` †Zvgiv Avjøvn‡K fvjevm, Zvn‡j Avgvi AbmiY Ki, Avjøvn †Zvgv‡`i‡K fvjevm‡eb Ges †Zvgv‡`i cvcmgn ¶gv K‡i †`‡eb| Avi Avjøvn AZ¨š¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Av‡j Bgivb) ।

৩. ইসলামী আখলাক-চরিত্রের অনুবর্তিতা এবং সকল প্রকার বদ-আখলাকী ও বদ-আখলাকী পর্যন্ত পৌঁছায় এমন কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। যাতে খতীব একজন অনুকরণ-অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি এবং বলিষ্ঠ নেতায় পরিণত হতে পারেন, যিনি তার আশ-পাশের লোকদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবেন।

৪. মুমিন নিজেও একজন মিশুক ব্যক্তি যার হৃদ্যতায় সিক্ত হতে অন্যদেরও থাকে সমান আগ্রহ। আর দক্ষ খতীব ও চারিত্রিক মাধুর্যমণ্ডিত দাঈকে তো তার জনগোষ্ঠী অবশ্যই ভালবাসে এবং তিনিও তাদরেকে ভালোবাসেন। তিনি তাদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন, তাদের সাথে ওঠাবসা পছন্দ করেন, তাদের

সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তাদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হন। তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া ও শুদ্ধকরণের ব্যাপারেও তিনি ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের পরিচয় দেন।

৫. খতীবের বক্তব্য ও আমল- এ দুয়ের মাঝে মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামের হুকুম-আহকামের প্রায়োগিক রূপদানের মাধ্যমে তিনি মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে খোদ কুরআনুল কারীমে এভাবে তাগিদ এসেছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ô†n Cgvb`viMY, †Zvgiv Zv †Kb ej, hv †Zvgiv Ki bv?Ó (miv Avm mvd:2)।

৬. কোনো গোত্র-জাতি-দেশ-দল-সম্প্রদায় অথবা মাযহাবকেন্দ্রিক অন্ধগোঁড়ামি থেকে খাতীব নিজেকে দূরে রাখবেন। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত, দীন ও মিলাত ছাড়া অন্যকিছুর প্রতি তার আগ্রহ থাকবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ÔAvi †Zvgiv mK‡j Avjøvni i¾‡K `pfv‡e aviY Ki Ges wef³ n‡qv bvÕ(miv Av‡j Bgivb:103)।

৭. খতীব যে সমাজে বাস করছেন, সে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন ও অংশগ্রহণ একটি জরুরী বিষয়। আর এভাবেই সমাজের সদস্যদের সম্মুখে প্রদত্ত খুতবার মর্মসমূহ নিজ জীবনে প্রয়োগ করে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে খতীব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি নিজেকে মুসলমান ও সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। বরং তাদের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে থাকবেন। তাদের আচরণে ধৈর্য ধরবেন। তাদের জন্য আদর্শ বনে থাকবেন।

৮. খতীব হাসিখুশি চেহারা নিয়ে থাকবেন। মুসল্লী ও আমজনতার সাথে সদাচরণ করবেন। কেননা তিনি মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। সর্বোত্তম পেশায় নিয়োজিত। একজন খাতীব, নবী কারীম সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জায়গায় দাঁড়াতেন সে জায়গায় দাঁড়ান। তাই মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করাটা তার জন্য জরুরী। তবেই মানুষ তার কথা শুনবে, তার দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে, তিনি যা শেখান তা বাস্তবায়ন করবে।

দ্বিতীয়ত: খুতবাকেন্দ্রিক গুণাবালী

সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয়ে যথার্থরূপে খুতবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। যেসব বিষয় প্রকৃত মুসলিম বিনির্মাণে সহায়ক সেসবের প্রতি গুরুত্বারোপ। পাশাপাশি ইসলামের যেসব আহকাম বাস্তবায়নে মুসলমানদের মাঝে অবহেলা বা শিথিলতা রয়েছে সেসবের ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। জুমআর খুতবার জন্য প্রস্তুতি ও তৈরি প্রক্রিয়া হবে নিম্নবর্ণিরূপে-

১. খতীব যা বলতে চান তা উত্তমরূপে তৈরি করে নেবেন। যদি বিষয়বস্তু লিখে নিতে পারেন তবে তাই উত্তম।

২. খুতবা প্রদানের পূর্বে কয়েকবার ভালো করে পড়ে নেয়া; কঠিন শব্দগুলোর উচ্চারণে অভ্যস্ত হওয়া। ভাষার সাবলীল প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য এরূপ করা জরুরী।

৩. খুতবায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যমালার তান ও লয়, আওয়াজের উত্থান-পতন ইত্যাদির উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের জন্য গোটা খুতবার উচ্চারণকেন্দ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

৪. খুতবায় ব্যবহৃত ভাষা স্পষ্ট ও নির্ভুল হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা খুতবার ভাষা স্পষ্ট ও নির্ভুল না হলে সঠিক বার্তা বোধগম্য আকারে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ÔwbðqB Avwg AviexfvlvqKziAvb bvwhj K‡iwQ hv‡Z †Zvgiv Abaveb Ki‡Z cviÓ (miv BDmd:2)।

৫. উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী আরবী ভাষাভাষী হলে খুতবা হবে বিশুদ্ধ আরবীতে। শ্রোতামণ্ডলী অনারব হলে খুতবা হবে তাদের স্থানীয় বিশুদ্ধ ভাষায়। খুতবার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী-

৬. অর্থ ও ভাব স্পষ্ট করণার্থে যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার।

৭. সঠিক ও স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার।

৮. সঠিক ও স্পষ্ট উচ্চারণ।

৯. সঠিক ও সুন্দর উপস্থাপন।

১০. উপস্থাপনের সময় অতিদ্রুততা ও বিরক্তিকর মন্থরতা বর্জন।

১১. প্রতি জুমআর জন্য এমন একটি করে বিষয় চয়ন করা যা হবে স্পষ্ট, সুসংহত, শাখাপ্রশাখামুক্ত এবং সময়পোযোগী। যেমন শাবান মাসের শেষ খুতবার প্রতিপাদ্য বিষয় হবে রমজানকে স্বাগত জানানোর পদ্ধতি ও সিয়াম পালনের আহকাম। হজপূর্ববর্তী জুমআর খুতবা হবে হজ ও যিলহজ মাসের প্রথম দশক সম্পর্কে। আর এভাবেই প্রতিটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মুসল্লীদের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে খুতবা চয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

১২. খুতবার পয়েন্টগুলো সংগতিপূর্ণ ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে নেয়া প্রয়োজন। বরং খুতবা ও দরসের প্রধান বিষয়গুলো খুতবা তৈরি ও প্রদানের প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্ট করে রাখা উচিত। যাতে খতীব কী বলতে চান তা শ্রোতামণ্ডলীর কাছে স্পষ্ট থাকে। অতপর তারা যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে তাদের মাথায় খুতবার প্রধান বিষয়গুলো স্পষ্টাকারে হাজির থাকবে।

১৩. খুতবা প্রদানকালে খতীব সকল মুসল্লীর প্রতি সমানভাবে তাকাবেন। মসজিদের অগ্রভাগে, পশ্চাৎভাগে এবং ডানে বা বামে সবার প্রতি সমানভাবে তাকাবেন। তাহলে মুসল্লীবৃন্দ খতীবের প্রতি মুহাব্বতমিশ্রিত আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করবে।

১৪. খুতবার ভাব ও অর্থের সাথে শরীর, চেহারা ও আওয়াজের সংগতিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া শ্রোতাদের প্রতি খুতবার প্রভাবকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। তাই এ বিষয়টির প্রতিও নজর দেয়া জরুরী।

১৫. অর্থ ও ভাব এবং খতীবের আওয়াজের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করা জরুরী। খুতবার অন্তর্গত অর্থ ও ভাবের প্রতি যথোপযুক্ত তান ও লয় প্রয়োগ করে বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে খুতবা পেশ করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবায় এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। আর সে কারণেই তিনি যখন খুতবা দিতেন তাঁর চক্ষুদয় রক্তিম হয়ে যেত, তাঁর আওয়াজ উঁচু হত, তাঁর রাগ প্রচণ্ডতা পেত, যেন তিনি সামরিকবাহিনীর সতর্ককারী।

১৬. শ্রোতাদের বিরক্তিভাব দূর করা ও নতুনভাবে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা জরুরী। আর এটা সম্ভব আওয়াজের গতি, তান ও লয়ে ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন এনে। সে হিসেবে কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর, কখনো উঁচু আওয়াজ, কখনো নিচু আওয়াজ প্রয়োগ করে খুতবা প্রদানে বিভিন্নতা আনতে হবে। এমনকি বিশেষ বিশেষ বাক্য একাধিকবার বলতে হবে। তাহলেই খুতবায় অন্তর্হিত ভাব চমৎকার ও উত্তমপন্থায় প্রকাশ পাবে।

১৭. উপযুক্ত স্থানে খতীবকে থামতে হবে। বিরতি নিতে হবে। যে বিরতিহীনভাবে, কোথাও না থেমে খুতবা দিয়ে যায়, তার চেয়ে খারাপ খতীব অন্যকেউ হতে পারে না। বিরতি যত ছোটই হোক, শ্রোতাদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনে, তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, তাদের বোধকে শাণিত করে।

১৮. তারগীব ও তারহীব তথা ভীতিপ্রদর্শন ও আশান্বিত করা- এদুয়ের মাঝে খতীবকে বিচরণ করতে হবে। খতীবের বক্তৃতা কেবলই ভীতিপ্রদর্শন, সতর্ককরণ, নিষেধাজ্ঞা প্রদানে ভরপুর হবে না, হবে না তা শুধুই আশার প্রদীপ-প্রজ্জ্বলক, উৎসাহব্যঞ্জক। বরং খতীবকে সমানভাবে বিচরণ করতে হবে এ দুয়ের মাঝে, ভারসাম্য বজায় রেখে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ÔAvgvi ev›`v‡`i Rwbþq `vI †h, Awg wbðq ¶gvkxj, cig `qvj| Avi Avgvi AvhveB hš¿Yv`vqK AvhveÕ (miv Avj wnRi:49-50)।

১৯. বিভিন্ন প্রকার কাহিনীর মনোজ্ঞ উপস্থাপনায় খুতবাকে সমৃদ্ধ করা; মানুষের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কাহিনী বর্ণনার নির্দেশ খোদ আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ÔAZGe Zwg Kwnbx eYbv Ki, hv‡Z Zviv wPšv K‡iÕ(miv Avj Avivd:176)।

২০. এসব কাহিনীর মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে কাহিনী বর্ণনা করা; কেননা তিনি হলেন উসওয়াহ ও আদর্শ। নবী-রাসূলদের গল্প, সাহাবায়ে কেরাম-রাযিয়ালাহু আনহুম-এর ঘটনা, তাবেয়ীনদের উপাখ্যান, এমনকি সমকালীন বাস্তবকাহিনীও খুতবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা ঘটনা-উপাখ্যান বর্ণনার রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

২১. উপযুক্ত স্থানে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তির আশ্রয় নেয়াও প্রয়োজন। তবে তা যেন শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সেব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যুক্তির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে যেমন এসেছে, তেমনি হাদীসেও এসেছে।

২২. উপস্থাপনের যথার্থ মানদণ্ড রক্ষা করা খতীবের জন্য আবশ্যক। যেমন পরিমিত দ্রুততায় খুতবা প্রদান করা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একাধিকবার উল্লেখ করা। এ জাতীয় তথ্য উলেখের পূর্বে ক্ষণকালের জন্য চুপ থাকা এবং বলার সময় ধীরগতিতে বলা, তবে উঁচু আওয়াজে বলা। বিনা প্রয়োজনে বেশি সময় চুপ থাকা বর্জন করে চলা।

২৩. গোসল করা, পরিপাটি বাহ্যদৃশ্য অবলম্বন, সুন্দর পোশাক পরিধান, সুগন্ধি ও আতর ব্যবহার ইত্যাদির প্রতিও একজন খতীবকে গুরুত্ব দিতে হবে। আবু সাইদ রাযি. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর গোসল করা আবশ্যক এবং সে মিসওয়াক করবে ও -যদি থাকে- আতর ব্যবহার করবে'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, তোমাদের কারও সামর্থ্য থাকলে কাজকর্ম করার দুই কাপড় ছাড়া জুমআর জন্য সে যেন (আলাদা) দুটি কাপড় নেয়'।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক ১৩৯৫ হি. সালে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত 'মসজিদের মিশন' শীর্ষক মহাসম্মেলনের সুপারিশমালা

এক: নিম্নবর্ণিত লক্ষসমূহ বাস্তবায়ন করা জুমআর খুতবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত:

(ক) ওয়াজ-নসীহত করা, মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, পরকালের হিসাব ও প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মানুষের মধ্যে ওইসব রব্বানী বোধ জাগ্রত করা যদ্বারা মানবাত্মা সজীবতা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। পাশাপাশি ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার করা।

(খ) মুসলমানদেরকে দীনের বুঝ দান করা। দীনের হাকীকত ও তাৎপর্য বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জ্ঞান দেয়া। পাশাপাশি অতিরঞ্জন ও শৈথিল্যরহিত সঠিক আদব আখলাক শেখানো।

(গ) ইসলাম সম্পর্কে গলদ ও ভুল ধারণাসমূহ সংশোধন করা। ইসলামের প্রতিপক্ষ শিবির চাতুর্যপূর্ণ পন্থায় মুসলমানদের চিন্তাচেতনায় বিকৃতি সাধনকল্পে যেসব সন্দেহ ও বাতুলতা ছড়ায় তার শক্ত জবাব সরবরাহ করা। তবে তা হতে হবে গালাগালি ও তিরস্কার থেকে দূরে। এর সাথে সঠিক ইসলাম - যা উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক চয়নকৃত মৌল পদ্ধতি- এর উপস্থাপনের মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক ও পথভ্রষ্টকারী চিন্তাচেতনার মোকাবিলা করা এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, ভারসাম্য,গভীরতা ও ইতিবাচক জীবনবোধবিষয়ক বৈশিষ্ট্যসমূহও দৃশ্যমান করা।

(ঘ) বাস্তবজীবন ও মানুষের যাপিত পরিস্থিতির সাথে খুতবার সংযোগ ঘটানো। আর তা হবে সমাজের ব্যাধিসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সমাজে বিরাজিত সমস্যাগুলোর স্বচ্ছ-শুভ্র ইসলামী শরীআ থেকে আহ-

রিত বিধিমালার আলোকে সমাধান করার মাধ্যমে। সাথে সাথে নারী ও মুসলিম পরিবারের বিষয়-আশয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা; কেননা নারী ও মুসলিম পরিবার ইসলামের শত্রুদের ছুড়ে-দেয়া নানা ফেতনার সম্মুখীন।

(ঙ) বিভিন্ন দীনী উপলক্ষ বিবেচনায় রাখা যা বছরব্যাপী বার বার আসে, যেমন রমজান হজ ইত্যাদি; কেননা এ উপলক্ষগুলো শ্রোতাদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে এবং যা কিছু তাদের চলার পথকে আলোকিত করবে তা শুনতে আগ্রহী করে তোলে।

(চ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও উম্মতের বৃহত্তর ঐক্যচেতনাকে জাগ্রত ও সুদৃঢ় করা ও সকল অশুভ গোঁড়ামির মোকাবিলা করা, যা এক উম্মতকে নানা ধারায় বিভক্ত করে দেয়। পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের ভেতরে ও বাইরে বিরাজিত মুসলমানদের নানা সমস্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করা, যাতে একজন মুসলিম পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য সদস্য থেকে চিন্তা ও অনুভূতিগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

(ছ) মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের ভেতর সত্যিকার জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করা, মুসলিম উম্মাহর আত্মবলে শক্তি সিঞ্চন করা এবং মুসলমানদের আবেগানুভূতিকে প্রজ্জ্বলিত করা যাতে তারা ইসলামের পবিত্রতা রক্ষায়, ইসলামের পবিত্র নিদর্শনসমূহ রক্ষায়, মুসলমানদের জানমাল, ইজ্জত-আব্রু, ইসলামী আকীদা ও শরীআত রক্ষায় এবং ইসলামের প্রচারকর্মে বাধাপ্রদানকারীদের প্রতিহত করণে স্বতঃতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে।

দুইঃ খুতবা যেন বিশেষ কোনো ব্যক্তি, দল বা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো বিধানের পক্ষে প্রপাগান্ডা চালানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হয়। বরং এর বিপরীতে খুতবা হবে কেবলই আল্লাহর জন্য, তাঁর দীনের জন্য এবং তাঁর দীনের দাওয়াত প্রচার ও এ'লায়ে কালিমাতুলাহর জন্য। ইরশাদ হয়েছেঃ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ÔAvi wbðq gmwR`mgn Avjøvni, AZci Avjøvni mv‡_ KvD‡K †W‡Kv bvÕ(miv Avj wRb:18)।

তিনঃ খতীবের উপর সুলতান বা শাসক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ কোনো খুতবা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, যা তিনি যান্ত্রিকভাবে আওড়িয়ে যাবেন। বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ও বিবেক-বুদ্ধির ফয়সালা মুতাবিক খুতবার ধরন নির্ণয়, খুতবা রচনা ও প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে খতীবকে স্বাধীন থাকতে হবে।

চারঃ উলামা ও দাঈদের উচিত, সর্বোচ্চ মানসম্মত বিষয়ভিত্তিক একটি খুতবা নির্দেশিকা তৈরি করা, যা কুরআন-সুন্নাহ, সীরাত, ইসলামের ইতিহাস, উত্তম পূর্বপুরুষদের কথামালা, অলংকৃত কবিতা ইত্যাদির সমাহারে সুসংহত ও বলিষ্ঠ গাইড হিসেবে বিভিন্ন দেশের খাতীবদের হাতে থাকবে এবং খুতবা তৈরিতে তারা এর সহায়তা নিতে পারবে।

পাঁচঃ খুতবা তৈরিতে নির্ভরযোগ্য ইসলামী জ্ঞান-উৎসের আশ্রয় নেয়া অত্যন্ত জরুরী। সে হিসেবে যয়ীফ ও মউযু হাদীস পরিত্যাগ করা আবশ্যক। উপরন্তু ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া ইসরাঈলী বর্ণনা, মিথ্যা ও বানোওয়াট কাহিনী এবং বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত নয় অথবা স্বচ্ছ বুদ্ধি-বিবেচনা যা মানতে রাজি নয়, এমন বিষয়ে নিন্দিত অতিরঞ্জন অবশ্যই বর্জনীয়।

ছয়ঃ আরবদেশসমূহে খুতবার ভাষা হবে সহজবোধ্য বিশুদ্ধ আরবী, এ ক্ষেত্রে আরবী আঞ্চলিক ভাষা, অথবা কৃত্রিম উপায়ে অহেতুক শব্দের যোজনা, দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার অবশ্য বর্জনীয়। পক্ষান্তরে অনারব দেশে, খুতবার ভূমিকা ও আরকানসমূহ আরবীতে হলেই চলবে। তবে খুতবার মূল আলোচ্য বিষয় দেশীয় ভাষায় হওয়া জরুরী, যাতে উপস্থিত শ্রোতারা খুতবা বুঝতে সক্ষম হয়।

সাতঃ খুতবা আদায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুর দিয়ে খুতবা আদায় অথবা খুতবার সময় চিৎকার করা এবং এমন কৃত্রিম ভাবভঙ্গি ধারণ করা যা শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ হয়, এসব বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

আটঃ খুতবা এমন দীর্ঘ হওয়া উচিত নয় যাতে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে অথবা বিরক্তি সৃষ্টি করে। আবার এমন সংক্ষেপও হবে না যা আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট করতে অপারগ।

নয়. জুমআর খুতবার ক্ষেত্রে যা বলা হলো দুই ঈদের খুতবার ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা প্রযোজ্য। তবে খুতবার বিষয় চয়নে উভয় ঈদের বিশেষ উপলক্ষকে বিবেচনায় রাখতে হবে। সাথে সাথে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনাও সন্বিবিষ্ট করা সমীচীন হবে।

বক্ষ্যমাণ খুতবাগ্রন্থ থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লাভের জন্য খতীবদের প্রতি কিছু প্রস্তাবনা

১. বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ খুতবাবিষয়ে কিছু প্রাথমিক চাবি শামিল করেছে, যার ব্যবহারে খতীব তার পথচলা শুরু করতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় খতীবের দিগন্তের সীমানা তো অঙ্কন করে তার ইলম ও ফিকর। একারণেই একজন খতীবের উচিত হবে কুরআন সুন্নাহর নির্ভরতায় শরঈ ইলম হাসিলের সাধনা অব্যহত রাখা।

২. সুনির্দিষ্ট খুতবা বেছে নেয়ার পূর্বে সময়ের সাথে তা কতটুকু সংগতিপূর্ণ তা নিশ্চিত হতে হবে। যে সময় যে খুতবা প্রযোজ্য সে সময় সেই খুতবাই দেবেন। সুনির্দিষ্ট সময়ের বেশি আগেও দেবেন না আবার পরেও দেবেন না। উদাহরণত মাহে রমজানকে স্বাগত জানানো বিষয়ক খুতবার উপযুক্ত সময় হলো শাবানের শেষ সপ্তাহ অথবা মাহে রমজানের প্রথম জুমা। এ সময়ের আগে বা পরে এ বিষয়ক খুতবা দিলে তা অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে।

৩. যে বিষয়ে খুতবা দেবেন বলে খতীব মনস্থির করেছেন সে বিষয়ে এ খুতবার বাইরেও আরো পড়াশোনা করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা ইলম হলো দুনিয়া আখিরাত- উভয় জাহানেই মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার কারণ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'একজন (অজ্ঞ) আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদার উদাহরণ তোমাদের মধ্যে সবচে' আদনা ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার মতো'। [তিরমিযী]

৪. খুতবার বিষয়ের সাথে খতীবকে একাত্ম হতে হবে। খুতবায় আলোচ্য বিষয়ের ভাব ও অর্থ খতীবের জীবনে প্রতিফলিত হতে হবে। খুতবা প্রদানের পূর্বেই খুতবার আলোচ্য বিষয় খাতীব তার আমল ও অনুভূতির জগতে যাপন করবেন। এরূপ করতে পারলে আশা করা যায় শ্রোতাদের উপর বিশেষ প্রভাব পড়বে। মায়ের কাছে শিশুর বাস্তব কান্না আর অভিনেতার কৃত্রিম কান্নার মধ্যে যে পার্থক্য, হৃদয় ও বাহ্যিক আমল দ্বারা খতীব কর্তৃক খুতবার বিষয়-বস্তু বাস্তবায়িত হওয়ার পর খুতবা দেয়া এবং কেবল খুতবার শব্দমালা মুখে উচ্চারণ করার মধ্যেও একই পার্থক্য। আর তাই খতীবের কথা বলার ধরন-ধারণ, চেহারার ভাব, খুতবা প্রদানের সময় খতীবের বাহ্যদৃশ্য, এসবই খতীবের ঐকান্তিকতা, সত্যবাদিতা, আবেগ-আগ্রহ ও দীনের জন্য খতীবের জোশ-জযবার প্রমাণ হিসেবে প্রকাশ পায়।

৫. খতীব তার খুতবায় নিজ অঞ্চলের বাস্তব ঘটনা ও কাহিনী -যা এলাকার মুসল্লীদের জীবনকে সরাসরি স্পর্শ করে- বক্ষ্যমাণ খুতবায় সংযোজন করতে পারেন। এরূপ করলে মুসল্লীদের ভেতর এ অনুভূতি তৈরি হবে যে খুতবা বস্তুত তাদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। আর এভাবেই মুসল্লীরা, দীন ও তাদের যাপিত জীবনের সাথে জুমআর খুতবার সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হবে।

৬. খুতবা প্রদানের পূর্বে সুনির্দিষ্ট খুতবা তিন থেকে পাঁচবার পড়ে নেওয়ার প্রস্তাব করছি। জুমআর সময় যেভাবে খুতবা পড়া হয় ঠিক সেভাবেই উচ্চ আওয়াজে অনুশীলন করার পরামর্শ দিচ্ছি। কোথায় থামতে হবে, কোথায় দ্রুত পড়তে হবে, প্রতিটি বাক্য কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে এসব কিছু বিবেচনায় রেখে যথার্থরূপে অনুশীলন করা জরুরী।

৭. ভালোভাবে পূর্ব-প্রস্তুতির পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুতবা প্রদানের জন্য পরামার্শ দিচ্ছি। যাতে খতীবের আওয়াজে, নড়াচড়ায়, আকার-ভঙ্গিমায় খুতবার শক্তিশালী উপকরণগুলো স্বভাবসিদ্ধ প্রবাহ পায়। পাশাপাশি খুতবা প্রদানের জন্য উত্তমভাবে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে এ বিষয়টিও ফুটে ওঠে। উপরন্তু আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে আড়ম্বরতা বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে মানুষ সারল্যকে পছন্দ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তব্যদানকারীকে ভালোবাসে।

৮. পরিশেষে খতীব ভাইদেরকে বলতে চাই যে, বিশুদ্ধ নিয়ত, আল্লাহর জন্য ইখলাসই হলো সফল খুতবার মূল চাবি। অতপর প্রস্তুতিপর্ব ও খুতবা প্রদানকালে ইখলাস-ঐকান্তিকতা হৃদয়ে জাগ্রত রাখা জরুরী। আমাদের উত্তম পূর্বপুরুষদের কেউ বলেছেন, 'যার ইখলাস নেই সেই তো কেবল হোঁচট খায়'।

সূচীপত্র

ঈমান-আকীদা

১. তাওহীদ বাস্তবায়নকারীর মর্যাদা
২. ইখলাস
৩. আল্লাহ তা'লার সুন্দর নামসমূহের প্রতি ঈমান ও কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা
৪. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব
৫. মৃত্যুর পর যা ঘটবে
৬. ভয় ও আশা
৭. পরকালীন জীবনই আসল জীবন
৮. ভেলকিবাজ ফকীর, গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষী থেকে সাবধান
৯. পাপের পরিণাম
১০. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত
১১. জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের শাস্তি
১২. আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির কিছু নিদর্শন
১৩. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান
১৪. কিয়ামতের কিছু আলামত
১৫. তাকওয়া ও মুসলমানের জীবনের তার প্রভাব

তাওহীদ বাস্তবায়নকারীর মর্যাদা

LZevq hv _vK‡e

১. তাওহীদের গুরুত্ব ও ফযীলত

২. তাওহীদ পরকালে বান্দার নাজাত ও মাগফিরাতের কারণ

৩. তাওহীদ বালা-মুসীবত থেকে সুরক্ষার মাধ্যম

৪. তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِيْ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِهِدَايَتِهِ لِلتَّوْحِيْدِ وَالْإِيْمَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَّةِ الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسَ وَالْجَانَّ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ:

gmwjøqv‡b wKivg! ইবরাহীম আলাইহিস-সালামের ঘটনা সকলেই জানেন। তাওহীদের জন্যই স্বজাতির লোকেরা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল জ্বলন্ত আগুনে। কিন্তু তাওহীদের লৌহকঠিন বিশ্বাস এবং তাওহীদ প্রচারের অদম্য স্পৃহার কারণে মহান আল্লাহর নির্দেশে জ্বলন্ত আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গিয়েছিল।

wcq fvB‡qiv! তাওহীদ অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। তাওহীদ ছাড়া দুনিয়া-আখিরাত অসার-অন্ধকার। তাওহীদ ছাড়া মানুষের জীবন মূল্যহীন, বরং কীট-পতঙ্গ তুল্য। তাওহীদ হলো আকাশ ও পৃথিবীর পালনীয় ধর্ম। গোটা মহাবিশ্বই কায়েম হয়েছে তাওহীদকে কেন্দ্র করে। তাওহীদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ, জিন, জান্নাত, জাহান্নাম। তাওহীদের জন্যই বিধিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর পথে জান-মাল বিলিয়ে দেয়ার বিধান।

আকাশ ও পৃথিবী তথা গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । সকল নিয়ামত ও বরকতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর সে হিসেবে একমাত্র তিনিই ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ প্রার্থনা পাবার উপযোগী। একমাত্র তিনিই সত্য ইলাহ-মাবুদ। ইরশাদ হয়েছে:لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Ôhw` Avmgvb I hgx‡b Avjøvn Qvov eû Bjvn _vKZ Z‡e DfqB aŸsm n‡q †hZ, mZivs Zviv hv e‡j, Avi‡ki ie Avjøvn Zv †_‡K cweÎÕ (miv Avj-Aw¤qv: 22)।

gnZviv gmjøxe›`! আকাশ ও পৃথিবীতে একাধিক ইলাহ বিরাজমান থাকলে কে কার উপর নেতৃত্ব দেবে, তা নিয়ে লড়াই বেঁধে যেত। বিধান ও আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাকে রেখে কাকে প্রাধান্য দেয়া হবে তা নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে যেত। ইলাহদের পরস্পরের লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে যেত আকাশ ও পৃথিবী। সে হিসেবে বলা যায় এ মহাবিশ্বের স্থিতি, দিবস-রজনীর চিরায়ত আবর্তন, লতাগুল্মের-বৃক্ষরাজীর-পশুপক্ষীর চলমান অস্তিত্ব তাওহীদ তথা একত্ববাদের এক চাক্ষুষ প্রমাণ।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু অদ্বিতীয় ইলাহ, তাই ইবাদত বন্দেগীর সকল ধরন-ধারণ নিবেদিত হবে কেবলমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। ইবাদতের সকল অনুভূতি, ভাব, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নিবেদিত হবে একমাত্র তাঁরই জন্য। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন জিন ও ইনসান। ইরশাদ হয়েছে :وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ÔAvi Awg wRb I gvbl‡K †Kej GRb¨B mwó K‡iwQ †h Zviv ïa Avgvi Bev`Z Ki‡eÕ (miv Avh hwiqvZ:56)।

যারা হৃদয়ের গভীরে তাওহীদী ভাবধারার ঝর্নধারা প্রবাহিত করতে নারাজ, যারা তাওহীদের শীতল ছায়ায় নিজেদের দাঁড় করাতে অনিচ্ছুক, যারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে মাবুদ বলে মানে, তাদের জন্য অপেক্ষায় আছে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন। শুধু তাই নয় বরং বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি থাকা সত্ত্বেও আকাশ ও পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় সত্য তাওহীদকে অমান্য ও অস্বীকার করার কারণে তারা পরিণত হয় নিকৃষ্টতম জীবে। ইরশাদ

হয়েছে: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ÔwbðqB wKZvex‡`i g‡a¨ hviv Kdix K‡i‡Q I gkwiKiv, Rvnvbv‡gi Av¸‡b _vK‡e ¯vqxfv‡e| I ivB nj wbKó m wóÕ (miv Avj-ewq¨bvn:6)।

তাওহীদ সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, যা একজন মানুষ এ পৃথিবীতে অর্জন করে। হাদীসে এসেছে: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এই জ্ঞান নিয়ে যে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'(মুসলিম)।

m¤§wbZ gmjøxe›`! তাওহীদ এমন একটি বিষয়, যার রয়েছে বহু কল্যাণ ও ফযীলত। যে ব্যক্তি তাওহীদকে অন্তরে ধারণ করে, তাওহীদ তার সকল পাপ-গুনাহ মুছে দেয়। তাওহীদ তাকে চিরস্থায়ী আগুনে বসবাস থেকে বাঁচিয়ে দেয় এবং তাকে উদ্ধার করে। হাদীসে এসেছে: مَنْ شَهِدَ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَي مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সালাম)আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তার পক্ষ হতে-আসা একটি নির্দেশ যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যাই থাক না কেন' (বুখারী)।

তাওহীদই হলো বড় মাধ্যম, যা অবলম্বন করে একজন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী হয়। তাওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হয় পূর্ণাঙ্গ শান্তি, নিরাপত্তা ও হিদায়াত। ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ôhviv Cgvb G‡b‡Q Ges wbR Cgvb‡K hj‡gi mv‡_ mswgkY K‡iwb, Zv‡`i Rb¨B wbivcËv Ges ZvivB wn`vqvZcvßÕ (miv Avj AvbAvg:82)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে : لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ÔgnvfxwZ Zv‡`i‡K †c‡ikvb Ki‡e bv| Avi †d‡ikZviv Zv‡`i‡K Af¨_bv Rwb‡q ej‡e, GUvB †Zvgv‡`i †mB w`b, hvi Iqv`v †Zvgv‡`i‡K †`qv n‡qwQjÕ (miv Avj Avw¤qv:103)।

তাওহীদের বহু ফযীলতের মধ্যে আরেকটি হল,তাওহীদ অবলম্বনের জন্য, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যতটকু অগ্রসর হয়, সে ততটুকুই নিরাপত্তা পায় এবং ততটুকু হিদায়াত লাভে সক্ষম হয়। আর আখেরাতে রয়েছে তাদের মুক্তি ও সমধিক নিরাপত্তার ওয়াদা।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা ! দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ-মুসীবত-শঙ্কা থেকে সুরক্ষা পাওয়া তাওহীদের একটি বড় ফযীলত। পরকালীন বিপদ থেকে সুরক্ষার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে:إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ، إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ÔwbðqB †Zvgiv Ges Avjøvn Qvov †Zvgiv hv‡`i cRv Ki, †m¸‡jv †Zv Rvnvbv‡gi Rvjvbx| †Zvgiv †mLv‡b c‡ek Ki‡e| hw` Zviv Bjvn nZ Z‡e Zviv Rvnvbv‡g c‡ek KiZ bv| Avi Zviv mevB Zv‡Z ¯vqx n‡q _vK‡e| †mLv‡b _vK‡e Zv‡`i AvZbv`, Avi †mLv‡b Zviv ïb‡Z cv‡e bv| Avgvi c¶ †_‡K hv‡`i Rb¨ c‡eB Kj¨vY wbawiZ i‡q‡Q Zv‡`i‡K Zv †_‡K `‡i ivLv n‡eÕ (miv Avj Avw¤qv:98-101)।

আর দুনিয়ার বিপদ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইবরাহীম আলাইহিস-সালামের ঘটনা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ইরশাদ হয়েছে:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.

ÔAvwg ejjvg,†n Av¸b Zzwg kxZj I wbivc` n‡q hvI Beivnx‡gi Rb¨| Avi Zviv Zvi weiæ‡× PµvšÍ K‡iwQj, wKš' Avwg Zv‡`i‡K me‡P‡q †ewk ¶wZM¯ K‡i w`jvg| Avi Avwg Zv‡K I jZ‡K D×vi K‡i †m †`‡k wb‡q †Mjvg, †hLv‡b Avwg wekevmxi Rb¨ eiKZ †i‡LwQÕ (miv Avj Avw¤qv:69-71)।

gmw jøqv‡b wKivg: তাওহীদ মূলতঃ তিন প্রকার।

এক. তাওহীদে রুবূবিয়াত, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। যেমন, সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহই করেন, রিযক একমাত্র আল্লাহই দান করেন, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহই দেন। মহাবিশ্বের পরিচালনা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইরশাদ হয়েছে : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Ôej ,wZwbB Avjøvn,GK-AwØZxqÕ(miv BLjvm:1)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ . ÔAvjøvn whwb Avmgvbmgn I hgxb mwó K‡i‡Qb| Avi wZwb Avmgvb †_‡K ewó elY K‡ib; d‡j Zv Øviv dj-djwi` †_‡K Zvgv‡`i Rb¨ wiwhK Drcv`b K‡ib Ges wZwb †bŠhvb‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb, hv‡Z Zvi Av‡`‡k mg‡`ª Zv PjvPj K‡i Ges b`xmgn‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb| Avi wZwb mh© I Pv`‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb weivgnxbfv‡e Ges †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb ivZ I w`b‡K| Avi †Zvgiv hv †P‡qQ, Zvi c‡Z¨KwU †_‡K wZwb †Zvgv‡`i w`‡q‡Qb Ges hw` †Zvgiv Avjøvni wbqvgZ MYbv Ki, Z‡e Zvi msL¨v wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e bv| wbðq gvbl AwaK AZ¨vPvix I AKZÁÕ (miv Bevnxg: 32-34)।

দুই. তাওহীদুল উলূহিয়াহ অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-প্রর্থনা, নজর-মানত, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। এসবের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা। ইরশাদ হয়েছে: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ÔAvcbviB Avgiv Bev`Z Kwi Ges AvcbviB wbKU mvnvh¨ PvBÕ (miv Avj dvwZnv:5)।

আরো ইরশাদ হয়েছে: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Ôw-Zwb Avmgvbmn, hgxb I GZ‡`vf‡qi g‡a¨ hv Av‡Q Zvi ie| mZivs Zvi Bev`Z Ki Ges ZviB Bev`‡Z ‰ahkxj _vK| Zwg wK Zvi mgZj¨ KvD‡K Rvb?Õ (miv gvigvg:65)।

আরো ইরশাদ হয়েছে: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ÔAvi Zv‡`i‡K †Kej GB wb‡`©k †`qv n‡qwQj †h, Zviv †hb Avjøvni Bev`Z K‡i ZviB Rb¨ `xb‡K GKwbô K‡i, mvjvZ Kv‡qg K‡i Ges hvKvZ †`q; Avi GwUB nj mwVK w`bÕ (miv Avj evwq¨bv: 5)।

তিন: তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত: অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ক একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ যেসব নামে নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল যেসব নামে তাঁকে ডেকেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো নাম আল্লাহর প্রতি আরোপ না করা। আর আল্লাহ যেসব গুনে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা তার রাসূল তাঁকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সে সবের বাইরে অন্য কোনো বিশেষণ আল্লাহর উপর আরোপ না করা, এবং এ ব্যাপারে মাখলুকের সাথে কোনো সাদৃশ্য নিরূপণ, উদাহরণ পেশ, শব্দ ও অর্থের বিকৃতি ও পরিবর্তনের আশ্রয়ে না গিয়ে সরাসরি যেভাবে কুরআন-হাদীসে উল্লেখ হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করা।

ইরশাদ হয়েছে: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ÔAvi Avjøvni Rb¨B i‡q‡Q m›`iZg bvgmgn| mZivs †Zvgiv Zv‡K †mme bv‡gB WvK| Avi Zv‡`i‡K eRb Ki hviv Zvi bv‡g weKwZ NUvq| Zviv hv KiZ AwP‡iB Zv‡`i‡K Zvi cwZdj †`qv n‡eÕ (miv Avj Avivd:180)।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাকে যথার্থরূপে তাওহীদ বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন। তাওহীদের মর্ম ও হাকীকত সঠিক অর্থে বোঝার তাওফীক দান করুন। সকল প্রকার শিরক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

(أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورة الشورى :11

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

তাওহীদ বাস্তবায়নকারীর মর্যাদা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ، وَأَمَرَ بِتَوْحِيْدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

m¤§vwbZ Dcw¯'wZ! তাওহীদ এমন একটি বিষয়, যা সদা যত্নের দাবি রাখে। তাওহীদকে সদা আলোকোজ্জ্বল ও স্বচ্ছ-শুভ্র রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সার্বক্ষণিক পরিচর্যার। কেননা এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা এর সাথে মিশ্রিত হলে, যার স্পর্শে গেলে তাওহীদ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। এসব বিষয় হলো তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়, যেমন- সকল প্রকার বড় শিরক বা শিরকে আকবার। শিরকে আকবার পুরোপুরি তাওহীদের বিপরীত, তাওহীদকে সমূলে বিনাশকারী। উদাহরণত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে এমন বিষয়ের জন্য দু'আ-প্রার্থনা করা, যা দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। যেমন নেককার ব্যক্তিদের কবরে গিয়ে কোনো কিছু চাওয়া, ভেলকিবাজ ফকীর, জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া এবং গায়েবের খবর রাখে বলে তারা যে দাবি করে তা বিশ্বাস করা। ইরশাদ হয়েছে: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ÔAvi hw` Avjøvn ``kv Øviv †Zvgv‡K ¯úk K‡ib Z‡e Zv Avjøvn Qvov Ab¨ †KD `i Kivi †bB, Avi hw` wZwb †Zvgv‡K fvj Øviv ¯úk K‡ib Z‡e wZwb mKj wel‡qi Dci ¶gZvevbÕ (Avj AvbAvg:17)।

বড় শিরকের আরেকটি প্রকার হলঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ মুনাজাত করা, প্রার্থনা করা। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আকে ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন, বলেছেন اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ, 'দু'আই হল ইবাদত' (তিরমিযী)।

বড় শিরকের আরেকটি প্রকার হল, আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম-কারী অথবা যা হারাম করেছেন তা হালালকারী কোনো মানুষের অনুগত্য করা।

এ ব্যাপারে হাদীসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি এ রকমঃ আদী ইবনে হাতেম রাযি. তখন খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে শুনলেন: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ আদী ইবনে হাতেম বললেনঃ আমরা তো তাদের ইবাদত করি না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করাই তাদের ইবাদত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করে না, অতঃপর তোমরাও তা হারাম বল? তারা কি হালাল করে না আল্লাহ যা হারাম করেছেন, অতঃপর তোমরাও তা হালাল বল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই তাদের ইবাদত' (তিরমিযী)।

শিরকের আরেকটি ধরন হল মহব্বতবিষয়ক শিরক, যার দাবি হল তাযীম-ভক্তি,বিনয় ও অধীনস্থতার যেসব ধরন-ধারণ কেবল একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই প্রযোজ্য, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি পোষণ করা। ইরশাদ হয়েছে: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ÔAvi gvb‡li g‡a¨ GgbI Av‡Q, hviv Avjøvn Qvov Ab¨‡K Avjøvni mgK¶ i/‡c MnY K‡i, Zv‡`i‡K Avjøvn‡K fvjevmvi gZ fvjev†m| Avi hviv Cgvb G‡b‡Q Zviv Avjøvni Rb¨ fvjevmvq `pZiÕ (miv Avj evKviv:165)।

শিরকের অন্য-একটি রূপ হচ্ছে নিয়ত ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে শিরক, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে রাযি-খুশী করার উদ্দেশ্য না নিয়ে দুনিয়া অর্জন, সুনাম কুড়ানো ও লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করা। ইরশাদ হয়েছে: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . Ôth e¨w³ `wbqvi Rxeb I Zvi †RŠjm Kvgbv K‡i, Avwg †mLv‡b Zv‡`i‡K Zv‡`i Avgj¸‡jvi dj c‡ivcywi w`‡q †`B Ges †mLv‡b Zv‡`i‡K Kg †`qv n‡e bvÕ (m~iv û`:15-16)।

gnZvivg gmjøxe›`! শিরকের পাপ সবচেয়ে বড় পাপ। শিরকের অন্যায় সবচেয়ে বড় অন্যায়। এ অন্যায়কে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া যাকে চান তিনি ক্ষমা করেন। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا Ôwbðq Avjøvn ¶gv K‡ib bv Zvi mv‡_ kixK Kiv‡K Ges G Qvov hv‡K Pvb ¶gv K‡ib| Avi †h Avjøvni mv‡_ kixK K‡i †m †Zv †Nvi c_åóZvq c_åó njÕ (m~iv Avb-wbmv: 48)।

অন্যত্র এসেছে: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 'Avi †h Avjøvni mv‡_ kixK K‡i, †m †hb AvKvk †_‡K coj| AZtci cvwL Zv‡K †Qv †g‡i wb‡q †Mj wKsev evZvm Zv‡K `‡ii †Kv‡bv RvqMvq wb‡¶c KijÕ (m~iv Avj nv¾:31)।

আরো ইরশাদ হয়েছে: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ Ôwbðq †h Avjøvni mv‡_ kixK K‡i, Zvi Dci Aek¨B Avjøvn RvbœvZ nvivg K‡i w`‡q‡Qb Ges Zvi wVKvbv Av¸b| Avi Rvwjg‡`i †Kv‡bv mvnvh¨Kvix ‡bBÕ (m~iv Avj gvwq`vn:72)।

gnZvivg nv‡hixb! আমাদের মধ্যে কে না চায় দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা? কে না চায় জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে? কে না চায় দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এবং পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ? কে না চায় শাশ্বত সুখ ও বেহেশতের সওগাত?

তাহলে আসুন, তাওহীদকে আমরা করে নেই একান্ত আপন। তাওহীদের জন্য হয়ে যাই নিবেদিত, মুখলিস। তাওহীদ সম্পর্কে যথার্থরূপে শিক্ষালাভ করি এবং তা আয়ত্ত করি। হকপন্থী উলামা-ই কিরাম তাওহীদ ও শিরক, শিরকের কারণ ও মাধ্যমসমূহ, তাওহীদ ও শিরকের হুকুম-আহকাম, দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা অধ্যয়ন করি। এগুলোর অধ্যয়ন আমাদেরকে নিয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোতে। সুগম হবে হিদায়াতের পথ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই।

দুনিয়ার জৌলুস ও চাকচিক্য যেন এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মহান বিষয় থেকে আমাদেরকে দূরে সরাতে না পারে। কেননা এ বিষয়টির দাওয়াত নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন নবী-রাসূলগন। এর ভিত্তিতেই প্রদান করা হবে জান্নাত ও জাহা-ন্নাম। তাই বিষয়টির প্রতি আরোপ করুন সর্বোচ্চ গুরুত্ব। এই মুহূর্ত থেকেই এ ব্যাপারে যথার্থ উদ্যোগ নিন। খালেস নিয়তে অধ্যয়ন শুরু করুন তাওহীদ ও শিরকের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল আলোচনা। যাতে, না জানার কারণে অনেকেই যেসব ভুল করে বসেন, আপনি সে সবে জড়িয়ে না যান, তাওহীদ থেকে দূরে চলে না যান। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের নিয়ত সংশোধন করে দেন। আমাদের দীন চর্চাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আমাদের দুনিয়াকে তিনি ইসলাহ করেন। তিনি অতি দয়ালু ও মেহেরবান।

মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর আমাদেরকে সালাত ও সালাম পাঠ করতে বলেছেন। কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে তিনি সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ôwbðq Avjøvn ZvÔAvjv (EaŸ RM‡Z †d‡ikZv‡`i g‡a¨) bexi cksmv K‡ib, Ges Zvi †d‡ikZvMY bexi Rb¨ `Av K‡ib| †n gywgbMY †ZvgivI bexi Dci `iæ` cvV Ki Ges Zv‡K h_vh_fv‡e mvjvg RvbvIÕ (Avj Avnhve:56)।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে তাওহীদ শেখার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে তাওহীদ বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিন। আমরা যেন কখনো কোনো শিরকে লিপ্ত না হই সে তাওফীক আমাদের দান করুন। সকল প্রকার বাতিল আকীদা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সকল প্রকার গোমরাহী থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ইখলাস

LZevq hv _vK‡e

১. ইবাদতে ইখলাস থাকার আবশ্যকতা

২. ইখলাস আমল কবুল হওয়ার একটি রুকন

৩. ইখলাসের গুরুত্ব ও ইখলাস না থাকার ভয়াবহতা

৪. ইখলাস-বিধ্বংসী বিষয় সম্পর্কে সতর্ককরণ

৫. ইখলাসের ফলাফল ও উপকারিতা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

m¤§wbZ gmjøx fvB‡qiv! আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলব যার অনুপস্থিতিতে বান্দার সকল আমল আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। এমন একটি বিষয়, যার দ্বারা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, দরজা বুলন্দ হয়। আর এ ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দিলে বান্দার অধঃপতন ঘটে। আর তা হল ইখলাস।

wcq fvB‡qiv! ইখলাস একটি মহৎ বিষয়, আমল কবুল হওয়ার অন্যতম এক স্তম্ভ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোনো আমলই কবুল করেন না যদি তা একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁকেই রাযি-খুশী করার জন্য সম্পাদিত না হয়। যে আমলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করা হয়, অন্য কাউকে শরীক করা হয়, যে আমলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও রেযামন্দী তালাশ করা হয়, সে আমল যত বড়োই হোক বাহ্যিকভাবে যত সুন্দরই হোক আল্লাহর কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য হয় না। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ Ôwbðq Awg †Zvgvi Kv‡Q h_vh_fv‡e GB wKZve bvwhj K‡iwQ; AZGe Avjøvni Bev`Z Ki ZviB AvbM‡Z¨ GKwbô n‡q| †R‡b †iL, weï× Bev`Z-AvbMZ¨ AvjøvniB cvc¨Ó (miv Avh hgvi:3)।

আরো ইরশাদ হয়েছে: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Ôej,ÔAvgvi ie b¨vq wePv‡ii wb‡`k w`‡q‡Qb Avi †Zvgiv c‡Z¨K wmR`vi mgq †Zvgv‡`i †Pnviv †mvRv ivL‡e Ges ZviB Bev`v‡Zi Rb¨ GKwbô n‡q Zv‡K WvK‡eÓ| †hfv‡e wZwb †Zvgv‡`i‡K c_‡g mwó K‡i‡Qb, †mfv‡e †Zvgiv wd‡i Avm‡eÓ(miv Avj-Avivd:29)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ÔmZivs †Zvgiv Avjøvn‡K WvK, Zvi AvbM‡Z¨ GKwbô n‡q| hw`I Kwdiiv Zv AcQ›` K‡iÓ (miv Mwdi:14)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ÔwZwb PwiÄxe, wZwb Qvov †Kv‡bv Bjvn †bB| mZivs †Zvgiv `xb‡K Zvi Rb¨ GKwbô K‡i Zv‡KB WvK| mKj cksmv Avjøvni wbwb mwóK‡ji ieÓ(miv Mwdi:65)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ÔAvi Zv‡`i‡K †Kej GB wb‡`k †`qv n‡qwQj †h, Zviv †hb Avjøvni Bev`Z K‡i ZviB AvbM‡Z¨ GKwbô nq Ges mvjvZ Kv‡qg K‡i I hvKvZ †`q; Avi GwUB nj mwVK `xbÓ (miv Avj evBwqbvn:5)।

gnZvivg gmwjøqvb ! আমলের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, বরং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করা, লোক দেখানো এবং মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর মানসিকতা পরিহার করে একমাত্র

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকে উদ্দেশ্য করার নামই হল ইখলাস। আমল যদি ইখলাসশূন্য হয়, ইখলাস থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তা বান্দার পক্ষে না গিয়ে তার বিরুদ্ধে চলে যায়। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হলো এমন ব্যক্তি, যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন। আর সে তাকে দেয়া সকল নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কী কাজ করে এসেছ? সে বলবে, আমি আপনার পথে যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে বীর বলবে, এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে, এবং তাকে টেনে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কী কাজ করে এসেছ? সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ এ জন্য যে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তিলাওয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, লোকে তোমাকে কারী বলবে। আর তা বলা হয়েছে। অতপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর বিচার করা হবে এমন ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সকল ধরনের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে হাজির করে আল্লাহ তার নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে সকল নেয়ামত স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কী করে এসেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে খরচ করা পছন্দ করেন আমি তার সকল খাতে সম্পদ ব্যয় করেছি, কেবল আপনারই জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি সম্পদ এ উদ্দেশ্যে খরচ করেছ যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (মুসলিম)।

m¤§wbZ Dcw¯wZ ! একটু ভেবে দেখুন, কুরআন পাঠকারীর জন্য কুরআন সুপারিশকারী হিসেবে হাজির হলো না। অথচ কুরআনওয়ালার জন্য কুরআন সুপারিশকারী হিসেবে হাজির হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে কুরআন সুপারিশ করতে আসেনি। কারণ উল্লিখিত কুরআনওয়ালার ইখলাসের অভাব ছিল। সম্পদশালী ব্যক্তির ব্যয়িত সম্পদও তার কোনো কাজে আসেনি। কারণ তারও ইখলাসের অভাব ছিল। অনুরুপভাবে যুদ্ধের ময়দানে নিহত মুজাহিদও পরিত্রাণ পেলেন না। কেননা তার যুদ্ধ ছিল ইখলাসবিবর্জিত। তাহলে আমরা কোথায়? আমাদের আমল কোথায়? একটু ভেবে দেখুন !

অতএব ইখলাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাই আসুন, এবার জেনে নিই, কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের ইখলাস-ঐকান্তিতকায় বিঘ্ন ঘটায়, ইখলাসকে নস্যাৎ করে দিয়ে নেক আমলকে করে দেয় একেবারেই নিরর্থক।

ইখলাস ধ্বংসকারী বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

GK. wki‡K AvKevi ev eo wkiK: শিরকে আকবার হলো আল্লাহর সাথে কোনো শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং তার উদ্দেশ্যে আমল নিবেদিত করা। এ ধরনের শিরকের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। অর্থাৎ ইসলাম থেকে একেবারে খারিজ হয়ে-যাওয়া; পরকালে অনন্ত আগুনে বসবাস নিশ্চিত করা এবং সকল আমল ধ্বংস করে দেয়া।

`B. wki‡K AvmMvi ev †QvU wkiK: এটাও ইখলাসের পরিপন্থী। শিরকে আসগার হলো, রিয়া বা লোকদেখানো ও সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো নেক-আমল করা। শরীয়তে এটাকেও শিরক বলা হয়েছে, তবে তা একজন মুসলমানকে কাফিরে পরিণত করে না। বরং তা তাওহীদের পূর্ণাঙ্গতাকে আহত করে এবং তা ইখলাসের বিপরীত, যার পরিণতি হল, যে আমলের সাথে তা মিশ্রিত হবে তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। মাহমুদ ইবনে লাবীদ রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا : وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচে’ বেশী ভয় করি শিরকে আসগারের। সাহাবীগণ বললেন, ‘শিরকে আসগার কী? হে আল্লাহর রাসূল,’ তিনি বললেন, ‘তা হল রিয়া। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিয়ে দেয়া হবে আল্লাহ তা‘আলা তখন রিয়াকারীদেরকে বলবেন, ‘দুনিয়ায় যাদেরকে তোমাদের আমল দেখাতে তাদের কাছে যাও, দেখো, তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি-না’(আহমদ, হাসান)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি অন্যদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্যে নেক-আমল করল, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি অন্যদের দেখানোর উদ্দেশ্যে নেক-আমল করল আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন’ (বুখারী)।

অর্থাৎ এ ব্যক্তির নিয়ত অনুযায়ী মানুষদেরকে তার আমল দেখিয়ে দেয়া হবে এবং সে মানুষের প্রশংসাও কুড়াবে, তবে পরকালে তার আমলের বিনিময়ে আদৌ কোনো ছাওয়াব পাবে না।

wZb. Av‡Li‡Zi Avgj Øviv `wbqv AR©‡bi B"Qv Kiv| অর্থাৎ আখেরাতের উদ্দেশ্যে যেসব কাজ করা বাঞ্ছনীয় তা পার্থিব সম্পদ, চাকচিক্য ও জৌলুস অর্জনের উদ্দেশ্যে করা। যেমন গনীমতের সম্পদের জন্য জেহাদ করা, সার্টিফিকেট অর্জন ও চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দীনী ইলম শিক্ষা করা। অবশ্য এ ধরনের কাজের কয়েকটি অবস্থা রয়েছে-

১. আখেরাতের আমল দ্বারা শুধুই দুনিয়া অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া, অথবা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় উদ্দেশ্য সমান-সমান থাকা, অথবা আখেরাতের উদ্দেশ্যটা কিছু অংশে বেশি থাকা। উল্লিখিত সকল অবস্থাই ইখলাসপরিপন্থী; গোনাহ ও আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ। উবাই ইবনে কা‘আব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সালাম বলেন, ‘এ উম্মতকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ, উচ্চাবস্থা এবং দীনের ক্ষেত্রে সাহায্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ দাও। আর তাদের মধ্যে যারা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়াবী কাজ করবে, তাদের জন্য আখেরাতে কোনো হিসসা নেই’।

২. যদি নেক-আমলের পিছনে পার্থিব ফায়দা হাসিলের ইচ্ছা দীনী ইচ্ছার অধীন হয়, যেমন আল্লাহর ইবাদত পালনের সাথে সাথে শরীয়তের নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় করাকে উদ্দেশ্য হিসাবে নেয়া হয়, তাহলে তা ইখলাস-পরিপন্থী হবে না। যদিও তা নিখাঁদ ইখলাসযুক্ত আমলের সমপর্যায়ের হবে না।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণঃ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন নয় বরং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য কোনো নেক-আমল করা। এ বিষয়টিও ইখলাসের পরিপন্থী ও ক্ষতিকর।

৪. অহঙ্কার-বড়াই প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমল করাঃ অর্থাৎ অহঙ্কার ও দম্ভ-গর্বের অনুভূতি নিয়ে কোনো আমল করা, নিজের আমলকে বড় মনে করা। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ‘উজব বা আত্ন-তৃপ্তি। নিজ অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, বান্দার উপর আল্লাহর নিয়ামত-অনুকম্পা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে অনেকেই এ অবস্থার শিকার হন। এরূপ অবস্থা রিয়া বা লোক-দেখানোর দোষ থেকেও মারাত্মক। কেননা এ অবস্থায় নিজের নসফের উদ্দেশ্যেই ইবাদত বন্দেগী নিবেদিত হয়। নিজের ‘উজব’ ও অহঙ্কারী মানসিকতাকে তৃপ্ত করার জন্যই নেক-আমল সম্পাদন করা হয়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা এ ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে থাকে না।

যেসব বিষয় ইখলাসের পরিপন্থী নয়ঃ

১. পরকালীন উদ্দেশ্য সামনে রেখে জান্নাত অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের আশায় নেক-আমল করা।

২. যেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে হয় সেসব কাজ প্রকাশ্যে করা। গুনাহের কাজ গোপন করা। এরূপ করায় ইখলাস ত্রুটিযুক্ত হয় না। বরং এটাই হবে শরীয়তসম্মত। তাই শরীয়তসম্মত কাজ এই অজুহাতে ছেড়ে দিলে চলবে না, যে তাতে রিয়া-র আশঙ্কা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বরং ইখলাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করে যথারীতি আমল করে যেতে হবে।

৩. লোকজন যদি বান্দার কোনো নেক-আমলের প্রশংসা করে, যাতে আমলকারীর কোনো প্ররোচনা নেই, তাহলে এটাকে মনে করতে হবে বান্দার জন্য অগ্রিম সুসংবাদ। এতে রিয়া-র কিছু নেই। আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলঃ 'কোনো ব্যক্তি যদি ভালো কাজ করে এবং সে কাজের জন্য মানুষ তার প্রশংসা করে তাহলে আপনার রায় কি'? তিনি বললেন, 'এটা হলে মুমিনের অগ্রিম সুসংবাদ' (মুসলিম)।

৪. নেক-আমলে শক্তিসঞ্চয়কারী বিষয় যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অধীন হয়, যদি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং আদেশ-নিষেধ পালন মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং ইখলাসের মানসিকতা প্রাধান্যপ্রাপ্ত হয়, যেমন হজ্ব ও ব্যবসা এ উভয় উদ্দেশ্যে হজের সফর করা। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকে জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা, তাহলে তা ইখলাসের পরীপন্থী হবে না।

৫. -এক ইবাদতকে অন্য ইবাদাতের সাথে শরীক করা। যেমন রোযা রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সাথে সাথে ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করা। এর সাথে ইখলাসের কোনো সংঘর্ষ নেই, বরং তা শরীয়তসম্মত।

৬. ইবাদত পালন ও মানুষের সাথে দেখাসাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সাজগোজ করা। এটাও ইখলাসের বিপরীত-কাজ হবে না। এর উল্টো বরং রিয়া-র ভয়ে দোষত্রুটি প্রকাশ করাই হবে ইখলাসের পরিপন্থী।

৭. ইবাদতকারী ও সৎবান্দাদেরকে দেখে স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় ইবাদত-বন্দেগী বাড়িয়ে দেয়া সৎব্যক্তিদের মজলিসের বরকত বলে গণ্য হবে, যা অলসতা ও গাফলতী দূর করে দেয়। আল্লাহর জন্য নিয়ত খালেস থাকলে এখানেও রিয়া-র কোনো দখল নেই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে যথার্থরূপে ইখলাস অবলম্বন ও তা চর্চার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

ইখলাস

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

mwcq gmj øxe›`! ইখলাসের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. তাওহীদ বাস্তবায়িত হওয়া এবং শিরক ও নিফাক থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

২. জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ। যদি মুসলমানদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করে তাহলে বুঝতে হবে সে এতটুকু পরিমাণ ইখলাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, যা তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেবে। বরং তার হৃদয়ে এক প্রকার শিরক ছিল, যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযোগী করেছে।

৩. আমল কবুল হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া।

৪. শিরক ছাড়া অন্যসব গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া।

৫. আল্লাহর দাসত্বের স্বাদ অনুভব করা এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভে ধন্য হওয়া।

৭. দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থলেই পূর্ণ নিরাপত্তা ও হিদায়াত অর্জিত হওয়া।

৮. খুশি অনুভূত হওয়া, হৃদয়ে আনন্দ আসা, আল্লাহর তাওফীক নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং লজ্জিত ও অপবাদস্থ হওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ।

৯. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, ফেতনা ও শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে যাওয়া।

১০. গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ।

১১. মানুষের মহব্বত লাভ এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন।

১২. আত্মার পরিশুদ্ধি ও কিবর-উজব-রিয়া থেকে পরিত্রাণ।

১৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের প্রতি সাহায্য ও প্রতিষ্ঠা আসা ।

m¤§wbZ gmjøx fvB‡qiv! ইখলাস পরিপন্থী বিষয় থেকে আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিত। আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত যেন আমাদেরকে তাঁর খাস রহমতে ইখলাস-পরিপন্থী বিষয়সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। ইখলাস নষ্ট করে দেয় এমন কাজ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আদর্শ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘তোমরা এই শিরককে ভয় করো, যা পিপীলিকার চলার চাইতেও অধিক গোপনে তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বলল, যদি তা পিপীলিকার চলার চাইতেও অধিক গোপন হয় তাহলে আমরা কিভাবে তা থেকে বেঁচে থাকব হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ‘তোমরা বলবে: للَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ ‘হে আল্লাহ! আমরা জেনেশুনে শিরক করা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আর যা আমাদের অজানা তা থেকে আমরা আপনার মাগফিরাত চাচ্ছি’(আহমদ, হাসান)।

আল্লাহ আমাদের কথা ও কাজ ইখলাসপূর্ণ করুন।

gnZvivg nv‡hixb ! আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, আমরা আল্লাহর সৌভাগ্যবান বান্দা হয়ে যাই এটা আমাদের সবারই হৃদয়ের আওয়াজ। সবাই চাই আল্লাহর কাছে মাকবুল হতে, আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে। আল্লাহর সামনে যখন দাঁড়াব তখন সকল আমল বরবাদ হয়ে যাক, নস্যাৎ হয়ে যাক, এটা আমাদের কারোরই কাম্য নয়।

জাহান্নামের তপ্ত আগুনে অনন্তকাল জ্বলতে-পুড়তে থাকার দৃশ্য সামনে হাজির করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, এই আগুনে কি অনন্তকাল থাকার মতো শক্তি ও সবর আছে? অথচ প্রকৃত মুমিনরা থাকবে অনন্ত সুখের, অসীম আনন্দের জান্নাতে?

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দারা! সতর্ক হোন। সিরিয়াস হোন। নিজেদের আমল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, কোথাও ইখলাসের ত্রুটি আছে কি না, সকল আমল একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে কি না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলের হৃদয়ে ইখলাস পয়দা করে দিন। ইখলাস-পরিপন্থী সকল নিয়ত ও আমল থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আপনিই উত্তম হিফাযতকারী। আপনি আমাদেরকে শিরকে আকবার, শিরকে আসগারসহ সকল প্রকার শিরক থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদেরকে রিয়া ও উজব থেকে রক্ষা করুন।

পার্থিব নিয়তে, দুনিয়ার অর্থসম্পদ যশ-জৌলুস অর্জনের নিয়তে, ইবাদত-বন্দেগী করা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের ইজ্জত ও কদর বাড়িয়ে দিন। আপনি ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি ইসলামী আদর্শের অনুশীলন-অনুকরণ ব্যাপক করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আপনি যে পথে চললে রাযি-খুশী হন সে পথে আমাদের দেশের কর্ণধারদের পরিচালিত করুন। আমীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের প্রতি ঈমান ও কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা

খুতবায় যা থাকবে

১. আল্লাহর নামসমূহের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে উৎসহা প্রদান
২. আল্লাহর কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা প্রদান
৩. আল্লাহর নাম দ্বারা দুআ করার প্রতি উৎসহা দান
৪. আল্লাহর নামগুলো কুরআন-সুন্নাহনির্ভর, তাই এ ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার থেকে মানুষকে হুঁশিয়ার করা।

প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِدُعَائِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَأَشْهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

m›`i Zwg †n Avgvi ie
m›`i †Zvgvi bvg
`ÔAv gbvRv‡Z Pwn ZvB Awg
†ZvgviB ¶gv me‡nv-kvg|

gnZvivg nv‡hixb! আল্লাহর নাম সমূহ অতি চমৎকার, মধুময়, অনন্য। তবে শুধু এতটুকু বললেই আমাদের দায়িত্ব আদায় হবে না। বরং আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর নামগুলোর প্রতি যথার্থরূপে ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা। এক্ষেত্রে সকল প্রকার বিকৃতি (তাহরীফ), অর্থ পরিবর্তন (তাওয়ীল),সাদৃশ্য স্থাপন (তাশবীহ), উদাহরণ নিরূপণ (তামছীল), অথবা বাতিলকরণ (তা'তীল), অথবা রূপ নিরূপণ (তাকয়ীফ) থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুন্দরতম নামসমগ্র। এ ব্যাপারে আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে: **وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا** ÔAvjøvni i‡q‡Q m›`i m›`i bvgmgn| AZGe †Zvgiv Zv‡K Zv w`‡qB WvKÕ (Avj Avivd:180)।

wcq gmwjg fvB‡qiv! আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে ভুল করার অর্থ ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল করা। আর ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল মারাত্মক ভুল, অমার্জনীয় ভুল। তাই আসুন বিষয়টি ভাল করে জেনে নিই।

এক. আল্লাহর নামগুলো কেবল কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নতুন কোনো নাম আল্লাহর উপর আরোপ করা কখনো সঙ্গত হবে না। কুরআন হাদীসে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুতেই সীমিত থাকতে হবে। বাড়ানোও যাবে না, কমানোও যাবে না। কেননা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে মহান আল্লাহর তা'আলার শানের উপযোগী নাম আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণেই এক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের পাঠ্যের বাইরে গিয়ে নবআবিষ্কৃত কোনো নামে আল্লাহকে ডাকার অর্থ হবে প্রকাশ্য সীমালঙ্ঘন। ইরশাদ হয়েছে: **وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا** ÔAvi †h welq †Zvgvi Rvbv †bB Zvi AbmiY K‡iv bv| wbðq Kvb, †PvL, I AštKiY- G‡`i c‡Z¨KwUi e¨vcv‡i %KwdqZ Zje Kiv n‡eÕ (miv Avj Bmiv:36)।

দুই. আল্লাহর নামসমূহ সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যায় সীমিত নয়। প্রসিদ্ধ একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আপনার কাছে প্রর্থনা করছি প্রত্যেক নামের উসিলায় যা কেবল আপনার, যে নাম আপনি নিজেকে দিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টিকুলের

মধ্যে কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার ইলমে গায়েবে রেখে দিয়েছেন’ (আহমদ ও হাকেম)।

আর আল্লাহ তা‘আলা তার ইলমে গায়েবে যা সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছেন তা জানা অথবা আয়ত্তে আনা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের কথা রয়েছে যেগুলো কেউ সংরক্ষণ করলে, ভালোভাবে বুঝলে, সে নামগুলো উল্লেখ করে দু‘আ করলে জান্নাতে প্রবেশের ঘোষণা রয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর নাম কেবল এই নিরানব্বইটিতেই সীমিত। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের অর্থ হল, কেউ যদি কেবল নিরানব্বইটি নাম উল্লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে পারে তবে তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা রয়েছে।

তিন. আল্লাহর নাম সবগুলোই সুন্দরতম, মাধুর্যমণ্ডিত। ইরশাদ হয়েছে : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ÔAvjøvni i‡q‡Q m›`i m›`i bvg| †Zvgiv Zv‡K Zv w`‡qB WvKÕ (Avj Aivd:180)।

আল্লাহর কিছু নামের অর্থ ও ব্যাখ্যা-

الله : মহব্বত ও তাযীম মিশ্রিত হৃদয়ে ইলাহ ও মাবুদ হিসেবে যার প্রতি সৃষ্টিকুল ধাবিত হয়।

الرَّحْمنُ الرَّحِيْم : করুণাময় পরম দয়ালু। মা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু দয়া দেখায় তার চেয়েও অধিক দয়ালু আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের প্রতি। যা কিছু নেয়ামত এ পৃথিবীতে রয়েছে সবই তাঁর রহমতের বদৌলতে। সকল প্রকার বিপদ ও দুর্যোগ থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ আল্লাহর রহমতের বদৌলতেই হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ÔAvi †Zvgv‡`i Kv‡Q †hme wbqvgZ Av‡Q Zv Avjøvni c¶ n‡ZÕ (miv Avb-bvnj: 53)।

الْمَلِك: সমগ্র মহাবিশ্বের মালিক। উর্ধ্বজগৎ-নিম্নজগৎ সবকিছুরই তিনি মালিক। আল্লাহর জ্ঞান ও ইরাদার বাইরে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছু নড়াচড়া করে না। ইরশাদ হয়েছে: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ôej, †n Avjøvn, ivR‡Zi gwjK, Avcwb hv‡K Pvb ivRZ `vb K‡ib, Avi hvi †_‡K Pvb ivRZ †K‡o †bb Ges Avcwb hv‡K Pvb m¤§vb `vb K‡ib| Avi hv‡K Pvb AcgwbZ K‡ib, Avcbvi nv‡ZB Kj¨vY| wbðq Avcwb me wKQi Dci ¶gZvevbÕ (miv Avj Bgivb: 26)।

اَلْقُدُّوْسُ : অর্থাৎ যিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন, সৃষ্টি করেছেন অথচ কোনো ক্লান্তি-শ্রান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি। ইরশাদ হয়েছে: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ÔwbðqAvwg Avmgvbmgn I hgxb Ges GZ‡`vf‡qi ga¨w¯Z mewKQ Qq w`‡b mwó K‡iwQ| Avi Avgv‡K †Kv‡bvi¨c Kwš¯úk K‡iwbÕ (miv Kvd:38)।

الْقَوِيُّ ، الْقَهَّارُ: মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী: এমন কোনো সৃষ্টি নেই, যা আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমশালিতার অধীন নয়। সবই বরং তাঁর কাছে নত। সবই তাঁর অধীন ও তাঁর সামনে অসহায়। ইরশাদ হয়েছে: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ÔZviv Avjøvni h_vh_ ghv`v Dcjwä K‡i bv, wbðq Avjøvn gnv¶gZvevb, gnvcivµgkvjxÕ (miv Avj nv¾:74)।

الْعَلِيْمُ : সর্বজ্ঞাত: যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই উত্তমরূপে জানেন। জলে-স্থলে যা কিছু আছে সবকিছু সম্পর্কে যিনি সুপরিজ্ঞাত। এমনকি কোনো বৃক্ষের পাতা খসে পড়লেও তিনি তা জানেন। যমীনের অন্ধকারতম স্থানে, কোনো আর্দ্র অথবা শুকনো জায়গায় যা কিছুই নিপতিত হয়, তা রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

الْعَلِيُّ الأَعْلَى : যিনি সর্বোর্ধ্ব, সর্বশীর্ষ : তিনি তার সত্তার দিক থেকে সর্বোর্ধ্বে, আরশের উপরে এবং তাঁর গুণাবলীর দিক থেকেও সর্বোর্ধ্বে ও সর্বশীর্ষে।

الْجَبَّارُ : মহা প্রতাপশালী: যিনি দুর্বল ও ভঙ্গুরকে সাহায্য করেন। শক্তিমানকে স্তব্ধ করেন।

الْغَفُوْرُ : পরম ক্ষমাশীল: যিনি সকল পাপ ক্ষমা করে দেন, যিনি বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন করেন।

الْحَكِيْمُ : প্রজ্ঞাময়: যিনি তাঁর বিধিবিধানে, ও সৃষ্টিজীবের ভাগ্য নির্ণয়নে প্রজ্ঞাময়।

الْغَنِيُّ : অমুখাপেক্ষী: যিনি তাঁর সকল মাখলুক থেকে মুখাপেক্ষিহীন। কারও কাছে তিনি কোনো কিছুর

জন্যেই মুখাপেক্ষী নন।

الْجَمِيْلُ : সুন্দর: আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। হাদীসে এসেছে:

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

মুহতারাম শ্রোতামণ্ডলী! আল্লাহর নামসমূহের প্রতি ঈমানের একটি দাবি হল, এ নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা, আল্লাহর কাছে দু'আ করা; ইবাদত ও প্রার্থনা উভয় প্রকারের দু'আ। ইবাদাতের দু'আর অর্থ এ নামগুলো পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। আর প্রার্থনার দু'আর অর্থ এ নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া। وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا AvqvZwU Gw`‡KB Bw½Z Ki‡Q| G wel‡q nv`x‡m I ¯úó wb‡`kbv G‡m‡Q| ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn I qv mvjøvg এক ব্যক্তিকে এই বলে দু'আ করতে শুনলেন: للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আপনার জন্যই প্রশংসা, আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আপনি একক, আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি অতি দয়াশীল। আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। আপনি মর্যাদাবান ও সম্মানের পাত্র। হে চিরঞ্জীব, হে সকল সত্তার ধারক। এ দুআ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি ইসমে-আযমের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছ, যার দ্বারা ডাকলে আল্লাহ সাড়া দেন, যার দ্বারা প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন' (আহমদ, হাসান)।

wcq gmwjøqvb! আল্লাহর নামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করুন। বিষয়বস্তু অনুযায়ী আল্লাহর নাম বেছে নিন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রে বলুন يَا غَفُوْرُ اغْفِرْ لِيْ 'হে অতি ক্ষমাশীল! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'। এ রকম বলবেন না যে, 'হে শাস্তিদানে কঠোর, আমাকে ক্ষমা করুন'। কেননা এরূপ বলায় প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করা হয়। شَدِيْدُ الْعِقَابِ বা শাস্তিদানে কঠোর এই নাম ব্যবহার করলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, বলতে হবে: 'হে শাস্তিদানে কঠোর! আপনার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করুন'।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ،

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের প্রতি ঈমান

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِدَعْوَتِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىْ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহর নামগুলো জানার ব্যাপারে আপনারা কেবল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আশ্রয় নিন। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে নাম দেননি, বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নামে আল্লাহকে ডাকেননি, তা আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা প্রকাশ্য ধৃষ্টতা। কেননা আল্লাহর নামগুলো কেবলই কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর। এক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার করা ঈমানবিরুদ্ধ। আল কুরআনুল কারীম আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ভরপুর। যেমন: هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ÔwZwbB Avjøvn, whwb Qvov †Kvb Bjvn †bB; `k¨-A`‡k¨i ÁvZv; wZwbB cig KiYvgq, `qvj| wZwbB Avjøvn; whwb Qvov †Kvb Bjvn †bB, wZwbB ev`kvn, gnvcweÎ, ÎæwUg³, wbivcËv`vbKvix, i¶K, gnvcivµgkvjx, gnvcZvckvjx, AZxe gwngwšZ, Zviv hv kixK K‡i Zv n‡Z cweÎ-gnvb| wZwbB

Avjøvn, móv, D™vebKZv, AvKwZ`vbKvix; Zvi i‡q‡Q m›`i bvgmgn; Avmgvb I hgx‡b hv Av‡Q meB Zvi gwngv †NvlYv K‡i| wZwb gnvcivµgkvix, cÁvgq (miv Avj nvki:22-24)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Ôej, wZwbB Avjøvn, GK-AwØZxq| Avjøvn Kv‡iv gLv‡c¶x bb, mK‡jB Zvi gLv‡c¶x| wZwb KvD‡K Rb¥ †`bwb Ges Zv‡KI Rb¥ †`qv nqwb| Avi Zvi †Kv‡bv mgK¶I ‡bBÕ (সূরা আল ইখলাস)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। যেমন তাহাজ্জুদের সময় এই দু'আটি পড়তেন বলে ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেছেন: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ! আপনারই প্রশংসা। আপনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। আপনারই প্রশংসা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আপনি ধারক। আপনারই প্রশংসা। আপনি আকশমণ্ডলী ও পৃথিবী ও তাতে যা রয়েছে তার রব। আপনি সত্য। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার কথা সত্য। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি। আপনার উপরই নির্ভর করেছি। আপনার দিকেই ফিরে এসেছি। আপনার জন্য বিবাদ করেছি। আপনাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব আপনি আমার পূর্ব ও পরের গোপন ও প্রকাশ্য পাপগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনি আমার ইলাহ। আপনি আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, ক্ষমাপ্রার্থনার সেরা বাক্যমালা হল: سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'সেরা ইস্তেগফার হল, তুমি বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার বান্দা। আপনার সঙ্গে কৃত-ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর আমি আমার সাধ্যমত অটল রয়েছি। আমি যা কিছু করেছি তার অপকারিতা হতে আপনার আশ্রয় নিচ্ছি। আমার প্রতি আপনার যে নিআমত তা স্বীকার করছি। আর স্বীকার করছি আপনার কাছে আমার অপরাধ। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না'।

যে সকালবেলায় দৃঢ় বিশ্বাসে এটা পাঠ করবে, সে যদি ওই দিন সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে সে ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (বুখারী)।

gmwjøqv‡b †Kivg! আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন সুন্নাহর আশ্রয় নেবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে নাম দেননি, অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সালাম যে নামে তাঁকে ডাকেননি সে নাম কখনো আল্লাহর প্রতি প্রয়োগ করবেন না। এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকুন। কেননা এরূপ করার অর্থ হবে আল্লাহর ব্যাপারে মনগড়া কথাবার্তা বলা, যা আল কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ Ôej, Avgvi ie †Zv nvivg K‡i‡Qb Akxj KvR- hv cKvk cvq Ges hv †Mvcb _v‡K, Avi cvc I Ab¨vq fv‡e mxgvj•Nb Ges Avjøvni mv‡_ †Zvgv‡`i kixK Kiv, †h e¨vcv‡i Avjøvn †Kv‡bv cgvY AeZxY K‡ibwb Ges Avjøvni Dc‡i Ggb wKQ ejv hv †Zvgiv Rvb bvÕ (miv Avj Avivd:33)।

অন্য এক আয়াতে, যে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা বলা বা অনুসরণ করা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ÔAvi †h welq †Zvgvi Rvbv ‡bB Zvi AbmiY K‡iv bvÕ (miv:Avj Bmiv:36)।

gnZvivg †kvZvgÐjx! আল্লাহর নামগুলোর উপর আমরা সবাই যথার্থরূপে ঈমান আনি। এক্ষেত্রে আমাদের ঈমানকে পরিশুদ্ধ করি। আল্লাহর নামের প্রতি ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করি। আর আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করি। যথার্থরূপে তাকওয়া অবলম্বন করি। কেননা আমরা আজ হোক কাল হোক আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। তাই আসুন, আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরি। আল্লাহর নাম ও সিফাত উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করি। প্রার্থনা করি। কেননা যারা এক্ষেত্রে গর্ব ও অহংকারভরে বিরত থাকে তারা জাহান্নামী হবে বলে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়েছেন। আর কুরআন সুন্নাহ-এ আল্লাহ তা'আলার যেসব নাম উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। আল্লাহর নামগুলো সুন্দরতম নাম। এগুলোর অর্থও খুব চমৎকার ও সূক্ষ্ম।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সুন্দর নাম ও গুণাগুণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। এক্ষেত্রে সকল ভুলত্রুটি থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আপনার সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে আপনাকে ডাকার তাওফীক দান করুন। আপনার সুন্দর নামগুলো যাতে সঠিক অর্থে সংরক্ষণ করে জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী হতে পারি সেই তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহর উপর থেকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত উঠিয়ে নিন। মুসলিম উম্মাহর উপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থে মুত্তাকী হবার তাউ-ফীক দান করুন, পরহেজগার বানিয়ে দিন। আমাদের পরিবার পরিজনকে আপনার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীর পথে পরিচালিত করুন। হে আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের সরকার প্রধানদেরকে আপনার রেযামন্দী অন্বেষণের তাওফীক দান করুন। আপনার শরীয়ত ও বিধান বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন। তাওহীদকে সমুন্নত করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার হাকীকত ও মুসলমানের জীবনে প্রয়োজনীয়তা

২. তাওয়াক্কুল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ

৩. আসবাব অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের সাথে সাংঘর্ষিক নয়

৪. আল্লাহর সাথে মুসলমানদের হৃদয় জুড়ে দেয়া এবং সকলেই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এ কথা তুলে ধরা

৫. দিন, মাস, বিভিন্ন ক্ষণ-কেন্দ্রিক নানা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করা যা তাওয়াক্কুলের বিপরীত

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَمَرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوكُّلِ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعالَى: (وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ)، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الَّذِيْ وَعَدَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَسْبُهُ وَكَافِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ أَمَرَهُ خَالِقُهُ بِأَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرا، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ নির্ভর করা, ভরসা করা, আস্থা রাখা ইত্যাদি। পরিভাষায়, যে কোনো প্রয়োজন কিংবা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করাকেই তাওয়াক্কুল বলে।

একজন ঈমানদারের জন্য তাওয়াক্কুল একটি অপরিহার্য গুণ। এ গুণটি অর্জন করা ছাড়া ঈমান কামেল বা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

তাওয়াক্কুলের গুণ অর্জন করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাওয়াক্কুলের পরিমাণ যার মধ্যে যত বেশি হবে জীবন চলার পথ তার জন্য তত সহজ হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** ÔAvi †h Avjøvni Dci ZvIqv°j K‡i Avjøvn Zvi Rb¨ h‡_óÕ (miv ZvjvK:3)।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ঈমানের একটি শর্ত। ইরশাদ হয়েছে : **وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ** ÔAvi †Zvgiv (Avjøvni Dci) ZvIqv°j K‡iv hw` †Zvgviv gwgb nIÕ(miv Avj gwq`v:23)।

wcq gmwjøqvb! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও তাওয়াক্কুলের অনেক ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَانا 'তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর তওয়াক্কুল তথা ভরসা করার মত ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদের ঐরূপ রিযক দিতেন, যেমনিভাবে পাখিদেরকে দিয়ে থাকেন। পাখিগুলো সকাল বেলা বাসা থেকে খালি পেটে বের হয় এবং বিকেলে পেট পূর্ণ করে ফিরে আসে?' (তিরমিযী, সহীহ)।

মুসলিম ভাইয়েরা! রিযক অন্বেষণ করা প্রতিটি প্রাণীর সহজাত বাসনা। তাই কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি ও অন্যান্য পেশার লোকজন ভোর হতেই নিজ নিজ কাজে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। এরপর তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। যাতে নিজের ও পরিবারের লোকদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রতিটি মুসলমান নরনারীর অন্তরে সর্বদা এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমার সুখ-দুঃখ, ইজ্জত-সম্মানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। দুনিয়ার ধন দৌলত সহায়-সম্পত্তি যেমন প্রকৃত সুখ ও শান্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি তা মানুষের রিযকের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। মানুষের রিযকের সম্পর্ক তো একমাত্র

আল্লাহ তা‘আলার সাথে। আল্লাহ তা‘আলা এমন রায্‌যাক, যদি আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষিত না হয় এবং জমিন থেকে একটি ফসলও উৎপন্ন না হয় তথাপি তিনি সমস্ত মাখলুককে সন্দেহাতীতভাবে লালন-পালন করতে পারবেন। এতে তার বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে হবে না। তাই প্রকৃত মুমিনগণ মাল ও দৌলত পেয়ে যেমন খুশি হন না তেমনি তা হাত ছাড়া হলেও বিন্দুমাত্র কষ্ট ভোগ করেন না। কারণ তারা জানেন, রিযকের যিম্মাদারী তাদের হতে নয় বরং এ যিম্মাদারী তো মহান রায্‌যাক আল্লাহ তা‘আলার হাতে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ Ô†Zvgiv †Zvgv‡`i mšÍvb‡`‡K `wi`Zvi f‡q nZ¨v K‡iv bv| KviY †Zvgv‡`i Ges Zv‡`i‡K †Zv AvwgB wihK w`‡q _vwKÕ (miv Avj Bmiv:31)।

অর্থাৎ খাওয়ানো এবং যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব তো আমি নিজেই গ্রহণ করেছি। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার কিছুই নেই।

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ÔAvgvi mv‡_ ev›`v †hi'c aviYv K‡i, Avwg Zvi mv‡_ †mi'c e¨enviB K‡iÕ|

D`vniY¯^i'c ejv †h‡Z cv‡i †h, ev›`v hw` †Kv‡bv mgm¨vq cwZZ n‡q G K_v ¯§iY K‡i †h, Avjøvn ZvÔAvjvB Avgvi G mgm¨v `i K‡i w`‡eb A_ev Lv`¨vfv‡e cwZZ n‡q hw` g‡b g‡b G aviYv †cvlY K‡i †h, Avjøvn ZvÔAvjv GLbB Avgvi G Afve `i K‡i w`‡eb| Zvn‡j Avjøvn ZvÔAvjv Zvi wekvm I aviYv †gvZv‡eK Zvi mgm¨v mgvav‡bi e¨e¯'v Ges Lv`¨vfve `i K‡i w`‡eb| †gvU K_v-Avjøvn ZvÔAvjvi Dci ev›`v †h cwigvY ZvIqv°j Ki‡Z m¶g n‡e Avjøvn ZvÔAvjv Zvi mv‡_ †mi'c e¨enviB Ki‡eb|

সম্মানিত ভাইয়েরা! তাওয়াক্কুল একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি বান্দাকে সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি- আল্লাহ তা‘আলা বলেন: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ÔAvi Avmgvbmgn I Rgx‡bi Mv‡qe AvjøvniB| Ges ZviB Kv‡Q me welq cZ¨vewZZ n‡e| mZivs Zwg Zvi Bev`Z K‡iv| Ges Zvi Dci ZvIqv°j K‡iv| Avi †Zvgiv hv wKQ Ki †m e¨vcv‡i †Zvgvi ie Mv‡dj bbÕ (miv n`: 123)।

তিনি আরো বলেন : وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ‘আর তুমি মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর উপর তাওয়াক্কুল করো’ (miv ïAviv: 217)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا ÔAvi Zwg Avjøvni Dci ZvIqv°j K‡iv| Ges KgweavqK wn‡m‡e AvjøvnB h‡_óÕ (miv Avnhve: 3)।

আরো ইরশাদ হয়েছে : قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ Ôe‡jv, †Zvgiv wK †f‡e †`‡LQ? Avjøvn Avgvi †Kv‡bv ¶wZ PvB‡j †Zvgiv Avjøvni cwie‡Z hv‡`i WvK Zviv wK †m ¶wZ `i Ki‡Z cvi‡e? A_ev wZwb Avgv‡K ingZ Ki‡Z PvB‡j Zviv †m ingZ cwZ‡iva Ki‡Z cvi‡e? e‡jv, Avgvi Rb¨ AvjøvnB h‡_ó| ZvIqv°jKvwiMY Zvi DciB ZvIqv°j K‡ibÕ(সূরা যুমার:৩৮)।

হাদীসে এসেছে : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ‘এমনসব সম্প্রদায় জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তরগুলো হবে পাখিদের অন্তরের ন্যায়’(মুসলিম)। বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো, তারা হবে তাওয়াক্কুলকারী। আবার কেউ বলেছেন, তারা ঐসব লোক যাদের অন্তর হবে কোমল।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ZvIqv°j n‡jv Cgv‡bi A‡aK| Avi wØZxq A‡aK n‡jv BbvevZ Z_v Avjøvni w`‡K iæR nIqv|

কোনো কিছু পাওয়ার জন্য শরীয়ত সমর্থিত জায়েয কোনো পন্থা বা উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা তাওয়াক্কুল নয়। যেমন কেউ বলল, আমি রিযকের জন্য কোনো চেষ্টা করব না। কারণ যদি আমার তাকদীরে ধনী হওয়া লিখা থাকে তবে তো আমি কোনো প্রকার চেষ্টা-ফিকির ছাড়াই ধনী হয়ে যাব। আর যদি আমার তাকদীরে ধনী হওয়া না লিখা থাকে তবে আমি যত চেষ্টাই করি না কেন তা বিফলে যাবে।

আসলে এ ধরনের চিন্তাভাবনা ও এ জাতীয় কথা স্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা ইসলামী শরী-য়ত তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি স্বীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবারও হুকুম দিয়েছে। তাই আমাদেরকে তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি আপন চেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। চেষ্টার পর যদি সংশ্লিষ্ট জিনিসটি পাওয়া যায় তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর পাওয়া না গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মনে করতে হবে, আমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ফয়সালাই ছিল। তাই আমি এ জিনিস পাইনি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

wcq gmjjgvb fvBMY! যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী মনে করে সে কিভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল না করে পারে?

যে ব্যক্তি নিজেকে অক্ষম ও অপারগ মনে করে সে কি আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে পারে?

যার এই এক্বীন রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি ঐরূপ দয়াশীল যেমন কোনো মা তার সন্তানের প্রতি দয়াশীল। তাই এমন ব্যক্তি কী করে আল্লাহর ফয়সালায় শান্তি না পেয়ে থাকতে পারে?

যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি ফয়সালায় হাকীম ও প্রজ্ঞাবান তাহলে সে কী করে তার তাকদীরের উপর খুশি না হয়ে পারে?

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورة آل عمران:122)
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، أَمَّا بَعْدُ:

m¤§wbZ fvB‡qiv! জেনে রাখুন, বান্দার উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রেখে স্বীয় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াক্কুলকারীদের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও রিযক অন্বেষণের ক্ষেত্রে চেষ্টা চালিয়ে যাবার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তাই।

হাসান বসরী রহ. বলেন, রিযক অন্বেষণের ক্ষেত্রে কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ Ô‡n gwgbMY! †Zvgiv †Zvgv‡`i mZKZv Aej¤b K‡iv Õ (miv wbmv: 71)।

তিনি আরো বলেন : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ÔAvi Zv‡`i †gvKv‡ejvi Rb¨ †Zvgvi mvg_ Ab-hvqx (kw³ I Akewnbx) c¯Z K‡iv Õ (miv Avbdvj: 60)।

†n gmwjg RwZ! এক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, যাবতীয় বিষয় তার কাছে ন্যস্ত করা এবং উপকার ও ক্ষতির একমাত্র মালিক তিনিই, অন্য কেউ নয়– এসব এমন বিষয় যা, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা প্রতিটি

মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إلا مَا شَاءَ الله Ôe‡jv, Awg Avgvi wb‡Ri DcKvi I ¶wZi ¶gZv iwL bv| Z‡e Avjøvn hv PvbÕ (m~iv Avivd: 188)।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন : وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ÔAvi Avjøvn hw` †Zvgv‡K †Kv‡bv ¶wZ †cŠQvb Z‡e wZwb Qvov Zv `i Kivi †KD †bB| Avi wZwb hw` †Zvgvi Kj¨vY Pvb Z‡e Zvi AbMÖ‡ni †Kv‡bv cwZ‡ivaKvix †bB| wZwb Zvi ev›`v‡`i hv‡K B”Qv Zv‡K Zv †`b| Avi wZwb cig ¶gvkxj, AwZ `qvjyÕ (m~iv BDbym: 107)।

তিনি আরো বলেন : قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الْغَيْبَ إِلا الله Ôe‡jv, Avjøvn Qvov Avmgvb I hgx‡bi †KDB Mv‡q‡ei Lei Rv‡b bvÕ (m~iv bgj: 65)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন। হে দয়ালু প্রভু! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুজিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন। ইয়া রাব্বাল আলামীন! আপনি আমাদেরকে সঠিক অর্থে তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদের মুতাওয়াক্কিলীন এর কাতারে শামিল করে নিন।

হে দয়াময় প্রভু! আমরা যখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হব তখন আমাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আযাব থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে দয়ালু মাবুদ! আপনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের দলে শামিল করে নিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন এবং ঈমানের সাথে আমাদের খাতেমা বিল খাইর নসীব করুন।

আপনি আমাদেরকে আখেরাতের যাবতীয় আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিন। আমলনামা ডান হাতে দিন এবং দুনিয়াতে আমাদেরকে হায়াতে তাইয়িবা তথা পবিত্র জীবন নসীব করুন।

আপনি আমাদের সময়ে বরকত দিন। অল্প সময়ে অধিক কাজ করার তাওফীক দিন এবং যাবতীয় কাজে ইখলাস নসীব করুন।

আপনি আমাদের নামায , রোযাসহ ছোট বড় প্রতিটি আমল আপনার শান মোতাবেক কবুল করে নিন।

عِبَادَ الله رَحِمَكُمُ الله : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اُذْكُرُوا الله يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মৃত্যুর পর যা ঘটবে

LZevq hv _vK‡e

১. মৃত্যুপরবর্তী জীবনে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা

২. সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ

৩. সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাওবায়ে নাসূহা করার প্রতি উৎসাহ দান

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَذَّرَ عِبَادَهُ مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِهَذِهِ الدَّارِ، وَرَغَّبَهُمْ فِي الْاِسْتِعْدَادِ لِدَارِ الْقَرَارِ. أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْغِزَارِ. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ يَجُوْدُ عَلي عِبَادِهِ بِكَرَمِهِ الْمِدْرَارِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الأَبْرَارِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنْصَارِ، وَسَلَّم تَسلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ:

gmwjøqv‡b wKivg! মৃত্যু একটি অবধারিত সত্য। মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কেউ তার আগমন ঠেকাতেও পারে না এবং কোনো দিন পারবেও না। মৃত্যুর এই অলংঘনীয় সত্যকে পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ÔcwZwU cvY gZ¨i ¯v` Av¯v`b Ki‡eÕ (miv Av‡j Bgivb: 57)।

মৃত্যু অবধারিত সত্য; কিন্তু সে বিষয়ে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। আবার কেউ-কেউ ভাবেন মৃত্যু এলে বুঝি পৃথিবীর ঝক্কি-ঝামেলা সব শেষ। মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব। ব্যস, আর কোনো ঝামেলা নেই। কোনো জবাবদিহিতা নেই। আর যদি থাকেও তাহলে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ নেই। যা হবার হবে। এটা নিছক একটি অমূলক ধারণা। নিজের প্রতি অবর্ণনীয় জুলম। কেননা মৃত্যুপরবর্তী জীবনই হলো আসল জীবন। শাশ্বত জীবন। তাই মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার অর্থ হলো নিজেকে হারিয়ে ফেলা। নিজেকে গভীর আঁধারে নিমজ্জিত করে দেয়া। মর্মন্তুদ ও অশেষ কষ্ট-যাতনার অগ্নিগহ্বরে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিক্ষেপ করা।

মুসল্লিয়ানে কিরাম! মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে উত্তম পন্থায়। তাহলে আসুন দেখি মৃত্যুপরবর্তী-জীবন সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ কি বলে।

কুরআন-হাদীসে মৃত্যুর পরের বিষয়গুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ যখন মারা যায় এবং তাকে কবরস্থ করা হয় তখন তাকে প্রথম যে সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় তা হলো কবরের ফেতনা। বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাযি. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় কোনো বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার দোস্ত-আহবাব তাকে রেখে চলে আসে, তখন কবরস্থ ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তিনি বলেন, '(এরপর) দুজন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসায় ও জিজ্ঞাসা করে, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে'? 'অতঃপর মুমিন ব্যক্তি বলবে, 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। এরপর ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার জায়গার প্রতি তাকিয়ে দেখো। আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'অতঃপর সে উভয়টাই দেখতে পাবে'। Bgvg KvZv`v in. e‡jb, ÔAvgv‡`i ejv n‡q‡Q †h, GB gwgb Keievmxi Rb¨ Zvi Kei‡K mËi MR ck¯ K‡i †`qv n‡e| me‡R f‡i †`qv n‡e wKqvgZ chš mg‡qi Rb¨|

আর কাফির অথবা মুনাফিককে বলা হবে, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে'? তখন সে বলবে, 'হায় আমি জানি না, লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম'। এরপর তাকে বলা হবে, 'তুমি কি জাননি? তুমি কি বুঝনি'? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে একটি আঘাত করা হবে। তখন সে এমন এক চিৎকার দেবে, যা জিন ও ইনসান ছাড়া তার কাছের সকলেই শুনতে পাবে।

আবু আইউব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ‘একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন এমতাবস্থায় যে সূর্য তখন ডুবে গিয়েছে। অতঃপর তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ‘এরা ইহুদী। এদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে’ (বুখারী ও মুসলিম)।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো নামায পড়তেন তখন কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। তাঁর উম্মতকেও তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর কাফির ও মুনাফিককে আযাব দেয়া হবে। আর মুমিন ও বিশ্বাসীরা থাকবে নিয়ামত-সামগ্রী পরিবেষ্টিত অবস্থায়। তাই কবরের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আমাদের সবাইকে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা সবাইকে কবর থেকে উঠাবেন। ইরশাদ হয়েছে : أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . ÔgvbI wK †`‡Lwb †h, Awg Zv‡K mwó K‡iwQ ïµwe›` †_‡K? A_P †m (e‡b hvq) GKRb cKvk¨ KUZKKvix| Avi †m Avgvi D‡Ï‡k¨ Dcgv †ck K‡i, A_P †m Zvi wb‡Ri mwó f‡j hvq| †m e‡j, Ônvo¸‡jv RivRxY nIqv Ae¯vq †K †m¸‡jv RxweZ Ki‡e? ej, Ôwhwb c_gevi G¸‡jv‡K mwó K‡i‡Qb wZwbB †m¸‡jv cbivq RxweZ Ki‡eb| Avi wZwb mKj mwó m¤ú‡KB meÁvZvÕ (miv Bqvmxb: 77-79)।

সূরা- ইয়াসীনের শেষের এই কয়েকটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি হলো, আস ইবনে ওয়ায়েল মক্কার উপত্যকা হতে একটি হাড় কুড়িয়ে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলল, ‘এই যে হাড়টি দেখছেন চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থার পরও কি একে আল্লাহ তা‘আলা জীবিত করবেন’? রাসূলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ ‘হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকেও মৃত্যু দিবেন ও পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখেল করবেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন হিসাবের জন্য। ইরশাদ হয়েছেঃ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ÔAvi wbðq †Zvgiv G‡mQ Avgvi Kv‡Q GKv GKv, †hi/c mwó K‡iwQ Awg †Zvgv‡`i‡K c\_gevi Ges Awg †Zvgv‡`i‡K hv `vb K‡iwQ, Zv †Zvgiv †Q‡o †i‡LQ †Zvgv‡`i wc‡Vi †cQ‡b| Avi Awg †Zvgv‡`i mv‡\_ †Zvgv‡`i mcwikKvix‡`i †`LwQ bv, hv‡`i †Zvgiv g‡b K‡iQ †h, wbðq Zviv †Zvgv‡`i g‡a¨ (Avjøvni) Askx`vi| Aek¨B wQb n‡q †M‡Q †Zvgv‡`i ci¯ú‡ii m¤úK| Avi †Zvgiv hv aviYv Ki‡Z, Zv †Zvgv‡`i †_‡K nvwi‡q wM‡q‡QÕ (miv Avj-AvbAvg:94)।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ÔAvi Awg wKqvg‡Zi w`‡b Zv‡`i‡K GKÎ Kie Dco K‡i, AÜ, gK I ewai Ae¯vq| Zv‡`i Avkq¯j Rvnvbvg; hLbB Zv wb‡¯R n‡e ZLbB Awg Zv‡`i Rb¨ Av¸b ewo‡q †`eÕ (miv Avj Bmiv:97)।

এই ভীতিকর ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পাপাচারী, জালেম, মুনাফিকদের দেখা যাবে অবনত মস্তকে, অপলক নেত্রে। আর তাদের অন্তর থাকবে শূন্য। সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। সেদিন মানুষের হৃদয় থাকবে ওষ্ঠাগত, বিষণ্ন। কিয়ামতের সে দিনটির দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ দিনের ভয়াবহতা থেকে হিফাযত করুন।

হাদীসে আছে, আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ.

‘কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামতে থাকবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর তা তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দেবে এবং তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে’ (মুসলিম)।

আর সেদিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একত্রিত করবেন, তারা যা আমল করেছে তা দেখানোর জন্য। ইরশাদ হয়েছে : **يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ** 'সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের নিজেদের কৃতকর্ম'(সূরা যিলযাল, আয়াত:৬)।

হাদীসে এসেছে : يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِيَ بِهِ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ، فَيُقَالُ : قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ – وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ؛ أَلَّا تُشْرِكَ بِيَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ 'কাফির ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে। তাকে বলা হবে, তোমার কী ধারণা, যদি তোমার পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ হত তাহলে কি তুমি তা মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করতে? উত্তরে সে বলবে, 'হ্যাঁ, করতাম। তখন তাকে বলা হবে, 'তোমার কাছে এর চেয়েও অধিক সহজ বিষয় চাওয়া হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় 'তোমার কাছে তো এর থেকে নগণ্য একটি বিষয় আমি চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের মেরুদণ্ডে ছিলে। আর তা হলো, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক ছাড়া আর কিছু মানলে না' (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন, মাঝখানে কোনো দোভাষী থাকবে না। তখন সে তার ডান দিকে তাকাবে এবং সেখানে সে তার কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সে বাম দিকে তাকাবে, সেখানেও সে তার কৃত আমল ছাড়া অন্যকিছু দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং আগুন থেকে বাচোঁ যদিও শুকনো খেজুরের এক টুকরো অথবা একটি ভালো কথা ব্যয় করে হয়' (বুখারী)।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলনামা প্রকাশ করবেন। ইরশাদ হয়েছে: **وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا** ÔAvi Avgjbvgv ivLv n‡e| ZLb Zzwg Acivax‡`i‡K †`L‡Z cv‡e fxZ, Zv‡Z hv i‡q‡Q Zvi Kvi‡Y| Avi Zviv ej‡e, Ônvq aŸsm Avgv‡`i! Kx nj G wKZv‡ei! G‡Zv †QvU-eo wKQB Qv‡o bv, ïa msi¶Y K‡iÕ Ges Zviv hv K‡i‡Q, Zv nwhi cv‡e| Avi †Zvgvi ie Kv‡iv cwZ Rjg K‡ib bvÕ (miv Avj Kvnd:49)।

এ সময় মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ তাদের আমলনামা পাবে ডান হাতে। আরেক ভাগ পাবে বাম হাতে। যারা ডান হাতে পাবে তারা হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা বাম হাতে পাবে তারা হবে চির দুর্ভাগা। ইরশাদ হয়েছে :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ . يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.

ÔZLb hvi Avgjbvgv Zvi Wvb nv‡Z †`qv n‡e †m ej‡e, Ôbvl, Avgvi Avgjbvgv c‡o †`LÕ| ÓAvgvi `p wekvm wQj †h, Awg Avgvi wnmv‡ei m¤§Lxb neÕ| mZivs †m m‡švlRbK Rxe‡b _vK‡e| mD"P Rvbv‡Z, Zvi djmgn wbKUeZx _vK‡e| (ej v n‡e,) ÔweMZ w`bmg‡n †Zvgiv hv A‡M †ciY K‡iQ Zvi wewbg‡q †Zvgiv Zwß mnKv‡i LvI I cvb KiÕ| wKš hvi Avgjbvgv Zvi evg nv‡Z †`qv n‡e †m ej‡e, Ônvq, Avgv‡K hw` Avgvi Avgjbvgv †`qv bv nZÕ! ÔAvi hw` Awg bv RvbZvg Avgvi wnmveÕ! Ônvq, gZ¨B hw` Avgvi Povš dqmvjv nZÕ! ÔAvgvi m¤ú` Avgvi †Kvb Kv‡RB Avmj bv!Õ ÔAvgvi ¶gZvI Avgvi †_‡K P‡j †Mj! (ejv n‡e,) ÔZv‡K ai AZtci Zv‡K †ewo cwi‡q `vI|Õ ÔZvici Zv‡K †Zvgiv wb‡¶c

Ki Rvnvbv‡gÕ| ÔZvici Zv‡K eva Ggb GK †kK‡j hvi ^`N¨ n‡e mËi nvZÕ| †m †Zv gnvb Avjøvni cwZ Cgvb †cvlY KiZ bv, Avi wgmKxb‡K Lv`¨`v‡b DrmvwnZ KiZ bv| AZGe AvR GLv‡b Zvi †Kvb Aši½ eÜ _vK‡e bv| Avi ¶ZÑwbsmZ cR Qvov †Kvb Lv`¨ _vK‡e bv, AcivaxivB ïa Zv Lv‡eÕ (miv Avj nv°vn:19-37)।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন। ইরশাদ হয়েছে : **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ** ÔAvi wKqvg‡Zi w`b Avwg b¨vqwePv‡ii gvb`Ð ¯vcb Kie| mZivs Kv‡iv cwZ †Kv‡bv AwePvi Kiv n‡e bv| Kv‡iv Kg hw` mwilvi `vbv cwigvY I nq, Avwg Zv nwhi Kie| Avi wnmve MnYKvixi|‡c AvwgB h‡_óÕ(miv Aw¤qv:48)।

হিসাবের পর বান্দাকে মুখোমুখি করা হবে পুলসিরাতের। পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। নেককার বিদ্যুৎ, বাতাস ও দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে তা পার হয়ে যাবে। কেউ পার হবে সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে। কেউ সামান্য আঁচড় খেয়ে। কেউ আহত হয়ে। আর কেউ হুমরী খেয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে টেনে নেয়া হবে। সাহাবী আবু সাঈদ রাযি. বলেন,'পুলসিরাত হবে চুলের চেয়েও চিকন, তরবারির চেয়েও ধারালো।

এরপর শুরু হবে কিসাস। এ পর্যায়ে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা হলো, রক্তপাত। আবু সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'মুমিনদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করা হবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি পুলের উপর আটকানো হবে। পৃথিবীতে তাদের পরস্পরের জুলম-অত্যাচার বিষয়ে ফয়সালা করা হবে। এরপর যখন তারা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

†n gmwjg fvB‡qiv! এ হলো কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য। এরপরও কি আমরা নির্বোধ, গাফেল হয়ে পড়ে থাকব? এরপরও কি আমরা পাপাচারে নিমগ্ন থাকব? হে নেতা, হে বিচারক, হে সমাজপতি! এখনও কি আপনাদের তাওবা করার সময় হয়নি সকল অন্যায় অবিচার থেকে?

আপনারা যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছেন, সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন। যে আমানত আপনার কাছে আল্লাহ তা'আলা তুলে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে আদায় করুন। আপনি জান্নাতী না জাহান্নামী কি গ্যারান্টি আছে আপনার কাছে। আর আমরা যারা প্রজা বা সাধারণ জনগন আমরা কি প্রস্তুতি নিয়েছি ঐ দিনের জন্য? হে ভেজালদ্রব্য বাজারজাতকারী, তুমি কবে তোমার অবৈধ ব্যবসা ছেড়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে? হে নামায তরককারী, তুমি কবে মসজিদমুখী হবে? হে যুবক ভাইয়েরা, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কী ব্যবস্থা করছ ভেবে দেখো। হে যুবতী মহিলাগণ, তোমরা কি মনে করছ যে মৃত্যু আসবে না? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে যার যার ক্রটি শুধরে নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الجمعة : 8) بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjøqvb! আখেরাতে কেবল দু'টিই ঠিকানা হবে। হয় জান্নাত, নয় জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ÔAvi Gfv‡eB Awg †Zvgvi Ici Avievx fvlvq KiAvb bwhj K‡iwQ hv‡Z Zwg gj Rbc` I Zvi Avkcv‡ki ewm›`v‡`i‡K mZK Ki‡Z cvi, Avi hv‡Z ÔGKwÎZ nIqvi w`bÕ-Gi e¨vcv‡i mZK Ki‡Z cvi, hv‡Z †Kv‡bv m‡›`n †bB, GK`j _vK‡e Rvbœv‡Z Av‡iK `j Rjš Av¸‡bÕ (miv Avkkiv:7)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ . يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. ÔwbðqB G‡Z i‡q‡Q wb`kb Zvi Rb¨ †h AwLiv‡Zi Avhve‡K fq K‡i| †mwU Ggb GKwU w`b, †hw`b mKj gvbl‡K mg‡eZ Kiv n‡e Ges †mwU Ggb GK w`b, †hw`b mevB nwhi n‡e| Avi wbw`ó wKQKv‡ji Rb¨B Awg Zv wej¤¦Z KiwQ| †hw`b Zv Avm‡e †mw`b Zvi AbgwZ Qvov †KD K_v ej‡e bv| AZtci Zv‡`i ga¨ †_‡K †KD `fvMv, Avi †KD †mŠfvM¨evb| AZtci hviv n‡q‡Q `fvMv, Zviv _vK‡e Av¸‡b| †mLv‡b _vK‡e Zv‡`i PxrKvi I AvZbv`| †mLv‡b Zviv ¯vqx n‡e, hZw`b chš Avmgvbmgn I hgxb _vK‡e, Aek¨ †Zvgvi ie hv Pvb| wbðq †Zvgvi ie ZvÑB K‡ib hv wZwb B”Qv K‡ib| Avi hviv fvM¨evb n‡q‡Q, Zviv Rvbœv‡Z _vK‡e| †mLv‡b Zviv ¯vqx n‡e hZw`b chš Avmgvbmgn I hgxb _vK‡e, Aek¨ †Zvgvi ie hv Pvb, Ae¨vnZ cwZ`vb¯i/cÕ (miv n`:103-108)।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত জাহান্নামের আলোচনায় আল কুরআনে ইরশাদ করেন: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. ÔAvi Kwdi‡`i‡K `‡j `‡j Rvnvbœv‡gi w`‡K nwK‡q wb‡q hvIqv n‡e| Ae‡k‡l Zviv hLb Rvnvbœv‡gi Kv‡Q G‡m †cŠQ‡e ZLb Zvi `iRv¸‡jv L‡j †`qv n‡e Ges Rvnvbœv‡gi i¶xiv Zv‡`i‡K ej‡e, Ô†Zvgv‡`i ga¨ †_‡K †Zvgv‡`i Kv‡Q wK ivmjMY Av‡mwb, hviv †Zvgv‡`i Kv‡Q †Zvgv‡`i i‡ei AvqvZ¸‡jv wZjvIqvZ KiZ Ges G w`‡bi mv¶vr m¤ú‡K †Zvgv‡`i‡K mZK KiZÕ? Zviv ej‡e, ÔAek¨B G‡mwQjÕ; wKš Kwdi‡`i Dci Avhv‡ei evYx m‡Z¨ cwiYZ nj| ejv n‡e, Ô†Zvgiv Rvnvbœv‡gi `iRvmg‡n c‡ek Ki, Zv‡ZB ¯vqxfv‡e _vKvi Rb¨| AZGe An¼vix‡`i Avevm¯j KZB bv wbKó| Avi hviv Zv‡`i ie‡K fq K‡i‡Q Zv‡`i‡K `‡j `‡j Rvbœv‡Zi w`‡K wb‡q hvIqv n‡e| Ae‡k‡l Zviv hLb †mLv‡b G‡m †cŠQ‡e Ges Zvi `iRvmgn L‡j †`qv n‡e ZLb Rvbœv‡Zi i¶xiv Zv‡`i‡K ej‡e, Ô†Zvgv‡`i cwZ mvjvg, †Zvgiv fvj wQ‡j| AZGe ¯vqxfv‡e _vKvi Rb¨ GLv‡b c‡ek KiÕ(miv Avh hgvi:71-73)।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, তাকওয়া অর্জন করুন। আর ভালোভাবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহেজগারী।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Ô†Zvgv‡`i g‡a¨ Avjøvni Kv‡Q †mB AwaK ghv`vm¤úb †h †Zvgv‡`i g‡a¨ AwaK ZvKIqvm¤úb| wbðq Avjøvn meÁ, mg¨K AewnZÕ (miv:AvjÑûRivZ-13)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাকওয়ার এই মহৎ গুণ অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

fvB‡qiv Avgvi! আমরা সকলে সকল প্রকার পাপ থেকে ফিরে আসি। খালেসভাবে আল্লাহর দরবারে তাওবা করি। সৎ কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হই। কেননা যে ব্যক্তি সৎ কাজ থেকে পিছিয়ে থাকবে, বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। নেক আমলই হলো আসল সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত হচ্ছে। নেক আমল ছাড়া শুধু আশা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, তাতে বরং নিজেকে প্রবঞ্চিত করা হবে। তাই আসুন আমরা ঐকান্তিক হই। নেক আমল দ্বারা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করি।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাকওয়াপূর্ণ জীবন অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। মৃত্যুর জন্য যাতে যথার্থরূপে প্রস্তুতি নিতে পারি সেই তাওফীক আমাদের সকলকে দান করুন। আপনি আমাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সর্বদা নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন এবং ঈমানের সাথে আমাদের খাতেমা বিল খাইর নসীব করুন। আপনি আমাদেরকে আখেরাতের যাবতীয় আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের আমলনামা ডান হাতে দিন এবং দুনিয়াতে আমাদেরকে হায়াতে তাইয়িবা নসীব করুন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

পরকালীন জীবনই আসল জীবন

LZevq hv _vK‡e

১. পরকালের প্রতি মানুষের ঈমান-বিশ্বাস দৃঢ়করণ

২. পরকালের পাথেয় সংগ্রহের প্রতি উৎসাহ দান

৩. দুনিয়ামুখী জীবনযাপন থেকে সতর্ককরণ

৪. দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃতি তুলে ধরা

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ ذِيْ الْكَرَمِ وَالْجَلَالِ، وَالْفَضْلِ وَالنَّوَالِ ، يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّرَائِرِ وَيَطَّلِعُ عَلَى مَا فِي الضَّمَائِرِ (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ)، أَحْمَدُهُ حَمْداً يَلِيْقُ بِكَرِيمِ وَجْهِهِ، وَبِعَظِيْمِ سُلْطَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرَاً، أَمَّا بَعْدُ :

প্রতিটি মানুষের দু'টি ঠিকানা, একটি ক্ষণস্থায়ী অপরটি চিরস্থায়ী-অনন্ত।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা আজ পৃথিবী নামক এক গ্রহে বসবাস করছি। পৃথিবীর আলো-বাতাস, নান্দনিক দৃশ্য, খাদ্য-পানীয় ও নানাবিধ নিয়ামত আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করছি। তবে আমাদের এ ভোগ কেবলই সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে, সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে পরপারে, অনন্ত ঠিকানায়। যেখানে নেই কোনো মৃত্যু, নেই কোথাও পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ।

মৃত্যু এক চিরসত্য বিষয়। মহাবিশ্বে বিরাজমান সবকিছুই একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই চিরঞ্জীব ও অনন্ত-অসীম।

প্রিয় ভাইয়েরা! মানুষের ফানা হয়ে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করা এক প্রাত্যহিক, বরং প্রতি মুহূর্তের ঘটনা, প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি মিনিটে ১০৮ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। তবে মৃত্যুবরণ মানুষের সামগ্রিক ধ্বংস নয়। বরং মৃত্যুর দরজা দিয়ে সে পাড়ি জমাচ্ছে অনন্ত জগতে। তাই বুদ্ধিমান তো সেই যে দুনিয়ার জীবনকে পরকালের ফসল ফলানোর জন্য ব্যবহার করে। শাশ্বত ও অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহের কাজে লাগায়।

পার্থিব জীবন খেল-তামাশা অর্থ-সম্পদ ও ছেলেসন্তান নিয়ে ফখর-বড়াইয়ের জীবন। মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যাওয়ার জীবন। তাই এ ধ্বংসশীল জীবনকে প্রকৃত জীবন বলা অজ্ঞানতার পরিচায়ক। প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন। ইরশাদ হয়েছে: اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ô†Zvgiv †R‡b ivL †h, `wbqvi Rxeb µxov-†KŠZK, †kvfvÑ†mŠ›`h, †Zvgv‡`i cvi¯úwiK MeÑAn¼vi Ges abÑm¤ú` I mšvbÑmšwZ‡Z Awa‡K¨i cwZ‡hwwMZv gvÎ| Gi Dcgv nj ewói gZ, hvi Drcb dmj KlK‡`i‡K Avb›` †`q, Zvici Zv ïwK‡q hvq, ZLb Zwg Zv nj` e‡Yi †`L‡Z cvI, Zvici Zv LoÑKUvq cwiYZ nq| Avi AwLiv‡Z Av‡Q KwVb Avhve Ges Avjøvni c¶ †_‡K ¶gv I mšwó| Avi `wbqvi RxebUv †Zv †avKvi mvgMx Qvov Avi wKQB bqÕ (miv Avj nv`x`:20)।

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলেন : إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ôwbðq `wbqvi Rxe‡bi Zjbv †Zv cwbi b¨vq hv Awg AvKvk †_‡K bwhj Kwi,

AZtci Zvi mv‡_ hgx‡bi Dw™‡`i wgkY N‡U, hv gvbl I PZ®ú` Rš‘ †fvM K‡i| Ae‡k‡l hLb hgxb †kwfZ I mw¾Z nq Ges Zvi Awaevmxiv g‡b K‡i hgx‡bi Drcb dmj KivqZ Ki‡Z Zviv m¶g, ZLb Zv‡Z iv‡Z wKsev w`‡b Avgvi Av‡`k P‡j Av‡m| AZtci Awg †m¸‡jv‡K ewb‡q †`B KwZZ dmj, g‡b nq MZKvj I GLv‡b wKQ wQj bv| Gfv‡e Awg wPšvkxj †jvK‡`i Rb¨ wb`kbmgn we¯wiZfv‡e eYbv Kwi" (miv BDbm:24)।

পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অনন্ত জীবন। বিষয়টি অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন:وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. "Avi G `w-bqvi Rxeb †Lj-Zvgvkv Qvov Avi wKQB bq Ges wbðq AwLiv‡Zi wbevmB n‡jv cKZ Rxeb, hw` Zviv RvbZ" (miv Avj AvbKveZ:64)।

'আলী রাযি. বলেন, 'দুনিয়া পশ্চাৎপানে চলে গেছে। আর আখিরাত সম্মুখ থেকে এগিয়ে আসছে। আর এ উভয়টার জন্যই রয়েছে কিছু সন্তান। অতঃপর তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ হলো আমল; আজ হিসাব নেই। আর কাল হলো হিসাব; কাল আমল নেই (তা'লীকাতুল বুখারী)।

যাইদ ইবনে ছাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ 'দুনিয়া যার গুরুত্বের বিষয় হবে, আল্লাহ তার সবকিছু বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। তার দারিদ্র্যকে তার সামনে চাক্ষুষ্মান করে দেবেন। তার কাছে দুনিয়া আসবে না তবে যেটুকু লেখা আছে কেবল সেটুকু। আর আখিরাত যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তার সবকিছু সুসংহত করে দেবেন। তিনি তার হৃদয়ে ধনাঢ্যতা দান করবেন। আর দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়েই আসবে' (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

তাই দুনিয়ার পেছনে দৌড়ঝাঁপ নয়, আখিরাতের পেছনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। তাহলে দুনিয়া আখিরাত উভয়টাই পাবেন। আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে দুনিয়াও হারাবেন আখিরাতও হারাবেন। দুনিয়া তো হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এ শস্যক্ষেত্রে যে ফসল ফলাবে না সে আখিরাতকে হারিয়ে ফেলবে।

كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرِ سَبِيْلٍ 'দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থাকো যেন তুমি অপরিচিত অথবা পথিক'(বুখারী)। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবেন রজব হাম্বলী রহ. বলেন, 'এ হদীসটি দুনিয়াবিষয়ক আশা-ভরসার হ্রস্বতা-ক্ষীণতার ব্যাপারে মৌলিক ভাবধারামূলক হাদীস। তাই দুনিয়াকে আবাসস্থল বানিয়ে, ঘরবাড়ী সাব্যস্ত করে পরিতৃপ্তি অনুভব করা মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। বরং দুনিয়াতে মুমিনকে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন সে সফর অবস্থায় আছে এবং প্রস্থানের জন্য মাল-সামানা গোছগাছ করছে' (জামেউ'ল উলূমি ওয়াল হিকাম)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। মানুষ আখিরাতের বাস্তব দৃশ্য যখন স্বচক্ষে দেখবে, সে নিজেই তখন স্বীকার করবে, আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। সে বলবে: يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي "nvq! hw` Awg wKQ Av‡M cvVvZvg Avgvi Rxe‡bi Rb¨" (miv Avj dvRi: 24)।

এটা এ কারণে যে আখিরাতে প্রতিটি মানুষই অমর হয়ে যাবে এবং অমর হয়েই সে অনন্তকালের জন্য পরকালের জীবনযাপন শুরু করবে। সেখানে থাকবে মানুষের মনোতৃপ্তিকর ও চক্ষুশীতলকারী সবকিছু। আখিরাত হলো দারুসসালাম বা শান্তির নীড়। সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। সকল বালা-মুসীবত থেকে মুক্ত। সেখানে থাকবে না কোনো রোগ-শোক। থাকবে না কোনো মৃত্যু। থাকবে না কোনো কষ্ট-যাতনা অথবা বুড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا 'নিশ্চয় জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক রাখার পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা আছে তার চেয়ে উত্তম'। হ্যাঁ, এটাই হলো বাস্তবতা। জান্নাতে একটি লাঠি রাখার স্থান তাবৎ দুনিয়া থেকে উত্তম। দুনিয়ায় যা কিছু সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও খুশি, আমোদ-আহ্লাদ নেয়ামত-সামগ্রী আছে জান্নাত তার থেকে উত্তম। জান্নাত যদি দুনিয়া থেকে উত্তম হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুনিয়ায় যে সামান্য সময় পেলাম তা কি আদৌ কোনো হিসাবে আসতে

পারে? না, পারে না। যদি জান্নাতের একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া থেকে উত্তম হয়ে থাকে তাহলে একজন সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীর বিশাল বাসস্থান কতোই না উত্তম হবে, যা দু'হাজার বছর চলার পথ পরিমাণ বড় হবে এবং যার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় প্রান্ত জান্নাতবাসী সমানভাবে দেখতে পাবে! আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم

'AZtci †m hw` ^bKU¨cvß‡`i GKRb nq, Z‡e Zvi Rb¨ _vK‡e wekvg, DËg Rxe‡bvcKiY I mLgq RvbvZ" (miv Avj IqwKAv :88-89)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 'Avi Zviv †h ^ahaviY K‡iwQj Zvi cwiYv‡g wZwb Zv‡`i‡K RvbvZ I †ikgx e‡¯¿i ci¯¿vi c`vb Ki‡eb| Zv‡`i Dci mwbwnZ _vK‡e D`¨v‡bi Qvqv Ges Zvi dj g‡ji †_vKvmgn Zv‡`i m¤úY AvqËvaxb Kiv n‡e| Zv‡`i Pvicv‡k AvewZZ n‡e †iŠc¨cvÎ I ùwUK ¯”Q cvbcvÎ- i fcvi b¨vq ïå ùwUK cvÎ; hvi cwigvc Zviv wbaviY Ki‡e| †mLv‡b Zv‡`i‡K cvb Kiv‡bv n‡e cvÎ f iv Av`v-wgwkZ miv, †mLvbKvi GK SYv hvi bvg n‡e mvjmvexj| Avi Zv‡`i Pvicv‡k c`w¶Y Ki‡e wPiwK‡kv‡iiv; Zwg Zv‡`i‡K †`L‡j wew¶ß g³v g‡b Ki‡e| Avi Zwg hLb †`L‡e Zwg †mLv‡b †`L‡Z cv‡e ¯v"Q›`¨ I weivU mvgvR¨| Zv‡`i Dci _vK‡e meR I wgwn †ik‡gi †cvkvK Ges †gvUv †ik‡gi †cvkvK, Avi Zv‡`i‡K cwiavb Kiv‡bv n‡e i fcvi Pwo Ges Zv‡`i ie Zv‡`i‡K cvb Kiv‡eb cweÎ cvbxq" (miv Avj Bbmvb:12-21)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ، وَلا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বপ্রথম দলের আকৃতি হবে পূর্ণিমা-রাতের ন্যায়। তারা জান্নাতে থুথু ফেলবে না, নাকের শেম্মা ফেলবে না, মল ত্যাগ করবে না, সেখানে তাদের (খাদ্য ও পানীয়ের) পাত্র হবে সোনার তৈরি। তাদের চিরুনি হবে সোনা ও রূপার। তাদের ধুপদানী হবে উলুওয়ার। তাদের ঘাম হবে মিসকের ন্যায়। আর তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন স্ত্রী। সৌন্দর্যের আধিক্যে মাংসের বাইরে থেকে যাদের পায়ের নলার অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মাঝে কোনো মতানৈক্য থাকবে না, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা থাকবে না। তাদের সকলের হৃদয় হবে এক হৃদয়ের মতো। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করবে' (বুখারী ও মুসলিম, হাদীসের শব্দগুলো বুখারী থেকে নেয়া)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

পরকালীন জীবনই আসল জীবন

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْماً لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِيْ إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً .

mvcq fvB‡qiv! আখিরাতই যেহেতু প্রকৃত জীবন তাই আমাদের উত্তম পূর্বপুরুষগণ, সালাফে সালেহীনগণ দুনিয়াকে কেবল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। দুনিয়াকে তাঁরা শুধুই পরকালের পাথেয় সংগ্রহের কালপর্ব বলে ভেবেছেন। দুনিয়াকে উদ্দেশ্য হিসেবে নেননি। দুনিয়ার প্রতি তাঁরা লালায়িত ছিলেন না। দুনিয়ার যশ-জৌলুস তাঁদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং তাঁদের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল পরকালের ভাবনা। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. বলেন : إِنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِ قَرَارِكُمْ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا الْفَنَاءَ، وَكَتَبَ اللهُ عَلَى أَهْلِهَا مِنْهَا الظَّعْنَ، فَكَمْ مِنْ عَامِرٍ مُوَثَّقٍ عَنْ قَلِيْلٍ يَخْرُبُ، وَكَمْ مِنْ مُقِيْمٍ مُغْتَبِطٍ عَمَّا قَلِيْلٍ يَظْعَنُ، فَأَحْسِنُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ مِنْهَا الرِّحْلَةَ بِأَحْسَنِ مَابِحَضْرَتِكُمْ مِنَ النُّقْلَةِ، وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى 'নিশ্চয় দুনিয়া তোমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ভাগ্যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া লিখে রেখেছেন। আর যারা এর বাসিন্দা তাদের ভাগ্যে তো দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে অন্যত্র চলে যাওয়া লিখে রেখেছেন। কতো উন্নত-মজবুত (বসতি) বেশিদিন না যেতেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। কতো আনন্দে উদ্বেলিত বসবাসকারী মুহূর্তের মধ্যেই প্রস্থান করে চলে যায়। তাই তোমাদের কাছে উত্তম যা আছে তা গোছগাছ করে সফরের জন্য ভালোভাবে তৈরি হয়ে নাও। আর সঙ্গে করে পাথেয় নাও। নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া' (জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম)।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযি. বলেন: الدُّنْيَا خَمْرُ الشَّيْطَانِ، مَنْ سَكَرَ مِنْهَا لَمْ يُفِقْ إِلَّا فِيْ عَسْكَرِ الْمَوْتِ نَادِماً مَعَ الْخَاسِرِيْنَ Ô`wbqv n‡jv kqZv‡bi g`| †h Zv cvb K‡i †bkvM¯ nq †m j¾vZ n‡q aŸsmkxj‡`i mv‡_ gZ¨i wkwe‡i †cŠQvi Av‡M ^PZb¨ wd‡i cvq bvÕ।

হাবীব আবু মুহাম্মদ রহ. মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি যেভাবে অসিয়ত করে, প্রতিদিনই তিনি সেভাবে অসিয়ত করতেন। মৃত্যুর পর গোসল দেয়া ও অন্যান্য কর্ম কিভাবে করতে হবে সেগুলো তিনি বলতেন। তিনি সকাল বেলায় কাঁদতেন। আবার সন্ধ্যা বেলায়ও কাঁদতেন। তিনি কেন এভাবে কাঁদেন, তাঁর স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হন তখন আশঙ্কা করেন সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন না। আবার যখন সকালে উপনীত হন তখন আশঙ্কা করেন সন্ধ্যা পর্যন্ত বুঝি আর বাঁচবেন না'।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে রহ. যখন রাতে ঘুমোতে যেতেন তখন তাঁর পরিবারকে বলতেন, 'তোমাদেরকে আল্লাহর হাওলা করছি। কে জানে হয়তো আমার এ নিদ্রাই হবে শেষ নিদ্রা যা থেকে আমি আর উঠতে পারব না। প্রতিদিন তিনি ঘুমোতে গেলে এরূপ করতেন'।

বকর আল মুযানী বলেন, 'যদি পারো তাহলে অসিয়তনামা লিখে শোয়ার সময় মাথার কাছে রেখে দাও। কেননা হতে পারে রাত্রিটা তুমি দুনিয়াবাসীদের সাথে কাটাচ্ছ, আর সকালটা হবে তোমার আখিরাতবাসীদের সাথে'।

ওয়াইস কুরুনী রহ.-কে যখন বলা হত, 'আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে'? তিনি বলতেন, 'ঐ ব্যক্তির দিনকাল আর কেমন যাবে, যে সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হলে ধারণা করে যে, সে সকাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, আবার সকাল বেলায় উপনীত হলে ধারণা করে যে, সে আর সন্ধ্যা করা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অতঃপর তাকে হয়তো জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হবে অথবা জাহান্নামের দুঃসংবাদ'।

wcq fvB I eÜMY! আমাদের কে না চায় দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হতে? আমাদের কে চায় আখিরাতের প্রকৃত জীবনকে বরবাদ করে ধ্বংসশীল দুনিয়াকে নির্মাণ করতে? আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে জান্নাতের অশেষ-অকল্পনীয় সুখ ভোগ করতে আগ্রহী নয়? যদি কেউ না থাকে তাহলে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে নিজেদেরকে তাকওয়া-পরহেজগারীতে সমৃদ্ধ করা। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। আর জেনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা আমলদার মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জাহানেই হায়াতে তাইয়েবা তথা উত্তম জীবন দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা

নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব' (সূরা আন-নাহল)।

আর আল্লাহ যা ওয়াদা করেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করেন। তবে এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর দেয়া শর্ত পূরণ করা। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও নেক আমালের শর্ত করেছেন। আমারা যদি এ শর্ত পূরণ করতে পারি তাহলে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানেই আল্লাহ আমাদের হায়াতে তাইয়িবা দান করবেন। তাহলে আর ভয় কিসের? আসুন আমরা প্রকৃত ঈমানে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি নেক আমলের ময়দানে। শুরু করি প্রকৃত জীবন গড়ার কর্মতৎপরতা।

gnZvivg nv‡hixb! আমাদের কার জীবনের কতটুকু বাকী আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। তাই বিগত জীবনে যে যাই করি না কেন আসুন এখন থেকে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নিই। নামায , রোযা সাদকা, মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ, আল্লাহর রাস্তায় অর্থদানসহ সকল নেক- আমলের প্রতি ঐকান্তিকভাবে মনোনিবেশ করি। দুনি-য়ার পেছনে হা-হুতাশ বাদ দিয়ে প্রকৃত জীবন বিনির্মাণে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাই। কেননা পরকালের জীবনে যদি দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাহলে সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরকালে যারা দুঃখ ভোগ করবে তাদের আফসোস হা-হুতাশের কোনো সীমা থাকবে না। মানুষের ইচ্ছে হবে সামান্য সময়ের জন্য হলেও পৃথিবীতে ফিরে এসে দান-সাদকা করতে, সবকিছু আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতে, সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত হতে; কিন্তু মানুষ তার এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের আদৌ কোনো সুযোগ পাবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ÔÕ†n gwgbMY, †Zvgv‡`i abÑm¤ú` I mšÍvb- mšÍwZ †hb †Zvgv‡`i‡K Avjøvni ¯§iY †_‡K D`vmxb bv K‡i| Avi hviv Gi{c K‡i ZvivB †Zv ¶wZM¯Í| Avi Awg †Zvgv‡`i‡K †h wihK w`‡qwQ Zv †_‡K e¨q Ki, †Zvgv‡`i Kv‡iv gZ¨ Avmvi c‡e| †Kbbv ZLb †m ej‡e, †n Avgvi ie, hw` Avcwb Avgv‡K Av‡iv wKQ Kvj chšÍ AeKvk w`‡Zb, Zvn‡j Awg `vbÑm`vKv KiZvg| Avi mr †jvK‡`i AšÍf³ nZvg| Avi Avjøvn KL‡bv †Kvb cvY‡KB AeKvk †`‡eb bv, hLb Zvi wbawiZ mgq G‡m hv‡e| Avi †Zvgiv hv Ki †m m¤ú‡K Avjøvn mg¨K AewnZÕ (সূরা আল মুনাফিকূন:৯-১১)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুরস্ত করে দিন। আপনি আমাদেরকে প্রকৃত জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন। দুনিয়ার চাকচিক্যে আমরা যাতে ধোঁকা না খাই সেই তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সালেহীনগণ যেভাবে দুনিয়ার জীবন যাপন করেছেন আমাদেরকেও তদ্রূপ জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন।

ইয়া রাব্বালা আলামীন! আপনি আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। আপনি আমাদেরকে, আমাদের পরিবার পরিজনকে, আমাদের দেশবাসী এবং পৃথিবীর সকল মুসলমানকে আপনার অনুগত বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমে সুদৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ভেলকিবাজ ফকীর, গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষী থেকে সাবধান

LZevq hv _vK‡e

১. মুসলমানদের হৃদয় আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া

২. যাদু, ভাগ্যগণনা, ভেলকিবাজি বিষয়ে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরা

৩. গণক, জ্যোতিষী, যাদুকর ও ভেলকিবাজ ফকীরের শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা

৪. উম্মতের উপর এ সবের বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْراً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيْراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيْراً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَن تَبِعَهُ عَلَى دِيْنِهِ، وَتَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرَا، أَمَّا بَعْدُ:

m¤§wbZ gmjøxe› ` ! ভেলকিবাজ ফকীর, গণক ও জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হওয়া বর্তমানে একটা ব্যাপক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। এদের কাছে ছোট-বড়-নারী-পুরুষ সবাই যাচ্ছে। কেউ যাচ্ছে বিপদমুক্তির জন্য, কেউ যাচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে, কেউ যাচ্ছে হারানো বিষয়ের সন্ধান পেতে। আর এসব ভেলকিবাজ ফকীর-গণক-জ্যোতিষীরা মিথ্যার ঝুলি খুলে বিভ্রান্ত করছে তাদের দর্শানার্থীদের। হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। এ ধরনের লোকদের আশ্রয়ে যেতে, এদের সাথে রীতিমত সম্পর্ক রাখতে, এমনকি মুসলিম বিশ্বের অনেক সরকার প্রধানকেও দেখা যায়, যা সত্যিই দুঃখজনক। তাদের ধারণা, এসব ব্যক্তিই তাদেরকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে এবং যে কোনো সময় ইচ্ছে করলেই তা ছিনিয়ে নিতেও তারা সক্ষম। নাউযু বিলাহ ! তারা বেমালুম ভুলে যায় যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ÔejÑ, †n Avjøvn, ivR‡Zi gwjK, Avcwb hv‡K Pvb ivRZ `vb K‡ib, Avi hvi †_‡K Pvb ivRZ †K‡o †bb Ges Avcwb hv‡K Pvb m¤§vb `vb K‡ib| Avi hv‡K Pvb AcgwbZ K‡ib| Avcbvi nv‡ZB Kj¨vY| wbðq Avcwb me wKQi Dci ¶gZvevbÕ(miv Av‡j Bgivb:26)।

ব্যবসায়ী তার ফকীর বাবা অথবা জ্যোতিষীর পরামর্শেই বেচা-কেনা করছে। তার ইশারাতেই উঠাবসা করছে। তার সকল কথাই কায়মনোবাক্যে মেনে নিচ্ছে। মহিলারা তাদের স্বামীদের বশে আনার উদ্দেশ্যে, স্বামীরা যেন অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট না হয়, অন্য কারো কথা না শোনে, এই উদ্দেশ্যে তারা ওই ভেলকিবাজদের কাছে যাচ্ছে। ইচ্ছাপূরণের আর্জি পেশ করছে। সাহায্য চাচ্ছে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে এরূপ করছে, যিনি করুণাময় পরম দয়ালু, যিনি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মহব্বত সৃষ্টিকারী, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মায়া-মমতা, আকর্ষণ ও রহমত-দয়ার যিনি একমাত্র স্রষ্টা, তাঁকে ভুলে গিয়ে মহিলারা শরণাপন্ন হচ্ছে ভেলকিবাজ ফকীরদের, গণক ও জ্যোতিষীদের। আমাদের বর্তমান সমাজচিত্র অনেকটা এরকমই।

আল্লাহ তা'আলা যাদু, ভেলকিবাজি পছন্দ করেন না। যাদু, কুফরীকর্মের অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি সরাসরি আল কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ÔAvi Zviv †kLvZ bv †h chš bv ejZ †h, ÔAvgiv †Zv cix¶v, mZivs †Zvgiv Kdix K‡iv bvÕ (miv Avj evKviv:102)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সাতটি বড় পাপ থেকে বাঁচো। সাহাবীগণ বললেনঃ সেগুলো কী, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু, বিনা-হকে আল্লাহ তা'আলার হারাম করে-দেয়া মানব হত্যা। সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া, জিহাদে অভিযানের দিন পিছু হটা, সচ্চরিত্র সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা (বুখারী ও মুসলিম)।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু লোক গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন,'ওরা কিছুই না'। লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসূলালাহ! ওরা তো অনেক সময় এমন বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে বলে, যা সত্য হয়'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ওইটুকু সত্য কথা যা জিনেরা ছো মেরে নেয় এবং তাদের বন্ধুদের কানে ঢেলে দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে একশ'টা মিথ্যে মিশ্রিত করে দেয়' (বুখারী)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কুলক্ষণ মানল অথবা যার জন্য কুলক্ষণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হল, অথবা যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎগণনা করল অথবা যার জন্য ভবিষ্যৎগণনা করা হল, যে যাদু, করল অথবা যার কথায় যাদু করা হল, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল অতঃপর তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার সাথে কুফরী করল (হাদীসটি হাদীসবেত্তা বাযার সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

যাদুকর ও ভেলকিবাজের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সাহাবায়ে কিরামের ঐতিহ্য থেকে এটাই প্রমাণিত।

wcq Dcw¯wZ! সমাজে এসব ভেলকিবাজ ফকীরদের, গণক ও জ্যোতিষীদের কুপ্রভাব খুবই মারাত্মক। আর এসব কুপ্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

এক. যারা এদের কাছে যায়, এদের কথা বিশ্বাস করে, তাদের ঈমান চলে যায়, তাদের ঈমানের মৃত্যু ঘটে। উল্লিখিত হাদীসটি এর প্রমাণ।

দুই.মানুষের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার ও পাপাচার বেড়ে যায়। অনেক ভণ্ডফকীর বা জ্যোতিষীদেরকে দেখা গেছে মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছে যাওয়া নারীদের সাথে যিনা করতে। আর এ ভাবেই তারা নারীদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তাদের জন্য পাপ ও ফাসাদের বিশাল দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

তিন.বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা। কেননা জ্যোতিষী ও ভণ্ডফকীর তাদের যাদুটোনার মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করছে তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর বিক্রির মূল্য, পতিতাবৃত্তির বিনিময় ও জ্যোতিষীর উপার্জিত অর্থের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন (বুখারী)।

চার.মানুষদেরকে গোমরাহ করা ও পাপকাজে লিপ্ত করা। অর্থাৎ যারা এদের কাছে যায় তাদের কাউকে এরা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নামায থেকে বারণ করে। আবার কাউকে এরা ফরয গোসল থেকে বারণ করে। কাউকে আবার ভাল কাজ থেকে বারণ করে এবং সকল প্রকার খারাপ কাজ করার নির্দেশ দেয়।

পাঁচ. এসব কাজ উম্মতের উপর আল্লাহর গজবের কারণ হয়। যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছেঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! সৎলোকেরা আমাদের মাঝে থাকার পরেও কি আমারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, যদি খারাবি বেড়ে যায়' (বুখারী ও মুসলিম)।

ছয়. দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের ক্ষতি। ইরশাদ হয়েছেঃوَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ÔAvi hv`Ki †hLv‡bB AvmK, †m mdj n‡e bvÕ (miv Zvnv:69)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

ভেলকিবাজ ফকীর, গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষী থেকে সাবধান

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَنَهَانَا عَنْ طَاعَةِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَالانْخِدَاعِ بِأَعْمَالِ السَّحَرَةِ وَالْمُشَعْوِذِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ:

mwcq fvB‡qiv! রিযকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। রিযকের ভাণ্ডার একমাত্র তাঁরই হাতে। তাই রিযকের প্রয়োজনে আল্লাহর কাছেই দরাজ করতে হবে প্রার্থনার হাত, অন্য কারও কাছে নয়। ইরশাদ হয়েছে : فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ÔZvB Avjøvni Kv‡Q wihK Zvjvk Ki, ZviB Bev`Z Ki Ges Zvi cwZ KZÁZv cKvk Ki| Zvi Kv‡QB †Zvgiv cZ¨vewZZ n‡eÕ (miv AvbKveZ:17)|

আপনার কি সন্তান প্রয়োজন? তাহলে আর অপেক্ষা কিসের ? আসুন, দু'আ করুন আল্লাহর কাছে, আসমান-যমীন ও সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টার কাছে। আপনার জন্য কল্যাণকর হলে আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্য সন্তানের ফয়সালা করে দিবেন। আপনি কি নবী যাকারিয়া আলাইহিসসালামের দু'আর কথা ভুলে গেছেন ? যাকারিয়া আলাইহিস-সালাম সন্তানের প্রয়োজন অনুভব করলে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তিনি বলেছেন: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ Ô†n Avgvi ie, Avgv‡K Avcbvi c¶ †_‡K †bKKvi mšvb `vb Kiæb| wbðq Avcwb cv_bv keYKvixÕ(miv Av‡j Bgivb:38)।

আপনার যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজত্বের প্রয়োজন হয় তাহলেও শরণাপন্ন হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যিনি ছাড়া আর কেউ নেই আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করার। ইরশাদ হয়েছে: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ÔAvi hLb Avgvi ev›`vMY †Zvgv‡K Avgvi m¤ú‡K wRÁvmv Ki‡e, ZLb Awg †Zv wbðq wbKUeZx| Awg AvnŸvbKvixi Wv‡K mvov †`B, hLb †m Avgv‡K Wv‡K| mZivs Zviv †hb Avgvi Wv‡K mvov †`q Ges Avgvi cwZ Cgvb Av‡b| Avkv Kiv hvq Zviv mwVK c‡_ Pj‡eÕ (miv Avj-evKviv:186)।

m¤§wbZ Dcw¯wZ! আমাদের সমাজ যাদুটোনা, ফকীরাগিরী, ভবিষ্যৎ গণনা, হারানো জিনিসের সন্ধানে তান্ত্রিকদের কাছে যাওয়ার কালচারে ভরপুর। বিপদ আসলেই আল্লাহর আশ্রয়ে না গিয়ে মানুষ এ সব কুসংস্কারের আশ্রয় নেয়, ফলে তারা ফেল করে বসে ঈমানের পরীক্ষায়। তাই আমাদের সমাজপতিদের ও দেশের কর্ণধারদের উচিত, উল্লিখিত কুসংস্কার থেকে মুসলমানদেরকে হিফাযত করা। মুসলমানদের ঈমান রক্ষায় এগিয়ে আসা। ইরশাদ হয়েছে: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ÔmrKg I ZvKIqvq †Zvgiv ci¯ú‡ii mn‡hvwMZv Ki| Avi g›`Kg I mxgvj•N‡b ci¯ú‡ii mn†hvwMZv K‡iv bv| Avi Avjøvn‡K fq Ki| wbðq Avjøvn Avhve c`v‡b K‡VviÕ (miv Avj gwq`v:2)।

এ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া উচিত। সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। যারা এসব কুসংস্কার জিইয়ে রেখে সমাজকে কলুষিত করছে, তাদের উচ্ছেদের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া অত্যাবশ্যক। যারা বাড়ি ভাড়া দেই তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হবে এসব লোককে বাড়ি ভাড়া না দেয়া। যারা সমাজপতি তাদের উচিত হবে, তাদের আওতাধীন কোনো এলাকায় এদেরকে আস্তানা গাড়তে না দেয়া। সাধারণ মানুষকে এদের কাছে যেতে নিষেধ করা। যদি এরূপ না করা হয় তবে আল্লাহর কাছে আমাদের জওয়াব দেয়ার কোনো ভাষা থাকবে না। আমরা বনী ঈসরাইলের মতো হয়ে যাব যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ÔZviv ci¯úi‡K g›` †_‡K wb‡la KiZ bv, hv Zviv KiZÕ (Avj gwq`v:79)।

অন্য এক আয়াতে বলেছেন: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Ô†Kb Zv‡`i‡K ieŸvbx I agwe`MY Zv‡`i cv‡ci K_v I nvivg f¶Y †_‡K wb‡la K‡i bv? Zviv hv Ki‡Q, wbðq Zv KZBbv g›` ! (সূরা আল মায়িদা:৬৩)।

মুনকার অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে যা কিছু অন্যায় ও পাপ তা পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সকলের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হাদীসে এসেছে:إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ 'মানুষ যখন কোনো মন্দ কাজ দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, খুবই আশঙ্কা রয়েছে যে আল্লাহ তার শাস্তি সকলের উপর ব্যাপক করে দেবেন' (মাজমুউল ফাতাওয়া:৩৫/১৯৫)।

আর এসব দুষ্টলোকদের দুষ্কর্ম্যের মাধ্যমে মানুষ লিপ্ত হচ্ছে অমার্জনীয় শিরকে, হারিয়ে ফেলছে তাদের ঈমান-আকীদা। এর থেকে বড় দুষ্কর্ম আর কি হতে পারে ? এরা তাওহীদের দুশমন, নবী-রাসূলদের দুশমন, এরা নক্ষত্রের পূজক। এরা মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করছে, এরা রুদ্ধ করছে দীন চর্চার স্বচ্ছ-সুন্দর পথ। তাই এদেরকে বয়কট করতে হবে সকল ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে।

gnZvivg gmjøxe›`! আসুন আমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর কাছে তাওবা এস্তেগফার করি। সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করি। সাথে সাথে শরীয়তে বৈধ আসবাব ও উপকরণ অবলম্বন করি। আসুন আমরা সকলে মিলে উল্লিখিত সকল কুসংস্কার বর্জন করে ঈমান ও আকীদার স্বচ্ছতা বজায় রাখি। এ ব্যাপারে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করি। কেননা কার মৃত্যু কখন আসবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা বলার সাধ্য নেই। আর মৃত্যুর পর ভুলসংশোধন ও সৎকাজ করার আদৌ কোনো সুযোগ থাকবে না। কেননা আজ হল কর্ম আর কাল হল হিসাব। তাই আসুন আমরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করি। হিসাব প্রদানের জন্য যথার্থরূপে প্রস্তুতি নিই।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল পাপ ও গুনাহ থেকে হিফাযত করুন। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য শিরক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। যাদুকর, ভেলকিবাজ, গণক ও জ্যোতিষীদের থেকে আমাদের ঈমান ও আকীদা হিফাযত করুন। এসব কুসংস্কার সামগ্রিকভাবে বয়কট করার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানদের ইজ্জত ও কদর বাড়িয়ে দিন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার কালেমা বুলুন্দ করুন। অমুসলিমদেরকে ইসলাম বোঝা ও গ্রহণ করার তাওফীক দিন। আপনার মনোনীত দীন অনুযায়ী সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। দীনের দাঈদেরকে হিফাযত করুন। তাদের প্রতি আপনার খাস নুসরত ও সাহায্য নাযিল করুন। আমাদের সকলের নেক-মাকসুদগুলো পূর্ণ করুন। আমাদের ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজনকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

পাপের পরিণাম

LZevq hv _vK‡e

১. বান্দার উপর পাপ-গুনাহের ভয়াবহ প্রভাব নিয়ে আলোচনা

২. আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া থেকে সতর্ককরণ

৩. আল্লাহর খাশয়াত ও ভয় মানুষের হৃদয়ে গভীর করা

৪. তাওবার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً لا يَنْفَدُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَفْضَلُ مَنْ تَعَبَّدَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِوَصِيَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّـاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ (النساء:131).

wcq gmwjg fvB‡qiv! আজকের খুতবার আলোচনার বিষয় পাপের করাল গ্রাস ও তার ভয়াবহ পরিণাম : মুক্তির পথ। বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। আধুনিকতার যুগ। আর এ যুগে মুসলিম উম্মাহ এমন সব পাপে লিপ্ত যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। আমরা আজকের আলোচনায় পাপের ভয়াবহ পরিণাম ও তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে হাদীস ও কুরআনের আলোকে আলোচনা করবো।

gnZvivg nv‡hixb! বর্তমান সময়ের মানুষ এমনসব পাপ কাজে লিপ্ত যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। একটি জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকা এবং সুন্দরভাবে তার উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়টি নির্ভর করে আল্লাহর পূর্ণ ইতাআত তথা আনুগত্যের উপর। মুসলিম উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো তার ঈমান, আখলাক ও দীনের বিধানের উপর ইস্তেকামাত বা অটল অবিচল থাকা। মানুষ যদি দীন থেকে বিচ্যুত হয়, দীনের সঠিক পথ থেকে অন্যপথে চলতে থাকে তাহলে সে শয়তানের ফাঁদে আটকে যায়। দীনী বিধানে সীমালঙ্ঘন করার ফলে মানুষ ছুটতে থাকে মরুভূমির মরিচিকার পেছনে। দৌড়াতে থাকে দুর্ভাগ্যের মাঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে। মানুষ যখন পাপের স্রোতে ভেসে বেড়ায় তখন বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে সে এগুচ্ছে। পার্থিব জগতে সে অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকে। সে অনুভব করে পাপের উত্তাপ।

পাপের কারণে একজন মুমিনের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়, হৃদয় হয় পাথরসম শক্ত। পাপে লিপ্ত ব্যক্তি ভালোকে মন্দ ভাবে আর মন্দকে ভাবে ভালো। পাপের কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। জীবনে শুরু হয় অশান্তি ও অস্থিরতা। দুর্বল হতে থাকে বান্দা ও ইলাহ এর মাঝে ভালোবাসার বন্ধন। আল্লাহ তা'আলা পাপের পরিণাম বিষয়ে ইরশাদ করেন : فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ÔZv‡`i A½xKvi f‡½i Rb¨ Avwg Zv‡`i‡K jvÔbZ I Zv‡`i ü`q KwVb K‡iwQ| Zviv kã¸‡jvi Avmj A_ weKZ K‡i Ges Zviv hv Dcw`ó n‡qwQj Zvi GK Ask f‡j wM‡q‡Q| Zwg me`v Zv‡`i Aí msL¨K Qvov mKj‡KB wekvmNvZKZv Ki‡Z †`L‡Z cv‡e| mZivs Zv‡`i‡K ¶gv K‡iv I D‡c¶v K‡iv| wbðq Avjøvn mrKg civqY‡`i‡K fv‡jvev‡mbÕ (gv‡q`v : 13)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ÔKLbI bq eis Zv‡`i K ZKgB Zv‡`i ü`‡q RO awi‡q‡QÕ (gZvdwddxb : 14)।

আরো ইরশাদ হয়েছে : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Ô†h Avgvi ¯§i‡Y wegL _vK‡e Aek¨B Zvi Rxeb

hvcb n‡e msKwPZ Ges Awg Zv‡K wKqvg‡Zi w`b DVv‡ev AÜ Ae¯’vq| †m ej‡e, †n Avgvi cwZcvjK! †Kb Avgv‡K AÜ Ae¯’vq DVv‡j? Awg †Zv wQjvg P¶z®§vb| wZwb ej‡eb GBiƒcB, Avgvi wb`kbvewj †Zvgvi wbKU G‡mwQ‡jv, wKš' Zwg Zv f‡j wM‡qwQ‡j Ges †mfv‡e AvRI Zwg we¯§Z n‡jÓ| Avi Gfv‡eB Awg cwZdj †`B Zv‡K †h evovevwo K‡i I Zvi i‡ei wb`k‡b wekvm ¯’vcb K‡i bv| ciKv‡ji kwb¯’ †Zv Aek¨B KwVbZi I AwaK ¯’vqxÓ (miv Zvnv : 124-127)।

আল কুরআনুল কারীমের এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, পাপ করলে হৃদয় হয়ে যায় কঠিন, জীবন হয়ে যায় সংকীর্ণ। আর পাপের পরিণাম হলো আখেরাতে কঠোরতর শাস্তি। পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে দুশমনের প্রাধান্য বিস্তার হয়। শত্রুরা অগ্রাসী হয় পাপীর উপর। শত্রুর হৃদয় থেকে ত্রাস বিদূরিত হয়। রিযকের বরকত নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবনের ধাপে-ধাপে বরকতশূন্য মুহূর্ত আসে। পাপের একটি কুফল হলো, বান্দার সাথে আল্লাহর দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া। স্রষ্টার সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরা। পাপের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিথিলতা আসে। অবাধে পাপ কাজ করলে হৃদয়ে অশান্তি ও অস্থিরতা শুরু হয়। জীবনে নেমে আসে অশান্তির দাবদাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ষিত রহমতের বারিধারা থেকে পাপিষ্ঠ বঞ্চিত হয়। অন্ধ হয় হৃদয় সঠিক বিষয় উপলব্ধি করা থেকে। সুনিশ্চিতভাবে পাপের অতল গহ্বরে পড়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন বরবাদ হয়।

wcq fvB I eÜMY! মানুষের প্রকৃতজীবন হলো আল্লাহর কাছে সমর্পিত জীবন। মানুষের সুখীজীবন হলো আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে যাপিত জীবন। মানুষের আনন্দের জীবন হলো আল্লাহর দাসত্বের পথে পরিচালিত জীবন। মানুষ যদি হৃদয়কে আল্লাহর ইতাআত ও আনুগত্যের জন্য সমর্পণ করে তাহলে সে হৃদয় হয় জীবন্ত হৃদয়, সজীব হৃদয়। আর এ ধরনের মানুষের জীবন হয় আলোকময় জীবন। আর আল্লাহর নাফরমানীর জিন্দেগী মূলত মৃত জীবন। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জীবনকে মৃতসম জীবন বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ÔZviv gZ, Rxeš bqÓ (নাহল : ২১)।

পাপের কুফল হলো, পার্থিব জগতের নানামুখী কাজে হৃদয় জড়িয়ে যাওয়া। জীবন চলতে থাকা প্রবঞ্চনাময় মরিচিকার পিছে। সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে জীবনের গাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া। শয়তানের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। তখন সে সত্যের শান্তিময় পথ খুঁজে পায় না।

wcq fvB‡qiv! আধুনিক যুগ হলো ফেতনা ফাসাদের যুগ। বহুমুখী ফিৎনায় বিপর্যস্ত আজ আধুনিক মানুষের জীবন। হাদীসে এসেছে হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ 'ফেৎনাগুলো হৃদয়সমূহের কাছে পেশ করা হবে চাটাইয়ের মতো, যাতে থাকে সাজানো পাতা। যে হৃদয় তা গ্রহণ করবে তাতে কালো তিলকের ন্যায় দাগ পড়ে যাবে। আর যে হৃদয় তা প্রত্যাখান করবে তাতে শুভ্র দাগ পড়বে। ফলে হৃদয় হবে দু'ধরনের : একটি হলো স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়, পরিচ্ছন্ন পাথরসম যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না যতদিন থাকবে আকাশ ও পৃথিবী। অন্যটা হবে কৃষ্ণ হৃদয় যা ধুসরিত উল্টোনো কলসীর মতো, সে হৃদয় ভালোকে ভালো মনে করবে না মন্দকে অস্বীকার করবে না। হৃদয়ের চাহিদা অনুসারে চলবে তার জীবন' (সহীহ মুসলিম)।

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 'হে মুজাহিদগণ! পাঁচটি বিষয় আছে সেগুলো দ্বারা যদি তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় এবং তোমাদের মাঝে তা পরিলক্ষিত হয় তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমি তোমাদের জন্য সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যে জাতির মাঝে অশীলতা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয় আর সে জাতি যদি এ অশীল কাজে জড়িত হয় তাহলে তাদের মাঝে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং তারা এমন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় যে রোগ তাদের পূর্বসূরীদের মাঝে ছিলো না। যদি কোন জাতি মাপে কম দেয় ও মানদণ্ডে দুর্নীতি করে তাহলে সে জাতি আক্রান্ত হয় দুর্ভিক্ষে ও শাসকের জুলুমের। যদি তারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং সঠিকভাবে যাকাত না দেয় তাহলে অনাবৃষ্টির

দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যদি চতুষ্পদ প্রাণী না থাকতো তাহলে তাদের জন্য আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হতো না। যদি কোন জাতি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদাসমূহ ভঙ্গ করে তাহলে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় তাদের শত্রুদেরকে, তারা তাদের অর্জিত সম্পদ লুটতরাজ করে। যদি কোন জাতির নেতৃবর্গ আল্লাহর কিতাব ও বিধান অনুসারে শাসনকর্ম পরিচালনা না করে তাহলে আল্লাহ তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে তাদেরকে শাস্তি দেন' (হাকেম, সহীহ)।

gmwjøqv‡b †Kivg! আমাদেরকে আবশ্যই সকল প্রকার অশ্লীলতা এবং, মাপে কম দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সঠিকভাবে যাকাত দিতে হবে এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা, কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে। আর আমাদের শাসকদেরকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকর্ম পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় এই অন্যায়গুলোর শাস্তিতে আমাদের জাতিসত্তা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে আক্রান্ত হতে হবে।

শাস্তি ও ধ্বংস যখন ঘনিয়ে আসে তখন তা সর্বব্যাপী হয়। নির্দিষ্ট কারোর জন্য আসে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
'তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকে ক্লিষ্ট করবে না। এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর' (Avbdvj : 25)।

যয়নব বিনতে জাহশ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন:

'আমাদের মাঝে সৎকর্মশীল থাকাতেও কি আমরা ধ্বংস হবো? নবীজী বললেন, 'হ্যা! যখন পাপকাজ ও অশীলতা বেড়ে যাবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

m¤§wbZ max! ভৌগোলিক এ পৃথিবীতে আমাদের পূর্বে অনেক জাতি ছিলো। তাদের ছিলো আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা। তারাও নির্মাণ করেছিলো সভ্যতা। এ পৃথিবী দেখেছে আল্লাহদ্রোহী অনেক দাম্ভিককে। তাদের অস্তিত্ব আজ কোথায়? তারা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। দাম্ভিক শাসক ফিরাআউনকে লোহিত সাগরে কে নিমজ্জিত করেছে? কে এই অহংকারী শাসকের শবদেহ আজও পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছে? এক সময়ে উন্নত সভ্যতার দাবীদার আদ-সামূদ, লূত জাতি, কারূন ও হামানরা আজ কোথায়? আবু জাহ্ল, আবু লাহাব ও উতবা শায়বা আজ কোন্ অবস্থায়? আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ÔAvwg Av` I mvg` RwZ‡K aŸsm K‡iwQjvg| Zv‡`i ewo NiB †Zvgv‡`i Rb¨ Zvi m¯úó cgvY| kqZvb Zv‡`i KvR‡K Zv‡`i `wó‡Z †kvfb K‡iwQ‡jv Ges Zv‡`i‡K mrc_ Aej¤‡b evav w`‡qwQ‡jv hw`I Zviv wQ‡jv weP¶Y| Ges Avwg msnvi K‡iwQjvg Kvi/b, wdiAvDb I nvgvb‡K| gmv Zv‡`i wbKU m¯úó wb`kb wb‡q G‡mwQ‡jv, ZLb Zviv †`‡k `¤ Ki‡Zv wKš Zviv Avgvi kw¯ GovZ cv‡iwb| Zv‡`i c‡Z¨K‡K Avwg Zvi Aciv‡ai Rb¨ kw¯ w`‡qwQjvg| Zv‡`i Kv‡iv cwZ †ciY K‡iwQ c¯imn cPÐ SwUKv| Zv‡`i KvD‡K AvNvZ K‡iwQ‡jv gnvb`, KvD‡K Avwg †cw_Z K‡iwQjvg fM‡f Ges KvD‡K K‡iwQjvg wbgw¾Z| Avjøvn Zv‡`i cwZ †Kvb Rjg K‡ibwb| Zviv wb‡RivB wb‡R‡`i cwZ Rjg K‡iwQ‡jvÕ (AvbKveZ : 38-40)।

আমাদেরকে এ আয়াত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মহা শক্তিধর পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছে কোন দাম্ভিকের দাম্ভিকতা, কোন অহংকারীর আত্মম্ভরিতা টিকে না। বান্দা যদি আল্লাহর সমীপে নিজেকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহর বন্দেগী করে তাহলেই তারা সফল।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

পাপের পরিণাম

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَلِيِّ الصَّالِحِيْنَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjg fvB‡qiv! পাপের বহমান স্রোত থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তির প্রত্যাশী, যারা দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন-যাপনে আগ্রহী আমাদেরকে পাপ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। নফস ও শয়তানকে পরাভূত করতে হবে। আর এটা সম্ভব তখনই যখন আমরা আমাদের জীবনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো। নবীজীর আনুগত্য ও তার আদর্শ অনুসারে জীবন সাজাবো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ô†h Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ Ki‡e †m Aek¨B cY mdj n‡eÕ (miv Avj Avnhve:71)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ Ô†Zvgiv cvjvgb K‡iv Avjøvni w`‡KÕ(miv Avh hwiqvZ:50)। আরো ইরশাদ হয়েছে : وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ô†n gwgbMY! †Zvgiv mevB Avjøvni w`‡K wd‡i hvI Zv‡Z †Zvgiv mdj n‡eÕ(miv Avb-bi:31)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ô†n Cgvb`viMY, †Zvgiv Avjøvni Kv‡Q LwU I wb‡fRvj Zvlev K‡ivÕ (miv AvZ-Zvnixg:8)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً 'নিশ্চয় আমি দিনে সত্তরবার তাওবা করি' (ইবনে হিব্বান, আনাস রাযি. সূত্রে)।

wcq gmjøx fvB‡qiv! পাপ পংকিল জীবন থেকে বেরিয়ে এসে পাপমুক্ত জীবন যাপনের জন্য আল্লাহপাক আমাদেরকে তার অসীম দয়া ও অনুকম্পায় তাওবার পথ বলে দিয়েছেন। দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপনের জন্য তাওবা ও ইস্তেগফারের বিকল্প নেই। আমাদের নবীজী সা. নিষ্পাপ ও মাসুম হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক সত্তরবার তাওবা করেছেন। নবীজীর তাওবা ছিলো রফয়ে দারাজাত তথা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আমাদের জীবন পাপপূর্ণ। এ জীবন সুন্দর করতে হলে খাঁটি তাওবা করতে হবে। আমরা জানি তাওবা শুধু মুখে উচ্চারণের নাম নয়। হুক্কুল ইবাদগুলো আদায় করতে হবে। হুক্কুলাহর জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। হাদীস বিশারদগণ তাওবার জন্য চারটি শর্তের কথা বলেছেন :

এক. অতীত পাপের জন্য লজ্জাবোধ ও অনুতপ্ত হওয়া।

দুই. বাকী জীবনে পাপের দিকে আর ফিরব না বলে দৃঢ় সংকল্প করা।

তিন. যে পাপে জড়িত তা পরিত্যাগ করা।

চার. পাপ যদি হক্কুল ইবাদ সংক্রান্ত হয় তবে সে হক আদায় করে দায়মুক্ত হওয়া।

উল্লিখিত শর্তে তাওবা করতে হবে। আর এ তাওবা করতে হবে মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আগে ও কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে জানা অজানা সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। পাপের সকল পথ-পথান্তর থেকে আমাদের দূরে রাখুন। পাপকর্মের প্রতি আমরা যেন কখনো আকৃষ্ট হয়ে না পড়ি সেই তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে সকল পাপ থেকে তাওবা করছি, আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। আমাদেরকে তাওবায়ে নাসূহা নসীব করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে তাওবা করছি, আমাদের তাওবা কবুল করে আমাদের পাপগুলোকে ছাওয়াবে রূপান্তরিত করে দিন। পাপের পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

হে দয়াময় পরম দয়ালু! আপনি আমাদের পরিবার পরিজন, দেশ ও জাতিকে পাপ থেকে দূরে রাখুন। পাপের মাঝে ও আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বোচ্চ মহব্বত করার আবশ্যকতা তুলে ধরা

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত মানুষে হৃদয়ে সুদৃঢ় করা

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের আলামতসমূহ বয়ান করা

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সৃষ্টির উপায়

৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের ওপর অন্যকোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে মহব্বত করার পরিণতি

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأُثْنِيْ عَلَيْهِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ بَعَثَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً، وَدَاعِياً إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الأَبْرَارِ وَعَلَى سَائِرِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الأَخْيَارِ، أَمَّا بَعْدُ :

Dcw¯Z gmwjøqv‡b wKivg! আজ আমি আপনাদের সামনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তা এমন একটি বিষয়, যা আমাদের সবারই প্রয়োজন; এমন একটি বিষয়, যার উপস্থিতি ঈমানের এক অপরিহার্য শর্ত। বিষয়টি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে হৃদয় উজাড় করে মহব্বত করা। পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্থান দেয়া এবং তাঁদেরকে সবচে' বেশি মহব্বত করা। কেননা এর অন্যথা হলে কোনো মুমিন মুমিন হতে পারে না। সূরা তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : **قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** Ôej, Ô†Zvgv‡`i wcZv, †Zvgv‡`i mšvb, †Zvgv‡`i ¯x, †Zvgv‡`i †MvÎ, †Zvgv‡`i †m m¤ú` hv †Zvgiv ARb K‡iQ, Avi †m e¨emv hvi g›`v nIqvi Avk¼v †Zvgiv KiQ Ges †m evm¯vb, hv †Zvgiv cQ›` KiQ, hw` †Zvgv‡`i Kv‡Q AwaK wcq nq Avjøvn, Zvi ivmj I Zvi c‡_ wRnv` Kivi †P‡q, Z‡e †Zvgiv A‡c¶v Ki Avjøvn Zvi wb‡`k wb‡q Avmv chšÍ| Avi Avjøvn dwmK m¤ú`vq‡K wn`vqvZ K‡ib bv| Õ(miv AvZ-ZvIev:24)।

কাযী ইয়ায রহ বলেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে মহব্বত করা ফরয   সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে দলীল ও প্রমাণস্বরূপ এই একটিমাত্র আয়াতই যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতে ঐসব লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়েছেন যাদের কাছে নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি প্রিয়। আর 'তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত' শীর্ষক ঘোষণার মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করেছেন। অতঃপর আয়াতের শেষাংশে এ জাতীয় লোকদেরকে ফাসেকদের কাতারে শামিল করেছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ঐ পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না। (আশ-শিফা) ।

হাদীসে এসেছে : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে সবচে' প্রিয় হবো তার মা-বাবা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষ থেকে' (বুখারী ও মুসলিম)।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে মহব্বত করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত সকল মুহাব্বতের উর্ধ্বে রাখাও অত্যাবশ্যক। কারণ রাসূল আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে সবকিছু থেকে আমাকে বেশি মহব্বত না করবে সে মুমিন হতে

পারবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত অত্যাবশ্যক। আর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত ছাড়া ঈমানের স্বাদও অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সলাম ইরশাদ করেছেন: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ‘তিনটি গুণ যার মাঝে থাকবে সে ঈমানের স্বাধ উপভোগ করতে পারবে : (১) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে তার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া; (২) একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে মহব্বত করা এবং (৩) ঈমান আনার পর কুফরে ফিরে যাওয়াটা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দের হওয়া।

Dcw¯Z gmwjøqv‡b †Kivg! মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা এই যে, মানুষ যাকে ভালোবাসে তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো সম্পর্কে সে সচেতন থাকে। মহব্বত শুধু মুখে মুখে দাবি করার বিষয় নয়, বরং মুহাব্বতের পক্ষে দলীল পেশ করতে হয়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে আমরা মহব্বত করি এটি একটি দাবি। এই দাবির পক্ষেও প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় এ দাবি অর্থহীন ও মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে।

তাহলে এবার আসুন, দেখা যাক আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে মহব্বত করার আলামতগুলো কি কি? উলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীস অনুসন্ধান করে মুহাব্বতের আলামতগুলো বের করেছেন। এসব আলামতের মধ্যে একটি হলো, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য করা, রাসূলের আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং রাসূলের প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। ইরশাদ হয়েছে : **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** . Ôej, hw` †Zvgiv Avjøvn‡K gneŸZ Ki Zvn‡j Avgvi AbmiY Ki| Avjøvn †Zvgv‡`i‡K gneŸZ Ki‡eb Ges †Zvgv‡`i ¸bvnmgn gvd K‡i w`‡eb| Avi Avjøvn wPi¶gvkxj, cig`qvjÕ (Av‡j Bgivb : 31)।

কাযী ইয়ায বলেনঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসলে সে তাকে প্রাধান্য দেয়; তার পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অন্যথায় মুহাব্বতের দাবিতে সে মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হয়। তাই সত্যিসত্যি যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বত করে, অবশ্যই তার আচার-আচরণে সে মুহাব্বতের আলামতও প্রকাশ পাবে। আর এসব আলমতের মধ্যে প্রধান হলো, রাসূলের অনুসরণ ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণ, কথা ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা। তাঁর নির্দেশসমূহ মেনে চলা এবং যেসব বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে চলা। ‘বল, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর তাহলে আমার ইত্তিবা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন’ এ আয়াতটি এরই প্রমাণ বহন করে।

রাসূলের মুহাব্বতের আলামত হলো তিনি যে বিষয়গুলো বিধিবদ্ধ করেছেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উপরে সেগুলোকে প্রাধান্য দেয়া। ইরশাদ হয়েছে : **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ÔAvi gnwRi‡`i AvMg‡bi c‡e hviv g`xbv‡K wbevm wn‡m‡e MnY K‡iwQj Ges Cgvb G‡bwQj (Zv‡`i Rb¨ I G m¤ú‡` Ask i‡q‡Q), Avi hviv Zv‡`i Kv‡Q wnRiZ K‡i G‡m‡Q Zv‡`i‡K fvjevm‡m| Avi gnvRwi‡`i‡K hv c`vb Kiv n‡q‡Q Zvi Rb¨ Giv Zv‡`i Aš‡i †Kvb CIv Abfe K‡i bv| Ges wb‡R‡`i Afve _vKv m‡Ë¡I wb‡R‡`i Ici Zv‡`i‡K AMwaKvi †`q| hv‡`i g‡bi KvcY¨ †_‡K i¶v Kiv n‡q‡Q, ZvivB mdjKvgÕ(miv Avj nvki:9)।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে মহব্বত করার আলামত হলো তার দীনকে সাহায্য করা, দীনের প্রতি আঘাত এলে তা প্রতিহত করা। তাঁর সুন্নত ও আদর্শের প্রতি আঘাত এলে তা প্রতিহত করা। রাসূলকে মুহাব্বতের আলামত হলো তাঁর উপর নাযিল হওয়া কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত মহব্বতের বিষয়ে পরিণত হওয়া। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাতের শাওক বা আগ্রহ রাখা। অর্থাৎ সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কারণ মৃত্যুর মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করতে পারে। আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার অর্থ হলো আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবনযাপন করা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যাদেরকে মহব্বত করেন ও ভালোবাসেন তাদেরকে মহব্বত করা এবং যাদেরকে অপছন্দ করেন তাদেরকে অপছন্দ করা।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত লাভের উপায়

Dcw¯'Z gmwjøqv‡b †Kivg! আমাদের মধ্যে আল্লাহর এমন অনেক বান্দা রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন। প্রিয় ভাই! ইচ্ছে করলে আপনি-আমিও হতে পারি আল্লাহর সেই সৌভাগ্যবান বান্দা। শুধু সামান্য একটু চেষ্টা ও মেহনত এবং কুরবানী মুজাহাদার মাধ্যমেই আমরা হাসিল করতে পারি আল্লাহর মহব্বত। কুরআন-হাদীসে এমন কিছু আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে যেগুলো করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসা দান করেন, আমালগুলো হলো-

ক. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা এবং নেক আমল করতে থাকা। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا Ôhviv Cgvb Av‡b Ges †bK Avgj K‡i Aek¨B ingvb Zv‡`i Rb¨ (ev›`v‡`i ü`‡q) fv‡jvevmv mwó K‡i w`‡ebÕ (সূরা মারয়াম : ৯৬)। আবু হুরাইরা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস আনুযায়ী, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিব্রিল আ.-কে ডেকে বলেন, 'হে জিব্রিল, আমি উমুককে মহব্বত করি, অতঃপর তুমিও তাকে মহব্বত করো'। জিব্রিল আ. তাকে মহব্বত করেন ও আকাশবাসীদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, যে নিশ্চয় আল্লাহ উমুককে ভালোবাসেন, অতঃপর আকাশবাসীরা তাকে ভালোবাসে। এরপর তার জন্য পৃথিবীতে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা রাখা হয়' (আহমদ)।

খ. দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবতে সবর করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ôwbtm‡›`‡n Avjøvn meiKvix‡`i m‡½ i‡q‡QbÕ (সূরা বাকারা : ১৫৩)।

গ. সব সময় সৎকর্ম করা, অন্যায়-কর্ম থেকে বিরত থাকা: ইরশাদ হয়েছে : وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ÔAvjøvn mrKgkxj‡`i fv‡jvev‡mbÕ (সূরা আলে ইমরান : ১৪৮)।

ঘ. কখনো কোনো অন্যায়-অপরাধ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং খাঁটি দিলে তাওবা করা। আর সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকা: ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Ôwbðq Avjøvn ZvIevKvix‡`i‡K gneŸZ K‡ib Ges gneŸZ K‡ib cwei Zv ARbKvix‡`‡KÕ (সূরা আল- বাকারা : ২২২)।

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ هَدَانَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dcw¯'Z gmwjøqv‡b †Kivg! সাহাবা রাদিয়ালাহু আনহুম আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নিজেদের জানমাল ও পরিবার-পরিজন থেকে বেশি মহব্বত করতেন। আর বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে এবং হিজরতের কঠিন মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি মহব্বতের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ÔAvjøvn Zv‡`i cwZ mšó n‡q‡Qb Avi ZvivI Avjøvni cwZ mšó n‡q‡QÕ (miv Avj ewq¨bvn : 8)।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত কেমন ছিলো নিম্নের হাদীসগুলো থেকে তার যৎকিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়।

عنِ عمروبن العاص رضى الله عنه قالِ: وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ. 'আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় ও মর্যাদার অধিকারী আমার কাছে অন্য কেউ ছিলো না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার কারণে আমি দৃষ্টি ভরে তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। সুতরাং আমাকে

রাসূলের অবয়ব বর্ণনা করতে বলা হলে আমি তা পারব না। কেননা দৃষ্টি ভরে রাসূলের দিকে আমি কখনো তাকাতাম না’ (মুসলিম)।

GK`v Avjx iwh. †K wR‡Ám Kiv n‡qwQj ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi cwZ Avcbv‡`i gneŸZ †Kgb wQ‡jv? DË‡i wZwb e‡jwQ‡jb, ÔAvjøvni kc_! Avgv‡`i Kv‡Q wZwb Avgv‡`i ab-m¤úwË, mšvb-mšwZ I evev-gvi †P‡qI AwaK wcq wQ‡jb| Gg-bwK Zxe wccvmvi mgq VvÐv cwb †hgb wcq, Avgv‡`i Kv‡Q Avjøvni ivmj Zvi †P‡qI AwaK wcq wQ‡jbÕ|

gnZvivg nv‡hixb! উল্লিখিত আলোচনার নিরিখে আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থা নিজে যাচাই করে দেখি। পরখ করে দেখি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আমরা কতটুকু মহব্বত করি; আল্লাহর রাসূলকে আমরা কতটুকু মহব্বত করি। মুহাব্বতের দাবি কতটুকু, আর বাস্তবে আছে কতটুকু এবং কতটুকু হওয়া দরকার।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের পরিপন্থী বিষয়সমূহ

gnZvivg nv‡hixb! কিছু বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের সাথে সাংঘর্ষিক। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন নেই এমন বিষয়কে দীন হিসেবে পালন করতে শুরু করা। দীনের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যা শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলে খ্যাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‘যদি কেউ এমন কোনো কাজ করে যার ব্যাপারে আমার কোন নির্দেশনা নেই তবে তা বাতিল’। তাই আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ‘ej, hw` †Zvgiv Avjøvn‡K gneŸZ Ki Zvn‡j Avgvi AbmiY Ki, Avjøvn †Zvgv‡`i fv‡jvev‡ebÕ (miv Av‡j Bgivb : 31)।

A_vr Avjøvn ZvÔAvjv †NvlYv w`‡”Qb, hw` †Zvgiv ivm‡ji BwËev Z_v AbmiY Ki, Zvn‡j †Zvgiv hv Pv”Q A_vr ÔAvjøvn‡K †Zvgiv fv‡jvevm‡eÕÑ Zvi‡PÕ Ic‡ii gvKvg Avjøvn †Zvgv‡`i‡K `vb Ki‡eb| ¯qs Avjøvn †Zvgv‡`i‡K fv‡jvevm‡eb| Avi ghv`vi welq GUvB| KviY ÔAwg fv‡jvewmÕ G‡Z †Kvb we‡klZ I ghv`v †bB, we‡klZ I ghv`vi welq n‡jv †h wZwb Avgv‡K fv‡jvev‡mb।

nvmvb emix in. I Ab¨vb¨ Djvgv‡q †Kivg e‡jb, ÔGK †kYxi †jvK Avjøvn‡K gneŸZ Kivi `vwe K‡i †eovq| wb‡Pi Avqv‡Zi gva¨‡g Avjøvn Zv‡`i‡K cix¶vq †d‡j‡Qb- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ mZivs eSv †M‡jv, Avjøvni ivm‡ji AbmiY bv K‡i Avjøvn‡K gneŸZ Kivi `vwe Kiv GKwU Aev¯e I Aevši `vwe| Avi ivmj‡K gneŸZ Kivi `vwe hviv K‡i Zv‡`i KZe¨ n‡jv, ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg I Zvi Ljxdv‡`i mb‡Zi AbmiY-AbKiY Kiv। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমাদের কর্তব্য হলো, আমার সুন্নতের অনুসরণ করা এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নত অনুসরণ করা এবং খুব মজবুতভাবে তা আঁকড়ে ধরা। আর দীনের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্ট তরীকা থেকে সতর্ক থাকবে, কেননা দীনের ক্ষেত্রে যে কোনো নতুন তরীকাই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী’ (আবু দাউদ, সহীহ)।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকা। তাহলেই আমরা আল্লাহ ও রাসূলকে মহব্বতের দাবিতে সত্যবাদী বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারব।

Dcw¯Z gmwjøqv‡b †Kivg! বান্দা হিসেবে আমাদের ওপর আমাদের খালেক ও মালেক আল্লাহর কিছু হক রয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক বান্দার জন্য খুবই সহজ। যদি আমরা আল্লাহর সে হকগুলো পালন করি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া إِذًا فَعَلُوهُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ
সাল্লাম মুয়ায রাযি. কে জিজ্ঞাসা করে বলেন, ‘তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি’? তিনি বললেন,‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো– আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা’। (কিছু সময় পর তিনি আবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, ‘তুমি কি জান আল্লাহর উপর বান্দার হক কি’? তিনি বললেন,‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে তার সাথে কোন কিছু শরীক করেনি তাকে আযাব না দেওয়া’ (বুখারী)।

gnZvivg nv‡hixb! একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারব, সামান্য আমলের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের জন্য কত বিরাট পুরস্কার রেখেছেন। শিরক না করার বিনিময় হিসাবে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এরচে’ বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? তারপরও যদি আমরা আল্লাহর হক আদায় না করি তাহলে তো মহব্বতের ন্যূনতম দাবিও আমরা রক্ষা করলাম না।

wcq Dcw¯wZ! উম্মতের উপর রাসূলের অসংখ্য-অগণিত হক রয়েছে। সে সব হক আদায় না করে রাসূলের ভালোবাসার দাবি করা ফাঁকা বুলি মাত্র, যা বাস্তবে কোন কাজে আসবে না। তাই আমাদের উচিত, রাসূলের হকগুলো আদায় করা যেন কাল কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সালাম আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। উম্মতের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সালাম এর অন্যতম হক হলো, তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পড়া। স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা উম্মতকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ÔAvjøvn bex i cwZ AbMn K‡ib Ges wdwikZviv I bex i Rb¨ AbMn cv_bv K‡ib| †n gwgbMY! †Zvgiv I bex i Rb¨ AbMn cv_bv Ki (A_vr `i¨` co) Ges bex‡K h_vh_ fv‡e mvjvg Rvbv IÕ (miv Avnhve : 56)।

উম্মতের ওপর রাসূলুল্লাহ সা. এর আরেকটি হক হলো, তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও তা’জীম প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا Ô†Zvgiv ci¯úi‡K †hfv‡e Wv‡Kv ivmj‡K †mfv‡e †W‡Kv bvÕ (miv bi : 63)।

আর দুষ্ট ও মন্দ লোকের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সালাম ও সাহাবীগণকে রক্ষা করাও উম্মতের উপর রাসূলের বড় একটি হক। অর্থাৎ অনেক মন্দ ও দুষ্ট লোক আছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সালাম ও সাহাবীদের শানে কটুবাক্য উচ্চারণ করে এবং তাঁদের ব্যাপারে অশালীন ও অশোভন মন্তব্য করে। উম্মতের দায়িত্ব হলো তাদেরকে যুক্তির আলোকে বুঝানো। তাতে কাজ না হলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া, যাতে পরবর্তীকালে অন্য কেউ এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবার স্পর্ধা দেখাতে না পারে।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হৃদয়-অন্তর আপনার মহব্বত ও আপনার রাসূলের মহব্বতে ভরে দিন। সর্বোচ্চভাবে আপনাকে ও আপনার রাসূলকে মহব্বত করার তাওফীক দিন। স্ত্রী-সন্তান, ধন-দৌলত, এমনকি পৃথিবীর সকল কিছুর উর্ধ্বে আপনাকে ও আপনার রাসূলকে মহব্বত করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনার ইবাদত ও আপনার রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে যেন আমরা আমাদের মহব্বতের প্রকাশ ঘটাতে পারি সেই তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। হে আল্লাহ! আপনার রাসূলের ইজ্জত-আব্রুর প্রতি যদি কেউ আঘাত করে তাহলে তা প্রতিহত করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে দীনের মুত্তাবে’ বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের শাস্তি

LZevq hv _vK‡e

১. জান্নাতের আগ্রহ সৃষ্টি ও জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ার করা

২. নেক আমলের উৎসাহ দান

৩. বদ আমল থেকে হুঁশিয়ার করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَعَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، أَمَّا بَعْدُ :

gnZviv gmjøxe›`! আজকে এমন একটি বিষয়কে আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছি, যা মানব ও জিন–এ দু'সম্প্রদায় সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত। আর তা হচ্ছে মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত কালের শাশ্বত জীবনের দু'টি পরম ও চরম অধ্যায়। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের কিছু চিরসত্য চিত্র। যা সৃষ্টির এক মহাবিস্ময়। একদিকে রয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তির ফল্গুধারা। অন্যদিকে রয়েছে জাহান্নামের বিভীষিকাময় দুর্ভোগ ও শাস্তির লেলিহান অগ্নিশিখা। আল্লাহ তা'আলা যেটিকে কাফেরদের জন্য পরিপূর্ণ করেছেন পুঁতিগন্ধময় সর্বপ্রকার ভয়াবহতা ও চরম ভোগান্তির সরঞ্জাম দিয়ে।

জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর অন্যতম দুই সৃষ্টি। প্রথমটি হচ্ছে ঈমানদার পরহেজগার বান্দাদের জন্য। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য। জান্নাত ও জাহান্নামের অগণিত চিত্র ও বিবরণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ছত্রে ছত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলেন : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Ô†Zvgiv awweZ nI ¯xq cwZcvj‡Ki ¶gvi w`‡K Ges †mB Rvbœv‡Zi w`‡K, hvi we¯wZ Avmgvb I hgx‡bi b¨vq, hv c¯Z ivLv n‡q‡Q gËvKx‡`i Rb¨Õ (Av‡j Bgivb: 133)

অনুরূপভাবে জাহান্নামের প্রকৃতি প্রকাশ করে ইরশাদ করেন : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ôhw` †Zvgiv Zv bv Ki Ges KLbB Ki‡Z cvi‡e bv, Z‡e †m Av¸b‡K fq Ki, gvbl I cv\_i n‡e hvi BÜb, Kv‡di‡`i Rb¨ hv c¯Z K‡i ivLv n‡q‡QÕ (evKviv: 24)।

wcq fvB‡qiv! জান্নাত একটি কল্পনাতীত বিষয়। জান্নাতের রূপসৌন্দর্য কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে তার বাইরে চিন্তা করা মানুষের সাধ্য ও শক্তির ঊর্ধ্বে। মানুষ তার চোখ, কান, অন্তর দিয়ে তা কখনো অনুভব করতে পারবে না। জান্নাত অনাবিল শান্তির আধার। অতৃপ্তি, অভাব, অনটন বলতে সেখানে কিছু নেই। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবং পুরষ্কার হলো আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ, যার চেয়ে মহামূল্যবান নিয়ামত জান্নাতীগণ কখনো কল্পনা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এই মহা পুরষ্কারে ভূষিত করবেন। এ ছাড়াও অগণিত নিয়ামত ও পুরষ্কার রয়েছে যা কখনো গণনা করা সম্ভব নয়। আসুন আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জান্নাতের নিয়ামতসামগ্রীর কিছু বিবরণ শুনে নেই-

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Ô†mLv‡b †Zvgv‡`i Rb¨ i‡q‡Q hv wKQ †Zvgv‡`i gb Pvq Ges †Zvgv‡`i Rb¨ i‡q‡Q hv †Zvgiv digv‡qk KiÕ (nv-gxg Avm mvR`v: 31)।

জান্নাতে পাওয়া যাবে অমরত্ব, স্রষ্টার পরম সন্তুষ্টি, থাকবে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর প্রবাহ, মনোরম বাসভূমি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ÔAvjøvn gwgb ciæl I gwgb bvix‡`i‡K

Rvbv‡Zi Iqv`v w`‡q‡Qb, hvi wbP w`‡q cewnZ n‡e bnimgn, Zv‡Z Zviv wPiw`b _vK‡e Ges (Iqv`v w`‡"Qb) ¯vqx RvbvZmg‡n cweÎ evm¯vbmg‡ni| Avi Avjøvni c¶ †_‡K mšwó me‡P‡q eo| GUvB gnvmdjZv|Ô (miv AvZ-ZvIev: 72)।

জান্নাতে মানুষকে পার্থিব সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। মলমূত্র ত্যাগ, নাকের ময়লা শেম্মা, থুথু ইত্যাদির ঝামেলা থাকবে না। এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে 'জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, জান্নাবাসীগণ জান্নাতে আহার করবে, পান করবে, কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না এবং নাক থেকে শেম্মা ঝরবে না। সাহ-াবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তারা যা খাবে সেগুলো কী হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধিময় ঘাম দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তাস্‌বীহ ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে, যেমনিভাবে তোমাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তাদের তাসবীহ ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা জারী থাকবে'।

জান্নাতে কোনো ভয়ের লেশমাত্রও থাকবে না, সর্বদা নিরাপত্তা বিরাজ করবে, ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে, সেখানে বইবে ঝর্নাধারা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

ÔgËvKxiv _vK‡e Rvbv‡Z I cmeYmg‡ni g‡a¨| Zv‡`i‡K ejv n‡e: Ô†Zvgiv kwš I wbivcËvi mv‡_ c‡ek Ki| Awg Zv‡`i Aši †_‡K we‡ØI `i Kie, Zviv åvZ fv‡e ci¯úi g‡LvgwL n‡q Avm‡b Ae¯vb Ki‡e| ‡mLv‡b Zv‡`i‡K Aemv` ¯úk Ki‡e bv Ges †mLvb †_‡K ewn®‹ZI n‡e bvÕ (miv wnRi: 45-48)।

জান্নাতে আসন হবে স্বর্ণের, থাকবে সেবক। জান্নাতবাসীরা সুরা পান করবে কিন্তু মাতাল হবে না আরো থাকবে পাখীর গোশ্‌ত ইচ্ছেমত; থাকবে সুন্দরী হূর, সেখানে নেই কোনো গালিগালাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وَحُورٌ عِينٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.** Ô¯Y-LwPZ Avm‡b Zviv †nj vb w`‡q em‡e,ci¯úi g‡LvgwL n‡q| Zv‡`i †mevq †Nviwdiv Ki‡e wPi-wK‡kv‡iiv, cvbcvÎ, KRv I cmeY wbtmZ mivcY †cqvjv wb‡q, †mB miv cv‡b Zv‡`i wkitcxov n‡e bv Zviv Ávbnviv I n‡e bv, Ges cQ›`gZ dj gj, Avi Zv‡`i BwáZ cvLxi †MvkZ wb‡q, Avi Zv‡`i Rb¨ _vK‡e AvqZ‡jvPbv ni, miw¶Z g³vm`k,Zv‡`i K‡gi ci®‹vi¯ic| †m_vq Zviv ïb‡e bv †Kvb Amvi A_ev cvcevK¨, Ômvjvg Avi mvjvgÕ e¨ZxZÕ (IqwKqv-15-26)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করেছি, যা না দেখেছে কোন চোখ, না শুনেছে কোন কান, আর না তা উদিত হয়েছে কোনো মানুষের অন্তরে'। এ হাদীসের প্রসঙ্গটিই আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** Ô†KD Rv‡b bv Zv‡`i bqb cxwZKi Kx j°wqZ ivLv n‡q‡Q Zv‡`i KZK‡gi ci®‹vi¯ic Õ (miv mvR`v: 17)।

আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম জন্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল; আর দ্বিতীয় দলের চেহারা হবে আসমানে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে না, নাকের শেম্মা ফেলবে না, থুথু ফেলবে না, তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের, তাদের ঘাম মেশকের ন্যায়, তাদের জ্বালানীর আধার হবে ধূপ কাঠের, তাদের স্ত্রীরা আয়তলোচনা হূর হবে, তাদের চরিত্র এক ব্যক্তির ন্যায় হবে, তাদের গঠন হবে তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের মতো ষাট হাত উঁচু' (বুখারী ও মুসলিম)।

জান্নাতে বার্ধক্য ও জড়তা থাকবে না। যৌবন থাকবে অটুট। বার্ধক্য স্পর্শ করবে না।

আবু হুরায়রা রাযি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে, দুঃখী হবে না, তার পোশাক পুরাতন হবে না, তার যৌবন নষ্ট হবে না' (মুসলিম)।

আবু হুরায়রা রাযি. এবং আবু সাঈদ খুদরী রাযি থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে এক ঘোষক এসে এ ঘোষণা দিবে, 'তোমাদের জন্য চির সুস্থতা- তোমরা কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য অমরত্ব-তোমরা কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য যৌবন- তোমরা কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য সুখ- তোমরা কখনো দুঃখী হবে না। আর এ বিষয়টি কুরআনে আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন : وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, এই সেই জান্নাত যা তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে উত্তরাধিকারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছ'[সূরা আল আরাফ:৪৩] (মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনে কাইস তার পিতা থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয় মু'মিনের জন্য জান্নাতে এক ফাঁপা মুক্তার তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল, মু'মিনের জন্য তার পরিজন থাকবে, সে তাদের কাছে যাবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল প্রত্যেকটি জান্নাতের নদী' (মুসলিম)।

m¤§wbZ †kvZvgÐjx! অপরদিকে জাহান্নাম তথা দোজখ হলো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচে' জঘণ্য, সবচে' ভয়ংকর, নিকৃষ্ট এক সৃষ্টি। যেখানে ঠাঁই হবে ঐ সমস্ত লোকের যারা সীমালঙ্ঘনকারী, অবাধ্য, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে অবিশ্বাসী, পাপাচারী, কপট, যারা শিরক করে, যারা সৃষ্টির প্রতি এবং নিজের প্রতি জুলুম করে। অবিশ্বাসীরা চিরকাল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন : وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ÔGes hviv Kdix KiZ Zv‡`i Rb¨ i‡q‡Q AZ¨ò cvbxq I ggš` kw¯Ö (miv BDbm: 4)।

যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, জাহান্নাম হলো তাদের জন্য সবচে' জঘন্য ও নিকৃষ্ট জায়গা, ভয়ানক স্থান। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন : هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ÔAvi mxgvj•NbKvix‡`i Rb¨ i‡q‡Q wbKóZg wbevm- Rvnvbvg, †mLv‡b Zviv c‡ek Ki‡e, KZ wbKó Zv‡`i wekvg¯j' (miv Qv`: 55-56)।

জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল আগুনে বেষ্টিত থাকবে, তাদের জামা হবে আলকাতরার। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন : سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ÔZv‡`i Rvgv n‡e AvjKvZivi Ges Av¸b Zv‡`i gLgÐj Av"Qb Ki‡eÕ (Beivnxg: 50)।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে, যেখানে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখান থেকে এমন অবস্থায় টেনে আনা হবে যে, তার সত্তরটি লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে। তারা তাকে টেনে আনবে' (মুসলিম)।

আবু হুরায়রা রাযি হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'এই যে তোমাদের আগুন, আদম সন্তানরা যা জ্বালায়, তা হলো জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলালাহ! আল্লাহর শপথ এ আগুনই তো যথেষ্ট। তিনি বললেনঃ একে আরো সত্তর গুণ বাড়ানো হবে। আর প্রতিটি গুণের উত্তাপ এর উত্তাপের সমান হবে (মুসলিম)।

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'অবিশ্বাসীরা তাদের জিহ্বাকে এক ফারসাখ দুই ফারসাখ স্থান বিছিয়ে রাখবে, আর লোকেরা তা পদদলিত করবে' (তিরমীযি)।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কাফিরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ পুরু, তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত, জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান' (তিরমিযী)।

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সাউদ’ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। অবিরাম কাফিররা এতে সত্তর বছরে আরোহণ করবে এবং ঐ পরিমাণ সময়ে নীচে গড়িয়ে পড়বে (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামী আমি দেখিনি (অর্থাৎ আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে): এক শ্রেণীর লোক হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, তা দিয়ে মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে; আর এক শ্রেণীর নারী হবে, যারা পোশাক পরেও হবে নগ্ন, হেলে-দুলে চলবে। এরা মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং মানুষকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথার চুল লম্বা ঘারবিশিষ্ট উঁটের হেলে-থাকা কুঁজের মত। এরা জান্নাতে যেতে পারবে না, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ অনেক অনেক দূর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে’ (মুসলিম)। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة:25)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের শাস্তি

wØZxq LZev

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، وَاَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB‡qiv! এই নিয়ামতরাজি বেষ্টিত জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবীর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমানসহ যাবতীয় সৎ কাজ আঞ্জাম দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। নিষ্ঠার সাথে ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর শরীয়ার সীমারেখা বাস্তবায়নের দ্বারাই জান্নাতে যাওয়া যাবে।

ঈমান, আমল, রোযা , হজ, যাকাত, আল্লাহর পথে জিহাদ, দান-সদকা, মা বাবার সাথে সদাচারণ, প্রতিবেশীর হক আদায়, দরিদ্র , নিঃস্ব, অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নেক আমলের দ্বারা জান্নাতের অসীম সুখ ও শান্তির আশা করা যায় ।

মুহতারাম হাযেরীন! আল্লাহ তা’আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Ôwbðq Avjøvn gwgb‡`i wbKU n‡Z Zv‡`i Rxeb I m¤ú` µq K‡i wb‡q‡Qb, Zv‡`i Rb¨ RvbvZ Av‡Q Gi wewbg‡q| Zviv Avjøvni c‡_ h× K‡i, wbab K‡i I wbnZ nq| ZvI ivZ, BbRxj I KiAv‡b G m¤ú‡K Zv‡`i `p cwZk"wZ i‡q‡Q| wbR cwZÁv cvj‡b Avjøvn A‡c¶v †kôZi †K Av‡Q ? †Zvgiv †h mI`v K‡iQ †m mI`vi Rb¨ Avbw›`Z nI Ges †mUvB †Zv gnvmvdj¨" (miv AvZ ZvIev: 111)।

জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি সেই রাতের পূর্ণিমার দিকে তাকালেন। বললেন: ‘তোমাদেরকে শীঘ্রই তোমাদের রবের সামনে হাজির করা হবে। আজকের এই চাঁদটি যেমন তোমরা দেখছ এবং তা দেখায় যেমন তোমাদের ভীড় করতে হয়নি, তেমনি তোমরা তোমাদের রবকে নির্বিঘ্নে দেখতে পারবে। সূর্যোদয়ের পূর্বের (ফজরের) সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (আসরের) সালাত তোমরা আদায় করে নিবে। এরপর তিনি পাঠ

করলেন: ‘তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে’ (তিরমিযী)। আবদুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বার রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। দু'রাকআত ফজর তথা সুবহে সাদিক উদিত হবার পর, চার রাকআত নামায জুহরের পূর্বে, দু'রাকআত জুহরের পরে, দু'রাকআত মাগরিবের পর, আর দু'রাকআত ইশার পর (মুসলিম)।

রাত জেগে ইবাদত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ÔZviv kh¨v Z¨vM K‡i Zv‡`i cwZcvjK‡K W‡K Avkvq I AvksKvq Ges Avwg Zv‡`i‡K †h wihK `vb Kwi Zv †_‡K Zviv e¨q K‡i| †KD Rv‡b bv Zv‡`i bqb cxwZKi Kx j°wqZ ivLv n‡q‡Q Zv‡`i KZK‡gi ci®‹vi¯^iƒcÕ (miv Avm mvR`v: 17)।

রাসূলুল্লাহ সাললাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন: ‘হে মানুষ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, রাতে নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমন্ত থাকে, তাহলে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ (তিরমিযী)।

আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়’ (তিরমীযি, হাসান)।

রাসূলুল্লাহ সাললাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন: ‘দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না: একটি চোখ, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। আরেকটি চোখ, যা আল্লাহর পথে পাহারা দিতে গিয়ে রাত জেগেছে’। (তিরমিযী, হাসান)

wcq fvB‡qiv! আমরা যদি জান্নাত পেতে চাই তাহলে সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যথায় জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ÔwKZvex‡`i g‡a¨ hviv Kdix K‡i Zviv Ges gkwiKiv Rvnvbv‡gi Av¸‡b ¯vqxfv‡e Ae¯vb Ki‡e| ZvivB mwói AagÕ (miv: Avj ewq¨bv: 6)।

wcq fvB I eÜMY! আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছে যারা মুমিনদেরকে ঈমান চর্চার পথে বাধা দেয়। মুমিনদেরকে বিপদাপন্ন করে। যারা এরূপ করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Ôhviv wekvmx bibvix‡K wec`vcb K‡i‡Q Ges c‡i ZvIev K‡iwb, Zv‡`i Rb¨ i‡q‡Q Rvnvbv‡gi kw¯, Av‡Q `nb hš¿YvÕ (miv Avj eiR: 10)।

জান্নাত পেতে হলে সকল প্রকার নিফাক থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করতে হবে। ভেতরে কুফর আর বাইরে ইসলাম এ ধরনের আচরণ থেকে অনতিবিলম্বে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বসবাস করা নিশ্চিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ‘gbwdKMY †Zv Rvnvbv‡gi wbæZg ¯‡i _vK‡eÕ (wbmv:145)।

জান্নাত পেতে হলে মুমিনদের রক্তপাত থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যতায় আল্লাহর গযব, আল্লাহর লা'নত, ও জাহান্নামে কঠিন শাস্তির জন্য তৈরি থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Ô†KD B”QvKZfv‡e †Kv‡bv gwgb‡K nZ¨v Ki‡j Zvi kw¯ Rvnvbvg| †mLv‡b †m ¯vqx n‡e Ges Avjøvn Zvi cwZ iæó n‡eb, Zv‡K jvÕbZ Ki‡eb, Ges Zvi Rb¨ gnvkw¯ c¯Z ivL‡ebÕ (miv Avb wbmv: 93)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। জাহান্নম থেকে বাঁচান। যেসব আমল নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উপযোগী বানাবে সেসব আমল আমাদেরকে করার তাওফীক দান করুন। যেসব আমল জাহান্নামে নিয়ে যাবে সেসব আমল থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। কাফির মুশরিক অমুসলিমদেরকে হিদায়াত দান করুন। মুসলিম বিশ্বে শান্তি দিন। অশান্তি দূর করে দিন। মুসলমানদেরকে সঠিক পথ দেখান। তাদেরকে বিপথ থেকে, বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করুন। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝার তাওফীক দিন। আমীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কিছু নিদর্শন

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহ তা'আলার মহাবৈশ্বয়িক কিছু নিদর্শন তুলে ধরা

২. আল্লাহ তা'আলার আযমত বর্ণনা এবং একমাত্র তিনিই যে ইবাদত-আরাধনার পাত্র তা ব্যক্ত করা

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তাই মানুষের উচিত আল্লাহর শুক-রিয়া আদায়   করা, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ

৪. মানুষের উচিত আল্লাহর সৃষ্টিকুলকে ব্যবহার করে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে নিয়োজিত হওয়া

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .(الأنعام:8-১) وأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ:

gnZviv nv‡hixb! আজকের খুতবায় আমরা একিট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হলো মহাবৈশ্বয়িক কিছু নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহনকারী। আকাশ ও পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, লতাগুল্মসহ মহাবিশ্বের সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষক এবং একমাত্র তিনিই যে ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-প্রার্থনা, চূড়ান্ত ভক্তি -ভয়-ভালোবাসার পাত্র তার অকপট সাক্ষী। মহাবিশ্বের নানা বিষয়, ঘটনা-অনুঘটনা অনুসান্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখলে বিষয়টি অত্যুজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে। এবার আসুন তাহলে, এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ÔZviv wK `wócvZ K‡iwb Avmgvbmgn I hgx‡bi ivR‡Z Ges Avjøvn hv wKQ mwó K‡i‡Qb Zvi cwZ? Avi (Gi cwZ †h) nq‡Zv Zv‡`i wbw`ó mgq wbK‡U G‡m wM‡q‡Q? mZivs Zviv Gici Avi †Kvb K_vi cwZ Cgvb Avb‡e?Õ (miv Avj AvÔivd : 185)।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ÔZviv wK Zv‡`i Dc‡i Avmgv‡bi w`‡K ZvKvq bv, wKfv‡e Avwg Zv ewb‡qwQ Ges Zv m‡kwfZ K‡iwQ? Avi Zv‡Z †Kv‡bv dvUj †bB| Avi Avwg hgxb‡K we¯Z K‡iwQ, Zv‡Z ceZgvjv ¯vcb K‡iwQ Ges Zv‡Z c‡Z¨K cKv‡ii m`k¨ Dw™` D`MZ K‡iwQ Avjøvn AwfgLx cwZwU ev›`vi Rb¨ Ávb I Dc‡`k wn‡m‡eÕ (miv Kvd : 6-8)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ . ÔZ‡e wK Zviv D‡Ui cwZ `wócvZ K‡i bv, Kxfv‡e Zv mwó Kiv n‡q‡Q? Avi AvKv‡ki w`‡K, Kxfv‡e Zv E‡aŸ ¯vcb Kiv n‡q‡Q? Avi ceZgvjvi w`‡K, Kxfv‡e Zv ¯vcb Kiv n‡q‡Q? Avi hgx‡bi w`‡K, Kxfv‡e Zv we¯Z Kiv n‡q‡Q?Õ (miv Avj Mwkqv : 17-20)।

আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আসমানের দিকে তাকাবে, আসমানের নিপুণ সৃষ্টি, আসমানের সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য এবং তার সুউচ্চতা ও শক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও ক্ষমতাই দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا Ô†Zvgv‡`i‡K mwó Kiv AwaK KwVb, bv Avmgvb mwó? wZwb Zv ewb‡q‡Qb| wZwb Zvi Qv`‡K D"P K‡i‡Qb Ges Zv‡K mm¤úb K‡i‡QbÕ

(miv Avb-bwhqvZ : 27-28)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ÔAvi Avwg nvZmgn Øviv AvKvk wbgvY K‡iwQ Ges wbðq Avwg m¤cmviYKvix৷ (miv Avh-hwiqvZ : 47)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ÔAZtci Zzwg `wó wdivI G‡Ki ci GK, †mB `wó AebwgZ I Kvš n‡q †Zvgvi w`‡K wd‡i Avm‡e৷ (miv gjK : 4)।

আর যে যমীন তথা ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাবে, সে দেখতে পাবে কীভাবে আল্লাহ তা'আলা একে সুগম করেছেন, এর মধ্যে আমাদের জন্য রাস্তা বানিয়েছেন, এর উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এতে বরকত দিয়েছেন, এতে সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য এসব আহরণ করা সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ÔAvi Zvi Dcwi fv‡M wZwb `p ceZgvjv ¯vcb K‡i‡Qb Ges Zv‡Z eiKZ w`‡q‡Qb, Avi Zv‡Z Pviw`‡b cv_x‡`i Rb¨ mgfv‡e Lv`¨ wbi/cY K‡i w`‡q‡Qb৷ (miv dmwmjvZ : 10)।

বান্দারা যাতে রিযক অন্বেষণ করতে পারে তাই আল্লাহ তা'আলা যমীনকে সমতল বানিয়েছেন। বান্দারা যমীনে চাষাবাদ করে, যমীন থেকে পানি বের করে তা পান করে তৃপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা যমীনকে স্থির করেছেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তা নড়ে না বা কম্পিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা, তাই, ইরশাদ করেন: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ÔmwbwðZ wekvmx‡`i Rb¨ hgx‡b A‡bK wb`kb i‡q‡Q৷ (miv Avh-hwiqvZ : 20)।

wcq fvB I eÜMY! আল্লাহ তা'আলার আরেক নিদর্শন তাঁর গড়া আসমান-যমীনের অসংখ্য জীব। আসমানে অসংখ্য-অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন, যার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই জানেন। যমীনে আল্লাহ তা'আলা যে কত জাতের কত প্রজাতির জীব সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া তা কেউ জানে না। আর এগুলোর সংখ্যা যে কত তাও কল্পনার অতীত। এসব জীব আবার নানা প্রজাতির, নানা রঙের এবং নানা ধরনের। এর মধ্যে কিছু আছে যা আমাদের জন্য উপকারী। এর দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায়। আবার কিছু আছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর, এর দ্বারা মানুষের নিজের জীবনের মূল্য এবং আল্লাহর সৃষ্টির সামনে তার দুর্বলতার অনুভূতি লাভ হয়। এসব সৃষ্টির প্রত্যেকেই কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে। আল্লাহ জালা শানুহু ইরশাদ করেন: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ÔmvZ Avmgvb I hgxb Ges G¸‡jvi g‡a¨ hv wKQ Av‡Q me wKQ Zvi Zvmexn cvV K‡i Ges Ggb wKQ †bB hv Zvi cmskvq Zvmexn cvV K‡i bv; wKš Zv‡`i Zvmexn †Zvgiv eS bv| wbðq wZwb mnbkxj, ¶gvcivqY৷ (miv ebx BmivCj : 44)।

সমস্ত প্রাণীর রিযকও আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 'Avi hgx‡b wePiYKvix cwZwU cvYxi wih‡Ki `wqZ AvjøvniB Ges wZwb Rv‡bb Zv‡`i Avevm¯j I mgwa¯j| me wKQ Av‡Q ¯úó wKZv‡e৷ (miv n` : 6)।

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে আরও আছে দিন-রাতের সৃষ্টি। রাতকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সৃষ্টি করেছেন আমাদের প্রশান্তি লাভের জন্য। আমরা এতে নিদ্রা যাই এবং সারাদিনের ক্লান্তি দূর করি। আর দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অর্জনের জন্য। এ সময় মানুষ আপন জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Ô(wZwb) cfvZ D™wmZKvix| wZwb ewb‡q‡Qb ivZ‡K ckwš Ges mh I P›`‡K mgq wbi/cK| GUv meÁ civµgkvjxi wbaviY৷ (miv AvbAvg : 96)।

প্রিয় মুসল্লিয়ানে কেরাম! আল্লাহ তা'আলা যদি রাতের পর দিন না আনেন, তাহলে আমরা কি জীবিকা সংগ্রহ করতে পারব? যদি এমন হয় তাহলে পৃথিবীর কোনো সরকার, আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মহাক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টও কি পারবে আমাদের জন্য দিন এনে দিতে? দেখুন আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দর করে আমাদের কে সেকথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Ôej, Ô†Zvgiv †f‡e †`‡LQ wK, hw` Avjøvn ivZ‡K †Zvgv‡`i Dci wKqvgZ chš¯vqx K‡i †`b, Z‡e Zvi cwie‡Z †Kv‡bv Bjvn Av‡Q wK †h †Zvgv‡`i Av‡jv G‡b †`‡e? ZeI wK †Zvgiv ïb‡e bvÕ? (miv Avj-Kvmvm : 71)।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! এই মহাবিশ্ব, এই মহা বিশ্বের সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। তাই একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি

wcq fvB‡qiv Avgvi! চিন্তা করে দেখুন, এসব সৃষ্টির কোনোটাই কিন্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। ইরশাদ হয়েছে : أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ. ÔZviv wK móv Qvov mwó n‡q‡Q, bv ZvivB móv? Zviv wK Avmgvb I hgxb mwó K‡i‡Q? eis Zviv `p wekvm K‡i bvÕ (miv AvZ-Zi : 35-36)।

gwgb-gmjgvb fvB‡qiv! আপনাদের যদি বলা হয়, একটি বিশাল অট্টালিকা বা একটি রাজপ্রাসাদ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে আপনারা নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করবেন না। যদি কেউ বলে, দেখ, এই দালানটি হঠাৎ নিজের থেকে তৈরি হয়ে গেল, আপনারা তাকে পাগল বলবেন। তাহলে বলুন, এ বিশ্ব চরাচর, এই যে সুউচ্চ আকাশ আর সুবিস্তৃত যমীন, এই উর্ধ্বজগত আর নিম্নজগত কীভাবে একজন স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে? কোনো বানানেওয়ালা ছাড়া আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে? নিশ্চয় এসবের একজন স্রষ্টা আছেন। একজন অসীম ক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রক আছেন। হ্যা, তিনিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

ডারউইনের থিওরি একটি ভ্রান্ত মতবাদ

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোক ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরিতে বিশ্বাস করে। মানুষ নাকি প্রথমে বানর ছিল। তারপর ক্রমবিবর্তনের ধারায় সেখান থেকে তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি বাস্তবতার ওপর জুলুম ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া কিছুই নয়। বিবর্তনবাদ এমন একটি মতবাদ, যা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মানুষের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ কিছুই এ চিন্তার সত্যায়ন করে না। এমন বাতুলতাপূর্ণ চিন্তায় বিশ্বাস করে কেউ ঈমানহারা হবেন না। এ মতবাদকে খণ্ডন করে বিজ্ঞানী ও আলেমগণ অনেক বই লিখেছেন। আপনারা সেগুলো পড়লেই বুঝবেন বিষয়টি কতটা অসার ও হাস্যকর।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কিছু নিদর্শন

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، نَصَبَ مِنْ آيَاتِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ دَلِيْلاً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq fvB‡qiv! আল্লাহর যেসব নিয়ামতের জন্য আমাদের শুকরিয়া করা উচিত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো :এসব সৃষ্টিকে আমাদের অনুগত করে দেয়া। তিনি হাজার হাজার মাখলুকাত আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে আমাদের অনুগত বানিয়েছেন। তাই আমাদের অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জানানো উচিত।

†eiv`vi‡b Bmjvg! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। তিনি যে আপনাকে ও আমাকে হিদায়েত দিয়েছেন, আমরা যা জানতাম না তা শিখিয়েছেন, আমাদের দুনিয়া-আখিরাতে যা কল্যাণকর তার জ্ঞান তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর যা আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম নই, যাতে আমাদের কল্যাণ নেই, তা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন কীভাবে এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে। এ জ্ঞান তিনি দিয়েছেন তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। সুতরাং আসমান-যমীনের সৃষ্টি সংক্রান্ত যে কথাই আমরা শুনি না কেন, যাচাই করে দেখতে হবে তা নবী-রাসূলগণের কথার সাথে মিলে কি না। যদি মিলে, তাহলে তা গ্রহণ করব; যদি না মিলে তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করব। আর যদি এ সম্পর্কে নবী-রাসূলগণের বক্তব্য জানতে না পারি, তাহলে যতদিন বিষয়টি সত্য না মিথ্যা– তা নিশ্চিত হব, ততদিন এ ব্যাপারে নীরব থাকাই হবে স্বচ্ছ বুদ্ধির দাবি।

gmwjøqv‡b wKivg! আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছে যে, তিনি আসমান-যমীন ও এতদোভয়ের মাঝখানের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ শুরু করে দুই দিনে তিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন, তার উপর পেরেক স্বরূপ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন। এরপর আর দুই দিনে তাতে খাদ্য সন্নিবেশিত করেছেন। এই হলো চারদিন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। এটি তখন ছিল ধোঁয়ার মত। তারপর তিনি দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করেন। এই মোট ছয় দিনে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ÔwbðqB †Zvgv‡`i ie Avmgvbmgn I hgxb Qq w`‡b mwó K‡i‡Qb| AZtci Avi‡k D‡V‡Qb| wZwb ivZ Øviv w`b‡K †X‡K †`b| c‡Z¨KwU G‡K Aci‡K `"Z AbmiY K‡i| Avi (mwó K‡i‡Qb) mh, Pv` I ZviKvivRx, hv Zvi wb‡`‡k wb‡qwRZ| †R‡b ivL, mwó I wb‡`k ZviB| Avjøvn gnvb, whwb mKj mwói ieÕ (miv Avôivd : 54)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ÔwbðqB †Zvgv‡`i ie Avjøvn| whwb Avmgvbmgn I hgxb mwó K‡i‡Qb Qq w`‡b, Zvici Avi‡k D‡V‡Qb| wZwb me welq cwiPvjbv K‡ib| Zvi AbgwZ Qvov mcwik Kivi †KD †bB| wZwbB Avjøvn, †Zvgv‡`i ie| mZivs †Zvgiv Zvi Bev`Z Ki| Zvici I wK †Zvgiv Dc‡`k MnY Ki‡e bv?Õ (miv BDbm : 3)।

gnZvivg nv‡hixb! আসমান-যমীনের সৃষ্টির সাথে সাথে এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। যমীন থেকে পানি ও চারণভূমি বের করেছেন এবং তাতে এমনভাবে খাদ্য লুকিয়ে রেখেছেন, যা সব যুগের এবং সব স্থানের উপযোগী। যাতে খাদ্যগুলো প্রত্যেক যুগে নানা রকমের হয়, সব সময় খাদ্য কোথাও না কোথাও থাকে এবং এই খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তেমনিভাবে তিনি আসমানে চাঁদ-সূর্য ও তারকারাজি স্থাপন করে তাকে সুসজ্জিত করেছেন। এর দ্বারা মানুষ সমুদ্রে ও স্থলে পথ খুঁজে পায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا . وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Ô†Zvgiv wK j¶¨ Ki bv †h, Kxfv‡e Avjøvn ¯‡i ¯‡i mßvKvk mwó K‡i‡Qb? Avi G¸‡jvi g‡a¨ Pv` mwó K‡i‡Qb Av‡jv Ges mh‡K mwó K‡i‡Qb c`xciƒ‡c| Avi Avjøvn †Zvgv‡`i‡K D`MZ K‡i‡Qb gwU †_‡KÕ (miv bn : 15-17)।

শেষ কথা

আমরা যেন কিছুতেই এ কথা ভুলে না যাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব সৃষ্টিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে আমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করি; অন্য কাউকে তাঁর ইবাদাতে শরীক না করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ÔAvi wRb I gvbl‡K †Kej GRb¨B mwó K‡iwQ †h Zviv Avgvi Bev`Z Ki‡eÕ (miv Avhhwiqvr: 56)।

তাই আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মতো তাঁর ইবাদত করা এবং এসব নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ô†n gwgbMY, Avnvi Ki Avwg †Zvgv‡`i‡K †h nvjvj wihK w`‡qwQ Zv †_‡K Ges Avjøvni Rb¨ †kvKi Ki, hw` †Zvgiv ZviB Bev`Z KiÕ (mivv evKviv : 172) ।

তিনি আরও ইরশাদ করেন: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ÔAZGe Avjøvn †Zvgv‡`i‡K †h nvjvj DËg wihK w`‡q‡Qb, †Zvgiv Zv †_‡K Avnvi Ki Ges Avjøvni wbqvg‡Zi ïKwiqv Av`vq Ki, hw` †Zvgiv ZviB Bev`Z K‡i _vKÕ (miv bvnvj : 114) ।

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন: إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ô†Zvgiv †Zv Avjøvn‡K ev` w`‡q gwZ¸‡jvi cRv KiQ Ges wg_¨v evbv"Q| wbðq †Zvgiv Avjøvn Qvov hv‡`i Dcvmbv Ki Zviv †Zvgv‡`i Rb¨ wihK-Gi gwjK bq| ZvB Avjøvni Kv‡Q wihK Zvjvk Ki, Zvi Bev`Z Ki Ges Zvi cwZ KZÁZv cKvk Ki| ZviB Kv‡Q †Zvgiv cZ¨vewZZ n‡eÕ (miv AvbKveZ : 17) ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর নিয়ামত সম্পর্কে জানবার এবং বেশি বেশি তাঁর শুকরিয়া আদায় করার এবং ইবাদত করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনার সকল নিদর্শন আমাদেরকে সঠিকভাবে অনুধাবনের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টি সম্পর্কে সকল ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আপনি আমাদের ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা দান করুন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সকলপ্রকার আপদ-বিপদ, বালামুসীবত থেকে রক্ষা করুন। মুসলিম উম্মাহকে ইয্যতের সাথে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা ও আপনার দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে হালাল রিযিক অন্বেষণের তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান

LZevq hv _vK‡e

১. তাকদীরের উপর ঈমানের হাকীকত এবং তাকদীর যে ঈমানের একটি রুকন তা বয়ান করা।

২. গুনাহের কাজ করার ক্ষেত্রে তাকদীরকে অজুহাত হিসেবে পেশ করা যাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা।

৩. তাকদীরের লিখন হিসেবে যদি বান্দার জীবনে এমন কোনো বিষয় এসে পড়ে যা সে পছন্দ করে না তবে এক্ষেত্রে করণীয় কি তা বর্ণনা করা।

৪. তাকদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল বর্ণনা করা।

৫. তাকদীরের উপর ঈমানের ক্ষেত্রে যেসব ফেরকা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করা।

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِيْ قَدَّر فَهَدَى، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

মুসল্লিয়ানে কিরাম! আজ আমি আপনাদের সামনে ঈমানের সাথে সংশিষ্ট এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার অস্বীকারকারীর কোনো আমলই আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। তা হলো, ঈমান বিল কদর বা তাকদীরের উপর ঈমান। এটা ঈমানের রুকনসমূহের একটি অন্যতম রুকন। এর দ্বারা মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলে। তাকদীর একটি ব্যাপক বিষয়। গোটা মহাবিশ্বই তাকদীরের বলয়ে ঘূর্ণয়ণমান। রাব্বুল আলামীন সবকিছুকেই সৃষ্টি করেছেন সুনির্দিষ্ট ও পরিমিতরূপে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ÔAwg cwZwU e¯‡K cwiwgZi‚‡c mwó K‡iwQÕ (miv Kvgvi: 49)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. ÔAvcwb Avcbvi gnvb cvjbKZvi bv‡gi cweÎZv eYbv Kiæb, whwb mwó K‡i‡Qb I mweb¨¯ K‡i‡Qb| Ges whwb mcwigZ K‡i‡Qb I c_ c`kb K‡i‡QbÕ (miv Avjv: 1-3)।

আরো ইরশাদ হয়েছে: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا . الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا . Ôcig Kj¨vYgq wZwb whwb Zvi ev›`vi cwZ dqmvjvi wKZve AeZxY K‡i‡Qb, hv‡Z †m wekRM‡Zi Rb¨ mZKKvix nq| wZwb n‡jb †m mËv hvi i‡q‡Q b‡fvgÐj I fgÐ‡ji ivRZ| wZwb †Kv‡bv mšvb MnY K‡ibwb| ivR‡Z Zvi †Kv‡bv Askx`vi †bB| wZwb c‡Z¨K e¯ mwó K‡i‡Qb, AZtci Zv‡K †kwaZ K‡i‡Qb cwiwgZfv‡eÕ (miv diKvb: 1-2)।

এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত আছে। আছে সহীহ হাদীসও। যেমন একটি হাদীসে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য মানবাকৃতি ধারণ করে জিবরীল আ. আগমন করলেন। তারপর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই: 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ جِبْرِيْلُ: صَدَقْتَ 'ঈমান হলো, আল্লাহ তা'আলা, সমস্ত ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল নবী-রাসূল, কিয়ামত দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।' জিবরীল আ. বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

এ হাদীসের শেষ দিকে আছে– তোমরা কি জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে? সাহাবীগণ বললেন, 'না, আমরা জানি না, হে আল্লাহর রাসূল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তিনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাদেরকে দীন শেখাতে এসেছিলেন' (মুসলিম)।

এতে বুঝা গেল যে, এই রুকনগুলোসহ আরো যেসব বিষয় এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অবগতি লাভ করা দীনের অন্তর্ভুক্ত।

wcq gmwjg fvB‡qiv! কোনো জিনিস অস্তিত্বে আসার আগেই আল্লাহ তা'আলার সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং ঐ জিনিসটি কিরূপে অস্তিত্ব লাভ করবে তা বিস্তারিত লিখে রাখার নাম তাকদীর। আর তাকদীর সংক্রান্ত একাজটি সম্পন্ন হয়েছে আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই।

তাকদীদের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার অধীনে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে কেবল তাঁর ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। সে হিসেবে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হবেঃ যেকোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর চিরন্তন ইলমে তা রয়েছে, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এও বিশ্বাস করা যে, এ মহাবিশ্বে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, যা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের সীমার বাইরে ঘটছে। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন ও জেনেছেন, অতঃপর তাঁর চাওয়া ও জানা অনুযায়ী সকলকিছু ঘটছে এবং ঘটবে।

তাকদীরে বিশ্বাস করার মধ্যে একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের ভাগ্য, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। সহীহ হাদীসে এ রকমই রয়েছে। আল কুরআনেও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে: إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ Ôwbðq Zv wKZv‡e, Avi Zv Avjøvni Rb¨ AwZ mnRÕ (miv Avj nR: 70)।

তাকদীরে বিশ্বাসের মধ্যে এ বিষয়টাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা চেয়েছেন তা হয়েছে। আর যা চননি, তা হয়নি। এ পৃথিবীর সমগ্র মানুষ যদি একত্রিত হয়ে, আল্লাহ যা চাননি তা সংঘটিত করতে চায়, তবে তারা তা পারবে না। বরং কেবল তাই সংঘটিত হবে যা আল্লাহ চান, যা তিনি ইচ্ছা করেন। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন। ইরশাদ হয়েছে : وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ÔAvjøvni B"Qv e¨wZ‡i‡K †Zvgiv Ab¨ †Kv‡bv AwfcÖvq †cvlY Ki‡e bv| Avjøvn meÁ, cÖvgq| wZwb hv‡K B"Qv Zvi ing‡Z `wLj K‡ibÕ (miv `vni: 30-31)।

wcq †kvZvgÐjx! ইসলামে আকীদায়ে জবর অর্থাৎ মানুষ যা করছে আল্লাহ তা'আলা তা করতে বাধ্য করেন, এ জাতীয় কোনো আকীদার স্থান নেই। প্রকাশ্যভাবে নেই, অপ্রকাশ্যভাবেও নেই। বরং ইসলামী শরীয়ত ও আকীদা অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় ভালো ও মন্দের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেয়। যেকোনো একটি পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তা'আলা ভালো ও মন্দ উভয় পথই পরিষ্কার করে বাতলে দিয়েছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ÔAwg Zv‡K `ÖwU c\_ c`kb K‡iwQÕ (miv evjv`: 10)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا . Ô†h wb‡R‡K cwiï× Kij †m mdj n‡jv| Avi †h wb‡R‡K KjwlZ Kij †m e¨_ n‡jvÕ (miv kvgm: 9-10)।

কোনো কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব-অবগতি এবং পূর্ব থেকে লিখে রাখা কোনো অর্থেই বান্দাকে বাধ্য করা নয়। বরং এর অর্থ হলো কোনো কিছু হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই জানেন এবং তা হবে বলেই তিনি তা লিখে রেখেছেন। বরং তা বান্দার উপর হুজ্জত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার সুপরিব্যাপ্ত ইলমের বাইরে কোনো কিছুই ঘটেনা, কখনো ঘটবেও না।

†eiv`vi‡b Bmjvg! আমাদের সমাজে এমন একটি দল আছে যারা গুনাহ করার পর তকদীর দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে। নিজের পাপের জন্য তাকদীরকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। অর্থাৎ তারা মনে করে যে, কোনো গুনাহের কর্ম তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে বলেই তা সংঘটিত হয়। ফলে তারা যা ইচ্ছে তাই করে। পরে যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় কিংবা তিরস্কার করা হয় তখন বলে, এটা তাকদীরের ফয়সালা।

তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, সবকিছুই আল্লাহর চিরন্তন ইলম ও ফয়সালা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু গুনাহের কাজ করে তাকদীরকে অজুহাত হিসাবে পেশ করা কখনো উচিত নয়, এটা সুস্পষ্ট গোমরাহী। কারণ–

১. তাদের প্রত্যেকেই হয়তো তাকদীরকে বান্দার জন্য হুজ্জত বা দলীল মনে করে অথবা করে না। তাকদীর যদি বান্দার জন্য হুজ্জত হয় তবে তা সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জত হবে। কারণ তারা সকলেই তাকদীরের মধ্যে শরীক। এমতাবস্থায় এমন কাউকে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া যাবে না, যে কারো উপর অত্যাচার করছে, কাউকে গালি দিচ্ছে, কারো সম্পদ লুণ্ঠন করছে, কারো চৌহদ্দীকে নষ্ট করছে, মারামারি করছে এবং কারো সন্তান-সন্ততি বা সম্পদ ধ্বংস করছে।

২. এ দলের লোকেরা সবাই মিথ্যুক। কারণ তাদের প্রত্যেকেই উপরে বর্ণিত কাজগুলোকে নিন্দা ও অপছন্দ করে এবং এগুলোর বিরোধিতা করে। এই নিন্দা ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে কেউ তাদের বাধা দিলে তারা রাগ- গোসসায় ফেটে পড়ে এবং তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। হারামকর্ম সম্পাদনকারীর জন্য তাকদীর যদি প্রমাণ হতো তাহলে তাকে নিন্দা না করার প্রয়োজন ছিল। কারো ব্যাপারে বলা যেতো না যে, সে জালেম– সে যাই করুক না কেন, যত অন্যায়ই করুক না কেন! আর এরূপ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যদি এরূপ করা শুরু করে তাহলে বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, এ দলের বক্তব্য যুক্তি ও শরীয়ত উভয় দৃষ্টিতেই কুফরী। এবং তারা তাদের এ কথায় মিথ্যুক ও প্রতারক যে, তাকদীর বান্দার জন্য হুজ্জত।

৩. তাকদীর যদি বান্দার জন্য হুজ্জত হতো তাহলে তো এটা আবশ্যক হতো যে, ইবলীস, ফিরআউন, কওমে নুহ ও কওমে আদসহ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করেছেন তারা সবাই মাযুর বা অপারগ বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ তাদেরকে মাযুর মনে করা এমন কুফরী যার ব্যাপারে সকল মিলাতের অনুসারীই একমত।

৪. যদি তাকদীর বান্দার জন্য হুজ্জত হতো তাহলে তো এটাও আবশ্যক হতো যে, আল্লাহর ওলী ও দুশমন, মুমিন ও কাফির, জান্নাতী ও জাহান্নামীর মাঝে কোনো ব্যবধান থাকবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ. وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ Ô`wógvb I `wónxb mgvb bq| mgvb bq AÜKvi I Av‡jv| mgvb bq Qvqv I Zß‡iv`| Avi I mgvb bq RxweZ I gZÕ (miv dwZi: 19-22)|

৫. তিনি আরো বলেন: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Ôhviv `®g K‡i‡Q Zviv wK g‡b K‡i †h, Rxeb I gZ¨i †¶‡Î Awg Zv‡`i‡K G me †jv‡Ki mgvb MY¨ Kie, hviv Cgvb Av‡b Ges mrKg K‡i? Zv‡`i wePvi KZBbv g›`!Õ (miv Avj-RwQqv29)।

৬. এর দ্বারা বুঝা গেল, কেউ যদি নাফরমানী করে, পাপ ও অন্যায় করে এবং তার পাপ ও অন্যায়কে বৈধতাদানের জন্য তাকদীরের দলীল পেশ করে তবে তা হবে মারাত্মক অপরাধ।

৭. আমরা তাকদীরে বিশ্বাস করি তবে দলীল হিসেবে পেশ করি না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকদীর দ্বারা দলীল পেশ করে তার দলীল বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তাকদীরের কথা উল্লেখ করে ওজর পেশ করে তার ওজরও গ্রহণযোগ্য নয়।

৮. যদি তাকদীর দ্বারা দলীল পেশ করা গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে ইবলীস এবং অন্যদের থেকেও তা গ্রহণ করা হতো। তাকদীর যদি বান্দাদের জন্য হুজ্জত হতো তাহলে কোনো মাখলুককে শাস্তি দেওয়া হতো না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। এমনিভাবে চোরের হাত কাটা এবং হত্যাকারীকে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করাও হতো না। কোনো অপরাধীর উপর হদ্ বা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হতো না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতো না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও করা হতো না।

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে লিখা হয়ে গেছে। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলালাহ! তবে কি আমরা আমল বর্জন করব না এবং আমাদের কিতাবের উপর ভরসা করব না?

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন– ‘না, আমল করতে থাকো। আর প্রত্যেকের জন্য ঐ আমল করা সহজ হবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

১১. অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ যে আমল করে এবং কষ্ট স্বীকার করে সে ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? এ ব্যাপারে কি কলম শুকিয়ে গেছে এবং আমলনামা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে? নাকি তারা যা করছে নতুনভাবে করছে’?

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, ‘এ ব্যাপারে কলম শুকিয়ে গেছে এবং আমলনামা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে আমল করে লাভ কি?

১৩. জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আমল করতে থাকো। আর প্রত্যেকের জন্য ঐ আমল করা সহজ হবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’ (বুখারী)।

১৪. আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু জানেন এবং তিনি যা জানেন তাই লিখে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা লিখে রেখেছেন যে, অমুক ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নেক-কাজ করবে। ফলে সে জান্নাতে যাবে। আবার আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখে রেখেছেন যে, সে গুনাহের কাজ করবে এবং জাহান্নামে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা জানেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অমুক ব্যক্তি একটি মেয়েকে বিয়ে করবে এবং তার সাথে সহবাস করবে। ফলে তার সন্তান হবে এবং আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে আহার করবে এবং তৃপ্ত হবে। এমতাবস্থায় কেউ যদি একথা বলে যে, আমি যদি জান্নাতী হই তবে তো আমার আমলের কোনো প্রয়োজন নেই, আমল ছাড়াই আমি জান্নাতে যেতে পারব; তাহলে তার একথা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা সে জানে যে, সে তার নেক-আমল দ্বারা জান্নাতে যাবে। এখন যদি সে আমল ছাড়া জান্নাতে দাখেল হয় তাহলে তা আল্লাহ তা‘আলা যা জানেন এবং তিনি যা ফয়সালা করে রেখেছেন তার বিরোধী হবে।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান

wØZxq LZev

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَكَرَّمَهِ وَهَدَاهُ النَّجْدَيْنِ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjvqv‡b †Kivg! তাকদীরের প্রতি ঈমানের কতিপয় ফল হলো নিম্নরূপ:

এক. আল্লাহর উপর সত্যিকার অর্থে নির্ভরতা সৃষ্টি হওয়া যে, বান্দার জীবনে যাকিছু ঘটেছে, তা না হয়ে পারত না। মহান আল্লাহ তা‘আলা আল কুরআনে ইরশাদ করেন: **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ÔAvjøvni wb‡`k e¨wZ‡i‡K †Kvb wec` Av‡m bv Ges †h Avjøvni cwZ wekvm K‡i, wZwb Zvi Aši‡K mrc_ c`kb K‡ib| Avjøvn mewelI‡q mg¨K cwiÁvZÕ (miv ZvMveb, AvqvZÑ 11)।

তিনি আরো বলেন: **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** Ôhgx‡b Ges †Zvgv‡`i wb‡R‡`i g‡a¨ Ggb †Kvb gmxeZ AvcwZZ nq bv, hv Awg msNwUZ Kivi c‡e wKZv‡e wjwce× iwL bv|Õ (miv nv`x`: 22)।

দুই: হৃদয় তৃপ্ত, শান্ত ও সুস্থির থাকা। নাফসের বড়াই থেকে মুক্ত থাকা। ইরশাদ হয়েছে: **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** Ôhviv wekvm ¯vcb K‡i Zv‡`i Aši Avjøvni wRwKi Øviv kwš jvf K‡i| †R‡b †i‡Lv, Avjøvni wRwKi Øviv Ašimgn kwš cvqÕ (miv ivÕ`: 28)।

হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: اِعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَن يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ. 'জেনে রেখো, গোটা জাতি মিলে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তবে ততটুকু পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। অনুরূপভাবে গোটা জাতি মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করার চেষ্টা করে তাহলে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তবে ততটুকু পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন (তিরমিযী, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

হাদিসে আরো উলেখিত হয়েছে: وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 'আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ তা'আলার কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক উত্তম ও প্রিয়। তবে উভয় প্রকার মুমিনের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা উপকারী-কল্যাণকর তার প্রতিই আগ্রহী হও, আর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। অপারগ হয়ো না। যদি তোমার উপর কোনো মুসীবত আসে তাহলে একথা বলো না যে, 'যদি আমি এমনটি করতাম তাহলে এরূপ হতো না'। বরং বলো, 'এটা আমার তাকদীরের লিখন। আল্লাহ তা'আলা যেমন চেয়েছেন তেমন করেছেন'। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানকে কাজ করার পথ খুলে দেয়' (মুসলিম)।

মুমিন ভাগ্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তবে কখনো আমল করা ছেড়ে দেয় না। হাদীসে এসেছে:

'আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে দাগ কেটে বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানাই জান্নাতে এবং জাহান্নামে লিখা হয়ে গেছে'।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি আমরা আমাদের তকদীর তথা ভাগ্যের লিখনের উপর ভরসা করে বসে থাকব এবং আমল করা ছেড়ে দিব?

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা আমল করতে থাকো। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ আমল করা সহজ হবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে তার জন্য নেক-আমল করা সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে হতভাগা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার জন্য বদ-আমল সহজ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, (অর্থ) 'অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করে, আমি তার জন্য সুগম করে দেই সহজ পথ। (সূরা লাইল: ৫-৬) {বুখারী, মুসলিম}।

†eiv`viv‡b wgjøvZ! জেনে রাখুন, তাকদীরকে কেন্দ্র করে দু'টি দল পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তন্মধ্যে একটি হলো, কাদরিয়া। এই ভ্রান্ত দলটি তাকদীরকে স্বীকারই করে না। তারা বলে : إِنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ 'তাকদীর বলতে কিছুই নেই, সব কিছু নতুনভাবে ঘটে'।

তকদীরকে কেন্দ্র করে পথভ্রষ্ট হওয়া দ্বিতীয় দলটি হলো, জাবরিয়া। তারা বলে, মানুষ হলো চলমান বাতাসের মাঝে পালকের ন্যায়। অর্থাৎ বাতাস যেমন পালককে যখন যেদিকে খুশি সেদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পালকের কিছুই করার থাকে না, মানুষও ঠিক তদ্রুতপ। সে তার তাকদীরের কাছে অসহায়। তার ব্যাপারে তাকদীরে যেভাবে যা লিখা আছে সেভাবে তা করতেই সে বাধ্য। তার নিজের পক্ষ থেকে কিছুই করণীয় নেই।

এই উভয় দলই স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নিরূপণ করেছেন, তিনি যা জানেন তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই হয়, যা প্রমাণসহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু তিনি মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাতিল বা অকেজো করে রাখেননি। বরং তিনি বলেছেন: **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا** ÔAvwg Zv‡K c_ †`wL‡q w`‡qwQ| GLb †m nq‡Zv KZÁ n‡e bq‡Zv n‡e AKZÁÕ

(miv Avj Bbmvb: 3)।

তাকদীর যারা মানে না, অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে ইবনে উমার রাযি. অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হয় এবং সে তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল করবেন না; যতক্ষণ না সে তাকদীরের উপর ঈমান আনবে’ (মুসলিম)।

তাই আপনাদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহর উপর ভরসা করা। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তা‘আলাই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, আল্লাহর উপর ভরসাকারীকে আল্লাহ তা‘আলা এমন জায়গা থেকে রিযক পৌঁছান যেখান থেকে রিযক আসবে বলে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এমনিভাবে আপনাদের উপর এটাও দায়িত্ব যে, আপনারা শরীয়তসম্মত বৈধ উপকরণ অবলম্বন করবেন এবং একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু জানেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

পরিশেষে দো‘আ করি, আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদেরকে তাকদীরের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাকদীরের উপর যথার্থরূপে ঈমান আনার তাওফীক দান করুন। সঠিক অর্থে আপনার উপর তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করুন। তাকদীরের ব্যাপারে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের পথ থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আপনি আমাদের জন্য সকল প্রকার খায়ের ও কল্যাণের ফয়সালা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম উম্মাহকে হিফাযত করুন। মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র বান-চাল করে দিন। মুসলিম শাসকদেরকে আপনার রেজামন্দী অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকে দারিদ্র্য মুক্ত করুন। আমাদের মা-বোন স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্দা বজায় রেখে আপনার বিধান মুতাবিক চলার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ ! إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة النحل : 90)

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلَى النِّعَمِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

কিয়ামতের কিছু আলামত

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি মানুষের ঈমান সুদৃঢ় করা

২. সৎ কাজ ও সৎ কাজ করার যে কোনো সুযোগ লুফে নেয়ার প্রতি উৎসাহ দান

৩. কিয়ামত অতি সন্নিকটে, এ বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ

৪. ফিতনা থেকে সতর্ককরণ ও তা থেকে বেঁচে থাকার পথ বাতলানো

৫. কিয়ামতের আলামতগুলো উল্লেখ করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ..أَحْمَدُ رَبِّيْ وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَنَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ الْمَزِيْدَ..وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ذُوْ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بِالدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْمَوْصُوْفُ بِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ رَشِيْدٍ..اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللّٰهَ بِالإِعْدَادِ لِلِقَائِهِ وَالاِسْتِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ قَبْلَ نُزُوْلِ بَلَائِهِ وَالشُّكْرِ عَلَى آلَائِه، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! আজকের খুতবার আলোচনার বিষয় হলো কিয়ামতের কিছু আলামত ও নিদর্শন। আমরা সবাই জানি যে, নশ্বর এ পৃথিবীতে আমরা অবস্থান করছি কিছু দিনের জন্য। আমাদের জীবনের দীর্ঘ সফর শুরু হয়েছে আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগৎ থেকে। আমরা মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছি হাতে গণা কয়েকমাস। তারপর এসেছি মায়াময় পৃথিবীর আলো বাতাসে, যা ছেড়ে একদিন অতর্কিতে চলে যেতে হবে অন্ধকার কবরে। তারপর শুরু হবে বরযাখী জীবন যা চলমান থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। পরিশেষে আমরা একত্রিত হব হাশরের ময়দানে। তখন শুরু হবে ঈমান ও আমল অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা।

wcq fvB I eÜMY! মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের জীবনের পরকালপর্ব শুরু হয়ে যায়। তারপর সবুজ শ্যামলে-ভরা পৃথিবী, ঝিলমিল তারা-ভরা আকাশ, সুউচ্চ পর্বতরাজি তথা গোটা মহাবিশ্বের ধ্বংসের মাধ্যমে ঘটে যাবে সর্বব্যাপী কিয়ামত। কবে তা ঘটবে, তার জ্ঞান একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো কাছে নেই। তবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের কিছু ছোট-বড় আলামত ও নিদর্শনের কথা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন ওহীর মাধ্যমেই বলেছেন। আমরা আজ ভয়াবহ কিয়ামতের কিছু নিদর্শন নিয়ে কথা বলব ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী কিয়ামতের কিছু দিনর্দশন ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ইরশাদ হয়েছে : **فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ** ÔmZivs Zviv wK †Kej GB A‡c¶v Ki‡Q †h, wKqvgZ Zv‡`i Dci AvKw¯§Kfv‡e G‡m coK? A_P wKqvg‡Zi AvjvgZmgn †Zv G‡mB c‡o‡Q| mZivs wKqvgZ G‡m co‡j Zviv Dc‡`k MnY Ki‡e †Kgb K‡i?Õ (miv gnv¤§`:18)।

কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি মৌলিক বিষয়। প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল' - এ এসেছে:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ، قَالَ الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ '(জিবরীল আলাহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন) আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, 'ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমগ্র, তার রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা'।

কিয়ামত দিবসের প্রতি কারো বিশ্বাস তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন কিয়ামতের আলামতসমূহের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা হবে। বেশ কিছু আলামত না দেখা দেয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না বলে হাদীসে জোর বক্তব্য

এসেছে। হুযায়ফা ইবন উসাইদ আল গিফারী রাযি.বলেন : عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِى ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ. 'আমরা নবীজীর একটি কক্ষের ছায়ায় বসে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। একপর্যায়ে আমাদের কথার আওয়াজ উঁচু হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামত সংগঠিত হবে না' (আবু দাউদ) ।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে; হুযায়ফা ইবন উসায়ইদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কক্ষ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, আমরা তখন কিয়ামত সংক্রান্ত আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, দশটি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার আগে কিয়ামত সংঘটিত হবে না : ১.পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে; ২.দাজ্জাল ৩. দুখান –ধুম্রকুণ্ডলি ৪.দাব্বাতুল আরদ (ভূমি থেকে প্রকাশিত বিশেষ প্রাণী) ৫. ইয়াজুজ মা'জুজ ৬. ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ। ৭. (তিনটি ভূমি ধ্বস) প্রাচ্যে ভূমি ধ্বস; ৮.পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস; ৯. জাযীরাতুল আরবে তথা আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস; (১০) আদন অভ্যন্তর থেকে প্রকাশিত হবে আগুন, যা মানুষকে পরিচালিত করবে মাহশার তথা জমায়েত হওয়ার ময়দানে। মানুষ যেখানে রাত যাপন করবে আগুন তাদের সাথে সেখানেই থাকবে। মানুষ যেখানে দুপুরে আরাম করবে আগুন সেখানেই তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে, (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

gnZvivg nv‡hixb! কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি একটি অদৃশ্য বিষয়, গায়েবের পর্দায় আচ্ছাদিত একটি বিষয়। তাই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তবে কিয়ামত অতি সন্নিকটে এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু বহু সুস্পষ্ট বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ÔZviv †Zvgv‡K wRÁvmv K‡i wKqvgZ KLb NU‡e| ej, G wel‡q Ávb ïa Avgvi i‡eiB Av‡Q| wZwbB h_vKv‡j Zv cKvk Ki‡eb| Zv AvKvkgÛjx I cw_ex‡Z GKwU fqsKi NUbv n‡e| AvKw¯§Kfv‡e Zv †Zvgv‡`i Dci Avm‡e| Zvg G wel‡q AewnZ g‡b K‡i Zviv †Zvgv‡K ck K‡i| ej, GB wel‡q Ávb ïa Avjøvni B Av‡Q| wKš AwaKvsk †jvK Rv‡b bvÕ (miv Avj AvÕivd: 187) ।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Ô†jv‡Kiv †Zvgv‡K wKqvgZ m¤ú‡K wRÁvmv K‡i| ej, ÔG wel‡qi Ávb †Kej Avjøvni wbKUB Av‡Q, Avi †Zvgvi wK Rvbv Av‡Q, wKqvgZ nqZ Le wbK‡U!Õ (Avj Avnhve:63) ।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ÔZviv †Zvgv‡K wR‡Ám K‡i wKqvgZ m¤ú‡K Zv KLb NU‡eÕ (Avb-bwhAvZ:42)?

কিয়ামত কায়েম হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ তা'আলা কোনো তথ্য দেননি। কিয়ামত কবে ঘটবে? জিবরীল আ. নবীজীকে এ প্রশ্ন করার পর উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ 'জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী থেকে এ বিষয়ে অধিক অবহিত নয়' (বুখারী)।

Be‡b iRe Avj-nv¤jx e‡jb, wKqvgZ msNwUZ nIqvi mgq m¤ú‡K AÁZvi †¶‡Î mevB mgvb| welqwU ïa Avjøvni Bj‡gB i‡q‡Q| KvZv`v in. e‡jb,Ô wKQ wel‡qi Z_¨ Avjøvn ZvÕAvjv wb‡Ri Kv‡Q †i‡L w`‡q‡Qb, KvD‡K Rvbvbwb, bv †Kv‡bv ˆbKU¨cvß †d‡ikZv‡K, bv †Kv‡bv †cwiZ bex‡K, Ôwbðq †Kqvg‡Zi Ávb Avjøvni wb-KUÕ (miv jKgvb:38) । Gici wZwb e‡jb, ÔZvB wKqvgZ †Kvb eQ‡i, †Kvb gv‡m, iv‡Z bv w`‡b msNwUZ n‡e Ge¨vcv‡i Kv‡iv †Kv‡bv Ávb †bBÕ|

mvaviY gvbl †hgb G m¤ú‡K AeMZ bq, bexMYl †Zgwb AeMZ bb |

মুহতারাম হাযেরীন! কিয়ামত অতি সন্নিকটে। তবে মানুষ এ ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে গাফেল বা উদাসীন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Ôgvb‡li wnmve-wbKv‡ki mgq Avmbœ| wKš' Zviv D`vmxbZvq gL wdwi‡q Av‡QÕ (Avj Awe¤qv:1)।

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : أَزِفَتِ الآزِفَةُ ÔwKqvgZ wbKUeZxÕ (miv Avb-bvRg:57)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত অত্যাসন্ন হওয়া সম্পর্কে বলেন : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ‘আমার প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামত এই দু’ আঙ্গুলের ন্যায়, এই বলে তিনি তাঁর দু’আঙ্গুল তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে মিলান’ (বুখারী)।

m¤§vwbZ nv‡hixb! কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দু’ভাগে বিভক্ত: ১. ছুগরা বা ছোট নিদর্শন ২. কুবরা বা বড় নিদর্শন। ছোট নিদর্শনগুলো কিয়ামতের দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই প্রকাশ পেতে থাকবে। আর বড়গুলো প্রকাশ পাবে কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে। যেমন, দাজ্জালের আবির্ভাব।

সম্মানিত হাযিরীন! কিয়ামতের আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়া হিসেবে তিন ভাগে বিভক্ত:

১.কিছু আলামত ইতঃপূর্বে প্রকাশ পেয়েছে এবং শেষ হয়ে গিয়েছে, ২. কিছু আলামত প্রকাশিত হয়েছে এবং তা চলমান এবং উত্তরোত্তর বর্ধনশীল। ৩. কিছু আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি।

আলামতগুলো সবিস্তারে বর্ণনার পূর্বে বলে রাখা ভালো যে, ‘কিয়ামতের আলমত’ বাক্যাংশটি শোনামাত্রই আমাদের মনোজগতে কিছু অযাচিত, হারাম ও নাজায়েয বিষয়ের চিত্র ভেসে ওঠে। বিষয়টি আসলে সেরকম নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আবির্ভাব ও তাঁর ওয়াফাত, ইমাম মাহদীর আগমন, ঈসা আ. এর পুনরায় আগমন ইত্যাদি অযাচিত কোনো বিষয় নয়, তেমনিভাবে মানুষের সম্পদ বেড়ে যাওয়া নাজায়েয কোনো বিষয় নয়, তবে এগুলো পৃথিবীর বয়সের বার্ধ্যকালের আলামত।

কিয়ামতের যেসব আলামত প্রকাশ পেয়েছে ও শেষ হয়ে গিয়েছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ : মুহাম্মাদ সাল্লাল্ল-াহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভাব কিয়ামতের একটি ছোট আলামত। হাদীসে এসেছে : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا ‘আমার প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামত এ দু’ আঙ্গুলের ন্যায়, তিনি তর্জনী ও তার পরবর্তী আঙ্গুল (মধ্যমা) দিয়ে ইশারা করলেন’ (বুখারী ও মুসলিম)। মধ্যমা আঙ্গুল তর্জনী থেকে সামান্য বর্ধিত বা লম্বা। তর্জনী থেকে মধ্যমার মাথা যতটুকু দূরে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত হওয়া থেকে কিয়ামত এই পরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত। অথবা তর্জনী ও মধ্যমা এ দু’টির মাঝে যেমন দূরত্ব নেই তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও কিয়ামতের দিবসে মাঝে দূরত্ব নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাত ঘটাও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। আউফ ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : اُعْدُدْ سِتاً بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِيْ... ‘আমি কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শন গুণছি, (তন্মধ্যে প্রথমটি হলো) আমার মৃত্যু’ (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাতের সাথে সাথে আকাশ থেকে ওহী নাযিলের চিরসমাপ্তি ঘটে। হাদীসে এসেছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাতের পর আবূ বকর ও উমর রাযি. উম্মে আয়মান রাযি. কে দেখতে গেলে তাঁকে ক্রন্দনরত পান। তাঁরা বললেন :

مَا يُبْكِيْكَ ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ . فَقَالَتْ : مَا أَبْكِيْ أَن لَّا أَكُوْنَ أَعْلَمُ أَنِ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّيْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ . فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا .

‘আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে যা আছে তাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সর্বোত্তম। উম্মে আয়মান রাযি. বললেন,‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-ামের জন্য সর্বোত্তম’– এটার জ্ঞান না থাকার দরুন আমি কাঁদছি না। বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে আকাশ থেকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল’। একথা বলে তিনি আবূ বকর ও উমর রাযি. এর ক্রন্দনকে জাগিয়ে তুললেন।

অতঃপর তাঁরা উভয়েই উম্মে আয়মানের সাথে কাঁদতে লাগলেন' (মুসলিম)।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া কিয়ামতের একটি ছোট আলামত, যা রাসূলুল্লাহ্ সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ÔwKqvgZ wb-KUeZx n‡q‡Q Ges Pv` we`xY n‡q‡QÕ (miv Avj-Kvgvi:1)।

বায়তুল মাকদেসের বিজয় সংঘটিত হওয়া কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আমি কিয়ামতের সম্মুখবর্তী ছয়টি বিষয় গুনছি। (তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন) 'বায়তুল মাকদেস বিজয়' (বুখারী)। উমর রাযি. এর যুগে ১৬ হিজরীতে বায়তুল মাকদিসের বিজয় সম্পন্ন হয়।

আমওয়াস নামক মহামারী কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ছোট একটি আলামত। আমওয়াস ফিলিস্তিনের একটি শহর। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ১৮ হিজরীতে উক্ত এলাকায় ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়। এতে বহু সাহাবী মৃত্যুবরণ করেন। বুখারীতে বর্ণিত যে ছয়টি আলামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনেছেন তন্মধ্যে একটি হলো এই আমওয়াস মহামারী। এ মহামারীতে ২৫ হাজার মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পদ বেড়ে যাওয়া এবং দান-সাদকা নেয়ার লোক না থাকা কিয়ামতের একটি আলামত। আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَرَبَ لِيْ 'কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদের আধিক্য দেখা দেয়। সম্পদ উপচে পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিক, কে তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে, তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সে তার সম্পদ পেশ করবে। অতঃপর যার কাছে পেশ করবে সে বলবে : এতে আমার প্রয়োজন নেই' (বুখারী)। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর যুগে মুসলমানদের সম্পদ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, এমনকি সাদকা গ্রহণ করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না। শেষ যুগেও সম্পদ বেড়ে যাবে। বিশেষ করে ইমাম মাহদী ও ঈসা আ. এর শাসনকালে। যখন যমীন তার গর্ভে থাকা সম্পদ বের করে দেবে স্বর্ণ রূপার পিলার আকারে।

নানা প্রকৃতির ফেতনা প্রকাশ পাওয়া কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীসে এসেছে। 'কিয়ামতের পূর্বে বড় বড় ফেতনা প্রকাশ পাবে। মুমিন লোক বলবে, এবার আর রক্ষা নেই। অতঃপর তা দূরীভূত হয়ে অন্য আরেকটি প্রকাশ পাবে। মুমিন বলবে, এটি এটি অর্থাৎ এটিতে আমার ধ্বংস। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে ফেতনা প্রকাশ পেতে থাকবে।

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِيْ كَافِراً، وَيُمْسِيْ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً.

'কিয়ামতের পূর্বে আঁধার রাতের টুকরোর ন্যায় ফেতনা আসবে। যখন মানুষ মুমিন হয়ে সকাল অতিবাহিত করবে এবং সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে। আবার মুমিন অবস্থায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করবে এবং সকাল বেলায় কাফির হয়ে যাবে'।

হিজায থেকে বিশাল আগুন বের হওয়া: হাদীসে এসেছে, নবীজী ইরশাদ করেন: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْئُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى 'কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন না হিজায (অরব উপদ্বীপ) থেকে অগ্নিশিখা বের হবে যাতে বুসরা এলাকায় অবস্থিত উটের ঘাড় আলোকিত হবে' (বুখারী)

এটি প্রকাশ পেয়েছিল ৬৫৪ হিজরী সনে। যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। সে সময়ের ও পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম তাদের লেখায় সে আগুনের বিবরণ দিয়েছেন।

আমানতদারী বিলুপ্ত হওয়া কিয়ামতের একটি আলামত: আবূ হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী সা. ইরশাদ করেন: إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوَا السَّاعَةَ 'যখন আমানতের খিয়ানত করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করবে'(বুখারী)।

মানব হত্যা বেড়ে যাওয়া কিয়ামতের একটি আলামত: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجَ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ 'কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হারাজ বেশী হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন 'হারাজ' কী হে

আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন হত্যা, হত্যা হত্যা' (মুসলিম)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

কিয়ামতের কিছু আলামত

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، بَعَثَهُ اللهُ بِالْهُدَى وَالْيَقِيْنِ.اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

wcq fvB I eÜMY! কিয়ামতের যেসব আলামত পূর্বে শুরু হয়ে এখনো চলছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে তা হলো, যিনা-ব্যাভিচার,সুদ, গান-বাজনা ও আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

যিনা-ব্যাভিচার বেড়ে যাওয়া সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَفْنَى هَذِهِ الأُمَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِي الطَّرِيْقِ فَيَكُوْنَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ لَوَوَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ 'যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, এই উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না তাদের পুরুষ নারীকে রাস্তায় ফেলে জনসমক্ষে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে। সে যুগে যে উত্তম ব্যক্তি হবে সে (সাহস) করে বলবে, যদি মহিলাকে এ দেয়ালের পেছনে আড়াল করে নিতে! (মুসনাদে আবি ইউলা, সহীহ)।

সুদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া কিয়ামতের একটি আলামত: এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرُ 'কিয়ামতের আগে সুদ, ব্যভিচার ও মদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে' (তাবারানী: আল মুজামুল আওসাত, হাসান)।

বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকাদের ব্যাপকতা কিয়ামতের আলামত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. ইরশাদ করেন, শেষ যুগে সংঘটিত হবে ভূমিধ্বস, বর্ষিত হবে পাথরবৃষ্টি এবং মানবাকৃতিতে আসবে বিকৃতি। বলা হলো, তা কখন হবে হে আল্লাহর রাসূল! নবীজী বললেন: إِذَا ظَهَرَتْ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ 'যখন ব্যাপকহারে প্রকাশ পাবে বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা' (আলবানী, সহীহ আল জামে)।

উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণে প্রতিযোগিতা কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীসে জিবরীল-এ উল্লিখিত হয়েছে: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَتِهَا؟ قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ .'আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন'! নবীজী বললেন,'দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে এবং তুমি দেখবে নগ্নপদ, নগ্ন শরীর, অভাবী, বকরীর পালের রাখালরা প্রতিযোগিতা করবে উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ নিয়ে' (মুসলিম)।

মিথ্যা বেড়ে যাওয়া, এক বাজারের কাছে আরেক বাজার কায়েম হওয়া ইত্যাদিকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ وَتَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ 'কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং মিথ্যাচার বেড়ে যাবে এবং বাজার হবে কাছাকাছি' (আহমদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ আল জামে কিতাবে সহীহ বলেছেন)।

কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ

wcq gmwjg fvB‡qiv! কিয়ামতের বড় আলামতগুলো হলো- পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জালের আবির্ভাব, আকাশ থেকে ধুঁয়া আসা, দাব্বাতুল আরদ বা ভূমিগর্ভ থেকে একটি বিশেষ প্রাণী বের হয়ে

আসা, ইয়াজুজ মা'জুজের বের হয়ে আসা, ঈসা ইবনে মারয়াম আ. এর পুনঃআগমন, তিনটি ভূমিধ্বস, অগ্নি প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসে এবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ÔGgb wK hLb BÕqvRR gvÕRR‡K Db¥³ K‡i †`qv n‡e Ges Zviv cÖwZ D"P f~wg †_‡K Q‡U Avm‡eÕ (miv Avj Aw¤qv:96)।

ভূমিগর্ভ থেকে প্রাণী বের হয়ে আসা এবং মানুষের সাথে কথা বলা সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে : وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ÔhLb †NwlZ kw¯Í Zv‡`i wbKU Avm‡e ZLb Avwg gwËKvM‡f© †\_‡K †ei Kie GK cvYx, hv Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡e, GRb¨ †h gvbyl Avgvi wb`k©‡b Awekvmx Õ (miv Avb bgj:82)।

wcq gmwjøqv‡b wKivg! এই নশ্বর জগত ধ্বংসের সময় সন্নিকটে। কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতসমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার অনেকগুলোই বর্তমানে আমরা প্রকট আকারে দেখতে পাচ্ছি। ছোট আলামতসমূহ বড় আলামতের ইঙ্গিতবাহী। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। বর্তমান যুগের নানাবিধ ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য জানপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, দেশবাসী সবাইকে নেক-আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পরকালের জন্য যথার্থরূপে প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন। সকল প্রকার ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন। আপনি আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও হালাল রিযক উপার্জনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বরকত দান করুন।

হে দয়ালু প্রভু! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুযিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও ইসলামের সাহায্যকারীদেরকে সাহায্য করুন এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে লাঞ্ছিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

তাকওয়া ও মুসলমানের জীবনে তার প্রভাব

LZevq hv _vK‡e

১. তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

২. তাকওয়ার অর্থ ও হাকীকত

৩. মুত্তাকীদের ফযীলত এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যে উত্তম প্রতিদান রেখেছেন তা বর্ণনা

৪. মুত্তাকীদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَمَّرَ بِتَقْوَاهُ قُلُوبَ الْمُتَّقِيْنَ وَجَعَلَ تَقْوَاه سَبِيلَ النَّجَاةِ لِلْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَمَنْ رَامَ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ وَرَغِبَ فِي السَّلَامَةِ وَالنَّجَاحِ فَعَلَيْهِ لُزُوْمَ نَهْجِ الْمُتَّقِيْنَ وَسُلُوْكَ سَبِيلِ الْمُحْسِنِيْنَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَى وَأَشْكُرُهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ بَعَثَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ. أَمَّا بَعْدُ:

عِبَادَ اللهِ اتَّقُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْه فَالتَّقْوَى وَصِيَّةُ اللهِ لِلْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ (سورة النساء:131)

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! শুরুতে আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। তাকওয়া সকল কল্যাণের আধার, আল-কুরআনে সর্বাধিক উল্লিখিত এক মহৎ গুণ। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, কাছের অথবা দূরের সকল কল্যাণের মূল হলো তাকওয়া। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, কাছের অথবা দূরের সকল অন্যায় ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তাকওয়া হলো অতন্দ্র প্রহরী, প্রতোরোধক দুর্গ।

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ, সাবধানতা অবলম্বন করা। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির কার্যকারণসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা। সহজভাবে বলতে গেলে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে পোষণ করা।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- আল্লাহ তা'আলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ ÔAvi †Zvgv‡`i c‡e hv‡`i‡K wKZve †`qv n‡q‡Q Zv‡`i‡K Ges †Zvgv‡`i‡K Avwg wb‡`k w`‡qwQ †h, †Zvgiv Avjøvn‡K fq KiÕ (miv Avb-wbmv:131)।

তাকওয়া হলো নবীদের দাওয়াতের বিষয়। আল্লাহর ওলীদের শিআর বা নির্দশন। প্রত্যেক নবীই তার কাওমকে বলেছেন: أَلَا تَتَّقُونَ Ô†Zvgiv wK ZvKIqv Aej¤b Ki‡e bvÕ? (miv Avk-ïAviv:106)

আর আল্লাহর ওলী তো তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

তাকওয়া আসলে বান্দা ও পাপাচারের মাঝে প্রতিরক্ষা-প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। অর্থাৎ বান্দাকে সার্বক্ষণিকভাবে পাপাচার থেকে রক্ষা করতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলাই হলেন 'আহলুত্তাকওয়া' তথা বান্দার তাকওয়া পাওয়ার একমাত্র অধিকারি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বান্দার সর্বোচ্চ তাযীম, ভক্তি, ভয় ও সম্মান পাওয়ার অধিকারি। তাকওয়া কাকে বলে, আলী রাযি. এর নিম্নবর্ণিত কথা থেকে তা সুস্পষ্ট الْخُوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ، وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ، وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ، وَالاسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ 'মহামহিমকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুদিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া'।

মুত্তাকীদের গুণাবলী

সুপ্রিয় হাযেরীন! তাকওয়া শুধু অন্তরে সীমিত থাকার বিষয় নয়। বরং সত্যিকার তাকওয়াধারীর অন্তর ছাপিয়ে তাকওয়া তার সৌরভ ছড়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, কর্মে ও আমলে। মুত্তাকির গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটি হলো ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান। যথার্থরূপে নামায আদায়। আল্লাহর পথে অর্থসম্পদ ব্যয়। আল্লাহ যা

নাযিল করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন। মুত্তাকীদের এ গুণগুলো নিচের আয়াতে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে : الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ÔAwjd-jvg-gxg| GwU (Avjøvni) wKZve, G‡Z †Kvb m‡›`n †bB, gËvKx‡`i Rb¨ wn`v‡qZ| hviv Mv‡q‡ei cwZ Cgvb Av‡b, mvjvZ Kv‡qg K‡i Ges Avwg Zv‡`i‡K †h wihK w`‡qwQ Zv †_‡K e¨q K‡i| Ges hviv Cgvb Av‡b, hv †Zvgvi cwZ bwhj Kiv n‡q‡Q Ges hv †Zvgvi c‡e bwhj Kiv n‡q‡Q ZrcwZ| Avi AwLiv‡Zi cwZ Zviv BqvKxb iv‡L| Zviv Zv‡`i i‡ei c¶ †_‡K wn`vqv‡Zi Dci i‡q‡Q Ges ZvivB mdjKvgÕ (miv Avj evKviv: 1-5)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ঈমান হলো তাকওয়ার প্রথম ধাপ। অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, সকল ইবাদত-বন্দেগী, দুআ-প্রার্থনা, নযর-মান্নত তারই জন্য নিবেদন করা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, লালনপালকারী ও বিধানদাতা হিসেবে মানা। যাদের ঈমান নেই তারা মুত্তাকীদের দলভুক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তাকওয়া হলো আল্লাহকে ভয় করার নাম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে চেনে না, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তার আল্লাহকে ভয় করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহর প্রতি যথার্থরূপে বিশ্বাসের পর তিনি যেসব বিষয়ে বিশ্বাস করতে বলেছেন সেসব বিষয়ে ঈমান আনা তাকওয়ার একটি অলঙ্ঘনীয় শর্ত। কেননা এর অন্যথা হলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি নিরর্থক বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ঈমান মুমিনকে তাকওয়ার লেবাস পরিয়ে দেয়। মুমিনকে মুহসিন তথা সৎকর্মশীল করে দেয়। আর মুমিন যখন তাকওয়ার লেবাস পরে নেয় তখন আল্লাহর সকল আদেশ পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা তার জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। তাই মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যেসব নেক আমল করতে বলেছেন কায়মনোবাক্যে সেসব আমল যথার্থরূপে আদায় করে যায়।

অঙ্গীকার পূরণ করা ও কষ্ট দুর্দশায় ধৈর্যধারণ করাও মুত্তাকীদের গুণাবলীর মধ্যে শামিল। ইরশাদ হয়েছে : وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ôfv‡jv KvR GUv bq †h, †Zvgiv †Zvgv‡`i †Pnviv ce I cwðg w`‡K wdiv‡e; eis fv‡jv KvR nj †h Cgvb Av‡b Avjøvn, †kl w`em, †di‡ikZvMY, wKZve I bexM‡Yi cwZ Ges †h m¤ú` c`vb K‡i Zvi cwZ Avmw³ m‡Ë¡I wbKUvZ¥xqMY‡K, BqvZxg, Amnvq, gmwwdi I cv_bvKvix‡K Ges ew›`gw³‡Z| Avi mvjvZ Kv‡qg K‡i, hvKvZ †`q Ges hviv A½xKvi K‡i Zv cY K‡i, hviv ^ahaviY K‡i Kó I ``kvq I h‡×i mg‡q| ZvivB mZ¨ev`x Ges ZvivB gËvKxÕ (miv Avj evKviv: 177)।

মুত্তাকীদের গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো, কৃত পাপ ও গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ইস্তিগফার করা। ইরশাদ হয়েছে : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ÔAvi †Zvgiv `æZ AMmi nI †Zvgv‡`i i‡ei c¶ †_‡K gvMwdivZ I Rvbv‡Zi w`‡K, hvi cwiwa Avmgvbmgn I hgx‡bi mgvb, hv gËvKx‡`i Rb¨ c¯Z Kiv n‡q‡Q| hviv mmg‡q I `tmg‡q e¨q K‡i Ges †µva mseiY K‡i I gvbl‡K ¶gv K‡i| Avi Avjøvn mrKgkxj‡`i fvjev‡mb| Avi hviv †Kvb Akxj KvR Ki‡j A_ev wb‡R‡`i cwZ hjg Ki‡j Avjøvn‡K ¯§iY K‡i, AZtci Zv‡`i ¸bv‡ni Rb¨ ¶gv cv_bv K‡i| Avi Avjøvn Qvov †K ¸bvn ¶gv Ki‡e? Avi Zviv hv K‡i‡Q, †R‡b ï‡b Zv Zviv evi evi K‡i bvÕ (miv Av‡j Bgivb:133-135)।

তাকওয়ার ফযীলত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তাকওয়া অবলম্বনের বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, তাকওয়া দ্বারা অন্তর খুলে যায়। ইলম হাসিল হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ÔAvi †Zvgiv Avjøvn‡K fq K‡iv Ges Avjøvn †Zvgv‡`i‡K †kLv‡ebÕ (miv Avj evKviv:282)।

তাই আমরা যদি আল্লাহর পথে চলার ইলমে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে চাই, দীনী ইলমের বিশাল ভাণ্ডার নিজেদের জন্য উন্মুক্ত করতে চাই, তবে তাকওয়া অবলম্বনই হবে আমাদের বড় মাধ্যম। তাকওয়া অবলম্বনের আরেকটি ফযীলত হলো, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ড দান করেন। পাপ-পূণ্যের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করেন। পাশাপাশি তিনি তার গুনাহসমূহও ক্ষমা করে দেন। ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Ô†n gywgbMY, hw` †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Zvn‡j wZwb †Zvgv‡`i Rb¨ diKvb c`vb Ki‡eb, †Zvgv‡`i †_‡K †Zvgv‡`i cvcmgn `i Ki‡eb Ges †Zvgv‡`i‡K ¶gv Ki‡eb| Avi Avjøvn gnv AbMnkxjÕ (miv Avj-Avbdvj:29)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা বান্দার মধ্যে আন্তরিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও সুন্দর হিদায়েত সৃষ্টি করে দেবেন, যার মাধ্যমে সে হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবে।

আর তাকওয়া যেহেতু মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করে দেয়, নেক আমল করতে এবং পাপ ও অন্যায় থেকে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে, সৎ কাজের পথে চালিত করে, তাই সে ব্যক্তির গুনাহসমূহও পূন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ÔZ‡e †h Zvlev K‡i, Cgvb Av‡b Ges mrKg K‡i| cwiYv‡g Avjøvn Zv‡`i cvc¸‡jv‡K cY¨ Øviv cwieZb K‡i †`‡eb| Avjøvn AZxe ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avj-diKvb:70)।

তাকওয়া অবলম্বনের আরেকটি ফযীলত হলো আমল কবুল হওয়া। কেননা যে ব্যক্তির তাকওয়া নেই সে হয়তো মোটেই আমল করবে না, আর যদি করে তাহলে তা তাকওয়াশূন্য হওয়ার কারণে ইখলাসবিবর্জিত হতে বাধ্য। তাই আল্লাহ তা‘আলা সে আমল কবুল করবেন না- এটাই স্বাভাবিক। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ÔAvjøvn †Zv †Kej gËvKx‡`i †_‡KB Kej K‡ibÕ(miv Avj gv‡q`v: 27)।

তাকওয়া অবলম্বনের আরেকটি বিশেষ ফযীলত হলো তাকওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা বেড়ে যাওয়া। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Ôwbðq †Zvgv‡`i g‡a¨ Avjøvni wbKU AwaK m¤§wbZ †m †h †Zvgv‡`i g‡a¨ AwaK ci‡nhMviÕ (miv Avj ûRivZ:13)।

তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া এবং তার পথচলার জন্য আলোর ব্যবস্থা করাও তাকওয়ার একটি অন্যতম ফল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَءامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ô†n gw-gbMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges Zvi ivm‡ji cwZ Cgvb Avb, wZwb ¯xq ing‡Z †Zvgv‡`i‡K wØ¸Y ci¯vi †`‡eb, Avi †Zvgv‡`i‡K bi †`‡eb hvi mvnv‡h¨ †Zvgiv Pj‡Z cvi‡e Ges wZwb †Zvgv‡`i‡K ¶gv K‡i †`‡eb| Avi Avjøvn eoB ¶gvkxj, cig `qvjÕ(miv Avj nv`x`:28)।

তাকওয়া অবলম্বনের আরেকটি ফযীলত হলো, তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তির পরকালে নাজাত পেয়ে ধন্য হওয়া। ইরশাদ হয়েছে : وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً ÔAvi †Zvgv‡`i c‡Z¨K‡KB Zv AwZµg Ki‡Z n‡e, GwU †Zvgvi i‡ei Pov¯ wm×vš| Zvici Awg Zv‡`i‡K gy³ †`e hviv ZvKIqv Aej¤b K‡i‡Q| Avi hvjg‡`i‡K Awg †mLv‡b †i‡L †`e bZ-Rvb Ae¯vqÕ(miv gvwiqvg:71-72)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوء وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ÔAvi Avjøvn gËvKx‡`i‡K Zv‡`i mvdj¨mn bvRvZ †`‡eb| †Kvb Ag½j Zv‡`i‡K ¯úk Ki‡e bv| Avi Zviv wPwšZI n‡e bvÕ (miv Avh hgvi:61)।

জান্নাত লাভে ধন্য হওয়া তাকওয়ার একটি ফযীলত। ইরশাদ হয়েছে : تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا Ô†mB RvbœvZ, Avwg hvi DËivwaKvix evbve Avgvi ev›`v‡`i g‡a¨ Zv‡`i‡K hviv gËvKxÕ (m~iv gvwiqvg:63)। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের যথার্থরূপে তাকওয়া অর্জনের তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

তাকওয়া ও মুসলমানের জীবনে তার প্রভাব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الأَحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّه كُفُواً أَحَدٌ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ وَعَلَى آلِه وَصَحَابَتِه الْكِرَام، أَمَّا بَعْدُ:

মুত্তিকীদের প্রতিদান

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! যারা মুত্তাকী আল্লাহ তাঁর রহমত-করুণা, সাহায্য ও সুরক্ষায় তাদের সাথে থাকেন। মুমিন ব্যক্তি এর থেকে বড় প্রতিদান আর কী আশা করতে পারে? ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Ôwbðq Avjøvn Zv‡`i mv‡_, hviv ZvKIqv Aej¤^b K‡i Ges hviv mrKgkxjÕ (m~iv Avb bvnj:128)।

তাকওয়া অবলম্বনকারীর আরেকটি প্রতিদান হলো, আকাশের বরকতসমূহ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হয়েছে : وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ÔAvi hw` Rbc`mg‡ni Awaevmxiv Cgvb AvbZ Ges ZvKIqv Aej¤^b KiZ Zvn‡j Avwg Aek¨B Avmgvb I hgxb †_‡K eiKZmgn Zv‡`i Dci L‡j w`Zvg; wKš‘ Zviv A¯^xKvi Kij| AZtci Zviv hv ARb KiZ Zvi Kvi‡Y Avwg Zv‡`i‡K cvKov I KijvgÕ (m~iv Avj- Avivd:96)।

মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা‘আলা সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথ করে দেন। এবং এমনভাবে তার রিযকের ব্যবস্থা করেন যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। ইরশাদ হয়েছে : وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ô†h Avjøvn‡K fq K‡i wZwb Zvi Rb¨ DËi‡Yi c_ ^Zwi K‡i †`b| Ges wZwb Zv‡K Ggb Drm †_‡K wihK †`‡eb hv †m Kíbvl Ki‡Z cvi‡e bvÕ (m~iv AvZ-ZvjvK: 2-3)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমরা যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকামী হই, আমরা যদি আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হওয়ার আগ্রহ রাখি, দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাই, জান্নাত লাভে ধন্য হতে চাই তবে তাকওয়া অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। আর এ ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যের সবটুকুই ব্যয় করতে হবে। প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যেতে হবে যথার্থরূপে নিজেকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করার, তাকওয়ার চাদরে নিজেকে আদ্যোপান্ত ঢেকে নেয়ার জন্য। ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ô†n gywgbMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki, h_vh_ fqÕ (m~iv Av‡j Bgivb:102)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তাকওয়া অবলম্বনের একটি বড় প্রতিদান হলো, আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকী ও সত্যবাদী ব্যক্তির সকল আমল দুরস্ত করে দেন। ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ô†n gywgbMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges mwVK K_v ej| wZwb †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i KvR¸‡jv‡K ï× K‡i †`‡eb Ges †Zvgv‡`i cvc¸‡jv ¶gv K‡i †`‡eb| Avi †h e¨w³ Avjøvn I Zvi ivm~‡ji AvbyMZ¨ K‡i, †m Aek¨B GK gnv mvdj¨ ARb Ki‡jÕ (m~iv Avj Avnhve: 70)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! পশুপ্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাওয়া, নাফসের খাহেশাত থেকে বাঁচা ইত্যাদির জন্য তাকওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই আসুন আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে মুত্তাকী হয়ে যাই। নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে তাকওয়ার চাদরে ঢেকে নিই। তাকওয়ামুখী জীবনযাপনকে জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত করি।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে তাকওয়া অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমাদের অন্তরের গভীরে আপনার তাকওয়া সদা জাগ্রত রাখুন। তাকওয়া-বিরোধী সকল কাজ থেকে আমাদের হিফাযত করুন। কুফর ও শিরক থেকে আমাদের হিফাযত করুন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আমাদের হিফাযত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি বিশ্বের সকল মুসলমানকে যথার্থরূপে তাকওয়া ধারণের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের সকল শাসক ও নেতাদেরকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন। তাকওয়ামুখী জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আমারা আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি, আমাদের জন্য আপনি জান্নাতের ফয়সালা করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ভয় ও আশা

LZevq hv _vK‡e

১. ভয় ও আশার হাকীকত ও তাৎপর্য বর্ণনা

২. মুসলমানের জীবনে ভয় ও আশার গুরুত্ব বর্ণনা

৩. ভয় ও আশার নির্দেশ

৪. ভয় ও আশার ফযীলত তুলে ধরা

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ، ذِيْ الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ، أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ نُوْراً مُبِيْناً، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! অন্তরের আমলই সবচে’ বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমল। অন্তরের আমলের ছাওয়াবও সর্বোচ্চ ও সুদূরপ্রসারী। আবার এ ক্ষেত্রে ত্রুটি হলে তার শাস্তিও অধিকতর মর্মন্তুদ; কঠোর। পক্ষান্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অন্তরের আমলের অনুসারী ও তার উপর নির্ভরশীল। এ জন্যই বলা হয়, অন্তর হলো সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো তার প্রজা। রাজা যেমন তার প্রজাদেরকে পরিচালনা করেন, মানুষের অন্তরও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে। প্রজারা যেমনি রাজার হুকুম তামিল করে তেমনি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অন্তরের হুকুম তামিল করে। তাই মানুষের অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমানও বিশুদ্ধ হতে পারে না। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ÔgvbyÒli Cgvb h_v_ n‡e bv hZ¶Y bv Zvi Aši h_v_ nqÕ (Avng`, mnxn)।

অন্তর যথার্থ হওয়ার অর্থ অন্তরে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত থাকা। অন্তরে আল্লাহর আযমত- মহব্বত, বড়ত্ব, ভয় ও আশা প্রতিষ্ঠিত থাকা। অন্তর দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যকে পছন্দ করা এবং অবাধ্য হওয়াকে ঘৃণা করা। আবূ হুরাইয়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ ‘নিশ্চয় আল্লাহতোমাদের আকার-আকৃতি ও সম্পদের প্রতি নজর দেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল’ (gmwjg)।

হাসান আল-বসরী রহ. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন: دَاوِ قَلْبِكَ، فَإِنَّ حَاجَةَ اللهِ إِلَى الْعِبَادِ صَلَاحُ قُلُوْبِهِمْ ‘তুমি তোমার অন্তরের চিকিৎসা করো; কেননা আল্লাহর প্রয়োজন তো কেবল তাঁর বান্দাদের অন্তরের বিশুদ্ধতা’।

মুহতারাম শ্রোতাগুলী! অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো আল্লাহ তা‘আলার পাকড়াওয়ের ভয় ও মাগফিরাতের আশা করা। এ ভয় ও আশা এমন এক আমল, যা অন্যান্য নেক-আমালের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে তুলে। পাপাচার ও গুনাহ থেকে মানুষকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এ এমন এক আমল, যা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি নিস্পৃহ করে তুলে। উদভ্রান্ত পশুপ্রবৃত্তির মুখে লাগাম এঁটে দেয়।

আল্লাহর ভয় অন্তরের চালকতুল্য, যা মানুষকে সকল ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে। সকল অকল্যাণ ও বদ-আমল থেকে বিরত রাখে। আর ‘আশা’ হচ্ছে সম্মুখবর্তী পরিচালক যা বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যায়। ‘আশা’ বড় বড় নেক-আমল করার হিম্মত ও সাহস বাড়িয়ে দেয়। বদ-আমল থেকে মানুষকে সরিয়ে আনে।

আল্লাহর ভয় মানবপ্রবৃত্তিকে কামনা-বাসনার ফাঁদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখে। প্রবৃত্তির বিপথগামিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রবৃত্তিকে এমন পথে পরিচালিত করে যাতে রয়েছে মানবকুলের কল্যাণ ও সাফল্য।

আল্লাহর ভয় তাওহীদের একটি শাখা। তাই ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে অন্য কাউকে করা যাবে না। কেননা আল্লাহছাড়া অন্য কাউকে ভয় করলে তা হবে শিরকের শামিল।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ

প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য কাউকে ভয় করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ô†m †Zv kqZvb| †m †Zvgv‡`i‡K Zvi eÜ‡`i fq †`Lvq| †Zvgiv Zv‡`i‡K fq K‡iv bv, eis Avgv‡K fq Ki, hw` †Zvgiv gwgb nIÕ (miv Av‡j Bgivb:175)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন : فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ÔAZtci gvbl‡K fq K‡iv bv, eis Avgv‡KB fq Ki| Avi Avgvi AvqvZmgn ¯íg‡j¨ wewµ K‡iv bvÕ(miv Avj gv‡q`v)।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ÔAvi †Kej Avgv‡KB fq KiÕ(miv Avj evKviv:40)।

হাদীসে এসেছে, আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করলেন। অতঃপর বললেন : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে'। তখন সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে ফেললেন এ অবস্থায় যে তাঁরা ছিলেন কান্নারত'(eLvix I gmwjg)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে জাহান্নামীদের কষ্ট-আযাব স্বচক্ষে দেখেছেন। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে পরকালীন জীবনের খুঁটিনাঁটি সবিস্তারে জানিয়েছেন। পরকালীন জীবন ও পাপীদের জন্য সেখানে যে কঠোর শাস্ড়ি অপেক্ষা করছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে জানতেন অন্যান্য মানুষ যদি সেভাবে জানতো তবে মানুষের আমোদ-আহলাদ, হাসি-তামাশা সব থেমে যেত। বরং সবাই উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, ভয়ে, শঙ্কায় কেঁদে কেঁদে অধিক সময় পার করত।

আল্লাহর ভয় একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহর ভয় থেকে যাদের হৃদয় শূন্য তারা দুনিয়াতেও বিপথগামী, পরকালেও তারা বঞ্চিত হবে জান্নাতের অবর্ণনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। তাই আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করার অন্য কোনো বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞানার্জন। কেননা আল কুরআন অনুযায়ী জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Ôev›`v‡`i g‡a¨ †Kej ÁvbxivB Avjøvn‡K fq K‡iÕ (miv Avj dwZi : 28)।

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা আল্লাহকে ভয়কারী কখনো আল্লাহর নাফরমানী করতে পারে না; পাপাচার করতে পারে না। পাপের দিকে পা বাড়ালেই আল্লাহর ভয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহকে ভয়কারীর জীবন হয় পূন্যময় জীবন। আর যারা এভাবে জীবনযাপন করে পরপারে যাবে তাদের জন্য তো জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত। ইরশাদ হয়েছে : **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ** 'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট' (সূরা আর রাহমান:৪৮-৪৬)।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারে না; বরং নিজের খেয়াল-খুশিকে

আল্লাহর রেযামন্দীর অনুগামী করে দেয়। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের খেয়াল-খুশিকে বিসর্জনের প্রতিদান তো জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ÔAvi †h ¯xq i‡ei mvg‡b `vov‡bv‡K fq K‡i Ges KcewË †_‡K wbR‡K weiZ iv‡L, wbðq RvbvZ n‡e Zvi Avevm¯jÕ(miv Avb-bwhAvZ:40-41)।

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত জীবনযাপনের পর সৎকর্মশীল মুমিনরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, পৃথি বীতে পরিবার-পরিজন বেষ্টিত থাকা অবস্থায় তারা যে আল্লাহকে ভয় করত, সে বিষয়টি পরস্পরে আলোচনার সময় উল্লেখ করবে। ইরশাদ হয়েছে : وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ÔAvi Zviv G‡K Ac‡ii g‡LvgLx n‡q wRÁvmvev` Ki‡e, Zviv ej‡e, Ôc‡e Avgiv Avgv‡`i cwiev‡ii g‡a¨ kw¼Z wQjvg|Õ ÔAZtci AvjøvnAvgv‡`i cwZ `qv K‡i‡Qb Ges Av¸‡bi Avhve †_‡K Avgv‡`i‡K i¶v K‡i‡Qb|Õ wbðq c‡e Avgiv Zv‡K WvKZvg; wbðq wZwb BnmvbKvix, cig `qvjÕ (miv AvZ-Zi:25-28)।

সালাফে সালেহীনদের জীবন ছিল আল্লাহর ভয়পূর্ণ জীবন। তাঁদের হৃদয়রাজ্যে ছিল আল্লাহর ভয়ের শাসন। তাঁরা ছিলেন নেককার ও আল্লাহর রহমত-প্রত্যাশী বান্দা। এ কারণেই তাঁদের পার্থিব জীবনটাও ছিল উত্তম জীবন। আর পরকাল তো তাদের চির সুখের ঠিকানা। উমর রাযি. রাতের বেলায় ঘুরে বেড়াতেন সাধারণ মানুষের অবস্থা জানার জন্য। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে সূরায়ে তূর পড়তে শুনে তাঁর বাহন থেকে নেমে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ একমাস অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। উমর রাযি. এর কি রোগ হয়েছে তা কেউ জানতে পারেনি। সুফিয়ান আছ-ছাওরী রহ. আল্লাহর ভয়ে একবার রীতিমতো অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সালাফে সালেহীনের জীবনে এ জাতীয় বহু উদাহরণ রয়েছে, যা এই ছোট্ট পরিসরে উলেখ করা সম্ভব নয়।

আবূ হাফস রহ. বলেন: 'ভয় হচ্ছে আল্লাহর চাবুক। যারা আল্লাহর দরজা থেকে দূরে তিনি তাদেরকে এই চাবুক দ্বারা সোজা করেন। তিনি আরো বলেন: 'ভয় হলো অন্তরের চেরাগ'। আবূ সুলায়মান রহ. বলেন : 'ভয় যদি কারো হৃদয় ছেড়ে চলে যায়, তবে সে ধ্বংস হয়ে যায়'।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

ভয় ও আশা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعَيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ،أَمَّا بَعْدُ:

wcq fvB‡qiv! প্রশংসিত ভয় তো হলো তাই, যা মানুষকে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সৎকাজের প্রেরণা যোগায়। হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। তবে ভয় যদি প্রশংসনীয় পর্যায় অতিক্রম করে অতিমাত্রায় প্রচণ্ডতা ধারণ করে তবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ।

ইবনে রজব রহ. বলেন, 'যতটুকু ভয় থাকা ওয়াজিব বা আবশ্যক তা হলো, এমন ভয় যা মানুষকে ফরয ও আবশ্যক বিষয়গুলো যথার্থরূপে আদায় করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার প্রতি উৎসাহিত করে। ভয় যদি এর থেকে অতিরিক্ত আকারে থাকে, যা মানুষকে নফল ও ঐচ্ছিক আমলগুলো বাস্তবায়ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাকরূহ ও যা করা জায়েয এমন জিনিসের সংস্পর্শ থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখে, তবে তা এক প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু যদি ভয়ের মাত্রা এর থেকেও বেড়ে যায়, যেমন ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো, অথবা ভয়ে-শঙ্কায় মারাই গেল অথবা সারাক্ষণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলো। এমনকি ভয় তাকে শ্রম থেকে বিমুখ করে দিল, তাহলে এমন ভয় অপ্রশংসনীয় ভয় বলে গণ্য হবে'।

তাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। এমন ভয় না করা, যা বান্দাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়। অথবা আমলের ক্ষেত্রে শ্রম ব্যয়ের মানসিকতায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে একেবারে কর্মবিমুখ করে দেয়।

mwcq gmjøxe›`! একজন মুমিন দুই ধরনের ভয়ের মাঝে জীবনযাপন করে। এক. এমন বিষয়ের ভয় যা বিগত হয়েছে, বান্দা জানে না সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কী ফয়সালা করে রেখেছেন। দুই. এমন বিষয়ের ভয়

যা এখনো সংঘটিত হয়নি। বান্দা জানে না, আল্লাহ তার ভাগ্যে এ ব্যাপারে কী লিখে রেখেছেন।

wcq fvB I eÜMY! এবার আসুন 'আশা' নিয়ে আলোচনা করি। আশা হলো নেক-আমলের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখা। ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখার শর্ত হলো, প্রথমে নেক-আমল সম্পাদন করা। হারাম থেকে বিরত থাকা ও তাওবা করা। এর বিপরীতে যদি কেউ আবশ্যক কর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর উপর অযাচিতভাবে আশা করে বসে থাকে, তবে তার অর্থ হবে আল্লাহর পাকড়াও ও কৌশল সম্পর্কে নিরাপত্তা অনুভব করা, যা কোনো ক্রমেই আশার মধ্যে পড়ে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ÔZviv wK Avjøvni †KŠkj †_‡K wbivc` n‡q wM‡q‡Q? e¯Z ¶wZM¯ KIg Qvov Avjøvni †KŠkj †\_‡K Avi †KD (wbR‡`i‡K) wbivc` g‡b K‡i bvÕ (miv Avj-Avivd:99)।

আগে নেক-আমল করতে হবে তারপর আশায় বুক বেঁধে রাখতে হবে। নেক-আমল না করেই রঙ্গীন আশায় বিভোর হয়ে থাকা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ Ôwbðq hviv Avjøvni wKZve Aa¨qb K‡i, mvjvZ Kv‡qg K‡i Ges Avjøvn †h wihK w`‡q‡Qb Zv †_‡K †Mvc‡b I cKv‡k¨ e¨q K‡i, Zviv Ggb e¨emvi Avkv Ki‡Z cv‡i hv KL‡bv aŸsm n‡e bvÕ(miv dwZi:29)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ôwbðq hviv Cgvb G‡b‡Q I hviv wnRiZ K‡i‡Q Ges Avjøvni iv¯vq wRnv` K‡i‡Q, Zviv Avjøvni ing‡Zi Avkv K‡i| Avi Avjøvn¶gvkxj, cig `qvjÕ(miv Avj evKviv:218)।

আশা-প্রত্যাশা একটি ইবাদত, যা নিবেদিত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। মুক্তি ও কল্যাণের আশা একমাত্র আল্লাহর সাথেই নির্দিষ্ট করতে হবে। আল্লাহছাড়া অন্য কারো প্রতি আশা-প্রত্যাশার অর্থ হবে আল্লাহর সাথে শরীক করা। ইরশাদ হয়েছে : فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ÔmZivs †h Zvi i‡ei mv¶vr Kvgbv K‡i, †m †hb mrKg K‡i Ges Zvi i‡ei Bev`v‡Z KvD‡K kixK bv K‡iÕ (miv Avj Kvnd:110)।

আশা-প্রত্যাশা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي 'আমি- আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণার কাছে। আর আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে'(eLvix I gmwjg)।

তাই নেক-আমল পেশ করার পর আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখা অতি জরুরী বিষয়। তাই আমল কবুল হচ্ছে না, অথবা আল্লাহ কোনো ছাওয়াব দেবেন না এ জাতীয় ধারণা পোষণ করা কখনো উচিত নয়।

সুপ্রিয় হাযেরীন! অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আশা উভয়টাই সমানভাবে রাখতে হবে। আর বান্দার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা তো হলো ভয় ও আশা উভয়টা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় হৃদয়ে ধারণ করে আল্লাহকে মহব্বত করা। নবী-রাসূল ও প্রকৃত মুমিনদের অবস্থা এরূপই ছিল। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ÔZviv mrKv‡R cwZ‡hwMZv KiZ| Avi Avgv‡K Avkv I fxwZ mnKv‡i WvKZ| Avi Zviv wQj Avgvi wbKU webqxÕ(miv Avj Awk¤qv:90)।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ÔZv‡`i cvk‡`k weQvbv †_‡K Avjv`v nq| Zviv fq I Avkv wb‡q Zv‡`i ie‡K Wv‡K| Avi Avwg Zv‡`i‡K †h wihK `vb K‡iwQ, Zv †_‡K Zviv e¨q K‡iÕ(miv Avm-mvR`v:16)।

একজন মুসলমান যখন আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা, তাঁর মহানুভবতা, মাগফিরাত, তাঁর জান্নাতের বিশালতা, অফুরন্ড় ছাওয়াব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তখন তার হৃদয় প্রশস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে যে অফুরন্ড় খায়ের-বরকত রয়েছে, যে ছাওয়াব–নিয়ামত রয়েছে সে ব্যাপারে আশা-প্রত্যাশায় তার বুক ভরে যায়। অপর পক্ষে যখন সে আল্লাহর কঠোর শাস্ড়ি ও পাকড়াও, সীমাহীন আযাব, কঠিন হিসাব-নিকাশ, কিয়ামতের ভয়াবহতা, আগুনের বীভৎসতা, জাহান্নামের আযাবের নানা আকার-প্রকৃতি ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করে তখন সে

ভয়ে কম্পিত হয়ে পড়ে। তার হৃদয় তখন শঙ্কিত হয়ে যায়। তাই আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ 'মুমিন যদি আল্লাহর কাছে কী আযাব রয়েছে তা জানত তাহলে কেউ তার জান্নাতের প্রত্যাশা করত না। আর কাফির যদি জানত আল্লাহর কাছে কী রহমত রয়েছে তবে তার জান্নাত থেকে কেউ নিরাশ হত না'(gmwjg)।

আল্লাহ তা'আলাও বহু জায়গায় তাঁর আযাব ও মাগফিরাত পাশাপাশি উলেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 'Avi wbðq †Zvgvi ie gvb‡li cwZ ¶gvkxj Zv‡`i Rjg m‡Ë¡I Ges wbðq †Zvgvi ie KwVb Avhve`vZv' (miv Avi ivÔ`:6)।

ইমাম গাযালী রহ. মাকহূল আদ-দিমাশকী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যে কেবল ভীতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে সে হারূরী ফেরকাভুক্ত। আর যে কেবল আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে সে মুরজিআ ফেরকাভুক্ত। আর যে কেবল মহব্বত নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে সে যিন্দীক। আর যে ভয়, আশা ও মহব্বত নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে সে একত্ববাদী সুন্নী' (Gnqv‡q Djg Ïxb)।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহ. মাদারিজুস সালেকীন গ্রন্থে বলেন, 'অন্তর আল্লাহ তা'আলার পানে চলার ক্ষেত্রে একটি পাখির তুল্য। মহব্বত হলো এ পাখির মাথা। আর ভয় ও আশা হলো এ পাখির দুই ডানা। যদি মাথা ও দুই ডানা ঠিক থাকে তাহলে সে ভালোভাবে উড়তে পারে। যদি পাখিটির মাথা কেটে ফেলা হয়, তাহলে সে মারা যায়। যদি দুই ডানা কেটে ফেলা হয়, তবে সে প্রত্যেক শিকারীর সহজ লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। তবে সালাফ তথা আমাদের নেককার পূর্বপুরুষগণ ভয়ের ডানাকে আশার ডানার চেয়ে বেশি শক্তিমান করতে পছন্দ করতেন। আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় হত তখন আশার ডানাকে ভয়ের ডানার চেয়ে অধিক শক্তিশালী করতেন। মহব্বত হলো বাহন; আশা হলো সম্মুখবর্তী পরিচালক, ভয় হলো পশ্চাৎবর্তী চালক। আর আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে বান্দাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার মালিক।

wcq fvB I eÜMY! আমরা যদি আমল না করে কেবল আশায় বুক বেঁধে বসে থাকি, তবে তা হবে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করা এবং দম্ভগর্বের প্রকাশ। আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে আমাদেরকে নিষেধ করে দিয়ে বলেন : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ Ô†n gvbl, wbðq Avjøvni Iqv`v mZ¨; AZGe `wbqvi Rxeb †hb †Zvgv‡`i‡K wKQ‡ZB cZwiZ bv K‡i; Avi eo cZviK (kqZvb) †hb †Zvgv‡`i‡K Avjøvni e¨vcv‡i cZviYv bv K‡i'(সূরা আল ফাতির:৫)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ইবাদত-বন্দেগী

১. নামাযের হেকমত ও গুরুত্ব ও নামযে খুশুখুযু
২. জুমআর দিনের আহকাম
৩. দু'আ : তাৎপর্য, গুরুত্ব ও শর্ত
৪. মাহে রমজানের শেষ দশকে মেহনত-মুজাহাদা
৫. সাদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামায
৬. যিকরুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ
৭. যেভাবে স্বাগত জানাব মাহে রমজানকে এবং রোযার কিছু আহকাম ও আদদব
৮. ইসলামে ইবাদতঃ ভাব ও তাৎপর্য
৯. সুন্নতের অনুসরণ
১০. বিদআত থেকে হুঁশিয়ারী
১১. যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত
১২. কুরআন তিলাওয়াত ও এর আদব
১৩. হজ্বঃ অর্থ ও তাৎপর্য
১৪. অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের নিয়ম

নামাযের হেকমত ও গুরুত্ব ও নামাযে খুশুখুযু

LZevq hv _vK‡e

১. নামায সংরক্ষণ করার আবশ্যকতা বর্ণনা ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা

২. নামাযের গুরুত্ব ও ইসলামে তার অবস্থান নিয়ে আলোচনা

৩. নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক নবায়নের কারণ

৪. হৃদয় ও অঙ্গপ্রত্যাঙ্গে নামাজের প্রভাব নিয়ে আলোচনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الصَّلَاةَ عِمَادَ الدِّيْنِ، وَجَعَلَهَا كِتَاباً مَوْقُوْتاً عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) (سورة البقرة :238) **وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :**

bvgvh c‡ov bvgvh a‡iv gwgb gmjgvb

LïLRi wkLv wb‡q _v‡Kv AwbevY|

wcq Dcw¯wZ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দীন-ইসলাম দ্বারা এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন। তিনি এই দীনকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য একমাত্র বিধানরূপে সাব্যস্ত করেছেন। যারা এই দীন মোতাবেক চলবে তাদেরকে তিনি এমন উত্তম বদলা ও মনোমুগ্ধকর বাসস্থান দান করবেন, যা প্রতিটি হৃদয় কামনা করে এবং যা দেখে প্রতিটি চক্ষু শীতল হবে।

এই দীন কতিপয় মজবুত ও শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো নামায। নামায ইসলামের খুঁটি এবং ঈমানের পর অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। যারা সুন্দরভাবে নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসংখ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক নামাজের পর আরেক নামায, এ দুয়ের মধ্যখানে কোনো অনর্থক কাজকর্ম না হলে, তা উর্ধ্বজগতে লিখা হয় (আবু দাউদ, হাসান)।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নামায সর্বোত্তম বিষয়। অতএব যে চায় সে যেন তা বাড়িয়ে নেয় (তাবারানী, হাসান)।

নামায কল্যাণের আধার। তাই যারা কল্যাণপ্রার্থী, যারা কল্যাণের পালা ভারী করতে চায়, তাদের উচিত নামাযকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। নামায আদায়কে জীবনের অন্যতম মিশন হিসেবে গ্রহন করা।

মুমিন কখনো নামাজে অবহেলা করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে:**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ** Ô†Zvgiv mg¯ bvgv‡Ri cwZ hZevb nI, we‡kl K‡i ga¨eZx bvgv‡Ri cwZÕ (miv evKviv t 238)।

Avbvm iwh. †_‡K ewYZ, wZwb e‡jb, ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg e‡j‡Qb, ÔAvgvi Kv‡Q me‡PÕ wcq wRwbm n‡jv, bvix I mMwÜ| Avi Avgvi †Pv‡Li kxZjZv bvgv‡Ri g‡a¨ wbwnZÕ (বুখারী)।

mwcq gmwjøqvb! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনিভাবে নামাযকে চক্ষু শীতলকারী বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন তেমনি আপনারাও নামাযকে চক্ষু শীতলকারী বস্তুরূপে গ্রহণ করুন।

বস্তুত নামাজে রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি ও হৃদয়ের স্থিরতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বিলাল রাযি. কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে বিলাল! তুমি আমাদেরকে নামাজের মাধ্যমে আরাম দাও'(তাবারানীঃ আল মু'জামুল কাবীর, সহীহ)।

নামায প্রথম ইবাদত যা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন এবং নামাজের ব্যাপারেই কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইন্তেকালের সময় উম্মতকে যে সর্বশেষ অসিয়ত করে গেছেন, তা হল নামায। মানুষের ইবাদত বন্দেগীর তালিকা থেকে সর্বশেষে বিলুপ্ত হবে নামায। আর নামায বিলুপ্ত হলে দীনচর্চার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

নামায মানুষকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। নামায সমাজকে সকল প্রকার অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচায়। ইরশাদ হয়েছে: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** Ôwbðq bvgvh hveZxq Ab¨vq I Akø-xj-AcKg †_‡K wbeiZ iv‡LÕ (miv AvbKveZ: 45)।

নামায এমন একটি ইবাদত যা সপ্তাকাশের ওপে রজিবরীল (আ)-এর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ফরয হয়েছে। নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এক সেতুবন্ধন।

†n Avjøvni ev›`vMY! মুসল্লীদের মধ্যে এমন অনেককে দেখা যায়, যারা নামাজের সময় কাকের মতো ঠোকর মারে। অতি দ্রুত নামায শেষ করে বের হয়ে যায়। নামাজে তারা ধীরস্থিরতা অলম্বন করে না। বস্তুত তারা নামাজের মধ্যে কোনোরূপ স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। নামাজে তারা আল্লাহ তাআলকে খুব কমই স্মরণ করে।

নামাজের মধ্যে বারবার এদিক-সেদিক তাকানো, শরীর চুলকানো, নামায অবস্থায় স্বীয় মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়-ার চিন্তা করা ইত্যাদি নামাজের পরিপন্থি বিষয়। হাদিসে এসেছে: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ «، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا 'এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদের এক প্রান্তে বসা ছিলেন। লোকটি নামায পড়ে এসে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, তুমি ফিরে যাও, নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি'। সে ফিরে গেল, নামায পড়ল তারপর এসে সালাম করল। তিনি বললনে, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, তুমি ফিরে যাও, নামায পড়। তুমিতো নামায পড়নি। দ্বিতীয়বার অথবা তার পরের বার লোকটি বলল, 'আমাকে শিখিয়ে দিন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললনে, 'যখন তুমি নামাজে দাঁড়াতে মনস্থ করবে, ভালভাবে অজু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর তোমার সাধ্যমত কুরআন পড়বে। তারপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। তারপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। এরপর মাথা উঠিয়ে ধীরস্থিরভাবে বসবে। অতঃপর আবার সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। এরপর সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর পুরা নামাজেই তুমি এরূপ করবে' (বুখারী)।

gnZvivg Dcw¯wZ! নামাযকে অর্থবহ করে তোলার জন্য, নামাযকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য, নামাজে হৃদয়ের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য, নামাজে যা পড়া হয় অথবা করা হয় তার অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ে হাযির করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যখন নামায পড়ার সময় তাকবীর বলে এবং দু'হাত উত্তোলন করে তখন এর দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলাকে তাযীম তথা সম্মান প্রদর্শন করে। সে যখন বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখে, তখন সে আল্লাহর সামনে নিজের দীনতা ও হীনতা প্রদর্শন করে। যখন সে রুকু করে তখন সে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে। যখন সিজদা করে তখন সে মহান আল্লাহর সামনে পূর্ণমাত্রায় বিনয় ও নম্রতা

প্রকাশ করে। যখন সে বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ZLb Avjøvn ZvÔAvjv Avi‡k Avhx‡gi Ici †_‡K ej‡Z _v‡KbÑ Avgvi ev›`v Avgvi cksmv K‡i‡Q| hLb †m e‡j الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ZLb Avjøvn ZvÔAvjv e‡jb, Avgvi ev›`v Avgvi MY eYbv K‡i‡Q| hLb †m e‡j مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ZLb Avjøvn ZvÔAvjv e‡jb, Avgvi ev›`v Avgvi gwngv eYbv K‡i‡Q| hLb †m e‡j إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ZLb Avjøvn ZvÔAvjv e‡jb, GUv Avgvi I Avgvi ev›`vi g‡a¨ wef³| Avi Avgvi ev›`v hv †P‡q‡Q Zv †m cv‡e| Avi hLb إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ †_‡K †kl chš— cvV K‡i ZLb Avjøvn ZvÔAvjv e‡jb, GUv ïa Avgvi ev›`vi Rb¨| Avi Avgvi ev›`v hv †P‡q‡Q Zv †m cv‡e|

আপনি যখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمْ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى বলেন, যদিও আপনি খুব ক্ষীণ আওয়াজে বলেন তথাপি আল্লাহ তা'আলা তা শুনতে পান। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রকাশ্য-গোপনীয় সব কথা শোনেন এবং সব কাজই দেখেন; তা যত ক্ষুদ্র কাজই হোক না কেন। এমনিভাবে আপনি যত ছোট বিষয় নিয়েই চিন্তা-ফিকির করেন না কেন, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত। আপনি যখন নামাজের মধ্যে সিজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করেন তখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দেখেন। আপনি তাশাহহুদ পড়ার সময় যখন আঙ্গুল নেড়ে ইশারা করেন, তখন আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আপনার ইশারাও দেখতে পান। কেননা তিনি তার বান্দাকে স্বীয় ইলম ও কুদরত দ্বারা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।

অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার পাশাপাশি নামাযসহ আমাদের যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী যাতে বিশুদ্ধভাবে, সুন্দরভাবে আদায় করা সম্ভব হয় সে জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। সাহাবী মুআয রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسُنِ عِبَادَتِكَ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন' (আহমদ, আবু দাউদ)।

নামাজে ধীরস্থিরতা, খুশু ও বিনয় নম্রতা অবলম্বন করার গুরুত্ব এখান থেকেও বুঝা যায় যে, মুমিনদের মধ্যে যারা খুশুর সাথে নামায আদায় করেন তাদের সফলকাম হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . ÔgywgbMY Aek¨B mdjKvg n‡q‡Q| hviv wb‡R‡`i bvgv‡R webq-bg| hviv Ab_K K_v-evZvq wbwjß| hviv hvKvZ c`v‡b mwµq Ges hviv wb‡R‡`i †hŠbv½‡K mshZ iv‡L| Zv‡`i ¯¿x I gwjKvbvf³ `vmx‡`i Qvov G‡Z Zviv wZi¯‹Z n‡e bv| AZtci †KD G‡`i‡K Qvov Ab¨‡K Kvgbv Ki‡j Zviv n‡e mxgvjsNbKvix| Avi hviv AvgvbZ I A½xKvi i¶v K‡i| hviv Zv‡`i bvgvhmg‡n hZevb _v‡K| ZvivB DËiwaKvi jvf Ki‡e; Zviv wdi`vIm‡mi DËiwaKvi jvf Ki‡e| Zviv Zv‡Z wPiKvj _vK‡eÕ (miv gywgbb t 1Ñ11)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

নামাজের হেকমত ও গুরুত্ব ও নামাযে খুশুখুযু

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً، وَوَعَدَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا بِجَزِيْلِ الثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ مِنْ تَهَاوَنَ بِهَا بِأَلِيمِ الْعِقَابِ. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq gmjøx fvB‡qiv! বর্তমান সমাজে নামাজের প্রতি অবহেলা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অথচ নামায মুসলমানের পরিচয়, ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক একটি ইবাদত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ' ঈমান ও কুফরের মধ্যে তফাৎ হল নামায না পড়া' (মুসলিম)।

বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমাদের ও তোমাদের মাধ্যে যে অঙ্গীকার, তা হলো নামায। অতএব যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল' (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)।

ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামায। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে শিরক করল' (তাবারানী, সহীহ)।

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক আল উকাইলি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-াম-এর সাহাবীগণ নামায পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না (তিরমিযী; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

gnZviv g gmwjøqvb! ফরয নামায পুরুষের জন্য জামাতের সাথে আদায় করা অত্যাবশ্যক। শরঈ ওযর ছাড়া একাকী নামায পড়লে শুধু যে ছাওয়াব কম হয় তাই নয়, বরং নামাযই কবুল হয় না বলে হাদীসে সতর্কবাণী এসেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর কোনোরূপ ওযর ছাড়াই জামাতে শরীক হয় না, (বরং আপন স্থানে নামায পড়ে নেয়) তার নামায কবুল হয় না (ইবনে মাজাহ, হাকিম)।

আবুদ-দারদা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে অথচ তারা সেখানে জামাতে নামায পড়ে না, শয়তান তাদের ওপর সওয়ার হয়। অতএব জামাতকে আঁকড়ে ধরো। কেননা দলত্যাগকারী বকরীকেই বাঘে খেয়ে ফেলে (আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার মন চায়, আমার কিছু যুবককে এক বোঝা লাকড়ি সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, তারপর আমি ঐসব লোকের নিকট যাই যারা বিনা ওযরে ঘরেই নামায আদায় করে। এবং গিয়ে তাদের বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেই'।

এই হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ সতর্কবাণী কি শুধু জুমআর নামাজের জন্য, নাকি সব নামাজের জন্য? উত্তরে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রাযি. উল্লেখ করেননি যে, এটা শুধু জুমআর নামাজের জন্য নাকি সব নামাজের জন্য। যদি আমি তার কাছ থেকে এ হাদীস না শুনে থাকি তাহলে আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাক (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)।

ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় ঘরেই নামায পড়তে আরম্ভ কর তবে তোমরা নবীজির সুন্নত তরককারী বলে গণ্য হবে। আর যদি তোমরা নবীজির সুন্নত ছেড়ে দাও তবে তোমরা নিশ্চিত গোমরাহ হয়ে যাবে (মুসলিম)।

wcq gmwjg fvB‡qiv! নামায আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফরয করে দেয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই নিজেরা নামায পড়ার সাথে সাথে পরিবারের সকল সদস্যকে নামায পড়ার তাগিদ দিতে হবে। নিজেদেরকে জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচানোর সাথে সাথে পরিবারের সকল সদস্যকে দোযখ থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে। ইরশাদ হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Ô†n gwgbMb! †Zvgiv wbR Ges †Zvgv‡`i cwiev‡ii †jvK‡`i‡K Av¸b †_‡K evPvIÕ (miv AvZ-Zvnixg: 61)।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ÔZwg †Zvgvi cwiev‡ii †jvK‡`i‡K bvgv‡Ri Av‡`k `vI Ges Zwg wb‡RI G‡Z AwePj _vKÕ (miv Zvnv:132)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বৎসরে উপনীত হলে তোমরা তাদেরকে নামাজের আদেশ করো। তাদের বয়স দশ বৎসরে উপনীত হওয়ার পরও তারা নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার করো (আহমদ, আবু দাউদ)।

wcq gmwjøqvb! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর নবীর ওপর দরূদ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ÔwbðqB Avjøvn bexi cwZ AbMn K‡ib Ges wdwikZvMY bexi Rb¨ `ÕAv K‡ib| †n Cgvb`viMY! †Zv-giv I Zvi cwZ `i¨` I mvjvg †ck K‡ivÕ (miv Avj Avnhve: 56)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন (মুসলিম)।

হে করুণার আধার! আপনি আমাদের আপন আপন দেশে নিরাপত্তা দিন। ইসলাম, মুসলমান ও দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এমন নেতৃত্ব আমাদেরকে দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। যারা এ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। হে করুণাময় আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে চাই যে আপনি আমাদের সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, ব্যাভিচার এবং এগুলোর যাবতীয় আসবাব-উপকরণ উঠিয়ে নিন। আপনি আমাদেরকে, আমাদের দেশকে এবং গোটা মুসলিম বিশ্বকে হিফাযত করুন ভুমিকম্প ও প্রকাশ্য-গোপনীয় যাবতীয় ফিতনা থেকে। হে দয়াময় প্রভু! আমরা সবাই আপনার কাছে সঠিক পথ প্রার্থনা করি। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আলেম-উলামা এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

জুমআর দিনের আহকাম

LZevq hv _vK‡e

১. সৃষ্টিজীবের মধ্যে তারতম্য এবং কাউকে কারও ওপর প্রাধান্য দেয়া বিষয়ক আল্লাহ তা'আলার বিধান

২. জুমআর দিনকে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ দিনের নেয়ামত প্রদান প্রসঙ্গ

৩. জুমআর নামাজের আহকাম ও তার কিছু আদব

৪. জুমআর নামায তরক করার গুনাহ কি তা ব্যক্ত করা

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ الْقَائِلِ : إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

gnZvivg nv‡hixb! আল্লাহ রব্বুল আলামীন অসীম কুদরতের অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ÔAvi †Zvgvi ie hv B"Qv mwó K‡ib Ges g‡bvbxZ K‡ib, Zv‡`i †Kv‡bv GLwZqvi bvB| Avjøvn cweÎ-gnvb Ges Zviv hv kixK K‡i wZwb Zv †_‡K E‡aŸÖ (miv Avj- Kvmvm:68)।

যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বহু নবী ও রাসূল মনোনীত করেছেন এবং সকল মানুষের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। আবার ফেরেশতাদের মধ্যে থেকেও তিনি রাসূল বা দূত মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ÔAvjøvn †d‡ikZv I gvb‡li ga¨ †_‡K ivmj g‡bvbxZ K‡ib| Aek¨B Avjøvn me‡kvZv me`óvÖ (miv Avj-nv¾-75)।

আবার পৃথিবীর কোনো কোনো ভূখণ্ডকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন অন্য সব ভূখণ্ডের ওপর। যেমন মাক্কাতুল মুকাররমাকে আল্লাহ তা'আলা অন্য সব ভূখণ্ডের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

আবার কোনো কোনো রজনীকে আল্লাহ দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সব রজনীর ওপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ÔjvBjvZj K`iÕ nvRvi gvm A‡c¶v DËgÕ (miv: AvjÑKv`i-3)।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো দিবসকে আল্লাহ দান করেছেন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। শুক্রবার তেমনই একটি মর্যাদাপূর্ণ, মহিমান্বিত, শ্রেষ্ঠ দিবস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবারের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا 'শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিবস। এই দিবসে আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে সৃষ্টি করেন। এই দিবসেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই দিবসেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ)

হাদীসে আরো এসেছে: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَدَنَا وَابْتَكَرَ فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا قِيَامُ سَنَةٍ وَصِيَامُهَا 'শুক্রবারে যে ব্যক্তি মাথা ধৌত করবে ও গোসল করবে আগে আগে মসজিদে যাবে এবং ইমামের নিকটবর্তী হবে ও খুতবা শুনবে, সে তার প্রতিটি পদে এক বছরের নফল রোযা ও নফল নামাজের ছাওয়াব লাভ করবে' (হায়ছামী ও ইবনে খুযাইমা সহীহ রেওয়াতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুক্রবার পেশ করা হলো। জিবরাঈল আ. তাঁর হাতের তালুতে স্বচ্ছ আয়নার আকৃতিতে তা পেশ করলেন, যার মাঝখানে কালো একটি তিলকের মত ছিলো। রাসূলুলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,

'জিবরাঈল! এটা কী?' জিবরাঈল আমীন বললেন,'এটি শুক্রবার'। আপনার রব আপনাকে তা পেশ করছেন, যেন তা আপনার জন্য এবং আপনার পরবর্তীতে আপনার উম্মতের জন্য উৎসব দিবস হয়। আর আপনাদের জন্য এ দিবসে বহু কল্যাণ রয়েছে। আপনি এর প্রথম অধিকারী। আর ইহুদী নাসারারা আপনার নাগাল পাবে না। শূক্রবারে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে বান্দা আল্লাহর কাছে যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন এবং যে কোনো ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে সে ক্ষতি এবং তার চেয়ে বড় ক্ষতি থেকেও রক্ষা করবেন। আর আখিরাতে এ দিবসকে আমরা 'ইয়াওমুল মাযীদ' বলে আখ্যায়িত করি' (তাবারানী উত্তম সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)।

আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে আল্লাহ তা'আলা শুক্রবার দান করেননি। ইহুদীদের জন্য ছিলো শনিবার আর নাসারাদের জন্য ছিলো রবিবার। তাই তারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাদের পরে থাকবে। দুনিয়ায় আগমনের দিক থেকে আমরা পরে এসেছি কিন্তু আখিরাতে আমরা হবো অগ্রবর্তী। তবে অন্যান্য সৃষ্টির আগে তাদের ফায়স-ালা হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে জুমআর নামাযে হাজির হবে এবং মনোযোগের সাথে খুতবা শুনবে,ও চুপ থাকবে, এই জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' (মুসলিম)।

শুক্রবারের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো জুমআর নামায । আর জুমআর নামায হচ্ছে সবচে' মর্যাদাপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামায । ইসলাম জুমআর নামাজের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং যত্নবান হওয়ার কথা বলেছে। আর এ নামাজের ছাওয়াবও অন্যান্য নামাজের চেয়ে বেশি।

শুক্রবরের আদব হচ্ছে, ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গোসল করা, আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, ইমামের কাছাকাছি বসা, ওয়ায ও নসীহত শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করল, ঠিক ফরয গোসল করার মতো এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গেল, সে যেন একটি উঁট কুরবানী করল' (বুখারী ও মুসলিম)।

ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'তোমরা জুমআর নামাজে হাজির হও, ইমামের কাছাকাছি হও, কেননা বান্দা দূরবর্তী হতেই থাকে এ পর্যন্ত যে তাকে জান্নাতেও পিছিয়ে দেয়া হবে, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

gm¨jøqv‡b †Kivg! শুক্রবারে মসজিদের আসার পর কর্তব্য হবে যিকর, নামায , কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতে মশগুল হওয়া। খুতবা শুরু হলে একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সাথে তা শোনা। এরপর খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করা এবং নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পড়া। তারপর মসজিদে আদায় করলে চার রাকআত সুন্নত আদায় করা। আর ঘরে এসে আদায় করলে দু'রাকআত আদায় করা। তবে ঘরে এসে আদায় করাই উত্তম। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত।

শুক্রবারের বর্জনীয় কাজসমূহ

gnZvivg nv‡hixb! যেসব কাজ-কর্মের কারণে জুমআর নামাজের ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ছাওয়াব কমে যায় সেসব কাজ-কর্ম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি আমাদেরকে জুমআর জামাতে বিলম্বে হাজির হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

মুসল্লীদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে সামনের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করা থেকে তিনি আমাদেরকে বারণ করেছেন। একবার খুতবা চলাকালে এক ব্যক্তিকে মুসল্লীদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করে বললেন, 'বসে পড়ো, তুমি তো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ'। যারা এরূপ করত তাদের বিষয়ে নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম আশংকা করতেন যে, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় কি না? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا

وَإِثْمًا مُبِينًا ÔAvi hviv gywgb cyiæl I gywgb bvixi‡`i‡K Zv‡`i KZ †Kv‡bv Ab¨vq QvovB Kó †`q, wbðq Zviv enb Ki‡e Acev` I m¯úó cvcÕ (myiv Avj Avnhve:58)।

জুমআর জামাতে উপস্থিত হয়ে জোরে জোরে যিকর, অথবা কুরআন তিলাওয়াত করে অন্যান্য মুসল্লীর মনোযোগ নষ্ট করে দেয়া থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম   আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। একবার সাহাবায়ে কেরামকে উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করতে দেখে নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম তাদেরকে নিষেধ করে বললেন : لَايَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ 'তোমাদের একজন যেন অন্যজনের ওপর উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত না করে' (আলবানীঃ সহীহুল জামে)।

সবচে' নিকৃষ্ট কাজ হলো পরস্পরে দুনিয়াবী গল্প-গুজব করে মানুষকে কষ্ট দেয়া। যে ব্যক্তি এমন করবে সে জুমআর ফযীলত ও ছাওয়াব থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরা রাযি.থেকে বর্ণিত, নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেন:اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ 'জুমআর দিন খুতবা চলাকালে তুমি যদি তোমার সাথিকে বল, 'চুপ করো', তাহলে তুমি   অনর্থক কাজ করলে' (বুখারী ও মুসলিম)।

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম   বলেন, 'জুমআর দিন খুতবা চলাকালে তুমি যদি তোমার সাথিকে বল, 'চুপ করো', তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে' আর যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করল তার কোনো জুমআ কবুল হবে না' (আহমদ)।

gnZvivg nv‡hixb! শরীয়মসম্মত ওযর ছাড়া জুমআর নামায তরক করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম আমাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমআর নামায তরক করে সে গাফলতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং তার কলবে মহর লেগে যায়। আর যার কলবে মহর লেগে যায় তার অন্তরচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, আর তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন:لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ'হয়তো লোকেরা জুমআর নামায   তরক করা থেকে বিরত থাকবে, নতুবা আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মহর মেরে দিবেন। তখন তারা নিশ্চিতই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'(মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে উলেখিত হয়েছে, নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ 'অবহেলাবশত যে ব্যক্তি তিনটি জুমআ তরক করে, আল্লাহ তার কলবে মহর মেরে দেন' (তিরমিযী, হাসান)।

সুতরাং মুহতারাম হাযেরীন! আসুন আমরা জুমআর নামাজের প্রতি যত্নবান হই এবং জুমআর দিনের আদব রক্ষা করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা জুমআর ফযীলত ও বরকত লাভ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে তাঁর রেজামন্দী অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (سورة الجمعة:9)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ

wØZxq LZev

gnZviv¸ nv‡hixb! শুক্রবারের বিশেষ কিছু আমল রয়েছে যা শুধুমাত্র এ দিনের জন্যই খাস। শুক্রবারের ফযীলত ও বরকত লাভ করার জন্য সে আমলগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবারের ফজরের নামাজে প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ লাম আস্‌সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আদ্‌দাহর তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং শুক্রবারের প্রথম আমল হলো ফজরের নামাযের দুই রাকআতে এই দুই সূরা পাঠ করা।

শুক্রবারের আরেকটি বিশেষ আমল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা। হাদীসে শুক্রবার দিন ও রাতে নবী আলাইহিস সালামের প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন: أَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ آنِفا عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا. 'শুক্রবারে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। এই মাত্র জিবরীল আমীন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসে বলে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কোনো মুসলমান আপনার প্রতি একবার দরুদ পড়লে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবো আর আমার ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমতের দু'আ করবে'(আলবানী, সহীহুত তারগীব)।

তাছাড়া কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবীজীর প্রতি দরুদ পাঠের আদেশ করেছেন: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ÔwbðÕq Avjøvn (EaŸ RM‡Z †d‡ikZv‡`i g‡a¨) bexi cksmv K‡ib Ges Zvi †d‡ikZvMY bexi Rb¨ `ÔAv K‡i| †n gwgbMY, †Zvgiv I bexi Ici `iƒ` cvV Ki Ges Zv‡K h_vh_fv‡e mvjvg RvbvIÕ(miv Avj Avnhve:56)।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন,Ôivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg n‡jb gvbeK‡jji mi`vi, Avi RgAvi w`b n‡jv mKj w`‡bi mi`vi, ZvB GB w`‡b ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi cwZ `iƒ` covi Avjv`v ^ewkó¨ i‡q‡Q|

শুক্রবারের আরেকটি বিশেষ আমল হলো, জুমআর নামাযে সূরা জুমআ ও সূরা মুনাফিকুন কিংবা সূরা আ'লা ও গাশিয়া তিলাওয়াত করা।

gnZviv¸ nv‡hixb! শুক্রবারের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন: فِيْهِ سَاعَةٌ . لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ يُصَلِّيَ ، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 'জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন কোনো মুসলমান নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দান করেন' (বুখারী ও মুসলিম)।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি কত বড় মেহেরবানী! তিনি বান্দাদের জন্য তার রহমতের দরজাগুলো খুলে দেন। যাতে তারা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। মাহরুম তো সেই যে এ দিনের ফযীলত থেকে মাহরুম হয়, বঞ্চিত তো সেই যে এ দিনের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়।

gnZviv¸ nv‡hixb! সেই বিশেষ মুহূতর্টি কোন্ মুহূর্ত, এবিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ রয়েছে। তবে সর্বাধিক গৃহীত মত হলো, আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ، يُرِيدُ سَاعَةً، لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلا آتَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ 'জুমআর দিন বার ঘন্টার মধ্যে এমন একটি সময় আছে যে, কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন। সুতরাং তোমরা আসরের পর শেষ সময়ে কাঙ্খিত সে সময়টির অনুসন্ধান করো' (আবু দাউদ, সহীহ)।

সুতরাং শুক্রবার পুরো দিন এবং এই বিশেষ সময়গুলোতে দুআর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।

gnZvivg nv‡hixb! আমাদের সবার উচিত জুমআর দিনকে যথার্থরূপে তা'যীম করা, সম্মান করা। জুমআর দিনের সুন্নাতগুলো জেনে গুরুত্বের সাথে তা পালন করা।

তাই আসুন, আমরা জুমআর সুন্নতগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামি। অতঃপর ভালোভাবে গোসল করি, মিসওয়াক করি, পরিষ্কার ও উত্তম পোশাক পরিধান করি, সকাল-সকাল মসজিদে চলে যাই। আর যেসব কজকর্ম থেকে রাসূলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম নিষেধ করেছেন সেসব কাজকর্ম ধেকে বিরত থাকি। আদব ও সুন্নাতের প্রতি উদাসিনতা প্রদর্শন না করি। আর জামাআতে শরীক হওয়া এবং সুন্নাত অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলা না করি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন। জুমআর দিনের করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান কবুন। আমীন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে জুমআর দিনের মর্যাদা রক্ষার তাওফীক দান করুন। জুমআর দিন যাতে আপনার নবীর প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে পারি সে তাওফীক আমাদের দান করুন। জুমআর দিনের সুন্নত আমলগুলো যথার্থরূপে পাবন্দীর সাথে করে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। আমাদেরকে আপনি পূতপবিত্র করুন। আমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, মাতা-পিতা, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে আপনি মাফ করে দিন। সবাইকে আপনি মুত্তাকী-পরহেযগার ও আপনার দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

দু‘আ : তাৎপর্য গুরুত্ব ও শর্ত

LZevq hv _vK‡e

১. দুআর হাকীকত ও তাৎপর্য এবং মানুষ বলতেই যে দুআর মুখাপেক্ষী তা তুলে ধরা

২. দুআর আহকাম, শর্ত ও আদব বর্ণনা করা

৩. দুআর ব্যাপারে ভুল ধারণা সম্পর্কে সতর্ককরণ

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُجِيْبِ الدَّعَوَاتِ ، يَقْضِيْ لِعِبَادِهِ الْحَاجَاتِ ، وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ الْآفَاتِ وَيُفَرِّجُ الْكُرُبَاتِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ مَا دَامَتِ الْأَرْضُ وَالسَّموَاتُ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْبَرِيَّاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَيَّدَهُ رَبُّهُ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُوْلِيْ الْفَضَائِلِ وَالدَّرَجَاتِ، أَمَّا بَعْدُ :

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! দু‘আ- মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি বান্দার দীনতা, হীনতা ও বিনয় প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম। এর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। বস্তুত সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুখাপেক্ষী। সকল কল্যাণ ও উপকার যেমন তার কাছ থেকে আসে– তেমনি বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টও একমাত্র তিনিই দূর করতে পারেন। তাঁর হাতেই সব ক্ষমতা। তিনি সকল শক্তির আধার। এ জন্য মহামহিম সর্বময় ক্ষমতার অধিকরী আল্লাহর সামনে বিনয় ভরে নিজের অক্ষমতা কথা প্রকাশ করা এবং তার কাছে শক্তি-সামর্থ্য চাওয়া বান্দার জন্য পূর্ণতার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে বান্দার নিজস্ব অবস্থান উন্নত হয়। দিল থেকে অহংবোধ দূর হয় এবং মর্যাদা সমুন্নত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। বান্দা যাতে দু‘আর মাধ্যমে তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাকে স্মরণে রাখে। সর্বোপরি তাঁর অসীম রহমত লাভে ধন্য হতে পারে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর কাছে চাওয়ার মধ্যে কোনো লাজ-লজ্জা বা শরমের কিছু নেই। এটা হীনম্মন্যতারও বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং এটাই হলো প্রাচুর্যের চাবিকাঠি, সব ইবাদতের সারকথা। বস্তুত ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো নিজের অহংবোধ মিটিয়ে রাব্বুল আলামিনের কাছে সমর্পিত হওয়া। আর এতেই রয়েছে বান্দার অজস্র সম্মান ও মর্যাদা। তাই দু‘আ অনুগত্য বা দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দার এমন বিনম্র মনোভাবকে খুব পছন্দ করেন। বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রয়োজন ও অভাবের কথা তুলে ধরে তখন আল্লাহ তা‘আলা খুব খুশি হন।

আবূ যর রাযি.-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে : يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ‘হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট তবে যাকে আমি হিদায়েত করেছি সে ছাড়া। অতএব তোমরা আমার কাছে হিদায়েত তলব করো, আমি তোমদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেব। হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে যাকে আমি অন্ন দিয়েছি সে ছাড়া। অতএব তোমরা আমার কাছেই খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই বস্ত্রহীন তবে যাকে আমি বস্ত্র পরিয়েছি সে ছাড়া। এতএব আমার কাছেই তোমরা পরিধেয় তলব করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব’(মুসলিম)।

সুপ্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিষয়ের আসবাব রেখেছেন। সৌভাগ্যের জন্য তিনি আসবাব রেখেছেন। দুভার্গ্যের জন্যও আসবাব রেখেছেন। তিনি আসবাব তৈরি করেছেন। এবং আসবাবের সাথে প্রভাব যুক্ত করে দিয়েছেন। আর দু‘আ হলো সে রকম একটি আসবাব। সে উপকরণসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত উপকরণ। অকূল সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। খড়কুটা

যা কিছু পায় তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। সম্ভাব্য সব ধরনের উপকরণ অবলম্বন করে। তেমনি বান্দার জন্য যেকোনো বিপদের মূহূর্তে দু'আর বর্ম আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। এর মাধ্যমে সে দ্রুত বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে না, তেমনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যও বিপদমুক্তির জন্য দু'আ না করে, বৈধ কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করে নিশ্চিন্তে বসে থাকা সমীচীন নয়।

দু'আ যেহেতু বান্দার প্রকৃত অবস্থান ফুটিয়ে তোলে এবং তার আত্মঅহমিকা দূর করে তাই বান্দার দু'আ আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে দু'আর চেয়ে কার্যকর অস্ত্র আর দ্বিতী-য়টি নেই। এজন্য দু'আ হলো সবধরনের কল্যাণ, মঙ্গল ও বরকতের হাতিয়ার। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে বান্দাকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ** Ô†n Avgvi ev›`viv, †Zvgiv Avgv‡K Wv‡Kv| Awg †Zvgv‡`i Wv‡K mvov †`e Ô (miv Avj Mv‡di : 60)।

দু'আর তাৎপর্য হলো ইহ ও পরলৌকিক বিভিন্ন প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়া। দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার বিশেষ যোগসূত্র তৈরি হয়। আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য ও তার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায়। আল্লাহর প্রতি আস্থাশীলতা এবং তার মহান শক্তির ওপর নির্ভরতার প্রত্যয় বান্দার অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। সারকথা হলো, দু'আ এমন একটি ইবাদত যা একদিকে বান্দার দীনতা, হীনতা, অক্ষমতা ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটায়, অপর দিকে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব, সর্বব্যাপী ক্ষমতা ও দয়া-মায়ার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস গড়ে তুলে। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি দু'আ করা। আমাদের কাজ হবে প্রার্থনা করতে থাকা। দেওয়া না দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। তাই বাহ্যিকভাবে কিছু না পেলেও, দু'আ কখনো ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা দু'আর মাধ্যমে আমাদের ইবাদত ও ছাওয়াব অর্জন হয়, যা আখেরাতের বিশেষ পাথেয় হবে।

আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে সাহাবী নু'মান ইবনে বাশীরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** 'দু'আই হলো ইবাদত'। আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে : لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ 'দু'আর চেয়ে আল্লাহ সুবহানাহুর কাছে উত্তম কোনো বস্তু নেই'(ইবনে মাযাহ্, হাসান)। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي 'বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তার সঙ্গে তেমন আচরণ করি। সে আমাকে যখন ডাকে আমি তখন তার সঙ্গেই থাকি'(মুসলিম)। উবাদা ইবনে সামেত রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ 'পৃথিবীর বুকে কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে তাকে সে বস্তু দান করেন অথবা ওই বিষয়ের সমপর্যায়ের কনো বিপদ সরিয়ে নেন। তবে শর্ত হলো গোনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না হতে হবে' (তাহাবী, সহীহ)।

মুহতারাম হাযেরীন! দু'আ-প্রার্থনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই। নবী, রাসূল, ফেরেশতা, ওলি-আওলিয়া, পীর-মুর্শিদ ও মাজার ইত্যাদির কাছে দু'আ করা চলবে না। বরং তা পরিষ্কার শিরক ও আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** ÔAvi wbðq gmwR`¸‡jv Avjøvni Rb¨| Kv‡RB †Zvgiv Avjøvni mv‡_ Ab¨ KvD‡K †W‡Kv bvÕ (miv Avj wRb : 18)।

দু'আ-প্রার্থনা ও ইবাদত-আরাধনার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে কখনোই শরীক করা যাবে না। অন্য কারও কাছে দু'আ-প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ** ÔAvi †h Avjøvni mv‡_ Ab¨ Bjvn‡K Wv‡K, †h wel‡q Zvi Kv‡Q cgvY †bB; Zvi wnmve †Kej Zvi i‡ei Kv‡Q| wbðq Kwdiiv mdjKvg n‡e bvÕ (miv Avj-gwgbb : 117)।

যে বা যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে, তারা নিজেদের ওপর সবচে' বড় যুলম করবে যার পরিণতি হবে অনন্ত জাহান্নাম, মর্মন্তুদ আযাব।

দু'আর উত্তম সময়

এক. সিজদা অবস্থায় অধিক পরিমাণে দু'আ করা উচিত। হাদীসে এসেছে : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ 'সেজদারত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকে। তাই সেজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করো' (মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে : أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ 'শুনে রাখো, রুকূ বা সেজদাবস্থায় তেলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই রুকূ অবস্থায় তোমরা তোমাদের রবের স্তুতি জ্ঞাপন করো আর সেজদাবস্থায় খুব দু'আ করো। কেননা সেজদা অবস্থা দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়' (মুসলিম)।

দুই. আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ কবুলের মুহূর্ত। আনাস রা. হতে বর্ণিত: الدُعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَايُرَدُّ 'আযান ও একামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না' (তিরমিযী)।

তিন.রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দু'আ করা। সহীহ বুখারীতে আছে : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ 'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। এরপর বলেন, কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তাকে দান করব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব' (বুখারী)।

চার. শুক্রবারের বিশেষ সময়ে দু'আ করা। আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জুমআর দিনের কথা আলোচনা করে বলেন : فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 'এদিনে এমন একটি মূহূর্ত আছে যখন নামজী বান্দা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় আল্লাহ তাকে তা দেন' (বুখারী ও মুসলিম)।

জুমআর দিনে দু'আ কবুলের এ মূহূর্তটি নির্দিষ্ট করে বলতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম নানা মত প্রকাশ করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, তা আছরের পরের শেষ সময়। হাদীসগ্রন্থ সুনানে আবূ দাউদে এসেছে : يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ الله فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ 'জুমআর দিনে বারোটি প্রহর তথা সময় রয়েছে। এ সময়ে কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দেন। তোমরা জুমআর দিনের শেষ প্রহর তথা আছরের শেষ সময়ে এ প্রহরটিকে অনুসন্ধান করো' (আবূ দাউদ)।

দু'আ কবুলের আরো কিছু সময় হলো লাইলাতুল কদর, আরাফার দিন, হাজরে আসওয়াদের কাছে, বৃষ্টি বর্ষণের সময় ও নামাজের পর।

দুয়া কবুলের শর্ত

এক. পরিশুদ্ধ বিশ্বাস অর্থাৎ নির্ভেজাল ও খালেস তাওহীদ বুকে ধারণ করে দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ** ÔAZtci †Zvgiv Avjøvn‡K Wv‡Kv \`xb‡K Zvi Rb¨B GKwbô K‡i, hw\`I Kwdiiv Zv AcQ›\` K‡iÕ(miv Mwdi : 14)।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً 'হে বনী আদম! তুমি যদি যমীন ভর্তি গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং সাক্ষাৎ করো এমতাবস্থায় যে তুমি আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করো না, তাহলে আমিও যমীন ভর্তি মাগফিরাত নিয়ে তোমার কাছে হাজির হব' (তিরমিযী, হাসান)।

দুই. খাবার-দাবার ও পোশাক পরিচ্ছদে হারাম বর্জন করে চলা : আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: **(يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)** وَقَالَ: **(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)**، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ Ô†n †jvKmKj! wbðq Avjøvn cwe Î, Ges cwe Î Qvov Ab¨ wKQ wZwb Kej K‡ib bv| Avi

Avjøvn ZvÔAvjv ivmj‡`i‡K †h wel‡qi wb‡`k w`‡q‡Qb gywgb‡`i‡KI †m wel‡qi wb‡`k w`‡q‡Qb| wZwb e‡j‡Qb : Ô†n ivmjMY, †Zvgiv cweÎ I fvj e¯‘ †_‡K LvI Ges mrKg Ki| wbðq †Zvgiv hv Ki †m m¤ú‡K Awg mg¨K ÁvZÕ (miv Avj-gywgbb : 51)। wZwb Av‡iv e‡jb : Ô†n gywgbMY, Avnvi Ki Awg †Zvgv‡`i‡K †h nvjvj wihK w`‡qwQ Zv †_‡K Ges Avjøvni Rb¨ †kvKi Ki, hw` †Zvgiv ZviB Bev`Z KiÕ (miv Avj-evKviv : 172)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সফর থেকে আসা ধূলায় আবৃত-এলোকেশী ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে আকাশের দিকে হাত প্রলম্বিত করে বলে, ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিচ্ছদ হারাম এবং হারামের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে তার ভরণপোষণ। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে? (মুসলিম)।

তিন. জাগ্রত-হৃদয় ও পোক্ত-আশা নিয়ে দু'আ করা। আবু হুরাইরা রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ 'দু'আ অবশ্যই কবুল হবে এর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহকে ডাকো। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা কোনো গাফেল ও উদাসীন হৃদয়ের দু'আ কবুল করেন না' (তিরমিযী, হাসান)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দু'আ : তাৎপর্য গুরুত্ব ও শর্ত

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدَى، وأَشْهَدُ أن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْد:

দু'আ করার আদবসমূহ

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! দু'আর শর্তের পাশাপাশি দু'আর কিছু আদবও রয়েছে। যদি আমরা দু'আর শর্ত ও আদবসমূহ রক্ষা করে দু'আ করি তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করবেন। আমাদেরকে শূন্য হাতে ফেরত দেবেন না। তাহলে এবার আসুন শুনে নেই দু'আর আদবগুলো কি:

এক. পবিত্র অবস্থায় দু'আ করা; কেননা দু'আ হলো যিকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে তিনি, এমনকি, সালামের উত্তর দেয়ার জন্য একটি দেয়ালে হাত রেখে তায়াম্মুম করেছেন এবং বলেছেন : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ 'পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর যিকর করা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়' (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ)।

দুই.দু'হাত ওঠিয়ে প্রার্থনার দু'আ করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا 'নিশ্চয় তোমাদের রব অতি লজ্জাশীল ও মেহেরবান। তাই তাঁর বান্দারা যখন তাঁর কাছে হাত ওঠায় তিনি তাদেরকে শূন্য হাতে ফেরত দিতে লজ্জা পান' (আবু দাউদ)।

বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে দু'আ করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার প্রবল আগ্রহ নিয়ে দু'আ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন **ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً:** Ô†Zvgiv †Zvgv‡`i ie‡K WvK Abbq-webq K‡i I Pwcmv‡iÕ (miv Avj-Avivd : 55)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : **إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا** ÔZviv mrK‡g cwZ‡hwMZv K‡i Ges Zviv Avgvi Kv‡Q cv_bv K‡i Avkv I fxwZi m‡½ Avi Zviv _v‡K Avgvi cwZ webxZÕ (Avj-Awm¤qv : 90)।

তিন. জোরালোভাবে তাগিদের সাথে দু'আ করা। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ 'তোমাদের কেউ যখন দু'আ করবে দৃঢ় তাগিদের সাথে করবে। আর কখনো এরূপ বলবে না যে হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে দিন। কেননা আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই' (বুখারী)।

চার. দু'আয় আল্লাহর হামদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ করা : হাদীসে এসেছে : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ 'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি দু'আ করছে কিন্তু সে দু'আতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সে তাড়াহুড়ো করেছে। অতঃপর সে আবার প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অথবা অন্যকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণগান দিয়ে শুরু করে। অতঃপর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে' (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)।

পাঁচ.আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর মহৎ গুণাবলী দ্বারা দু'আ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ÔAvjøvni i‡q‡Q m›`iZg bvgmgM| AZGe †Zvgiv Zv‡K †mme bvg w`‡q Wv‡KvÕ (miv Avj-Avivd : 180)।

ছয়. হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর শব্দমালা ব্যবহার করে দু'আ করার চেষ্টা করা। বিশেষ করে যেগুলোতে ইসমে আজম রয়েছে বলে বর্ণনায় এসেছে। সহীহ ইবনে হাব্বানে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে এক বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই বলে দু'আ করতে শুনলেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَفِي لَفْظٍ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ) 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ'। অতঃপর রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'লোকটি আল্লাহর কাছে ওই নামের মাধ্যমে সওয়াল করেছে যার মাধ্যমে সওয়াল করলে আল্লাহ তা'আলা দেন। যার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আজমের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছ' (আবুদাউদ, সহীহ)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলেন। এক ব্যক্তি নামাযরত ছিল, অতঃপর সে এই বলে দু'আ করল : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللهَ؟ قَالَ: فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- এ কথার উসীলায় যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি দানশীল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে মহামহিম ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব ও সর্ব সত্তার ধারক, আমি আপনার প্রার্থনা করছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রার্থনা শুনে বললেন, 'তোমরা কি জান, সে কিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আকরল'? সাহাবীগণ বললেন,'আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন’। তিনি বললেন, ‘যার হাতে আমার আত্মা তাঁর কসম। সে আল্লাহর ইসমে আজম দিয়ে দু‘আ করেছে। যে ব্যক্তি এ নামের মাধ্যমে দু‘আ করবে তার দু‘আ তিনি কবুল করবেন। যে ব্যক্তি এ নামের মাধ্যমে তার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে দেবেন’(আহমদ, হাসান)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! শুধু বিপদাপদ বালা-মুসীবতের সময়ই নয়, বরং দু‘আ হবে একজন মুমিনের সব সময়ের সঙ্গী। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. আনহু বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ ‘কঠিন অবস্থা ও শঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলা যেন দু‘আ কবুল করেন এ আগ্রহ যার থাকবে সে যেন বিপদহীন অবস্থায় বেশি বেশি দু‘আ করে’ (তিরমিযী, হাসান)।

প্রিয় ভাইয়েরা! দু‘আ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ হওয়া উচিত। অথচ আমরা দু‘আর প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিই না। এটা সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার। নামাযের পূর্বে, নামাযের অভ্যন্তরে, নামাযের পরে আমরা কি দু‘আ করতে অভ্যস্ত? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বৈঠকে আমরা কি দু‘আ করি? দু‘আর মাধ্যমে কি আমাদের অনুষ্ঠানাদি শুরু এবং শেষ করি। নিভৃতে, একাকী, গভীর রাতে, ফজরের পূর্বে, রাতের শেষাংশে আমরা কি দু‘আ করতে অভ্যস্ত? দু‘আ কি কেবল বিপদাপদের জন্যই? না, কখনো না। আল্লাহর কাছে মিনতি করে দু‘আকারীরা আজ কোথায়? অশ্রুবিসর্জিত নয়নে দু‘আকারীরা আজ কোথায়? যেদিন মুসলমানদের ঈমান শক্ত ছিল, দৃঢ় ছিল; যেদিন মুসলমানদের যাহের-বাতেন তাকওয়া-পরহেজগারীতে ভরপুর ছিল, সে দিন তো কবুল হওয়ার একীন নিয়ে, দৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে মুসলমানগণ দু‘আ করতেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ কবুল করতেন। সাহাবী সা‘দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তো মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ (যার দু‘আ কবুল করা হয়) বলেই খ্যাতি পেয়েছিলেন।

সাঈদ ইবন যায়েদ রাযি.-এর ঘটনা শুনুন। জনৈকা মহিলা মিথ্যা দাবি করে বলল যে তিনি তার যমীনের একাংশ অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছেন। সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.- যিনি বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর একজন- তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেন, ‘এটা কি করে সম্ভব! আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি না-হকভাবে এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের বেড়ি পরিয়ে দেবেন। এরপর তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ যদি এই মহিলা মিথ্যা বলে থাকে তবে তার চোখ অন্ধ করে দিন। তার ঘরেই তার কবর রচনা করুন। অতঃপর মহিলা অন্ধ হয়ে গেল এবং তার বাড়ির কূপে পড়ে মারা গেল।

প্রিয় ভাইয়েরা! এমন অনেকেই রয়েছে যারা বলে, দু‘আ করে কি লাভ। দু‘আ তো কতোই করলাম। কই, কোনোটাই তো কবুল হলো না! যারা এরূপ বলে তাদের ভেবে দেখা উচিত, তারা কি দু‘আ কবুলের শর্ত পূরণ করে দু‘আ করছে? না কি দু‘আ কবুলের পথে নানাবিধ আবর্জনা ও প্রতিবন্ধকতা রেখেই দু‘আ করে চলেছে। আসলে দু‘আ কবুলের শর্ত আদবসমূহ পূর্ণ করে দু‘আ করলে অবশ্যই তা কবুল হওয়ার কথা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে যথার্থরূপে দু‘আ করার তাওফীক দান করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল দু‘আ-মুনাজাত কবুল করুন। আমাদের সকল বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। যেভাবে দু‘আ করলে আপনি কবুল করেন সেভাবে দু‘আ করার তাওফীক দান করুন। দু‘আর সকল শর্ত ও আদব রক্ষা করে দ‘আ করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শূন্য হাতে ফেরত দেবেন না। হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমাদের রব, মাবুদ, আপনিই সর্বময় ক্ষমতার

অধিকারী, একমাত্র আপনিই ধনী আর আমরা গরীব, আপনার দয়া না হলে আমরা একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারব না। তাই কেবল আপনার দরবারেই দু'আর জন্য আমরা হাজির হই। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে শূন্য হাতে ফেরত দেবেন না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার শিরক ও নেফাক থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে সৎপথে চলার তাওফীক দিন। সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মাহে রমজানের শেষ দশকে মেহনত-মুজাহাদা

LZevq hv _vK‡e

১. মাহে রমজানের শেষ দশকে মেহনত-মুজাহাদা

২. রমজানের শেষ দশক যাপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ কি তা উল্লেখ করা

৩. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত করা ও তার নৈকট্য লাভে মেহনত-মুজাহাদা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُعِزِّ مَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّقَاهُ، مُجِيْبِ دَعْوَةَ الدَّاعِيْ إِذَا دَعَاهُ وَهَادِيْ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَاسْتَهْدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

wcÖq gymwjøqvb! মাহে রমজানের মুবারক দিনগুলো বিদায় নিচ্ছে এক-এক করে। পবিত্র রজনীগুলোও এক-এক করে পরিণত হচ্ছে বিগত ইতিহাসে। মাহে রমজানের বরকতময় রাত ও দিনগুলো চলে যাচ্ছে আমাদের আমলের সাক্ষী হয়ে। আমরা যা গচ্ছিত রাখছি তার সংরক্ষক হিসেবে। মাহে রমজানে দিন-রাতগুলো আমাদের আমলের গুদামঘর, আমাদের আমলের সঞ্চয়-ব্যাংক যা কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে আমাদের সঞ্চিত আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড নিয়ে। আর সেদিন রাব্বুল আলামীন ডেকে বলবেন: يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ 'হে আমার বান্দারা! এগুলো তো তোমাদের আমল, যা আমি তোমাদের জন্য হিসাব করছি। অতএব যে ভালো পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর যে অন্যরকম পাবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে' (মুসলিম)।

fvB‡qiv Avgvi ! পবিত্র মাহে রমজান বিদায়ের ঘন্টা বাজাচ্ছে। রমজানের শেষ দশক আমাদের দ্বার প্রান্তে। যদি আমরা বিগত দিনগুলোতে সিয়াম সাধনার যথার্থতা রক্ষায় অলসতা করে থাকি, তাহলে সামনের দিনগুলোতে যারপরনাই চেষ্টা করে যাওয়ার প্রত্যয় পোষণ করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশক যেভাবে যাপন করেছেন সেভাবে যাপনের সাধনা করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের প্রথম বিশ দিনের রাতগুলো নামায ও নিদ্রা উভয়টির মধ্যদিয়ে কাটাতেন, আর শেষ দশ দিন কাটাতেন অস্বাভাবিক পরিশ্রম করে। এ দশ দিন তিনি বিছানা পরিত্যাগ করতেন, স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করতেন, বরং স্ত্রীগণকেও ইবাদাতের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আলী ও ফাতিমা রাযি. এর দরজায় কড়া নাড়তেন এবং বলতেন, 'তোমারা কি উঠবে না? নামায পড়বে না?' তিনি দরজায় কড়া নাড়তেন এবং বলতেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

ÔAvi †Zvgvi cwievi-cwiRb‡K mvjvZ Av`v‡qi Av‡`k `vI Ges wb‡RI Zvi Ici AwePj _vK| Avwg †Zvgvi Kv‡Q †Kvb wihK PvB bv| AvwgB †Zvgv‡K wihK †`B Avi ïf cwiYvg †Zv gËvKx‡`i Rb¨Õ(mix Zv-nv, AvqvZ 120)।

তিনি তাঁর স্ত্রীদের ঘরে যেতেন এবং ডেকে বলতেন, 'ওঠো হে ঘরবাসিনী! দুনিয়ায় পোশাকে আচ্ছাদিতদের অনেকেই কিয়ামতের দিন হাজির হবে বিবস্ত্র হয়ে'।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মাহে রমজানের শেষ দশকে ইবাদাতের মাধ্যমে রাত্রিযাপন করতেন, পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা সক্ষম তাদের কাউকে না জাগিয়ে ক্ষান্ত হতেন না।

wcq †kvZvgÐjx! কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, রাত জেগে কিয়ামুল লাইলের নামায পড়া ফরয ওয়াজিবের বাইরে একটা অতিরিক্ত আমল। আর আমি তো আমার জিম্মায় থাকা আবশ্যিক নামাযগুলো যথার্থরূপেই আদায় করছি। এতটকু কি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? উত্তরে বলা যায় যে, আবশ্যিক নামাযগুলো তো বাধ্যতামূলকভাবে পড়তেই হবে। তবে এ নামাযগুলো যে যথার্থরূপে আদায় হচ্ছে, এতে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হচ্ছে না, এ ব্যাপারে কি কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে? এখান থেকেই তো সুন্নত-নফলের নামাজের প্রয়োজনীয়তার কথা আসে। কেননা সুন্নত-নফল নামায ফরয নামাজের অপূর্ণতাগুলো শুধরিয়ে পরিপূর্ণতা দান করে। সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে: আল্লাহ তা'আলা বলবেন: انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ 'আমার বান্দার নামায পরখ করে দেখো, সে কি তা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছে, না কি অপূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছে? যদি তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে তা পূর্ণাঙ্গরূপেই লেখা হবে। আর যদি তাতে কোনো অপূর্ণতা থেকে থাকে, তবে দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল নামায আছে কি না। যদি নফল নামায থেকে থাকে, তাহলে তা দিয়ে আমার বান্দার ফরয নামায পরিপূর্ণ করে দাও। অতঃপর অন্যান্য আমল এভাবেই নেয়া হবে' (আবু দাউদ, সহীহ)।

ফরয নামায পরিপূর্ণরূপে আদায় করার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে আমাদেরকে নফল নামাজের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

রমজানে শেষ দশকের বিশেষ একটি ফযীলত এই যে, এ দশ দিনে শবে কদরের সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা করা যায়। আর লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস থেকেও উত্তম। ইমাম নখঈ রহ. বলেন: jvqjvZj K`i GK nvRvi ivZ †_‡K DËg nIqvi A_- jvqjvZj K`‡ii Avgj jvqjvZj K`i Qvov GK nvRvi gv‡mi Avgj †_‡K DËg| এক হাজার মাস হিসেব করলে তিরাশি বছর চার মাস দাঁড়ায়। তাহলে বুঝতেই পারছেন লায়লাতুল কদর কত বেশি মর্যাদাবান, কত বেশি দামি। সুবহানাল্লাহ!

লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানসহ আল্লাহর কাছে ছাওয়াব প্রাপ্তির আশায় কদরের রাতে ইবাদত করল, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো' (বুখারী ও মুসলিম)।

অধিক নির্ভরযোগ্য মতানুসারে লায়লাতুল কদর মাহে রমজানের শেষ দশকের একটি রাত। আল্লাহ তা'আলা এ রাতের ইলম বান্দাদের থেকে গোপন করে রেখেছেন তাদের প্রতি রহমতস্বরূপ। যাতে তারা মাহে রমজানের শেষ দশ রজনীতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধিক ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়। নামায , দু'আ ও যিকরের মাধ্যমে রাত্রিযাপন করে। অতঃপর এ দশ রাতের মেহমনতে আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জনের সুযোগ পায়। তিনি লায়লাতুল কদরকে বান্দাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও গোপন করেছেন যাতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধানে কে অধিক নিবেদিত ও ঐকান্তিক তা পরিস্কার হয়ে যায়।

wcq gmwj øqvb! লায়লাতুল কদর চেনার কিছু আলামতও রয়েছে। এসব আলামতের মধ্যে বিশুদ্ধ আলামত হলো: কদরের রাতান্তে যখন সকাল হবে, সেদিনকার সূর্যোদয় হবে সাদা হয়ে কিরণহীন অবস্থায়। উবায় ইবনে কাব রাযি. থেকে সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِيْ صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا 'আর তার আলামত হলো সেদিনকার সকালের সূর্যোদয় ঘটবে সাদা আকারে, যার কোনো কিরণ থাকবে না' (মুসলিম)।

অবশ্য এ আলামতটিও কদরের রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর সকাল বেলায় জানা যাবে। এর হেকমতও লায়লাতুল কদর অনুসন্ধানে বান্দাদেরকে অধিক পরিশ্রমী করে তোলা, এবং যারা এ রাতের ফযীলত পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছে তাদেরকে আনন্দিত করা।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যস্বপ্নের মাধ্যমেও লায়লাতুল কদর কবে তার জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। ইবনে উমর রাযি. থেকে বুখারী ও মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন, 'রাসালুলাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী নিদ্রারত অবস্থায় দেখেন যে, লায়লাতুল কদর রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে অবস্থিত। রাসালুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি দেখছি যে তোমাদের স্বপ্ন লায়লাতুল কদর রমজানের শেষ সাত দিনে হওয়ার ব্যাপারে এক হয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর তালাশ করতে চায় সে যেন এই সাত দিনে তালাশ করে' (মুসলিম)।

রাসালুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লায়লাতুল কদর কবে তা দেখানো হয়েছিল। হাদীসে এসেছে, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ 'আমাকে লায়লাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। তাই রমজানের শেষ দশকে বেজোড় (রাতে) তোমরা লায়লাতুল কদর তালাশ করো। আর আমি নিজেকে দেখেছি পানি ও কাদায় সিজদা দিতে'(বুখারী)।

প্রিয় মুসল্লিয়ান! রমজানের শেষ দশকের একটি আমল হলো ইতিকাফ করা। ইতিকাফ হলো এই মুবারক দিনগুলোয় ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান ও রাতযাপন করা। ইতিকাফ শরীয়তসম্মত একটি আমল হওয়ার ব্যাপারে আল কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : **وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ** ÔG Ae¯'vq †h †Zvgiv gmwR‡` BwZKvdiZÕ(miv Avj evKviv:187)।

ইতিকাফ বিষয়ে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসের শেষাংশে রয়েছে : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا 'যে আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায় সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে, কেননা এই রাত আমাকে দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে' (বুখারী)। তাই যার শক্তি সামর্থ্য আছে তার উচিত হবে ইতিকাফে বসে শেষ দশকের রাতগুলো যাপন করা।

ইতিকাফকারী নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য, দু'আ-মুনাজাত, যিকর ইত্যাদির জন্য সে নিজেকে মসজিদে আঁটকে ফেলে। দুনিয়াবী সকল দৌড়ঝাঁপ থেকে মুক্ত হয়ে সে মসজিদের পবিত্র আবহে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। মন ও শরীর উভয়টাকেই সে নিরঙ্কুশভাবে রাব্বুল আলামীনের দরবারে সঁপে দেয়। যা কিছু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে শুধু তাতেই নিজেকে সংশিষ্ট করে নেয়। আর এভাবে সে শুধুই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যা করলে আল্লাহ রাযি হন শুধু তাতেই নিজেকে নিয়োজিত করে।

mwcq gmwjøqvb! ইতিকাফের তাৎপর্য হলো, সৃষ্টজীব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়া। আর আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান যত বাড়বে, আল্লাহর মহব্বত হৃদয়ে যত পোক্ত হবে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে যতটুকু অগ্রসর হবে, দুনিয়ার প্রতি প্রেম ভালোবাসা ততই অর্ন্তহিত হবে।

ইতিকাফ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে পালিত জিবরীল আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। জিবরীল আ. প্রতি রমজানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শুনাতেন এবং নিজেও তাঁর থেকে শুনতেন। আর যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাত হয় সে বছর তিনি দু'বার কুরআন শুনান এবং শোনেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আব্বাস রাযি.এর বর্ণনায় বুখারীতে আরো এসেছে : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ 'রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক দানকারী ছিলেন, তবে তিনি সবচে' বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ. তাঁকে কুরআন শুনাতেন। আর জিবরীল আ. রমজানের প্রতি রাতেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন শেখাতেন। যখন জিব্রিল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি বেগবান বাতাস থেকেও অর্থকড়ি ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিক দানশীল হতেন' (বুখারী ও মুসলিম)।

ইতিকাফের ফযীলত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! রমজানের শেষ দশকের রাতগুলোর যেকোনো একটিতে শবে কদর রয়েছে। আর শবে কদরের ইবাদত তিরাশি বছর চার মাস ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-াম শবে কদর প্রাপ্তির আশা নিয়েই ইতিকাফ করতেন। তিনি প্রথম দশকেও ইতিকাফ করেছেন, মধ্য দশকেও করেছেন, এরপর শেষ দশকে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন: ‘আমি প্রথম দশকে ইতিকাফ করেছি, এরপর মধ্য দশকে, এরপর আমাকে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তা শেষ দশকে। অতএব তোমাদের মধ্যে যার ইতিকাফ করা পছন্দ হয় সে যেন ইতিকাফ করে (মুসলিম)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

মাহে রমজানের শেষ দশক

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq gmwjøqvb! রাসূলুলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফ করা কখনো বাদ দেননি। তিনি প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। আর যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াফাত ফরমান, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন। ওপরন্তু যখন তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতে প্রতিযোগিতা শুরু করলেন, তিনি ইতিকাফ করা ছেড়ে দিলেন এবং তা শাওয়ালের প্রথম দশকে কাজা করে নিলেন (বুখারী)।

ইতিকাফ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন, যা তার জন্য বৈধ ছিল। যেমন স্ত্রীসঙ্গ ও নিদ্রাগমন। রমজানের শেষ দশকে কঠোর মেহনতি হওয়া এবং লুঙ্গি বেঁধে নেয়ার ব্যাপারে আয়েশা রাযি. থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অর্থ এটাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাতের পরও তাঁরা ইতিকাফ করেছেন। এমনকি আয়েশা রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈকা ইস্তেহাযাগ্রস্তা স্ত্রী একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ অবস্থায় ইতিকাফ করলেন যে, তিনি রক্তিম ও হরিদ্রা বর্ণের রক্ত দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন আমরা তখন হয়তো তাঁর নিচে প্লেট রেখে দিতাম।

প্রিয় মুসল্লিয়ান! আসুন এবার আমরা ইতিকাফের কিছু আহকাম ও মাসাইল নিয়ে আলোচনা করি।

১. রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করে ইতিকাফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।

২. নিয়ত করে ইতিকাফ শুরু করে দেয়ার পর ইতিকাফ পূর্ণ করা জরুরী নয়।

৩. কমপক্ষে কত দিন ইতিকাফ করলে ইতিকাফ হিসেবে ধরা হবে, বিষয়টি অনির্দিষ্ট। তবে ইতিকাফকারী যেদিন থেকে ইতিকাফ শুরু করতে ইচ্ছুক, সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে নিজ ইতিকাফের জায়গায় পৌঁছে যেতে হবে।

৪. নিজের জন্য একটা জায়গা বেছে নেয়া জরুরী, যেখানে নীরবে আল্লাহর যিকর-আযকার করতে পারবে। প্রয়োজনের সময় আরাম করতে পরবে। কাপড় পরিবর্তন করতে পারবে। পরিবারের কেউ এলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে।

৫. ইতিকাফকারী মসজিদের বিভিন্ন প্রান্তে নফল নামায আদায় করতে পারবে। তবে ইতিকাফকারীর জন্য উত্তম হলো অধিক নড়াচড়া ও নফল নামায   না পড়া। এর প্রথম কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম, নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়, মসজিদের অভ্যন্তরে এমন একটি জায়গা তৈরি করে নিতেন। আর দ্বিতীয় কারণ যখন কেউ নামায পড়ার জায়গায় বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত বর্ষণের দু'আ করতে থাকে (বুখারী)।

৬. ইতিকাফ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়া, চুম্বন,স্পর্শ নিষেধ। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Ô†Zvgiv gmwR‡` BwZKvdiZ Ae¯'vq ¯¿x‡`i mv‡_ wgwjZ n‡e bvÕ (miv Avj-evKviv : 187)।

ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।

এক. মানবীয় প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি আছে। যেমন পায়খানা, প্রস্রাব, পানাহার - যদি তা মসজিদে পৌঁছে দেওয়ার মত কেউ না থাকে। অনুরূপভাবে যে মসজিদে ইতিকাফ করা হচ্ছে তাতে যদি জুমআর নামায না হয়, তাহলে জুমআ আদায়ের জন্য অন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে।

দুই. এমন সব নেক-আমল বা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য বের হওয়া যাবে না, যা ইতিকাফকারীর জন্য অপরিহার্য নয়। যেমন রোগীর সেবা করা, জানাজায় অংশ নেয়া ইত্যাদি। তবে যদি ইতকিাফের শুরুতে এ জাতীয় কোনো শর্ত করে নেয়া হয়, তবে তার কথা ভিন্ন।

তিন. এমন সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না যা ইতিকাফ বিরোধী। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, চাষাবাদ ইত্যাদি। ইতিকাফ অবস্থায় এ সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

wcq fvB I eÜMY! আমাদের সমাজে একটা অশুভ চিত্র দেখা যায়, আর তা হলো, রমজানের শুরুতে তারাবীহ নামাজের সময় মসজিদ পূর্ণ থাকে। তবে যতই দিন যেতে থাকে ততই মুসল্লীদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। একজন মুমিনের জন্য এভাবে হিম্মত হারা হয়ে যাওয়া আদৌ উচিত নয়। রমজানের সওগাত কুড়াতে গিয়ে অলসতা একজন খাঁটি মুমিনের আচরণ হতে পারে না। তারাবীহ নামাজে অংশ না নিয়ে অনেকেই আবার খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে পড়ে। এটা মাহে রমাজানের পবিত্রতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন বই অন্য কিছু নয়। যারা গাফেল তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরসরণের দাবি করে তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। শবেকদর পাওয়ার জন্য রাত জেগে মেহনত করতে হবে। নামাজে মাশগুল হতে হবে। এটা সত্যিই অবর্ণনীয় ক্রটি ও দুর্ভাগ্য যে এমন একটি রজনীর খবর দেয়া হল যার ইবাদত তিরাশি বছর ইবাদাতের সমান। অথচ এ রজনীকে পাওয়ার জন্য ইবাদত না করে হেলাফেলায় সময় কাটিয়ে দেওয়া হল।

যে ব্যক্তি মাহে রমজানকে উদ্যম-উৎসাহে শুরু করল, পুরো রমজান কাঙ্খিত সিয়াম সাধনায় কাটানোর প্রেরণা নিয়ে শুরু করল, অথচ কিছুদূর না এগোতেই হিম্মত হারিয়ে ফেলল, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিবেদিত মুমিন হতে পারে না। আমাদের পূর্বসুরীদের ব্যাপারে তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ôiv‡Zi mvgvb¨ AskB Giv Nwg‡q KvUv‡Zv| Avi iv‡Zi †kl cn‡i Giv ¶gv PvIqvq iZ _vKZÕ (miv AvhÑhwiqvZ:17-18)।

তাঁরা রাতের অধিকাংশ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কাটানোর পরও কেন ইসতেগফার করতেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন? আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি হয়ে গেল কি না এই অনুভূতি থেকেই তাঁরা এরূপ করতেন।

মুহতারাম হাযেরীন! আসুন আমরা সেই ব্যক্তিদের মতো হই যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. ÔAvi hviv hv `vb K‡i Zv fxZ-Kw¤úZ ü`‡q K‡i _v‡K GRb¨ †h, Zviv Zv‡`i i‡ei w`‡K cZ¨veZbkxjÕ (miv Avj gwgbb:60)।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আপনি আমি ঈমানের যে নিয়ামত পেয়েছি, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই। তাই আমাদের বলা উচিত : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله Ômg¯cksmv Avjøvni, whwb Gi Rb¨ Avgv‡`i‡K wn`v‡qZ w`‡q‡Qb| Avi Avgiv wn`v‡qZ cvIqvi wQjvg bv, hw` bv Avjøvn Avgv‡`i‡K wn`v‡qZ w`‡ZbÕ(miv Avj-Avivd:43)।

সকল নিয়ামত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তিনি ইচ্ছে করলে যেকোনো নিয়ামত মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিতে পারেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর যে নিয়ামত দিয়েছেন তাও তিনি নির্দ্বিধায় ছিনিয়ে নিতে পারেন। ইরশাদ হয়েছে : وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلا ÔAvi Awg B"Qv Ki‡j †Zvgvi Kv‡Q Inxi gva¨‡g hv cwV‡qwQ Zv Aek¨B wb‡q wb‡Z cviZvg; AZtci G wel‡q Avgvi weiæ‡× †Zvgvi Rb¨ †Kv‡bv Kgweavqk †c‡Z bv| (miv Avj Bmiv:86)।

তাই ইবাদত-বন্দেগী করে দম্ভ ও গর্ব করার আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কা রাখতে হবে। কেননা আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ নিরাপত্তাবোধ করে না। আর আল্লাহ তা'আলা তো কেবল মুত্তাকী ব্যক্তিদের নেক-আমলই কবুল করেন।

তাই আমাদের উচিত, মাহে রমজানের বাকি দিনগুলোতে প্রচুর মেহনত করা। আমাদের আমল কবুল হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে হৃদয়ে শঙ্কা ও ভয় রাখা। আল্লাহ যাদের আমল কবুল করেন তাদের পর্যায়ে নিজেদেরকে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করে যাওয়া।

প্রিয় মুসল্লিয়ান! শবেকদরের সাক্ষাৎ পেলে আমাদের উচিত হবে, আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে ক্ষমা চাওয়া। আয়েশা রাযি. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু'আ শিখেয়েছেন তা পড়া। অর্থাৎ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ 'হে আল্লাহ! আপনি অতি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন' (তিরমিযী, সহীহ)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মাহে রমজানের হক পুরোপুরি আদায় করার তাওফীক দান করুন। রমজানের বাকি দিনগুলো যেন উত্তমভাবে কাটাতে পারি সে তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। শেষ দশকে যেন আমাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত মেহনত ও পরিশ্রম করতে পারি সে তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। ইয়া রাব্বাল আলামীন! আপনার রাসূল যেভাবে রমজান যাপন করেছেন আমাদেরকে সেভাবে রমজান যাপনের তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে ইতিকাফ করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে লায়লাতুল কদর পাওয়ার জন্য শেষ দশকে মেহনত করার তাওফীক দান করুন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

সাদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামায

LZevq hv _vK‡e

১. রমজান শেষে একজন মুসলমানের করণীয়
২. সামাজিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধের আলোচনা
৩. ঈদের নামাজের তাৎপর্য ও আহকাম

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْبَرِّ الْجَوَادِ الْكَرِيْمِ، الْقَابِضِ الْبَاسِطِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَى عَلَى فَضْلِهِ الْعَظِيْمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَمَرَنَا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْأَيْتَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ :

hv iwL mevi Z‡i †mB ïa i‡e,
†gvi mv‡_ †Wv‡e bv †m, iv‡L Zv‡i m‡e|

wcq Dcw¯wZ! মাহে রমজান এসেছিল মেহমান হয়ে, অনেক সওগাত নিয়ে। এখন সে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করেছে দীর্ঘ এগার মাসের জন্য। আমরা এ মেহমানের আতিথিয়েতায় কতটুকু সফল হলাম তা ভেবে দেখা উচিত।

অতএব, আসুন আমরা রমজানের বাকী দিনগুলোতে তাওবা, ইস্তেগফার করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। বেশি বেশি সৎকর্ম ও নেক-আমল করি। মহান আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি ও অনুনয় বিনয় করি। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা আপনার আমার যাবতীয় সীমালংঘন ও ত্রুটি বিচ্যুতি মোচন করে দিবেন। অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

wcq †kvZvgÐjx! আল্লাহ তা'আলা এ মাসের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, যা বাস্তবায়নে ঈমান বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগী পূর্ণতা পায় এবং নেয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ তা'আলা এ মাসে আমাদের জন্য সাদকায়ে ফিতর, তাকবীর এবং ঈদের নামায শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা এবং শুকরিয়া আদায় করি।

এসব কাজের মধ্যে একটি হল সাদকায়ে ফিতর। সাদকায়ে ফিতর রোযাদারের অনর্থক, অশ্লীল কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী এবং এতে রয়েছে অভাবী মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা।

রমজানের রোযা শেষ করার ফলে যে সাদকা ওয়াজিব হয়, তাকেই সাদকায়ে ফিতর বলে। সাদকায়ে ফিতর মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা। রোযা পালনের সময় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয় তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য সাদকায়ে ফিতরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঈদের দিন সকালে সুবহে সাদিকের সময় যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যথা পরিধেয় বস্ত্র, থাকার ঘর এবং আহার্য দ্রব্যাদি ছাড়া নেসাব পরিমাণ যেকোনো সম্পদের মালিক থাকবে, সাদকায়ে ফিতর তার ওপরই ওয়াজিব। জামহূর ফুকাহার মতানুযায়ী যে ব্যক্তি ঈদের দিন পরিবারের এক দিন এক রাতের খাবারের অতিরিক্ত এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মালিক থাকবে তার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

সাদকায়ে ফিতর শরীয়তের বিধানভুক্ত হওয়ার বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ ôivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg igRvb †k‡l mv`Kv‡q wdZi GK mvô †LRi A_ev GK mvô he wbaviY K‡i‡Qbô (মুসলিম)।

শরীয়তে সাদকায়ে ফিতর বিধিবদ্ধ হওয়ার দু'টি হেকমত রয়েছে। প্রথম হেকমতটি হল, রোযাদারের রোযাকে

পবিত্র বা কলুষমুক্ত করা। কোনো রোযাদার যখন রোযা রাখা অবস্থায় বেহুদা কোনো কাজকর্ম করে কিংবা কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তখন তার জন্য এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, সে তার ঐ রোযাকে এসব কদর্যতা থেকে পবিত্র করবে। সাদকায়ে ফিতর দ্বারা প্রথমত গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এদিকে ইশারা করেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাদারের জন্য সাদকায়ে ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন, যা সিয়াম পালনকারীর অনর্থক ও অশ্লীল কথা-কাজ পরিশুদ্ধকারী এবং অভাবী মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থাকারী। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে তা আদায় করবে তা সাদকায়ে ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈদের নামাজের পর আদায় করবে তা অপরাপর (নফল) সাদকা হিসেবে গণ্য হবে (আবু দাউদ)।

সাদকায়ে ফিতরের দ্বিতীয় হেকমত হলো, এতীম-অসহায়, অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। ঈদের দিন গরীব-মিসকীনদের যেন ধনীদের কাছে হাত পাততে না হয় এবং তারাও যেন ধনীদের আনন্দের সাথে আনন্দে মেতে উঠতে পারে, সেজন্যই শরীয়তে সাদকায়ে ফিতরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ সাদকায়ে ফিতর দ্বারা অভাবী মানুষের অভাবের যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়।

mv`Kv‡q wdZi IqvwRe nIqvi kZ©vejx: সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। কোনো অমুসলিমের ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়। যদি কোনো কাফিরের এমন কিছু মুসলমান আত্মীয়-স্বজন থাকে যাদের ভরণ-পোষণ সে করে থাকে তথাপি তার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। কেননা সাদকা একটি ইবাদত। যা কোনো অমুসলমানের ওপর ওয়াজিব হয় না।

সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো, নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য কিংবা এই দু'টির কোনো একটির মূল্যের সমপরিমাণ অন্যকোনো সম্পদের মালিক হওয়া। আর জামহূর ফুকাহার মতানুযায়ী, ঈদের দিন নিজের ও পরিবারের এক দিন এক রাতের খরচ বাদে অতিরিক্ত এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মালিক হওয়া। যার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব সে নিজের পক্ষ থেকে এবং পোষ্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় করবে।

সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় শর্ত হলো, ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। আর তা হলো, ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর। অবশ্য জামহূর উলামায়ে কিরাম বলেন, সাদকায়ে ফিতর আদায় করার সময়টি রমজান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ রমজানের শেষ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে।

সাদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজের পূর্বেই আদায় করে শেষ করতে হবে। নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। সাদকায়ে ফিতর হিসেবে নয়।

কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ভরণ-পোষণ নিজেই করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে নিজের সাদকায়ে ফিতর নিজেই আদায় করবে। অনুরূপভাবে তাদেরও সাদকায়ে ফিতর সে আদায় করবে যাদের ভরণ-পোষণ করা তার ওপর ওয়াজিব। যেমন, স্ত্রী, মাতা, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর প্রভৃতি; যদিও ছেলে-মেয়েরা ছোট হওয়ার কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হয়।

হাদীস শরীফে এ কথার সমর্থন রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ ÔZwg wb‡RiUv w`‡q ïiæ Ki‡e| Zvici hv‡`i fiY-†cvlY K‡iv Zv‡`iUv w`‡qÕ|

যার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে এমন ব্যক্তির যে সন্তান ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তার পক্ষ থেকেও পিতাকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। আর যে সন্তান সুবহে সাদিকের পরে জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে পিতাকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে না। তবে যদি আদায় করে দেয় তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় সে নফল সাদকার ছাওয়াব পাবে।

যে ব্যক্তি কোনো কারণে রোযা রাখতে পারে না তার ওপরও সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আর যারা রাখে তাদের ওপরও ওয়াজিব। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সাদকায়ে ফিতর গম, গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করলে অর্ধ সা' এবং যব, খেজুর ও কিশমিশ দ্বারা আদায় করলে এক সা করে করতে হবে। এক সা'তে ৩.৭৫ কেজি হয়ে থাকে।

প্রিয় ভাইয়েরা! সাদকায়ে ফিতর আদায় করুন। সাদকায়ে ফিতরের সামান্য জিনিস আপনার কাছে থেকে গেলে তা আপনার ধন-সম্পদকে বাড়াবে না। আপনার বিলাসিতায়ও নতুন মাত্রা যোগ করবে না। মনে রাখবেন-

g½j Kievi kw³B ab

wejvm ab bq

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের রোযা কবুল ও মনযুর করুন। আমাদের সাদকায়ে ফিতর কবুল করুন।

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

সাদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামায

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

gnZvivg nv‡hixb! মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দু'টি বরকতময় ঈদ দান করেছেন, যার প্রত্যেকটি আগমন করে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও ইসলামের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন আদায় করার পর। কল্যাণময় এই দুই ঈদে একদিকে যেমন নানাবিধ উপকারিতা ও ভালাই রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে জাহেলী যুগের আনন্দ উৎসবের পরিবর্তে উত্তম বদলা।

আনাস রাযি.বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মুশরিকদের জন্য বছরের দু'টি দিন নির্ধারিত ছিল। তারা এ দিন দু'টোতে খেলাধূলা করত। আনন্দ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টো দিন কী? সাহাবীগণ জবাবে বললেন, আমরা জাহেলী যুগে এসব দিনে খেলাধূলা ও আনন্দফূর্তি করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: إِنَّ اللهَ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَىْ 'আল্লাহ তা'আলা এ দিন দু'টোকে উত্তম দু'টি দিন দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো ঈদুল ফিতর, অন্যটি হলো, ঈদুল আযহা' (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

mwcq gmjgxe›`! ঈদ বা আনন্দ-উৎসবের দিন আগেও ছিল এখনও আছে। তবে শরীয়ত সমর্থিত ঈদ বা উৎসব দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও ছাওয়াব অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ কর্তৃক প্রবর্তিত উৎসবসমূহ দ্বারা কেবল ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীই বেড়ে চলে।

শরীয়ত সমর্থিত ঈদগুলো হলো, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, জুমআ। এগুলো ছাড়া যত ঈদ আছে সবই জাহেলী ঈদ, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে। যেমন- ঈদে মিলাদুন্নবী।

শরীয়ত প্রবর্তিত ঈদ তৎপর্যে ঘেরা। এতে অসংখ্য উপকারিতা ও হেকমত নিহিত আছে। ঈদ ইসলামের স্বচ্ছ ও নির্মল আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক, যা যে কোনো মানুষের জন্য অনেক বড় নেয়ামত।

ঈদ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয় এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়। সেই সাথে এ সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, তিনিই প্রকৃত মাবুদ- সমস্ত মুসলমান দু'আ, আশা এবং সাহায্য প্রার্থনাসহ সকল ইবাদতের মাধ্যমে যার নৈকট্য লাভ করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে কেউ তার সাথে কাউকে শরীক সাবস্ত করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ÔAvi wbðq gmwR`¸‡jv Avjøvni B Rb¨| Kv‡RB †Zvgiv Avjøvni mv‡_ Ab¨ KvD‡K †W‡Kv bvÕ (miv Avj wRbb: 18)।

ঈদ উদযাপনের দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে বলেছেন তা পালন করা; যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা; তাঁর খবরসমূহের সত্যায়ন করা এবং তার আনীত শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করাসহ একথার সাক্ষ্যও দেওয়া হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

ঈদ ইসলামী বিধি-বিধান বর্ণনারও একটি বড় মাধ্যম। কেননা সেদিন ইমাম সাহেব ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে থাকেন।

ঈদ মানুষের চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কেননা ঈদ মানুষকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রতি উৎসাহ দেয়। সেই সাথে তা মানুষের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে। কারণ ঈদের দিন মানেই হলো– আনন্দ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রক্ষার দিন।

ঈদের নামাজের পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের পরস্পরের মাধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক উজ্জীবিত হয় এবং এর ফলে তাদের সামাজিক বন্ধনও সুদৃঢ় হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-াম বলেন: أَغْنُوْهُمْ فِيْ هَذَا الْيَوْم 'তোমরা ঈদের দিনে গরীবদেরকে ধনী বানাও' (দারু কুতনী, সহীহ)।

ঈদ ইসলামী বিধি-বিধানকে সহজ করে এবং তার মর্যাদাকে উন্নীত করে। কেননা সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব করেছেন এবং সমস্ত হালাল খাবারকে বৈধ করেছেন যেমনটি রমজানের রোযার পূর্বে বৈধ ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ Ô†n gwgbMY! Avjøvn hv nvjvj K‡i‡Qb †m¸‡jv‡K †Zvgiv nvivg K‡iv bv Ges mxgvj•Nb K‡iv bv| wbðq Avjøvn mxgvj•NbKvix‡`i cQ›` K‡ib bv| Avjøvn ZvÔAvjv †Zvgv‡`i‡K †hme nvjvj I cweÎ wihK w`‡q‡Qb Zv †_‡K †Zvgiv LvI Ges Avjøvn‡K fq K‡iv, hvi cwZ †Zvgiv gwgbÕ (miv Avj gwq`v:87)।

রমজান মাস সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাকবীর পাঠ করার বিধান দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন: وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون Ôhv‡Z †Zvgiv MYbv cY K‡iv Ges †Zvgv‡`i †n`v‡qZ `vb Kivi `iæY Avjøvn ZvÔAvjvi gnZ eYbv K‡iv hv‡Z †Zvgiv KZÁZv ¯xKvi K‡ivÕ (miv evKviv: 185)।

ঈদের দিন পুরুষগণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধী মেখে উত্তম পোশাক পরিধান করে বের হবে। নতুন কাপড় অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে তাদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা এবং স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা তা পুরুষদের জন্য হারাম।

ঈদুল ফিতরের দিনে করণীয়-

১. ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সুন্নত। কেননা এ দিন সকল মানুষ সালাত আদয়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমআর দিনে গোসল করা সুন্নত সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল করাও সুন্নত। ইবনে উমর রাযি. সম্পর্কে এক বর্ণনায় এসেছে: صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى 'ইবনে উমর রাযি. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদগাহে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে নিতেন' (বর্ণনায় ঈমাম মালেক)।

২. ঈদের নামাজের জন্য বের হওয়ার আগে কিছু খাওয়া। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সালাম ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে বের হতেন না, আর তিনি খেজুর খেতেন বে-জোড় সংখ্যক' (বুখারী)।

৩. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন : سُنَّةَ الْفِطْرِ ثَلاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوْجِ وَالاغْتِسَالُ 'ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি: ১. ঈদগাহে পায়ে হঁটে যাওয়া; ২. বের হওয়ার পূর্বে খাওয়া; ৩. গোসল করা।

৪. এক পথে ঈদগাহে গমন ও অন্যপথে ফিরে আসা। হাদীসে এসেছে : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ 'নবী করীম সা. ঈদের দিনে আসা ও যাওয়ার পথ পরিবর্তন করতেন'(বুখারী)।

৫. ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে পড়া। অর্থাৎ বিনা ওজরে শহরের কোনো মসজিদে ঈদের নামায না পড়া। হাদীসে এসেছে : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন' (বুখারী)।

৬. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। হাদীসে এসেছে : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى

الْعِيْدِ مَاشِياً 'আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,' সুন্নত হলো ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে তুমি পায়ে হেঁটে যাবে'(তিরমিযী, হাসান)

৭. ঈদগাহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে নামায পর্যন্ত তাকবীর দেয়া। তাকবীরের শব্দমালা হলো: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

৮. ঈদের দিন সাধ্যমতো উত্তম কাপড় পরিধান করাও সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিশেষ জুব্বা ছিল, যা তিনি দুই ঈদে পরতেন (ইবনে খুযাইমা)।

৯. ঈদের দিন পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করাও মুস্তাহাব। তবে তা যেন বৈধ পন্থায় এবং শরীয়তসিদ্ধভাবে হয়।

১০. ঈদের দিন সাদকায়ে ফিতর দান করা। ঈদের দু'একদিন পূর্বেও সাদকায়ে ফিতর দিয়ে দেয়া বৈধ।

মুহতারাম মুসল্লীবৃন্দ! ঈদ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। দুঃখের বিষয় আমরা এই ঈদকে অবৈধ বিনোদনে ভরিয়ে তুলি, যা কখনো মুসলমানের জন্য উচিত নয়। ঈদের দিনে যুবতী মেয়েদের দামী দামী কাপড় পরিধান করে খোলা মাথায় বেপর্দা অবস্থায় মহল্লায় মহল্লায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো যেন আজ রেওয়াজ হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা অভিভাবকহীন অবস্থায় চলাফেরা করে, যা একজন মুসলিম মহিলার জন্য কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। এভাবে ঈদ উদযাপনে ঈদের মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্টরা কঠিন গোনাহের ভাগী হচ্ছে, যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

পরিশেষে বলতে চাই, ইসলাম একটি সুন্দর ও কুসংস্কার বর্জিত ধর্ম। এর প্রতিটি রীতিনীতি পালনের মধ্যে রয়েছে জীবনের সার্থকতা। তাই আমাদের উচিত, ঈদের মর্যাদা রক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং ঈদ উদযাপনের নামে যেসব শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম প্রচলিত আছে সেগুলো প্রতিরোধ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাহে রমজানের সকল রোযা কবুল করুন। আমাদের সবাইকে যথাযথভাবে সাদকায়ে ফিতর আদায় করার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঈদের পবিত্রতা রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। ঈদের দিন যেন বিনোদনের নামে অবৈধ কাজে জড়িয়ে না পড়ি সে তাওফীক আমাদের সবাইকে দান করুন। হে আল্লাহ ভিনদেশী সংস্কৃতির সয়লাব থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমাদের পরিবার পরিজনকে হিফাযত করুন। হে আল্লাহ আমাদের মা- বোনদেরকে পর্দা-পুশীদা বজায় রাখার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আমাদের দেশে যারা অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে তাদেরকে আপনি হিদায়েত নসীব করুন। আমাদেরকে আপনি আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন। আপনি আমাদের প্রত্যেককে দীনের আহবানকারী বানান।

হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহ্কে আপনি হিফাযত করুন। মুসলিমদেশসমূহকে আপনি শত্রুমুক্ত করুন। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদেরকে আপনি দীনদার পরহেজগার বানিয়ে দিন। মুসলমানদেরকে আপনি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দেশের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আপনি যে পথে চললে রাযি-খুশি থাকেন আমাদের কর্ণধারদেরকে সে পথে পরিচালিত করুন। তাদের হৃদয়ে দীনের মহব্বত সৃষ্টি করে দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ*وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ*وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

যিকরল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ

LZevq hv _vK‡e

১. মুসলমানের জীবনে যিকরের গুরুত্ব তুলে ধরা
২. সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহ দান
৩. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ
৪. যারা উদাসীন ও গাফেল তাদের থেকে হুঁশিয়ার করা

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ الذَّاكِرِيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদের সবাইকে তাকওয়া তথা আল্লাহ-ভীতি অর্জনের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। অতএব আপনারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে– সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর ইবাদত করুন, তাঁর তরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন এবং সকল প্রকার ভালো কাজে নিমগ্ন থাকুন। এতে আপন-ারা উভয় জাহানে সফল হবেন। কৃতকার্য হবেন। কামিয়াবী আপনাদের পদচুম্বন করবে।

mwcq †kvZvgÐjx! নিশ্চয় মানুষের অন্তরসমূহ অন্যসব প্রাণীর অন্তরসমূহের মতোই। জীবন রক্ষা ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য মানুষের যেমনি বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন অন্যান্য প্রাণীদেরও।

এ ব্যাপারে সকল বুদ্ধিমান লোকেরা একমত যে, লোহায় যেমন মরিচা ধরে তেমনি অন্তরেও মরিচা ধরে। গাছপালা ও ফসলাদি যেমন তৃষিত হয় তেমনি অন্তরও তৃষিত হয়। পশুর স্তন যেমন দুধশূন্য হয়ে শুকিয়ে যায় তেমনি অন্তরও শুকিয়ে যায়। তাই স্বচ্ছকরণ ও সিঞ্চিতকরণ– দুটোই অন্তরের জন্য অতীব প্রয়োজন। কেননা এগুলো অন্তরকে মরিচামুক্ত করে ও তার পিপাসা নিবারণ করে।

প্রতিটি মানুষ তার জীবদ্দশায় শত্রুবেষ্টিত। চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য দুশমন। এসব দুশনের মধ্য থেকে একটি বড় দুশমন হলো–নফসে আম্মারা। তা মানুষকে ধ্বংসের ঘাটিতে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান হলো মানুষের আরো দু'টি শত্রু। কেননা এরাও মানব জীবনকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়।

সুতরাং এসব শত্রুর হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য মানুষের প্রয়োজন এমন কিছু হাতিয়ারের, যা তাকে নিরাপত্তা দিবে, তার ভয় দূর করবে এবং তার অন্তরকে প্রশান্ত রাখবে।

মানুষের এসব শত্রুকে পরাভূতকরণ এবং মানবাত্মার যাবতীয় রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচে' বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে যে জিনিস– তাহলো আল্লাহর যিকর। যিকর মানুষের অন্তরকে স্বচ্ছ ও আলোকিত করে। রুগ্ন ও অসুস্থ অন্তরকে সুস্থ করে তুলে।

Avjøvgv Bebj Kwq¨g in. e‡jbÑ Awg Be‡b ZvBwgqv in.†K ej‡Z k‡bwQÑ ÔgvQi Rb¨ †hgb cwbi c‡qvRb †Zgwb Aš‡ii Rb¨ whK‡ii c‡qvRb| A_vr gvQ †hgb cwb Qvov evP‡Z cv‡i bv †Zgwb Aši I wh Ki Qvov RxweZ _v‡K bvÕ|

†n Avjøvni ev›`vMY! আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে যে সম্পর্ক তা শুধু ভোর বেলার দুআর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ নয় বিকেল বেলার দুআর সাথেও। আমাদের অনেকের বেলায় দেখা যায়, আমরা গোটা দিবসের মধ্যে একটু আধটু সময় আল্লাহকে স্মরণ করি, মশগুল হই তার যিকরে। এরপর আর কোনো খবর থাকে না। সারাদিন কেটে যায় গাফেল অবস্থায়। একটি বারের জন্যও স্মরণ করা হয় না পরমপ্রিয় মাওলা আল্লাহ তা'আলাকে। কোনো বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে যেভাবে মনে চায় সেভাবেই করতে থাকি দুনিয়ার কাজ। মনে রাখবেন, এ হলো ধোঁকা ও প্রতারণামূলক দীনদারী। এরূপ দীনদারী আল্লাহর কাম্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে যে দীনদারী চান তাহলো, মানুষ দিনে রাতে, সকালে সন্ধ্যায়– এক

কথায় ২৪টি ঘণ্টাই সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাকে স্মরণ করবে। যেখানে, যেভাবেই থাকুক না কেন এক মুহূর্তের জন্যও সে তাকে ভুলে যাবে না। তাকে বিস্মৃত হবে না। মোটকথা তার জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হবে আল্লাহর মর্জি মুতাবিক এবং তার দেওয়া বিধি-বিধানের সীমানায় আবদ্ধ থেকে। এতে তার জীবন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে এবং রক্ষা পাবে সে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে।

প্রতিটি মুসলমানকে ইসলাম এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে যে, সে যেন তার প্রতিপালকের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখে। যদ্বারা তার অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয় পবিত্র হয় এবং সে তার প্রতিপালকের কাছেই সাহায্য ও মদদ কামনা করে। অন্যের কাছে নয়।

এ জন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বদা অধিক পরিমাণে যিকর করার কথা খুব গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا Ô†n Cgvb`viMY! †Zvgiv Avjøvn ZvÔAvjv‡K AwaK cwigv‡Y ¯§iY K‡iv Ges mKvj I mÜ¨vq Zvi cweÎZv eYbv K‡iv‡Õ (miv Avj Avnhve: 41-42)।

মুমিনদের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটি যে তারা বেশি বেশি আল্লাহর তা'আলার যিকর করে। ইরশাদ হয়েছে : وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ÔAvjøvn‡K AwaK ¯§iYKvix ciæl I bvix, Zv‡`i Rb¨ Avjøvn gvMwdivZ I gnvb cwZ`vb c¯Z †i‡L‡QbÕ (miv Avj Avnhve: 35)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ÔAvi †Zvgiv Avjøvn ZvÔAvjv‡K AwaK cwigv‡Y ¯§iY K‡iv| hv‡Z †Zvgiv mdj n‡Z cv‡ivÕ (miv Avj RgAv: 10)।

আরো ইরশাদ হয়েছে : فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ Ô†Zvgiv Avgv‡K ¯§iY K‡iv| Awg †Zvgv‡`i‡K ¯§iY KieÕ (miv Avj evKviv: 152)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে : وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ÔAvjøvni ¯§iYB me‡P‡q eoÕ (miv Avj AvbKveZ: 45)।

সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'দু'টি কালেমা এমন আছে যা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব প্রিয়, পড়তেও খুব সহজ এবং মীযানের পালায় খুব ভারী। কালেমা দু'টি হলো, সুবহানালাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানালাহিল আযীম' (বুখারী)।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন : أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ذِكْرُ اللهِ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলব না যা যাবতীয় আমল হতে উত্তম, তোমাদেরকে সর্বাধিক মর্যাদা দানকারী, আর আল্লাহর রাস্তায় স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচ করার চেয়েও অনেক উত্তম, আর এর থেকেও উত্তম যে তোমরা তোমাদের শত্রুর মুখোমুখী হবে, অতঃপর তারা তোমাদের ঘারে আঘাত করবে এবং তোমরাও তাদের ঘারে আঘাত করবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সেটা কী, ইয়া রাসূলালাহ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তা হলো আল্লাহর যিকর' (তাবারানী: আদদুয়া, সহীহ)।

অন্য এক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি সুবহানালাহি ওয়াবি হামদিহী পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরবৃক্ষ রোপন করা হবে' (তিরমিযী, হাসান)।

আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তা'আলার যিকর এমনই এক আমল যার উসীলায় তিনি বিপদাপদ, বালা-মুসীবত ও জীবনের নানাবিধ সংকট দূর করেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলা যিকরকারীদের জিহ্বাকে ঐরকম সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন যেমন তিনি আলো দ্বারা দর্শকের দৃষ্টিকে আলোকময় করেন।

গাফেল অন্তঃকরণ হলো– অন্ধ চোখ, বধির কান এবং অকেজো হাতের ন্যায়।

nvmvb emix in. e‡jb, †Zvgiv wZb wRwb‡mi g‡a¨ ¯v` Zvjvk K‡iv| bvgv‡R, whK‡i Ges KiAvb wZjvIqv‡Z| hw` †Zvgiv Gm‡ei g‡a¨ ¯v` cvI Z‡e †Zv fv‡jv| Ab¨_vq SS‡e †h, Avjøvn ZvÔAvjv I †Zvgv‡`i g‡a¨ m¤ú‡Ki `iRv eÜ Av‡Q|

আদম সন্তান যখন অচেতন হয় কিংবা আল্লাহর কথা বেমালুম ভুলে যায়, তখনই সে ছোট-বড় বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হয়। কেননা আল্লাহর স্মরণ মানুষকে এমনই এক পূর্ণ জীবনীশক্তি দান করে যার বর্তমানে সে নিজেকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে কিংবা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ফেলতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যিকর করে না কিংবা তার কথা ভুলে যায় সে মৃত সমতুল্য। শয়তান তাকে যে কোনো অপকর্মে লিপ্ত করাতে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ÔAvi †h cig KiæYvg‡qi whKi †_‡K wegL _v‡K Awg Zvi Rb¨ GK kqZvb‡K wb‡qwRZ Kwi| d‡j †m n‡q hvq Zvi m½xÕ (miv hLiæd: 36)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ÔAvi †h Avgvi ¯§iY †_‡K gL wdwi‡q wb‡e, Zvi RxweKv msKxY n‡e Ges Awg Zv‡K wKqvgZ w`e‡m AÜ Ae¯vqÕ (miv Zvnv: 124)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Ôhviv Cgvb G‡b‡Q Zv‡`i ü`q wK Avjøvni ¯§i‡Y Ges †h mZ¨ bwhj n‡q‡Q Zvi Kvi‡Y weMwjZ nIqvi mgq nqwb? Avi Zviv †hb Zv‡`i gZ bv nq, hv‡`i‡K BZtc‡e wKZve †`qv n‡qwQj, Zvici Zv‡`i Ici w`‡q `xNKvj AwZµvš nj, AZtci Zv‡`i Ašimgn KwVb n‡q †Mj| Avi Zv‡`i AwaKvskB dvwmKÕ (miv nv`x`: 16)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ô†n Cgvb`viMY! ab m¤ú` I mšvb-mšwZ †hb †Zvgv‡`i‡K wbKi †_‡K Mv‡dj bv iv‡L, hviv Gi|c Ki‡e Zviv wbðqB ¶wZM¯ n‡eÕ (miv gbwdKb : 9)।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ . فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ 'শয়তান বনী আদমের অন্তরে জেঁকে বসে থাকে। অতঃপর সে যখন যিকর করে তখন সে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যখন গাফেল ও যিকরবিহীন অবস্থায় থাকে তখন সে তার অন্তরে বিভিন্ন রকমের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে (অর্থাৎ ধোঁকা ও নানাবিধ অশীল চিন্তা ভাবনার উদ্রেক করে) [তাযকিরাতুল হুফ্ফায, মাউকুফ]।

হে মুসলমানগণ! যতক্ষণ আপনাদের সাথে আল্লাহর যিকর থাকবে ততক্ষণ আপনাদের কোনো ভয় নেই। নেই কোনো চিন্তা ও দুর্ভাবনা। কেননা যিকরের কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সকল প্রকার চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Ôhviv wekvm ¯vcb K‡i Ges Zv‡`i Aši Avjøvni whKi Øviv kwš jvf K‡i ; †R‡b †i‡Lv, Avjøvni whKi ØvivB Ašimgn kwš cvqÕ (miv iv`: 28)।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে আছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ 'আমি বান্দার সাথে তার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকি। যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যখন সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে কোনো মজলিসের মধ্যে স্মরণ করে আমি তাকে তার মজলিসের চেয়ে উত্তম মজলিস অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ করি'(বুখারী ও মুসলিম)।

আটা পিষা ও ঘরের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য একদা আলী ও ফাতেমা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন খাদেম প্রার্থনা করলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলব না যা খাদেমের চেয়েও তোমাদের বেশি উপকারে আসবে? যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আলাহু আকবার পাঠ করবে। এ হলো মৌখিক হিসেবে ১০০ বার কিন্তু মীযানের পালায় ১০০০ বার পাঠ করার ছাওয়াব ওজন করা হবে।

আলী রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে একথা শুনার পর আমি

কোনোদিন এ আমলটি পরিত্যাগ করিনি। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি কি তা সিফফীন যুদ্ধের ভয়াবহ রাতেও পরিত্যাগ করেননি? জবাবে আলী রাযি. বললেন– না, সে রাতেও আমি এ আমল পরিত্যাগ করিনি' (আহমদ)।

আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের সমতুল্য' (বুখারী, মুসলিম)।

জীবন সবার কাছে প্রিয় আর মৃত্যুকে সবাই ভয় করে। বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যারা যিকর করে না, তারা জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃতের ন্যায়।

মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষকে কবরের আজাব থেকে নাজাত দানকারী আল্লাহর যিকর থেকে বড় আর কোনো ইবাদত নেই (আহমদ)।

gnZvivg nv‡hixb! উলেখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যিকর হলো এমন একটি আমল, যদ্বারা অন্তরে শান্তি আসে, শয়তান পাপকর্ম করানোর সুযোগ পায় না। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া আরো হাজারো ফায়দা তো আছেই। তাই আসুন, আমরা হৃদয় জাগ্রত রেখে জিহ্বা দিয়ে যিকর করি। সবসময় যিকর চালু রাখি। শুধু মনে মনে যিকর নয়, বরং প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় হলেও আমরা মৌখিক যিকর করি এবং ২৪ ঘণ্টা প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمْ .

যিকরল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِذِكْرِهِ وَوَعَدَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَالذَّاكِرَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيْماً وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلاَةً وَتَسْلِيْماً كَثِيْراً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْد :

wcq fvB I eÜMY! আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা যিকর করেন ঠিক, কিন্তু যিকরের অর্থ বুঝেন না। ফলে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও তার মর্যাদা অনুধাবন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। অতএব হে মুসলমানগণ! আপনাদের উচিত, যিকরের অর্থ বুঝে খুব বেশি পরিমাণে যিকর করা। যাতে আপনারা কামিয়াবি অর্জন করতে পারেন। লাভ করতে পারেন পরিপূর্ণ সফলতা।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে, অন্যান্য আমলের তুলনায় যিকর এত বেশি উপকারী কেন? কেন তার মর্যাদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এ প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ইবাদতের জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। সুনির্দিষ্ট করেছেন এগুলো আদায়ের সময়সীমা। কিন্তু যিকরের জন্য না কোনো পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করেছেন, না কোনো সময় নির্দিষ্ট করেছেন। বরং তিনি অপরিমিতভাবে বেশি পরিমাণে যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ঢাল লও। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলালাহ! কোনো শত্রু উপস্থিত হয়েছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা নয়, বরং তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও জান্নাত নিশ্চিত করো। তোমরা বলো: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ কেননা কেয়ামতের দিন এ বাক্যগুলো নাজাতদানকারী হিসেবে আগে আগে আসবে এবং এগুলোই হলো, স্থায়ী সৎকাজ (হাকেম)।

স্থায়ী সৎকাজ হওয়ার অর্থ হলো, এগুলো আখেরাতের ফসল এবং এর ছাওয়াব আখেরাতের জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইলালাহ বলে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার রক্ত, সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে যায়।

প্রতিটি মুসলমানের একথা জেনে রাখা উচিত যে, হুযূরে কলব তথা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত হৃদয় নিয়ে নিয়মিতভাবে যে যিকর করা হয় সেই যিকরই হলো সবচেয়ে উপকারী যিকর। আর অমনোযোগ ও অন্যমনষ্ক হয়ে যিকর করার দ্বারা খুব একটা ফায়দা হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : اِعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَاهٍ 'আর তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী অন্তরের দু'আ কবুল করেন না' (তিরমিযী, হাকেম)।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন কোনো কওম এমন কোনো মজলিস থেকে উঠে আসে যে মজলিসে আল্লাহর যিকর করা হয়নি; তারা যেন মৃত গাধার পাশ থেকে উঠে এল। (কিয়ামতের দিন) এই মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে' (আবু দাউদ, হাকেম)।

যে মজলিসে বেহুদা ও অনর্থক কথাবার্তা বলা হয়, শুধু দুনিয়াবী আলোচনা করা হয় এবং আল্লাহর যিকর করা হয় না, সেই মজলিসকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই অপছন্দ করতেন এবং এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি এ ধরনের কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায়, তার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَالِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. إِلَّا كَفَّرَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذَالِكَ 'কেউ যদি এমন কোনো মজলিসে বসে যেখানে বেশী পরিমাণে বেহুদা কথাবার্তা বলা হয় আর সে ওই মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে বলে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ 'পবিত্র মহান হে আল্লাহ, আমাদের রব, প্রশংসা আপনারই। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি' তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ওই মসজলিসে যা ভুলত্রুটি ছিল তা মাফ করে দেবেন' (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন।

হে দয়ালু প্রভু! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুজিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

হে পরমপ্রিয় মাওলা! দয়া করে আপনি গোটা পৃথিবীতে সুখ-শান্তির ফয়সালা করুন। প্রতিটি দেশে আপনার পছন্দনীয় শাসক নিযুক্ত করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাওফীক দিন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

যেভাবে স্বাগত জানাব মাহে রমজানকে এবং রোযার কিছু আহকাম ও আদব

LZevq hv _vK‡e

১. মাহে রমজানের আগমণ উপলক্ষে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দান

২. রমজানের মুবারক দিনগুলো যথার্থরূপে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ

৩. রোযার কিছু ফযীলত, আহকাম ও মাসাইল বর্ণনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اخْتَصَّ شَهْرَ رَمَضَانَ بِفَرِيْضَةِ الصِّيَامِ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسْولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

Avjøvn †_‡K `‡i, cv‡c-Ab¨v‡q
Kv‡ji kb¨ M‡f jxb n‡q n‡q
†Mvbv‡ni Kwjgvq Weš ü`‡q
L‡m †M‡Q hvi Rxeb †_‡K ARm ¶Y
igRvb Zvi `iRvq, wbevK `wo‡q
ingZ, gvMwdivZ, gw³i kZ AvnŸvb wb‡q|

gnZvivg nv‡hixb! আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য রেখেছেন বড়-বড় কিছু উপলক্ষ্য, মৌসুম, যা শাণিত করে আমাদের হৃদয়ে ঈমানকে, আন্দোলিত করে অন্তরাত্মায় পবিত্র সব অনুভূতি। বাড়িয়ে দেয় আমাদের ভেতর ইবাদত-বন্দেগীর জযবা। রমজান তেমনই এক মৌসুম। রমজান মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার হাদিয়া। রমজান আমাদেরকে দেয় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বচ্ছতা, সহমর্মিতা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা,পবিত্রতা, সবর ও শৌর্যবীর্যের দীক্ষা। রমজান একটি সুমিষ্ট ঝর্নাধারা। ইবাদতকারীদের জন্য নিরাপদ ক্ষেত্র, আনুগত্যকারীদের জন্য দুর্বার দুর্গ। যারা পাপী তাদের জন্য রমজান একটি বড় সুযোগ, যাতে তারা তাদের গুনাহ থেকে তাওবা করতে পারে। তাদের জীবন-ইতিহাসে স্বচ্ছ কিছু অধ্যায় রচিত করতে পারে। তাদের জীবনকে ভরে দিতে পারে উত্তম আমলে, উৎকৃষ্ট চরিত্রে।

wcq gmjøxe›`! মাহে রমজান কুরআন নাযিলের মাস। মাহে রমজান নেক-আমলের ছাওয়াব বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার মাস। দরজা বুলন্দ হওয়ার মাস। গুনাহ মোচন হওয়ার মাস। পদস্খলন থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে ঈমান জাগ্রত রেখে, আল্লাহর কাছে ছাওয়াবের আশায় রোযা রাখে ও কিয়ামুলাইল করে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

মাহে রমজান মহিমান্বিত মাস। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। এ মাসে উমরা আদায় হজের সম-তুল্য।

আর আদমসন্তানের সকল আমলই তার নিজের, তবে মাহে রমজানের রোযা আল্লাহর। আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দেবেন। হাদীসে এসেছে: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ (আল্লাহ তা‘আলা বলেন)‘আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের, রোযা ছাড়া, নিশ্চয় রোযা আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দিই’ (বুখারী)।

gnZvivg gmwjøqvb! আপনারা রমজানের চাঁদ দেখে রোযা রাখুন। চাঁদ দেখার একদিন বা দুইদিন পূর্ব থেকে রোযা রাখা শুরু করবেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কারও গত রমজানের কাযা রোযা থেকে থাকে তবে রমজানের এক দু'দিন পূর্বেও আদায় করা যাবে। যদি কোনো ব্যক্তির প্রতিসপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার অভ্যাস থেকে থাকে আর রমজান শুরু হওয়ার আগের দিন সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার হয়, তবে তার জন্যও ওই দিন রোযা রাখা বৈধ হবে।

wcq fvB‡qiv! শাবানের উনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যায় পশ্চিম-আকাশ অস্পষ্ট থাকায় যদি চাঁদ দেখা না যায় তবে শাবানের ত্রিশ তারিখকে সন্দেহের দিন বলা হয়। এই দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। তাই এই দিন রোযা রাখবেন না। সহীহ্ বুখারীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ 'তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না। যদি আকাশ ঘোলাটে থাকে তবে (শাবানের) ত্রিশ দিন পূর্ণ করো' (বুখারী)।

যদি কেউ নিশ্চিতরূপে চাঁদ দেখে তাহলে তার উচিত হবে কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়া। আর যখন সরকারিভাবে রেডিও অথবা অন্যকোনো মিডিয়ার মাধ্যমে রমজান শুরু অথবা শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয় তখন এ ঘোষণা অনুযায়ী আমল করাও জরুরি। কেননা এ ক্ষেত্রে সরকারি ঘোষণাই চূড়ান্ত।

†kvZvgÐjx! রমজানের রোযা ইসলামের একটি স্তম্ভ। আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে ফরয করে দেয়া একটি বিধান। তাই রমজানের রোযা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ইরশাদ হয়েছে:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ô†n gwgbMY, †Zvgv‡`i Ici wmqvg dih Kiv n‡q‡Q, †hfv‡e dih Kiv n‡qwQj †Zvgv‡`i ceeZx‡`i Ici| hv‡Z †Zvgiv ZvKIqv Aej¤b KiÕ (miv: Avj evKviv:183)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ÔigRvb gvm, hv‡Z KiAvb bwhj Kiv n‡q‡Q gvb‡li Rb¨ wn`v‡qZ¯i/c Ges wn`v‡q‡Zi m¯úó wb`kbvejx I mZ¨-wg_¨vi cv_K¨Kvixi/‡c| mZivs †Zvgv‡`i g‡a¨ †h gvmwU‡Z Dcw¯Z n‡e, †m †hb Zv‡Z wmqvg cvjb K‡iÕ (miv Avj evKviv:185)।

সুতরাং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকীম, সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর রোযা রাখা ফরয । নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রোযা রাখা ফরয । অমুসলিমের ওপর রোযা রাখা ফরয নয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর জন্যও রোযা রাখা ফরয নয়। তবে যদি রোযা রাখতে কষ্ট না হয় তাহলে রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে-তোলার জন্য তাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া উত্তম হবে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. তাঁদের বাচ্চাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। বাচ্চাদের কেউ ক্ষুধায় কাঁদতে শুরু করলে কোনো খেলনা দিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতেন।

gnZvivg nv‡hixb! ছেলেদের বেলায় তিনটি আলামত পরিলক্ষিত হলে প্রাপ্তবয়স্ক বলে ধরে নেয়া হবে।

১. স্বপ্নদোষ বা অন্যকোনো কারণে বীর্যপাত হলে।

২. যৌনাঙ্গের ঊর্ধ্বভাগে কেশ দেখা দিলে।

৩. বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হলে।

অবশ্য মেয়েদের জন্য চতুর্থ একটি আলামত রয়েছে। আর তা হলো মাসিক দেখা দেয়া। যদি দশ বছর বয়সের কিশোরীরও মাসিক দেখা দেয়, তাহলে তাকে পূর্ণবয়স্ক বলে ধরা হবে।

ছেলে বা মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধ পালন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর এ সময় ছেলেমেয়েকে যথা নিয়মে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য করার মধ্যেই নিহিত ছেলেমেয়েদের প্রতি প্রকৃত আদর সোহাগ ও মায়া-মমতা করা।

যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, অথবা পাগল, অথবা অপারগ অশীতিপর বৃদ্ধ এদের ওপর রোযা রাখা ফরয নয়। যারা স্থায়ীভাবে অপারগ যেমন বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তি, যাদের ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তারাও রোযা রাখবে না। তবে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং রোযা রাখা তার পক্ষে কষ্টকর না হয়, অথবা ক্ষতিকর না হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। কেননা এ অবস্থায় সে অপারগ নয়, তার কোনো উযর নেই, যার কারণে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। আর যদি এমন হয় যে রোযা রাখা তার পক্ষে কঠিন, তবে ক্ষতিকর নয়, তবে সে রোযা ভঙ্গ করবে। কেননা এ অবস্থায় রোযা রাখা তার জন্য মাকরুহ হবে। আর যদি রোযা রাখা তার জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে সে অবশ্যই রোযা ভঙ্গ করবে; কেননা এ অবস্থায় রোযা রাখা হারাম বলে বিবেচিত হবে। তবে যখন সুস্থ হবে তখন বিগত রোযাগুলো কাযা করে নিবে। আর যদি সুস্থ হওয়ার আগেই মারা যায় তবে সে দায়মুক্ত থাকবে।

গর্ভবতী নারীর পক্ষে রোযা রাখা কষ্টকর হলে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। পরবর্তীকালে, গর্ভাবস্থায় অথবা সন্তান প্রসবের পর, যখন সহজ বলে মনে হবে তখন রোযাগুলো কাযা করে নিবে। দুগ্ধদানকারী মহিলারও যদি দুগ্ধদান করার কারণে কষ্ট হয়, অথবা রোযা রাখার ফলে দুধ কমে গিয়ে সন্তানের খাদ্য ঘাটতি ঘটে, এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে তাকে এ রোযাগুলো রাখতে হবে।

মুসাফির ব্যক্তির জন্য যদি রোযা রাখা সহজ হয় তাহলে সে রোযা রাখবে। আর যদি রোযা রাখা সহজ না হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ করবে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, রোযা রাখা না রাখা উভয়টাই তার জন্য সমান, তাহলে রোযা রাখাটাই উত্তম বলে গণ্য হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা এমনটাই প্রমাণিত। ওপরন্তু যদি রোযা রেখে থাকে, তাহলে রোযা রাখার দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পাওয়া গেল। আর মাহে রমজানের ফযীলত ও বরকতও পাওয়া গেল।

যদি সফরের কারণে রোযা রাখা কষ্টকর হয়, তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ হবে। কষ্ট যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে রোযা রাখা হারাম হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রমজান মাসে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। এ সময় তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল যে, রোযা রেখে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি কি করেন তার দিকে মানুষ চেয়ে আছে। অতঃপর আসরের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পেয়ালা পানি তলব করলেন। তিনি তা উর্ধ্বে ওঠালেন যাতে মানুষ দেখতে পারে। অতঃপর তিনি তা পান করলেন আর লোকজন তাঁর দিকে তাঁকিয়ে ছিল। এরপর তাঁকে বলা হলো যে, কিছু লোক রোযা রেখেই চলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওরা অবাধ্য, ওরা অবাধ্য (মুসলিম)।

যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় দিনের বেলায় সফর করে তার জন্য উচিত ওই দিনের রোযা পূর্ণ করা। আর যদি পূর্ণ করা কষ্টকর হয় তবে রোযা ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তী সময়ে কাজা করবে।

হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলারা রোযা রাখবে না, তবে যদি সেহরির সময় শেষ হওয়ার সামান্য আগেই পবিত্রতা অর্জন করে, তবে সেদিন অবশ্যই রোযা রাখবে। তবে হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের যেসব রোযা ভাঙ্গা পড়বে তা কাযা করে নিতে হবে।

বেরাদারানে ইসলাম! মাহে রমজানে তারাবীর নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে কিয়ামুলাইল অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রিযাপনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রমজানে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কিয়ামুলাইল করবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

আর তারাবীর নামায হলো কিয়ামুলাইলেরই একটি অংশ। তাই আসুন, আমরা এই নামায যথার্থরূপে আদায় করি। সুন্দরভাবে আদায় করি। ইমাম যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ আমরাও তার পেছনে থাকি। কেননা যে ব্যক্তি ইমাম প্রস্থান করা পর্যন্ত তার সাথে কিয়ামুলাইল করল, তার আমলনামায় পূর্ণ রাত্রিযাপনের ছাওয়াব লিখা হল, যদিও সে পরে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

যারা ইমাম তাদেরকে এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ সচেতন হতে হবে। যারা তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের ব্যাপারে ইমামদের গুরুত্ব দিতে হবে। অতঃপর তারাবীর নামায যেন সুন্দরভাবে আদায় হয় সেদিকে তাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারাবীর নামাজে ধীরস্থিরতা বজায় রাখতে হবে। দ্রুত তারাবীহ শেষ করে অব্যাহতি নেয়ার প্রবণতা থেকে ইমাম সাহেবদেরকে মুক্ত হতে হবে। কেননা এরূপ করলে নিজেকে ও যারা তার পেছনে রয়েছে সবাইকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সুন্দর আমল দেখতে চান, দ্রুত আমল অথবা অসুন্দর অধিক আমল দেখার কথা কোথাও লেখা নেই।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (سورة الملك : 2)

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

যেভাবে স্বাগত জানাব মাহে রমজানকে এবং রোযার কিছু আহকাম ও আদব

ওZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اخْتَارَ لِلْخَيْرَاتِ أَوْقَاتاً وَأَيَّاماً، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، كَتَبَ الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ:

gmwjøqv‡b †Kivg! আল্লাহ তা'আলার সকল বিধানেই রয়েছে বহুমুখী কল্যাণ। মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা, দিনের বেলায় খানাপিনা ও কাম প্রবৃত্তিকে দমনের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা নিহিত রেখেছেন নানাবিধ কল্যাণ। দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

এক. শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করাঃ রক্তমাংশের চাহিদা পূরণের জন্য রীতিমতো খাদ্য, পানীয় গ্রহণ ও যৌনসম্ভোগ চরিতার্থকরণ কুপ্রবৃত্তিকে বেপরওয়া করে তোলে, উদ্ধত করে তোলে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ সকল প্রকারের পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল করার জন্য রোযার কোনো বিকল্প নেই।

দুই. যিকর ও ফিকিরের জন্য অন্তর খালি করাঃ কেননা প্রবৃত্তির চাহিদা প্রতিনিয়ত পুরণ করে যাওয়ায় হৃদয়ে একপ্রকার অন্ধত্ব চলে আসে। হৃদয় শক্ত হয়ে যায়। এর বিপরীতে ক্ষুধা ও পিপাসা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, নরম করে। হৃদয়ের কঠিন অবস্থা দূর করে হৃদয়কে বিনম্র করে দেয়। যিকর ও ফিকিরের জন্য হৃদয়কে খালি করে দেয়।

তিন. রোযার মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিরা আল্লাহর নেয়ামতের কদর ও মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝতে সক্ষম হয়। কেননা অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মূল্যায়ন মানুষ তখনই করতে শেখে যখন তা হারিয়ে যায়। রোযার দিনে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রেখে এই নেয়ামত হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি রোযা রাখার মাধ্যমে অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের দুরাবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

চার. রোযা মানুষের শিরা-উপশিরাকে সঙ্কুচিত করে। আর এ শিরা-উপশিরা শয়তানের প্রবেশ ও চলাচলের পথ। রোযার মাধ্যমে শয়তানের ওয়াসওয়াসা স্তিমিত হয়, যৌনপ্রবৃত্তির আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাকে যৌনপ্রবৃত্তির দমনকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কারণ এটা তার যৌনপ্রবৃত্তিকে দমনকারী' (বুখারী)।

gnZvivg nv‡hixb! কেবল বৈধ-পানাহার ও যৌনসম্ভোগ থেকে দিনের বেলায় বিরত থাকলেই রোযার হক আদায় হয়ে যাবে না; বরং এর সাথে প্রয়োজন রয়েছে সকল হারাম ও অবৈধ কাজ থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকার। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হারাম করেছেন তা সর্বাবস্থায় বর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকে জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে নিতে হবে। যেমন মিথ্যা, যুলম-অন্যায়, মানুষের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের ওপর চড়াও হওয়া ইত্যাদি থেকে সকল অবস্থায় বিরত থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ বর্জন করল না, সে তার খাদ্য ও পানীয় বর্জন করুক, এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই' (বুখারী)।

জাবের রাযি. বলেন: ÔZwg hLb †ivhv ivL‡e ZLb †Zvgvi Kvb, †PvL I wRnŸv †hb wg_¨v I nvivg †_‡K †ivhv iv‡L| Zwg cwZ‡ekx‡K Kó †`qv eRb K‡iv, †ivhvi w`‡b †hb †Zvgvi I ci kvšwkó I Mv¤¢x‡hi fve †Q‡q _v‡K| Avi †Zvgvi †ivhv ivLvi w`b I bv ivLvi w`b †hb mgvb bv nqÕ|

সালাফে সালেহীনদের ব্যাপারে এমনও বর্ণিত আছে যে, রোযা রাখা অবস্থায় তারা মসজিদে বসে থাকতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল: Avgiv Gfv‡e Avgv‡`i †ivhv‡K wndvhZ Kwi, Avi KviI MxeZ Kwi bv|

gmwjøqv‡b †Kivg! রমজান মাস কুরআনের মাস। ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণনা অনুযায়ী এ মাসে বায়তুল-ইজ্জত থেকে পুরো কুরআন লাওহে মাহফুজে অবতীর্ণ হয়েছে কদরের রাতে। মাহে রমজান সমাগত হলে ইমাম যুহরী রহ. বলতেন:

ÔGUv †Zv KiAvb wZjvIqvZ Avi Lvevi LvIqv‡bvi gvmÕ। ইবনে আবদুল হাকীম রহ. বলেন: igRvb G‡j Bgvg gwjK in. nv`x‡mi cvV I Avn‡j Bj‡gi mv‡_ ^eVK Kiv †_‡K cwi‡q †h‡Zb| KiAvb L‡j wZwb wZjvIqv‡Z gk¸j n‡Zb|

প্রিয় মুসল্লিয়ানে কিরাম! রমজান মাস রাত-দিন মুজাহাদার মাস। দিনের বেলায় রোযা ও রোযাদারসুলভ চরিত্র আঁকড়ে ধরা এবং রাতের বেলায় নামাজের মাধ্যমে মুজাহাদা করা। সালেহ-নেককার ব্যক্তিদের সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। Dgi iwh. DevB Be‡b Kve I Zvgxg Av`-`vix iwhqvjvû Avbûgv‡K igRvb gv‡m Bgvgw Ki‡Z ej‡Zb| KiAvb wZjvIqvZKvix GK ivKv'Av‡Z `BkZ AvqvZ chš wZjvIqvZ K‡i †dj‡Zb| GgbKx Zviv `xNmgq wKqv‡gi d‡j jwV‡Z fi w`‡q `vov‡Zb| me‡n mv‡`K wbKUeZx nIqvi AvM chš Zviv †h‡Zb bv|

রমজান মাস বেশি বেশি দান খয়রাত করার মাস। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচে' বেশি দানশীল। আর রমজানে তার বদান্যতা আরো বেড়ে যেত' (বুখারী)।

রমজন মাসে সকল নেক-আমলের ছাওয়াব বেড়ে যায়। তাই দান-খয়রাতের ছাওয়াবও বেড়ে যায়। রমজান মাসে দান খয়রাতের মাধ্যমে রোযাদার, যিকরকারী ও রাত্রিযাপনকারীদেরকে সাহায্য করা হয়।

ওপরন্তু রোযা ও সাদকা একত্রিত হওয়া গোনাহের মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক কার্যকরী। আবুদ-দারদা রাযি. বলেন: صَلُّوا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ لِظُلْمَةِ الْقُبُورِ، صُومُوا يَوْماً شَدِيداً حَرُّهُ لِحَرِّ يَوْمِ النُّشُورِ، تَصَدَّقُوا بِصَدَقَةٍ لِشَرِّ يَوْمٍ عَسِيرٍ Ô†Zvgiv Ke‡ii Avavi †_‡K evPvi Rb¨ iv‡Zi Avav‡i `ÕivKvAvZ bvgvh c‡ov| wKqvgZ w`e‡mi Mig †_‡K evPvi Rb¨ cPÐ Mi‡gi w`‡b †ivhv iv‡Lv| Avi KwVb w`‡bi AKj¨vY †_‡K evPvi Rb¨ †Zvgiv mv`Kv K‡ivÕ|

আর রোযার মধ্যে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সাদকা সেসব ভুলত্রুটি শুধরিয়ে রোযাকে পরিশুদ্ধ করে দেয়।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির মাস মাহে রমজান, এ মাসে আপনি আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন। আপনি আমাদের জানা-অজানা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি যথার্থরূপে আমাদেরকে সিয়াম সাধনার তাওফীক দান করুন। এই পবিত্র মাসে আপনি আমাদেরকে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদের রোযা যেন শুধুই ক্ষুধা ও পিপাসার নামান্তর না হয় সে তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে কিয়ামুল্লাইল করার তাওফীক দান করুন। কুরআনের মাসে আপনি আমাদের সবাইকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন। আমরা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করতে পারি সে তাওফীক দান করুন। এই পবিত্র মাসে মুসলিম উম্মাহ্‌র ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন। বিশ্বের সকল মুসলমানকে আপনি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ইসলামে ইবাদত: ভাব ও তাৎপর্য

LZevq hv _vK‡e

১. ইবাদতের উদ্দেশ্য বর্ণনা

২. ইসলামে ইবাদতের অর্থ ও তাৎপর্য

৩. ইসলামে ইবাদতের আকার-প্রকৃতি

৪. বৈধকাজ ছাওয়াব অর্জনের আশায় সম্পাদন করলে তা ইবাদতে পরিণিত হয়, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُعِزِّ مَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّقَاهُ، وَمُذِلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَهُ وَعَصَاهُ، وَفَّقَ أَهْلَ طَاعَتِهِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، أَحْمَدُهُ عَلَى جَزِيْلِ كَرَمِهِ وَمَا أَوْلَاهُ، وَأَشْكُرُهُ عَلَى آلَائِهِ الْجَسِيْمَةِ وَمَا أَسْدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ خَيْرُ عَبْدٍ اجْتَبَاهُ، وَأَفْضَلُ رَسُوْلٍ اصْطَفَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعاً لِهُدَاهُ، أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ حَقَّ التَّقْوَى، وَعَظِّمُوا أَوَامِرَهُ وَاجْتَنِبُوْا نَوَاهِيْهِ، أَمَّا بَعْدُ :

মানব ও জিন সৃষ্টির রহস্য

m¤§vwbZ gmjøxe›`! আমাদের আজকের খুতবার বিষয় হচ্ছে, ইসলামে ইবাদত বলতে কী বুঝায় এবং কী তার উদ্দেশ্য। প্রাজ্ঞ উপস্থিতি, প্রজ্ঞার দাবি হল সকল কাজে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা। উদ্দেশ্যবিহীন ও অনর্থক কাজ এড়িয়ে চলা। সে নীতিতে বিচার করলে অবশ্যই মানতে হবে, মহাপ্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। তাঁর সকল কর্মেই রয়েছে অপার হিকমত। সুতরাং এ মহাবিশ্ব ও তাতে বিদ্যমান কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। কিছুই তিনি অযথা-অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ÔAvi Avmgvb, Rwgb Ges G `‡qi g‡a¨ hv Av‡Q Zv Awg Ab_K mwó Kwiwb| GUv Kv‡di‡`i avi Yv, mZivs Kv‡di‡`i Rb¨ i‡q‡Q Rvnvbv‡gi `‡fvMÕ (miv mv`: 27)।

জিন-ইনসানের সৃষ্টিও এ ধারার বাইরে নয়। বরং প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে যে এক মহান উদ্দেশ্যে এ ধরায় পাঠিয়েছেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ÔAvi Awg wRb I gvbl‡K †Kej GRb¨B mwó K‡iwQ †h, Zviv Avgvi Bev`Z Ki‡e| Awg Zv‡`i Kv‡Q †Kv‡bv wihK PvB bv, Avi Awg PvB bv †h, Zviv Avgv‡K Lvevi w`‡eÕ (miv Avh-hwiqvZ : 56-57)।

সুতরাং সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর আরোপিত নির্দেশ বাস্তবায়ন করা।

ইবাদতের অর্থ কি?

wcq åvZe›`! ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার মূল হচ্ছে, দীন ও ধর্মকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা। যাবতীয় বন্দেগী হবে কেবলমাত্র তাঁরই নিমিত্তে। মন নিবিষ্ট থাকবে তাঁরই প্রতি ভয়, আগ্রহ ও ভালবাসায়। সকল ইবাদত উদযাপিত হবে তাঁরই জন্য, আপনার নামায তাঁরই জন্য, রোযা তাঁরই জন্য, দোয়া তাঁরই নিকট, আপনি বাধিত হবেন তাঁরই কাছে, আপনার ভয় তাঁরই জন্য, ভালোবাসা-কামনা-বাসনা, নির্ভরতা-তাওয়াক্কুল সব তাঁরই ওপর। কারণ; ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ÔAvi GUv GRb¨ †h, wbðq AvjøvnB mZ¨ Ges Zviv Zvi cwie‡Z hv‡K Wv‡K, Avek¨B Zv ewZj| Avi wbðq Avjøvn †Zv mg"P, mgnvbÕ (miv n¾ : 62)।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! ইসলামী শরীয়তে ইবাদত একটি ব্যাপক বিষয়, যা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের যাবতীয় কল্যাণকে শামিল করে। যার তাত্বিকতাকে ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা যায়- هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ অর্থাৎ, ইবাদত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ এমন কথা ও কাজ যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।

প্রতিটি মুসলিমকে যথার্থভাবেই জানা উচিত যে, সে নিছক আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। সুতরাং সে দাসত্বের পরিচয় কিভাবে তুলে ধরা যায়, তার সার্বিক তৎপরতা ও প্রচেষ্টা কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইবাদতের শ্রেণীবিভাগ

m¤§wbZ †kvZvgÐjx! মহান আল্লাহর অপার করুণা, তিনি মানবজাতির জন্য বিভিন্ন ইবাদতের অনুমোদন দিয়েছেন। কিছু ইবাদত দিয়েছেন যা মন ও অনুভূতি দিয়ে পালন করতে হয়, যাকে ইবাদতে কলবিয়া বলে। সবকিছু একেবারে আল্লাহর নিমিত্তে পালন করার মানসিক সঙ্কল্প, তাঁর সন্তুষ্টি ও কৃপা লাভের আশা পোষণ করা এসবই কলবী ইবাদত। কিছু আছে শারীরিক ইবাদত, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যা সম্পাদন করতে হয়, যাকে ইবাদতে বাদানিয়্যা বলে। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম পালন এরই অন্তর্ভুক্ত। আরো আছে অর্থ-সম্পদকেন্দ্রিক ইবাদত, যাকে ইবাদতে মালিয়া বলে। সম্পদের মাধ্যমে যা আদায় করতে হয়। যেমন যাকাত, উশর ও সাদকা-ফিতরা ইত্যাদি যা একজন বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আদায় করে থাকে। আবার কিছু ইবাদত আছে যা সম্পাদন করতে অর্থ ও শরীর উভয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন হজ্ব, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর আরো দয়া ও কৃপা যে, তিনি যেমনি করে ফরয ইবাদতের অনুমোদন দিয়েছেন তেমনি প্রতিটি ফরযের পাশাপাশি অনুমোদন দিয়েছেন নফলেরও। নফল সালাত, নফল সওম, নফল যাকাত, নফল হজ্ব ও উমরা। এ সবই আমাদের ঈমানের মজবুতির জন্য, নেক-আমলের আধিক্য ও দারাজাত বুলন্দির সুযোগ সৃষ্টির জন্য। সবই মহান রবের অন্তহীন কৃপা। অপার রহমত ও দয়া। তাঁর গুণগান শেষ করা যাবে না, তিনি তেমনই যেমন বর্ণনা করেছেন তিনি নিজে।

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত

m¤§wbZ nv‡hix‡b gRwjm! মহান আল্লাহর বিশালতা ও মাহাত্ম পরিমাপ করা সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব। কারণ সৃষ্টির জ্ঞান সীমিত, তার উপলব্ধি-অনুভূতি সবই সীমিত। এই সীমিত জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বারা মহান ও অসীম আল্লাহকে আয়ত্ব করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বান্দার একমাত্র কাজ হলো তাঁর হুকুম তামিল করা। কোনো দিকে না তাকিয়ে সর্বান্তকরণে তাঁকে মান্য করা। তাঁর পক্ষ থেকে অনুমোদিত ও নির্দেশিত ইবাদতগুলো পালন করে যাওয়া। মানুষের পক্ষে যেহেতু তাঁর বড়ত্বের সীমা সম্বন্ধে জানা অসম্ভব তাই তাঁর সম্মান ও শানের সাথে প্রযোজ্য ইবাদত কী হতে পারে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সে নিজ হতে কোনো ইবাদত আবিষ্কারের যোগ্য নয়। তার দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ কেবল মহামহীমের নির্দেশ নিঃশর্তভাবে পালন করার মধ্যেই সীমিত। আর সে নির্দেশ পালনই হচ্ছে মূলতঃ ইবাদত। মানুষ যেমনিভাবে ইবাদত নিজ হতে আবিষ্কার করতে পারে না যৌক্তিক কারণে, সেই একই কারণে সে ইবাদত পালনের পদ্ধতি কি হবে সেটি নিরূপণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রেও তাকে মহান আল্লাহর দেয়া পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে, যাতে ইবাদত আদায়ের পদ্ধতিও মহান আল্লাহর শানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ শরীয়ত পরিপূর্ণ। তাতে সংযোজন ও বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ÔAvR Awg †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i `xb‡K cY Ki jvg Ges †Zvgv‡`i I ci Avgvi wbqvgZ m¤úY Ki jvg Avi †Zvgv‡`i Rb¨ `xb wnmv‡e cQ›` Ki jvg Bmjvg‡KÕ (miv Avj gv‡q`v : 3)।

আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় ইবাদত কবুল হবার জন্য মৌলিক শর্ত দুটি:

এক. ইবাদত ও আমল সম্পাদিত হতে হবে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। রিয়া- লৌকিকতা ও খ্যাতি অর্জনের মোহমুক্ত হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ÔAvi Zv‡`i‡K †Kej GB wb‡`k †`qv n‡qwQj †h, Zviv †hb Avjøvni Bev`Z K‡i ZviB Rb¨ `xb‡K GKwbô K‡iÕ (miv Avj-ewq¨bvn : 5)।

দুই. ইবাদত আদায় হতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে- আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী। অনথ্যায় তা হবে কেবলই নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ÔAZtci Zviv hw` †Zvgvi AvnŸv‡b mvov bv †`q, Zvn‡j †R‡b ivL, Zviv †Zv wb‡R‡`i †Lqvj Lwki AbmiY K‡i| Avi Avjøvni w`Kwb‡`kbv Qvov †h wb‡Ri †Lqvj Lwki AbmiY K‡i Zvi †P‡q AwaK c_åó Avi †K? wbðq Avjøvn Rwjg KIg‡K wn`v‡qZ K‡ib bvÕ (miv Avj Kvmvm: 50)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ‘তোমরা (অপ্রমাণিত) নতুন নতুন বিষয়াদি হতে সতর্ক থাকবে, কারণ প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী’ (আবূ দাউদ ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন)।

অভ্যাসগত-মুবাহ কাজও সওয়াবের নিয়তে সম্পাদন করলে নেক-আমলে পরিণত হয়

Bmjvg‡cgx wcÖq fvB‡qiv! প্রাত্যহিক জীবনে নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। আঞ্জাম দিতে হয় নানা ক্ষেত্রে নানা দায়িত্ব। সাংসারিক জীবনে পিতা-মাতার খেদমত, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে পাড়া-পড়শীর খোঁজ-খবর, দরিদ্র-অসহায়দের সমস্যা সমাধান, আর্ত মানবতার সেবা। রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি সুন্দর দেশ গঠন কল্পে নানাবিধ ভূমিকা রাখতে হয় আমাদেরকে। তদ্রূপ ব্যক্তি জীবনে নিজ প্রয়োজনে অনেক কাজই আমাদের করতে হয়। এসব প্রয়োজনীয় কাজ নিয়তের মাধ্যমে আমরা সওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কাজে পরিণত করতে পারি। পারি আমাদের পূন্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ বিষয়ে সুন্দর দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন একজন মুসলিম পিতা-মাতার খেদমতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَ حَيٌ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‘আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়ালাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যাক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করল, নবীজী সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন’? সে বলল, ‘হ্যাঁ’। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি গিয়ে তাদের পেছনে জিহাদ কর’ (অর্থাৎ, তাদের খেদমতে চেষ্টা-শ্রম ব্যয় কর)’ (বুখারী)।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! লক্ষ্য করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে পিতা-মাতার খেদমতকে ময়দানী জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং কেউ খাঁটি নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাতা-পিতার খেদমত করলে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ছাওয়াব পাবে। প্রিয় ভাইয়েরা, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা করা আল্লাহর ইবাদত, কারণ এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করছেন। আল্লাহ বলেন : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ÔAvi †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki, hvi gva¨‡g †Zvgiv G‡K Ac‡ii Kv‡Q PvI| Avi fq Ki i³-m¤úwKZ AvZ¥x‡qi e¨vcv‡iÕ (miv Avb wbmv : 1)।

অনুরূপভাবে সন্তানাদি ও সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় করাও আল্লাহর ইবাদত এবং ছাওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি.-কে লক্ষ্য করে বলেন : إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.‘আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি যে ব্যয়ই করবে, তাতে ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। এমনকি যে খাবার তুমি নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে, তাতেও’ (বুখারী)।

একইভাবে আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বিবাহ-শাদি, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখা, দৃষ্টি অবনত রাখা সব কিছুই ইবাদত। কারণ এসবের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়।

সুতরাং সম্মানিত ভাইসব! আমাদের ইবাদত কেবলমাত্র কিছু আরকান-আহকাম বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সামগ্রিক বিচারে আবশ্যিক বিষয়াদি পালন করা এবং নিষেধাবলী পরিহার করাই হলো ইবাদত।

সম্মনিত ভ্রাতৃবৃন্দ! যখনই আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অনুগত চিত্তে নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করবেন তখনই সেটি ইবাদত হিসাবে গৃহীত হবে। এ কারণেই জনৈক মনীষী তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ، عَلَى نُوْرٍ مِنَ اللهِ، تَرْجُو بِذَلِكَ ثَوَابَ اللهِ، وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللهِ، عَلَى نُوْرٍ مِنَ اللهِ، تَخَافُ عِقَابَ اللهِ ‘ZvKIqv n‡jv Avjøvni c¶ †_‡K ci¯‿v‡ii Avkvq Zvi wb‡`k I Ab‡gv`b mv‡c‡¶ Zvi AvbMZ¨ Kiv Ges Avjøvni kw¯‿i f‡q Zvi wb‡`kbvi Av‡jv‡K Aciva I Aeva¨Zv cwiZ¨vM Kiv◌ֽ|

সুতরাং একজন মুসলিম তার যাবতীয় কাজ কেবলমাত্র নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। মানবতার কল্যাণে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যে কাজই সে করবে সেটিই ইবাদত বলে গণ্য হবে। দেখুন মানবতার কল্যাণে সামন্য একটু ভূমিকা রাখলে আল্লাহ তা‘আলা কত অপরিসীম পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً وَلَا يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَائِرٌ إِلَّا كَانَ لِغَارِسِهِ الأَوَّلِ أَجْرٌ ‘কোনো মুসলিম বৃক্ষ রোপন করলে কিংবা ক্ষেত-কৃষি করলে, তা থেকে যদি কোনো মানুষ কিংবা পাখি কিছু খায় তবে তার বিনিময়ে প্রথম রোপনকারীর জন্য ছাওয়াব রয়েছে’ (বুখারী ও মুসলিম)।

সুবহানাল্লাহ! প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, রাব্বুল আলামীন কত সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন আমাদের জন্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কিছু অপসারণ করা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে ভূমিকা রাখা আর রাতে বিনিদ্র থেকে সেজদারত থাকা সবই ইবাদত। বড়ই সৌভাগ্যবান তারা, যারা তাদের সময়কে এমন মূল্যবান কাজে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়।

ইবাদত হতে হবে পূর্ণ আন্তরিকতায় ও একাগ্রচিত্তে এবং তা পালন করতে হবে সর্বোচ্চ সুন্দর পদ্ধতিতে

weÁ gmwjg åvZe›`! স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেই সৃষ্টির কল্যাণ ও কামিয়াবি নিহিত। তাই সুবিবেচনার দাবী হল, সে ইবাদত নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া, কখনো বিরক্ত ও নিরাসক্ত না হওয়া। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ÔAvi Zwg gZ¨ Avmv Aewa Avcb i‡ei Bev`Z K‡iv◌ֽ (miv Avj wnRi: 99)।

ইবাদতেই আমাদের কল্যাণ, এটিই কামিয়াবির একমাত্র রাস্তা, তাই তা আদায় করতে হবে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে, সর্বাধিক সুন্দর পদ্ধতিতে। শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন ও রুটিনের অনুসরণই যাতে বিবেচ্য না হয়। সে ধরণের ইবাদতের মাধ্যমেই কেবল মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। প্রশান্ত হবে হৃদয়-মন। শীতল হবে চক্ষু। উদ্বেলিত হবে অন্তর তৃপ্তি ও আনন্দে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয় সহচর বিলাল রা. কে লক্ষ্য করে বলেন : أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ الصَّلَاةَ ‘(বিলাল!) সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও’ (তাবারানী, সহীহ)।

আরও বলছেন : جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلَاةِ ‘আমাদের চোখের শীতলতা (প্রশান্তি) রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে’ (নাসাঈ, হাসান-সহীহ)।

অর্থাৎ সালাতের মাধ্যমে আমার মন প্রশান্তি লাভ করে, চোখ জুড়িয়ে যায়।

ইবাদতে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ

প্রাজ্ঞ উপস্থিতি, ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, মহান আল্লাহর ইবাদতেই বান্দার যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। বান্দার সফলতা ও স্বার্থকতা তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই। তবে তা হতে হবে সহনীয় মাত্রায়। সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি

রেখে। ইবাদতে আগ্রহ থাকা আবশ্যক। তাই চাপ নিয়ে ইবাদত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. নিরুৎসাহিত করেছেন কঠোরভাবে। তিনি বলেন: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوِّ ‘তোমরা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকো, কেননা বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে’ (আহমদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)।

বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং এটি একটি ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সালাম বারবার উম্মতকে তা থেকে সতর্ক করেছেন। এক হাদীসে এসেছে :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا

.‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি কথাটি তিন বার বলেছেন’(মুসলিম)।

m¤§wbZ nv‡hixb! সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয় জানেন, তিনি সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন: ‘আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি নাকি দিনভর রোযা রাখো আর রাতভর ইবাদতে ব্যস্ত থাক? আমি বললাম, ‘হ্যাঁ’, ইয়া রাসূলালাহ! তখন নবীজী বললেন, তুমি এমনটি করবে না। রোযা রাখবে আবার রাখা ছেড়ে দেবে; অনুরূপভাবে রাতে ঘুমাবে আবার জেগে ইবাদত করবে। কারণ তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার দুই চোখের হক আছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার ওপর তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের হক আছে। তোমার জন্য বরং মাসে তিন দিনের রোযাই যথেষ্ট। কারণ একটি নেক-আমলের বিনিময়ে তোমাকে দশগুণ ছাওয়াব দেয়া হবে। আর তখন এটা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলালাহ! আমি আরো সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ আ.–এর মত রোযা রাখ। এর বেশি করতে যেও না। আমি বললাম দাউদ আ.-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, অর্ধ বছর। বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. আফসোস করে বলতেন, হায়! আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া ছাড় গ্রহণ করতাম’ (বুখারী ও মুসলিম)।

m¤§wbZ Dcw¯ wZ! ইবাদত নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী করা দরকার। ইবাদতের হক আদায় করে নিজের মনের প্রফুলতা বজায় রেখে যতটুকু করা যায় ততটুকুই উত্তম। তার অতিরিক্ত করলে তা হবে বাড়াবাড়ি, যা কখনোই শরীয়ত কারো কাছ থেকে চায় না। ইবাদতে বাড়াবাড়ি এক সময় বান্দাকে ইবাদতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত করে তোলে।

wcq gmwjg åvZe›`! একদিন অনেক ইবাদত করা আর অন্য দিন মোটেও না করা, তারচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও উত্তম হলো প্রতিদিন কিছু কিছু করা। ইবাদত তো অনেক, তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিনই নিজ রবের ইবাদতে মশগুল থাকা। যেহেতু আনুগত্যই আল্লাহর চাহিদা তাই এ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ প্রতিদিনই হবে, সেটিই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর চাহিদা মোতাবেক ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

ইসলামে ইবাদত: ভাব ও তাৎপর্য

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَهُ، وَيَزِيْدُ مَنَ شَكَرَهُ، وَيَتُوْبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَهُ، وَيُعَذِّبُ مَنْ جَحَدَهُ وَكَفَرَ، أَحْمَدُهُ عَلَى سَابِغِ نِعَمِهِ وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِه، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِتَقْوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَفْضَلُ الذَّاكِرِيْنَ وَقُدْوَةَ الشَّاكِرِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَىْ، وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের মধ্যেই বান্দার প্রকৃত ইয্যত ও মর্যাদা

m¤§wbZ gmjøxe›`! আল্লাহ তা'আলার উবুদিয়ত তথা দাসত্ব করা প্রতিটি বান্দার অবশ্য করণীয়। এ দাসত্ব বান্দার মর্যাদার নিদর্শন, সম্মানের মুকুট। বরং বলা যায় পৃথিবীর সকল অর্জন ও সামগ্রীর মধ্যে সবচে' মূল্যবান অর্জন এটি। তাই তো আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সর্বাধিক সম্মানিত ও সফল ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উবুদিয়তের গুণ উল্লেখ করেই সম্বোধন করা হলো। এটি একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে বান্দার সকল অর্জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ অর্জন হলো উবুদিয়তের গুণ অর্জন। ইসরা ও মিরাজ যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবার অন্যতম অনুষঙ্গ, সেই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়টি বর্ণনার সময়ও পবিত্র কুরআনে দাসত্বের গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে : **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** 'cweÎ gnvb †m mËv, whwb Zvi ev›`v‡K iv‡Z wb‡q wM‡q‡Qb gmwR`j nvivg †_‡K gmwR`j AvKmv chš, hvi Av‡kcv‡k Awg eiKZ w`‡qwQ, †hb Awg Zv‡K Avgvi wKQ wb`kb †`Lv‡Z cwi| wZwbB me‡kvZv, me`óv' (miv Avj Bmiv: 1)।

বিষয়টিকে বিবেচনায় আনলে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, উবুদিয়ত বান্দার সম্মানের মুকুট, শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। তাই সকল কথায় ও কাজে মহান আল্লাহর দাসত্বকে ধারণ করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির রাস্তায় অগ্রসর হওয়া উচিত। এতেই রয়েছে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও শান্তি। মহান আল্লাহ তাকে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানজনক অভিধায় সম্ভাষণ করেছেন, আর তা হচ্ছে উবুদিয়ত তথা দাসত্বের সম্ভাষণ।

ইবাদত বিষয়ে একটি বিভ্রান্তি

m¤§wbZ Dcw¯wZ, ইবাদত বিষয়ক আলোচনা থেকে আশা করি আমরা এর মর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেয়েছি যে, জীবনের সার্বিক পর্বে আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণে যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনা করাই হলো ইবাদত। তাই কোনো নিয়মতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতার সাথে তাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা ইবাদত সম্বন্ধে অজ্ঞাতারই বহিঃপ্রকাশ। অতীব পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইবাদতের এ মর্ম বুঝতে ভুল করেছে এবং এর সঠিক জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এসব লোককে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

এক. এরা ইবাদতকে আংশিকভাবে বুঝেছে। তাদের মতে ইবাদত আল্লাহ প্রদত্ত কতিপয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে কোনো ইবাদত নেই। যেমন সালাত, সওম, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। এ ছাড়া জীবন পরিচালনায় মানুষ স্বাধীন। সেখানে আল্লাহপ্রদত্ত কোনো নিয়ম-নীতি মানুষ মানতে বাধ্য নয়। এটি ইবাদত সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান। ভুল ধারণা। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** '†Zvgiv wK wKZv‡ei wKQ As‡k Cgvb ivL Avi wKQ Ask A¯xKvi Ki? mZivs †Zvgv‡`i g‡a¨ hviv Zv K‡i `wbqvi Rxe‡b jvÃbv Qvov Zv‡`i Kx cwZ`vb n‡Z cv‡i? Avi wKqvg‡Zi w`‡b Zv‡`i‡K KwVbZg Avhv‡e wb‡¶c Kiv n‡e| Avi †Zvgiv hv Ki, Avjøvn †m m¤ú‡K Mwdj bb' (miv Avj evKiv: 85)।

দুই.এরা ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিমিত্তে সম্পাদন করে। গাইরুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে, বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে ইত্যাদি। অথচ মহান আল্লাহ বলছেন : أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ôeis wZwb, whwb wbiæcv‡qi AvnŸv‡b mvov †`b Ges wec` `ixfZ K‡ib Avi †Zvgv‡`i‡K hwg‡bi cwZwbwa evbvb| Avjøvni mv‡_ wK Ab¨ †Kv‡bv Bjvn Av‡Q? †Zvgiv KgB Dc‡`k MnY K‡i _vKÓ (miv Avb bvgj: 62)।

তিন.এদের অবস্থা হল, এরা ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করে। এদের ইখলাসে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু ইবাদতটি সম্পাদন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম   প্রদর্শিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য পদ্ধতিতে। তাই এদের ইবাদতও প্রত্যাখ্যাত।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.'যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হবে প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী ও মুসলিম)।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দীনের ওপর কিছু বাড়ালো, তাঁর দেয়া বিধানের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করল, সে কি ইবাদত ও দাসত্বের পরিপূর্ণ হক আদায় করল? দাসত্বে কি নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন-বিয়োজনের চিন্তা করা যায়? তাহলে তা কবুল হবার আশা করা যায় কিভাবে? এরা মূলতঃ আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করেছে। আর গ্রহণ করেছে প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাসত্ব। মহান আল্লাহ এ থেকে বান্দাদের সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ÔZ‡e Zwg wK Zv‡K j¶¨ K‡iQ, †h Zvi cewË‡K Avcb Bjvn ewb‡q wb‡q‡Q? Zvi Kv‡Q Ávb Avmvi ci Avjøvn Zv‡K c_åó K‡i‡Qb Ges wZwb Zvi Kvb I Aš‡i †gvni †g‡i w`‡q‡Qb| Avi Zvi †Pv‡Li Ici ¯vcb K‡i‡Qb AveiY| AZGe Avjøvni ci †K Zv‡K wn`v‡qZ Ki‡e? Zvici I wK †Zvgiv Dc‡`k MnY Ki‡e bvÓ? (miv Avj Rwmqv: 23)।

প্রিয় বন্ধুগণ! বান্দা তার রবের ইবাদত করবে, তবে কত দিন? তার শেষ সীমানা কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব মহান আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন, বলছেন : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ÔAvi BqvKxb Z_v gZ¨ Avmv chš Zwg †Zvgvi i‡ei Bev`Z KiÓ (miv Avj wnRi: 99)।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى آلِ إِبْراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে ইবাদত আদায়ের তাওফীক দান করুন। ইবাদতরে সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনার আবেদ হিসেবে কবুল করুন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনার ইবাদত ও দাসত্ব করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ ! আম্বিয়ায়ে কেরাম, সালিহীনগণ যেভাবে আপনাকে ইবাদত করেছেন আমাদেরকেও সেভাবে ইবাদত করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইবাদতের যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদের সকল ইবাদত কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমীন, ইয়া আরহামার রাহিমীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

সুন্নতের অনুসরণ

LZevq hv _vK‡e

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বতের হাকীকত বয়ান

২. ইবাদত কখনো কবুল হবে না যদি না তা সুন্নত মুতাবিক হয়

৩. 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথায় ঈমান আনার অর্থ একনিষ্ঠভাবে তাঁর অনুসরণ করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَتَحَ لَنَا أَبْوَابَ الْهُدَى بِمَنْ جَعَلَهُ خَيْرَ الْأَنَامِ، وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ مِنْ ذَوِيْ الْإِجْرَامِ، نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَسْبَغَ الْأَنَامَ مِنْ جَزِيْلِ الْإِنْعَامِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

gnZvivg nv‡hixb! আমাদের মাঝে এমন কে আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসেন না? এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পছন্দের জিনিসকে পছন্দ করেন না? এমন কে আছেন যিনি আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথী হওয়ার আশা রাখেন না?

এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াতের প্রত্যাশা করেন না?

হ্যাঁ, সবাই তা চায়। সবাই রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াতের প্রত্যাশা করে। সবাই তাঁকে ও তাঁর মুহাব্বতের জিনিসকে মুহাব্বত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর পথ ও পদ্ধতি কি? কিভাবে তা লাভ করা যায়?

হ্যাঁ, এর পথ একটিই। পদ্ধতি একটিই। আর সেটা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করা। তাঁর সুন্নতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া ঈমানই পূর্ণতা লাভ করবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বতের আলামত হলো, তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করা এবং তাঁর সুন্নতের ইত্তিবা করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। হাদীসেও রয়েছে অসংখ্য প্রমাণ। নিম্নে কুরআন ও হাদীস থেকে কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করা হল:

কোরআনের প্রমাণ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ÔeĮ, †Zvgiv Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ Ki| Zvici hw` Zviv gL wdwi‡q †bq, Z‡e wbðq Avjøvn Kvwdi‡`i‡K fvjev‡mb bvÕ (miv Av‡j-Bgivb: 32)।

Ab¨ GK Avqv‡Z G‡m‡Q : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً Ô†n gwgbMY, †Zvgiv AvbMZ¨ Ki Avjøvni I AvbMZ¨ Ki ivm‡ji Ges †Zvgv‡`i ga¨ †\_‡K KZ‡Zi AwaKvwi‡`i| AZtci †Kvb wel‡q hw` †Zvgiv gZwe‡iva Ki Zvn‡j Zv Avjøvn I ivm‡ji w`‡K cZ¨vcY KivI hw` †Zvgiv Avjøvn I †kl w`‡bi cwZ Cgvb ivL| GwU DËg Ges cwiYv‡g DrKóZiÕ (miv wbmv: 59)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً Ô†h ivm‡ji AvbMZ¨ Kij, †m AvjøvniB AvbMZ¨ Kij| Avi †h wegL nj, Z‡e Awg †Zvgv‡K Zv‡`i Ici ZËveavqK K‡i †ciY KwiwbÕ (miv wbmv: 80)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ôej, hw` †Zvgiv Avjø‡K fvjevm, Zvn‡j Avgvi AbmiY Ki, Avjøvn †Zvgv‡`i‡K fvjevm‡eb Ges †Zvgv‡`i cvcmgn ¶gv K‡i †`‡eb| Avi Avjøvn AZ¨š— ¶gvkxj, cig `qvjyÕ(miv Av‡j Bgivb:32)।

তিনি আরো বলেন : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ÔAvjøvn I Zvi ivmj †Kv‡bv Kv‡Ri Av‡`k Ki‡j †Kv‡bv Cgvb`vi cyiæl I Cgvb`vi bvixi †m wel‡q G AwaKvi †bB †h, †m Avjøvn I Zvi ivm‡ji Av‡`k Agvb¨ K‡i| Avi †h Avjøvn I Zvi ivm‡ji bvdigvbx K‡i †m cKvk¨ c_åóZvq cwZZ nqÕ (miv Avnhve: 36)।

হাদীসের প্রমাণ :

ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg e‡jb : وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىْ اخْتِلَافاً كَثِيْراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'আর তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে– আমার সুন্নত এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা। তোমরা এ সুন্নতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং সমস্ত বিদআত থেকে বিরত থাকো। কেননা প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা' (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে :

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىْ قَالُوْا وَمَنْ يَأْبَىْ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَىْ

'আবু হুরাইরা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতিটি উম্মত জান্নাতে যাবে। তবে যে অস্বীকার করে সে নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অস্বীকারকারী কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে-ই অস্বীকারকারী' (বুখারী)।

সুন্নতের বাইরে বিদআত নির্ভর অক্লান্ত মেহনত-মুজাহাদ করে কোনো লাভ নেই। হাদীসে এসেছে : الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ ÔmbœZ Aej¤^b K‡i ga¨gcš'vq Pjv, we`AvZ Aej¤^b K‡i AKvš— †gnbZ Kivi †P‡q DËgÕ (Be‡b nvRi)|

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ ÔgRvwn` in. e‡jb, ÔAvgiv GK`v GK md‡i Be‡b Dgi iwh.-Gi m‡½ wQjvg| Pj‡Z Pj‡Z GK¯'v‡b wM‡q wZwb iv¯—v †Q‡o Ab¨ w`‡K †M‡jb| Zv‡K wR‡Ám Kiv n‡jv, Ô†Kb Avcwb GgbwU Ki‡jb?Õ DË‡i wZwb ej‡jb, ÔAvwg ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg‡K Giƒc Ki‡Z †`‡LwQ| ZvB Avwg I Zvi AbKi‡Y GgbwU K‡iwQÕ (Avng`)|

gnZ¡ I djvdj! ইত্তেবায়ে সুন্নতের বহু ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে। আসুন আমরা এসব ফলাফলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করি।

এক. ক্ষতিকর ও গর্হিত মতানৈক্য থেকে সুরক্ষা : পরস্পরে নিন্দিত মতবিরোধ ও ক্ষতিকর মতানৈক্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর এ থেকে কেবল আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই বেঁচে থাকা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوَاْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ô†Zvgiv Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ Ki| Ges †Zvgiv ci¯úi weev‡` wjß n‡qv bv| Zvn‡j †Zvgiv mvnmnviv n‡q hv‡e Ges †Zvgv‡`i kw³ wbt‡kl n‡q hv‡e| Avi †Zvgiv %ah ai, wbðq Avjøvn ^ahkxj‡`i mv‡_ Av‡QbÕ (miv Avbdvj: 46)।

Dc‡ii AvqvZ †_‡K cZxqgvb n‡"Q †h, mb‡Zi B‡Ëev Kiv Ges Zv‡K AvK‡o aivB n‡"Q Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ Kiv| Avi wb›`bxq GL‡Zjvd ev gZv‰bK¨ †_‡K †e‡P _vKvi GKgvÎ c_ nj AvbMZ¨|

দুইঃ রাসূলুল্লাহ সালালহু আলাইহি ওয়া সালাম কর্তৃক নিন্দিত ফেরকা থেকে বেঁচে থাকা এবং নাজাতপ্রাপ্ত ফেরকার সাথে জুড়ে থাকার সুযোগ পাওয়া যায় ইত্তেবায়ে সুন্নতের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন বনী ইসরাঈলের ওপর যেমন এসেছিল আমার উম্মতের ওপর হুবহু ঐরকম আসবে একেবারে জুতায় জুতায় মিলে যাওয়ার মতো। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। তন্মধ্যে একটি ছাড়া সবক'টি দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে জান্নাতী দল কোনটি ইয়া রাসুলালাহ? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবাগণ যার ওপর আছি' (তিরমিযী,সহীহ)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীগণ যে আকীদা-বিশ্বাসের ওপর ছিলেন, যে আমল ও কর্মপন্থার ওপর ছিলেন, তা আঁকড়ে ধরাই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির পথ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তিনঃ ইত্তেবায়ে সুন্নতের মাধ্যমে হিদায়েত হাসিল হয়। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এ দু'টির পর তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো, আল্লাহর কিতাব আর অন্যটি হলো আমার সুন্নত। জিনিস দু'টো তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হাউজে কাউসারের কাছে উপনীত হবো' (হাকেম, হাসান)।

চার. ইত্তেবায়ে সুন্নতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাআতভুক্ত হওয়া যায়, আর সুন্নতের ইত্তেবা ছেড়ে দেয়ার অর্থ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাআত থেকে বের হয়ে যাওয়া।

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তিন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবিগণের ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইবাদতের পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আসলেন। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো তখন যেন তাদের নিকট তা খুব কম মনে হলো। এমতাবস্থায় তাদের একজন বলল, আরে! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমাদের কী তুলনা! তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বলল, আজ থেকে আমি সর্বদা সারারাত জেগে নামায পড়ব। আরেকজন বলল, আমি দিনের বেলা সর্বদা রোযা রাখব। কখনো রোযা ভাঙ্গব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি সর্বদা মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকব, কখনো বিবাহ করব না। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, 'তোমরাই সেই লোক, যারা এমন এমন বলেছে? শোন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। তথাপি আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভঙ্গ করি। নামায পড়ি আবার ঘুমাই। আমি মহিলাদের বিয়েও করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়'(বুখারী)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত থেকে বিমুখ থাকার দু'টি পর্যায় রয়েছে। একটি হলো গুনাহের পর্যায় আর অন্যটি হলো কুফরীর পর্যায়।

যদি কেউ অলসতা ও অবহেলাবশত সুন্নত তরক করে তবে তা হবে গুনাহের পর্যায়। অর্থাৎ এরূপ করার কারণে সে শুধু গুনাহগার হবে; ঈমানহারা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কেউ সুন্নতকে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে, দোষারোপ করে তাহলে তা হবে কুফরীর পর্যায়। কেননা সুন্নতের ওপর দোষারোপ করা, তার সমালোচনা করা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করা– এক প্রকার কুফরীই বটে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে যথার্থরূপে সুন্নতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

সুন্নতের অনুসরণ

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُه سُبْحَانَه وَأَشْكُرُه، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

gnZvivg nv‡hixb! আমরা ইত্তেবায়ে সুন্নতের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

পাঁচ. ইত্তেবায়ে সুন্নতের আরেকটি ফল হলো ইত্তেবায়ে সুন্নতের মাধ্যমে শয়তানের পথ অনুসরণ থেকে পরিত্রাণ মিলে।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে একটি রেখা টেনে বললেন- এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি তার ডানে ও বামে কয়েকটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি সে দাগটির ডানে ও বামে আরো কয়েকটি ছোট রেখা টানলেন। তারপর তিনি বললেন, এটা আমার রাস্তা, এই বলে তিনি লম্বা রেখাটির দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, এটা আমার রাস্তা আর এগুলো অনেক রাস্তা। যার প্রতিটিতে একজন করে শয়তান বসে সেদিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। সবশেষে তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ÔAvi GwU †Zv Avgvi †mvRv c_| mZivs †Zvgiv Zvi AbmiY Ki Ges Ab¨vb¨ c_ AbmiY K‡iv bv, Zvn‡j Zv †Zvgv‡`i‡K Zvi c_ †_‡K wew”Qb K‡i †`‡e| G¸‡jv wZwb †Zvgv‡`i‡K wb‡`k w`‡q‡Qb, hv‡Z †Zvgiv ZvKIqv Aej¤^b Ki|Õ (miv AvbAvg: 153)।

অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নতের ইত্তেবা করল সে সিরাতে মুস্তাকীমের ইত্তেবা করল এবং শয়তানের যাবতীয় পথ থেকে নিরাপদ রইল।

†Kv‡bv GK eo Av‡jg e‡jb, †ewkifvM, †Mvgivnx I åóZv KiAvb I nv`xm‡K k³ fv‡e AvK‡o bv aivi Kvi‡YB n‡q _v‡K| †hgb Bgvg hnix in. e‡jb- ÔAvgv‡`i DjvgvMY ej‡Zb, mbZ‡K AvK‡o aivB n‡”Q bvRv‡Zi c_Õ|

Bgvg gv‡jK in. e‡jb, ÔmbZ n‡”Q bn Av.-Gi wKkwZi b¨vq| †h Zv‡Z Av‡ivnY Ki‡e †m gyw³ cv‡e| Avi †h Av‡ivnY bv K‡i wcQ‡b †_‡K hv‡e †m Wy‡e gi‡e| GUv GRb¨ †h, mbZ I kixqZB n‡”Q H wmiv‡Z g¯vKxg ev mij-mnR c_, hv ev›`v‡`i‡K Avjøvn chš— †cŠ‡Q †`q| Avi ivmj n‡jb G wmiv‡Z g¯vKx‡gi AwfÁ c_c`kKÕ|

ছয়. ইত্তেবায়ে সুন্নতের আরেকটি ফল হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহর দীনের পুরোটাই হাসিল করা সম্ভব হয়। আর তা এজন্য যে, দীনের অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। আর কোন্টা ইবাদত কোন্টা ইবাদত না, তা নির্ণয়ের জন্য আল কুরআন ও সুন্নতে রাসূলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এ কারণে ইবাদত হলো কুরআন ও হাদীসনির্ভর, যুক্তিনির্ভর নয়। আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা অনুযায়ী,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র হলো– কুরআন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত গোটা দীনকে শামিল করে আছে।

সাত: ইত্তেবায়ে সুন্নতের সপ্তম ফল হল উম্মতের ওপর থেকে সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও অপমান দূর হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যখন উম্মতে মুহাম্মদী সুন্নতের অনুসরণ করতে থাকবে তখন তাদের যাবতীয় লাঞ্ছনা ও অপমান দূর হয়ে যাবে।

কেননা সুন্নতই হলো দীন। আর দীন পরিত্যাগ করার কারণে উম্মতের ওপর নেমে আসে লাঞ্ছনা ও অপমান।

আট: ইত্তেবায়ে সুন্নতের অষ্টম ফল হলো, মুসলিম জাতি যেসব রোগে আক্রান্ত সেসব রোগ ও তার চিকিৎসার বর্ণনাও সুন্নতের মধ্যে রয়েছে। যেমন:

‘সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– অচিরেই অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো পরস্পর পরস্পরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাবে যেভাবে খাবারের বরতনের দিকে আহারকারীদেরকে আহবান করা হয়। তখন কেউ বলল, ‘ইয়া রাসূলালাহ! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো’? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘না, তোমরা তখন সংখ্যায় বেশিই হবে। কিন্তু সেদিন তোমরা হবে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খরকুটোর মতো। তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে এবং তোমাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হবে– ‘ওয়াহান’। একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলালাহ! ওয়াহান কী জিনিস? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন– ‘ওয়াহান হলো, দুনিয়াকে মহব্বত করা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা’ (আহমদ, আবু দাউদ)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রোগ ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– অচিরেই অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো পরস্পর পরস্পরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাবে, যেভাবে খাবারের বরতনের দিকে আহারকারিদেরকে আহবান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর তা এভাবে যে, আজ গোটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে বিভিন্ন নিয়ামত ও কল্যাণে ভরপুর মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় সুন্নতের যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেদের ইজ্জত বাড়িয়ে নেয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যান্তর নেই। দুনিয়ার মহব্বত হৃদয় থেকে তিরোহিত করে মৃত্যুকে সন্তুষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করার জন্য বলিষ্ঠ ঈমান ও আমলের দ্বারা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো উপায় নেই।

নয়: ইত্তেবায়ে সুন্নতের নবম ফল হলো, এর মাধ্যমে সকল প্রকার ফিতনা ও আল্লাহর আযাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ô†Zvgiv ci¯úi‡K †hfv‡e Wv‡Kv ivmj‡K †mfv‡e †W‡Kv bv; †Zvgv‡`i g‡a¨ hviv Pwcmv‡i m‡i c‡o Avjøvn Aek¨B Zv‡`i‡K Rv‡bb| AZGe hviv Zvi wb‡`‡ki weiæ×vPiY K‡i Zviv †hb Zv‡`i Ici wechq †b‡g Avmv A_ev hšYv`vqK Avhve †cšQvi fq K‡iÕ (miv bi: 63)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সুন্নতের বিরোধিতা করবে তারা বিভিন্ন রকম ফিতনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কুফরী, মুনাফেকী ও বিদআতের মতো ভয়াবহ বিষয়সমূহের উদ্ভব ঘটবে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

পক্ষান্তরে যারা সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ করবে তারা এসব ফিতনা ও শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

GKevi GK †jvK Bgvg gv‡jK in. Gi †L`g‡Z nwRi n‡q ejj, †n Bgvg! Awg Igiv Kivi Biv`v K‡iwQ| Bgvg gv‡jK in. ej‡jbÑ Zvn‡j Zwg Bnivg ev‡av| †jvKwU ejj, Awg Bnivg evae wVK, Z‡e Zv g`xbvi gmwR` †_‡K| Bgvg gv‡jK in. ej‡jbÑ erm! ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg †Zv hj ûjvBdv †_‡K Bnivg †e‡a‡Qb|

AZGe Zwg hw` Zvi we‡iwaZv K‡i g`xbvi gmwR` †_‡K Bnivg ev‡av Z‡e †Zv Awg †Zvgvi Ici wdZbv wbcwZZ nIqvi Avk¼v KiwQ| Gici wZwb Zvi e³‡e¨i mg_©‡b G AvqvZ wZjvIqvZ Ki‡jb: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ÔAZGe hviv Zvi Av‡`‡ki weiæ×vPviY K‡i Zviv G wel‡q mZK †nvK †h, wechq Zv‡`i‡K ¯úk Ki‡e A_ev hšYv`vqK kw¯ Zv‡`i‡K Mvm Ki‡eÕ (miv bi: 63)।

†n Avjøvni ev›`vMY! তাই আমাদের উচিত, প্রথমত ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করা। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ জীবনে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজ জীবনে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হলে শহর জীবনে সুন্নত প্রতি-ষ্ঠিত হবে। শহর জীবনে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হলে গোটা দেশে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হলে গোটা জাতির মধ্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর গোটা জাতির মধ্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ চাহেন তো সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবকিছু সংশোধন হয়ে যাওয়ার কারণে সর্বত্র শান্তির সুবাতাস বইতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সুন্নত অনুযায়ী জীবন গঠন করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার নবীর সুন্নতের অনুসরণের তাওফীক দান করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন সুন্নতকে সমুন্নত রাখতে পারি সেই তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। সকল প্রকার বিদআত থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। সুন্নত পরিপন্থি কাজকর্ম থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দান করুন।

ইয়া রাব্বাল আলামীন! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

বিদআত থেকে হুঁশিয়ারী

LZevq hv _vK‡e

১. বিদআতের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রভাব

২. দীনে কোনো বিদআত সংযোজন থেকে হুঁশিয়ার করা

৩. বিদআত তৈরির কারণগুলো কি কি তা বর্ণনা করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

mwcq gmjgvb`! মানবতা যখন মূর্খতায় আচ্ছন্ন ছিল, বিশ্বাস আচরণ ও জীবনবোধ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত, আখলাক ও চরিত্রের ঘটেছিল চরম অধঃপতন, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, যার প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে তাদের প্রবৃত্তির পূজা ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত করে সত্যের পথে নিয়ে আসা; তাঁর অনুসরণের প্রতি দাওয়াত দেয়া; তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করতে বলা।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন, তখন একদল দুর্ভাগা তাঁর সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীকেই সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন। তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এবং ততদিন পর্যন্ত তাঁর রাসূলকে পৃথিবী হতে উঠিয়ে নিলেন না, যতদিন না তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ হল, আমানত আদায় হল, উম্মতের কল্যাণ কামনা করে দীনের সবকিছু তিনি বুঝিয়ে দিলেন এবং আমাদেরকে রেখে গেলেন শুভ্র-সরল-সত্য পথে, যার রাত দিনের মতোই সমুজ্জ্বল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশংকা করেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর প্রস্থানের পর মানুষ আবার প্রবৃত্তি পূজায় নিমগ্ন হবে, তাঁর অনুসরণ ছেড়ে দিবে। অন্যকে অনুসরণ করবে ও তাঁর সুন্নত বর্জন করবে। এজন্যই তিনি ফিতনার আশংকা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন সুন্নতের অবলুপ্তির কথা, বিদআতের প্রসার লাভের কথা।

wcq gmwjgvb! কুরআন ও হাদীস অসংখ্যবার আমাদেরকে সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআত পরিত্যাগ করতে বলেছে। সাহাবী, তাবেয়ী, উলামা-মাশায়েখগণও আমাদের সুন্নতের অনুসরণ এবং বিদআত বর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য দিয়েছেন, লেখনী চালিয়েছেন।

কুরআনুল কারীম সুন্নতের অনুসরণ বিষয়ক আয়াতে ভরপুর। কুরআন এ কথাও বলছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণই আল্লাহকে ভালবাসার নিদর্শন। ইরশাদ হচ্ছে : **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** ÔeÞj, hw` †Zvgiv Avjøvn‡K fvjevm, Zvn‡j Avgvi AbymiY Ki, Avjøvn †Zvgv‡`i‡K fvjevm‡eb Ges †Zvgv‡`i cvcmgn ¶gv K‡i †`‡eb| Avi Avjøvn AZ¨š— ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Av‡j Bgivb:32)।

আল কুরআন আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত ছেড়ে দেয়ার অর্থই হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইরশাদ হয়েছে : **فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ** ÔAZtci Zviv hw` †Zvgvi Avn¡v‡b mvov bv †`q, Zvn‡j †R‡b ivL, Zviv †Zv wb‡R‡`i †Lqvj Lkxi AbymiY K‡i| Avi Avjøvni w`Kwb‡`kbv Qvov †h wb‡Ri †Lqvj Lkxi AbymiY K‡i Zvi †P‡q AwaK c_åó Avi †K?Õ(miv Avj Kvmvm:50)।

আর যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা নিঃসন্দেহে সুন্নত পরিত্যাগকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ÔAvi †h Avgvi ¯§iY †_‡K gL wdwi‡q †b‡e, Zvi Rb¨ n‡e wbðq GK msKwPZ Rxeb Ges Avwg Zv‡K wKqvgZ w`e‡m Ifv‡ev AÜ Ae¯vq Ô (miv Zvnv:124)।

বিদআতীদের অবস্থা এমনই। তারা সংকীর্ণ, তাদের মন অপ্রশস্ত। তাদের অন্তরে প্রশান্তি নেই, স্থিরতা নেই। তারা অস্থির। কেননা শান্তি ও হিদায়েত একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের মধ্যে নিহিত। আর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করে সে কখনো বিভ্রান্ত হয় না, পথভ্রষ্ট হয় না। ইরশাদ হয়েছে : فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ÔAZtci †h Avgvi wn`v‡q‡Zi AbmiY Ki‡e †m wec_Mvgx n‡e bv Ges `fvMv I n‡e bvÕ (miv Zvnv:123)।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘দীনের ব্যাপারে যে ব্যক্তি নতুন কিছু আবিষ্কার করে, তার সে আবিষ্কার প্রত্যাখ্যাত হবে’ (বুখারী)।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: জাবের রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো বক্তৃতা দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠ উঁচু হয়ে যেত। তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত, যেন তিনি কোনো সেনাবাহিনীকে হুঁশিয়ার করে বলছেন, তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ওপর সকালেই আক্রমণ করবে, কিংবা, বিকেলেই আক্রমণ করবে। কাজেই সতর্ক হও। তিনি বলতেন, আমি আর কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, এই বলে তিনি তার মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি মেলাতেন। এরপর বলতেন: সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম হিদায়েত হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নত, সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো দীনের নামে নতুন সৃষ্টি (বিদআত), আর প্রতিটি বিদআতই বিভ্রান্তি (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়’ (মুসলিম)।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ‘আল্লাহ তা‘আলা বিদআতকারীর ভাগ্যে তাওবা নসীব করেন না, যতক্ষণ না সে বিদআত পরিত্যাগ করে’ (তাবারানী হাসদীসটি হাসান সনদে উল্লেখ করেছেন)।

wcq gmjøx fvB‡qiv! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত আঁকড়ে ধরা তো ঈমানেরই দাবি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল মেনে নেয়ার চাহিদাই হলো তাঁর যথার্থ অনুসরণ করা। তিনি যা করতে বলেছেন তা করা; যা বর্ণনা করেছেন তা বিশ্বাস করা; যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা এবং আল্লাহ যেসব উপায় বৈধ করেছেন, সেসব উপায় ছাড়া অন্য উপায়ে তাঁর ইবাদত না করা। কাজেই আল্লাহর রাসূল যে উপায়কে বৈধতা দেননি, সে উপায় অবলম্বন করে আল্লাহর ইবাদত করলে তা কেবল প্রত্যাখ্যাতই হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الل

৫ ‘তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’?

কাজেই সুন্নতের বিপরীত কোনো কথাই অনুসরণ করা যাবে না। তা সে যে-ই বলুক না কেন। ইমাম মালিক রহ. বলেন, ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া প্রত্যেকের কথাই গ্রহণযোগ্য আবার বর্জনীয়।

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত যে, যার কাছে সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট, তার জন্য কারো কথার ভিত্তিতে রাসুলের সুন্নত বর্জন করা বৈধ নয়।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আমি আশ্চর্য হই যখন দেখি যে, লোকজনের কাছে সূত্র স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্যভাবে সুন্নত প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা সুফইয়ানের মতামত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ÔAZGe hviv Zvi wb‡`‡ki weiæ×vPiY K‡i Zviv †hb Zv‡`i Ici wechq †b‡g Avmv A_ev hšYv`vqK Avhve †cŠQvi fq K‡iÕ (miv Avb-bi:63)।

ÔwechqÕ Z_v wdZbv Kx, Rv‡bb? wdZbv n‡jv wkiK| nqZ †m hLb ivm‡ji †Kv‡bv e³e¨ cZ¨vL¨vb Ki‡e, ZLb Zvi Aš‡i eµZv mwó n‡e, d‡j †m aŸsm n‡q hv‡e|

wcq gmwjg fvB‡qiv! ইসলাম হলো আনুগত্য, আত্মসমর্পণ। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। কাজেই যখন দলীল স্পষ্ট হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস প্রমাণিত হবে, তখন তার প্রতি আনুগত্য করা, তা স্বীকার করা আবশ্যক বলে গণ্য হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ÔAvi Avjøvn I Zvi ivmj †Kvb wb‡`k w`‡j †Kvb gwgb ciæl I bvixi Rb¨ wb‡R‡`i e¨vcv‡i Ab¨ wKQ GLwZqvi Kivi AwaKvi _v‡K bv; Avi †h Avjøvn I Zvi ivmj‡K Agvb¨ Kij †m ¯úóB c_åó n‡eÕ (miv Avj Avnhve:36)।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বক্তব্যে বলতেন : إِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتْ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ 'নবসৃষ্ট বিষয় তথা বিদআত থেকে সাবধান! কেননা প্রত্যেক বিদআতই বিভ্রান্তি' (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

wcq fvB‡qiv! সুন্নতের অনুসরণের উপকারিতা অনেক।

RiRvbx in. e‡jb, Ôev›`vi †mŠfvM¨evb nIqvi Avjv gZ n‡jv Bev`Z Kiv mnR nIqv, KvR-K‡g, K_v-evZvq mb‡Zi AbmiY Kiv, mr †jvK‡`i msmM jvf Kiv, eÜ-evÜ‡ei mv‡_ fv‡jv e¨envi Kiv, Avjøvni mwói mv‡_ mØ¨envi Kiv, gmjgvb‡`i‡K m¤§vb Kiv Ges mg‡qi gj¨vqY KivÕ|

wKigvbx in. e‡jb, Ô†h e¨w³ nvivg †_‡K `wó AebZ iv‡L, m‡›`nRbK KvR †_‡K weiZ _v‡K, mve¶wYK Avjøvn-a¨v‡b gM _v‡K, mb‡Zi AbmiY K‡i, Ges nvjvj Lvevi Af¨vm K‡i †bq, Zvi †Kv‡bv `i`wó fj K‡i bvÕ|

wcq gmjøx fvB‡qiv! সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রবৃত্তির অনুসরণই মুসলমানদের পরস্পর বিভক্তির কারণ এবং নিশ্চিত ভ্রষ্টতা।

ইরশাদ হয়েছে : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ÔAvi GwU †Zv Avgvi †mvRv c_| mZivs †Zvgiv Zvi AbmiY Ki Ges Ab¨vb¨ c_ AbmiY K‡iv bv, Zvn‡j Zv †Zvgv‡`i‡K Zvi c_ †_‡K wew”Qb K‡i †`‡eÕ (miv Avj AvbAvg:153)।

আর নির্দেশ অমান্য করাই তো অবাধ্যতা। ইরশাদ হয়েছে : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا ÔmZivs †hfv‡e Zwg wb‡`wkZ n‡qQ †mfv‡e Zwg I †Zvgvi mv_x hviv ZvIev K‡i‡Q, mK‡j AwePj _vK| Avi mxgvj•Nb K‡iv bvÕ (miv n`:112)।

আর কেবল যা ভালো লাগে এবং যা করতে মন চায়, তার ভিত্তিতে কোনো দলীল ছাড়া ইবাদত করাই প্রবৃত্তির অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ÔZ‡e Zwg wK Zv‡K j¶¨ K‡iQ, †h Zvi cewË‡K Avcb Bjvn evwb‡q wb‡q‡Q?Õ (miv Avj RwQqv:23)।

আর যারা প্রবৃত্তির পূজা করে, তারা আল্লাহর এ হুঁশিয়ারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদআতকে ভ্রষ্টতা বলেছেন। তার কারণ, বিদআতী তার প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে ভ্রষ্ট হয়। সে সন্দেহজনক দলীলকে চাহিদা মতো গ্রহণ করে। আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের উদ্দেশ্যে নয়। ফলে সে প্রথমে তার প্রবৃত্তি ও মনকে দলীল বানিয়ে নেয়। এরপর অন্য দলীল খোঁজে। কাজেই দলীলগুলোকে সে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ÔwZwb G w`‡q A‡bK‡K c_åó K‡ib Ges G w`‡q A‡bK‡K wn`v‡qZ †`bÕ (miv Avj evKviv:26)।

আল্লাহ তা‘আলা দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টদের এ নীতি অনুসরণ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ : فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ÔwZwbB †Zvgvi Ici wKZve bwhj K‡i‡Qb, Zvi g‡a¨ Av‡Q gnKvg AvqvZmgn| †m¸‡jv wKZv‡ei gj, Avi Ab¨¸‡jv gZvkwen| d‡j hv‡`i Aš‡i i‡q‡Q mZ¨wegL ceYZv, Zviv wdZbvi D‡Ï‡k¨ Ges f j e¨vL¨vi AbmÜv‡b gZvkwen AvqvZ¸‡jvi †cQ‡b †j‡M _v‡KÕ (miv Av‡j Bgivb:7)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনৈতিকতা ও বিদআত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

wcq fvB‡qiv! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের বিপরীতে অন্য কারো মতামত চলে না। তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। সহীহ হাদীসে আছে : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ‘আমাদের মত ও পথের বাইরে যে ব্যক্তি কোনো আমল করবে, তার সে আমল প্রত্যাখ্যাত হবে’ (মুসলমি)।

মুহতারাম শ্রোতামণ্ডলী! বিদআতীরা পৃথিবীতেও লজ্জিত হয়, আখিরাতেও তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

শাতিবী রহ. বলেন, বিদআতীর ওপর পৃথিবীতে অপমান ও আল্লাহর আক্রোশ নেমে আসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ Ôwbðq hviv †Mv evQi‡K (Dcvm¨ wnmv‡e) MnY K‡i‡Q, `wbqvi Rxe‡b Zv‡`i‡K Avµvš Ki‡e Zv‡`i i‡ei c¶ †_‡K Mhe I jvÃbv| Avi G fv‡e Awg wg_¨v iUbvKvix‡`i cwZdj †`BÕ (miv Avj Avivd:152)। এ আয়াতে তাদের ও তাদের সদৃশ অন্যদের কথা বলা হয়েছে। কেননা বিদআতীরা যা করে, তা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ বৈ অন্য কিছু নয়।

ইgvg gwjK in. †_‡K ewYZ, wZwb e‡jb, †h e¨w³ Bmjv‡g †Kv‡bv we`AvZ Pvj Kij GB †f‡e †h, Zv DËg, †m †hb gnv¤§` mvjvjvn AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi e¨vcv‡i GB aviYv †cvlY Kij †h wZwb wimvjv‡Zi †LqvbZ K‡i‡Qb| †Kbbv Avjøvn wb‡RB †Zv e‡j‡Qb: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ÔAvR Awg †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i `xb‡K cY Kijvg Ges †Zvgv‡`i Ici Avgvi wbAvgZ m¤úY Kijvg Õ (miv Avj gv‡q`v:3)।

Kv‡RB †mw`b hv `xb n‡Z cv‡iwb, AvR bZb †hvM n‡q Zv `x‡bi Aš f³ n‡Z cv‡i bv|

সহীহ মুসলিমে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দীন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকারীদেরকে তাঁর হাউজ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

বিদআত আসলে সঠিক দীনের ওপর আঘাত হানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনো জাতি একটি বিদআতে জড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাদের থেকে অনুরূপ একটি সুন্নত উঠিয়ে নেন (আহমদ)।

আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিদআত থেকে হিফাযত করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

বিদআত থেকে হুঁশিয়ারী

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq gmjøx eÜiv! মানুষকে যে বিষয়টি শিরক ও বিদআতে লিপ্ত করে তা হলো পূর্বসুরীদের অন্ধ অনুকরণ এবং কোনো আলেমের দলীলহীন সমর্থন ও গোঁড়ামী। আবূ দাউদসহ অন্যান্য সুনানে আছে, মু'আয বিন জাবাল রা. বলেন, 'সাবধান! তোমরা বিদআত থেকে বাঁচো। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। আমি তোমাদেরকে আলেম-এর পদস্খলন থেকে সতর্ক করছি। মনে রাখবে, শয়তান আলেমের কথায় বিভ্রান্তিকর কথা ঢুকিয়ে দেয়। কাজেই আলেমের সব সন্দেহজনক কথা থেকে বেঁচে থাকবে। আর অনেক সময় মুনাফিকও সত্যের কথা বলে থাকে'।

বলা হলো, আলেম যে বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন, তা কীভাবে বুঝব? তিনি বললেন, আলেমের প্রসিদ্ধ যেসব কথার ব্যাপারে বলা হয় যে এটা আবার কেমন কথা?! সেসব থেকে বাঁচো। অবশ্য এটা যেন আবার তোমাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। কেননা, হতে পারে সে সত্যের পথে ফিরে আসবে। আর সত্য যখনি শুনবে, গ্রহণ করে নিবে। কেননা সত্যের মধ্যে নূর আছে'।

এ তো হলো ঐ ব্যক্তির কথা যার আসল অবস্থা ছিল সুন্নতের অনুসরণ করা। কিন্তু যে বিদআতের ওপরই অবস্থান করে তার কোনো সম্মান নেই। কেননা বিদআতীরা এমন লোক, যারা আদত-অভ্যাসের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক কথার অনুসরণ করে, যদিও তা সুস্পষ্ট সুন্নতের বিপরীত হয়। নাউযুবিলাহ।

মুকাতিল বিন হায়্যান রহ. বলেন, বিদআতীরা এই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিপদস্বরূপ। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের কথা বলে। আর এসব ভালো কথা বলে মূর্খ মানুষকে শিকার করে নেয়। অতঃপর তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে। এরা তো মধুর নামে বিষ পরিবেশনকারীদের মতোই।

শয়তান যে মানুষকে সুন্নতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে অসত্যের পথকে সুন্দর করে দেখায়, পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামী করতে শেখায়, এর জন্য সে পুরনো অস্ত্র ব্যবহার করে। এ অস্ত্র সে আগেও ব্যবহার করেছিল। আগেও এর মাধ্যমে সে অনেক জাতিকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. এর ঘটনা কথোপকথন আকারে এভাবে উল্লেখ করেন:

مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Ô†Zvgiv wK‡mi Bev`Z Ki?Õ Zviv ejj, ÔAvgiv gwZi cRv Kwi| AZtci G¸‡jvi cRvq Avgiv wbôvi mv‡\_ iZ \_wKÕ| †m ejj, ÔhLb †Zvgiv WvK ZLb Zviv wK †Zvgv‡`i †m WvK ïb‡Z cvq?Õ ÔA_ev Zviv wK †Zvgv‡`i DcKvi wKsev ¶wZ Ki‡Z cv‡iÕ? Zviv ejj, Ôeis Avgiv Avgv‡`i wcZciæl‡`i †c‡qwQ, Zviv GicB KiZÕ (miv ïAviv:70-74)।

সূরা যুখরুফে ইরশাদ হয়েছে: أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 'Awg wK Zv‡`i‡K KiAv‡bi c‡e †Kv‡bv wKZve

w`‡qwQ, AZtci Zviv Zv `pfv‡e aviY K‡i Av‡Q? eis Zviv e‡j, ÔAvgiv wbðq Avgv‡`i wcZ ciæl‡`i‡K GK gZv`‡ki lci †c‡qwQ, Avi wbðq Avgiv Zv‡`i c`v¼ AbmiY wn`v‡qZcvß neÕ Avi G fv‡eB †Zvgv‡`i c‡e hLbB Awg †Kvb Rbc‡` mZKKvix cwV‡qwQ, ZLbB †mLvbKvi wejvmwcqiv e‡j‡Q, Ôwbðq Avgiv Avgv‡`i wcZciæl‡`i‡K GK gZv`‡ki lci †c‡qwQ Ges wbðq Avgiv Zv‡`i c`v¼ AbmiY KieÕ| ZLb †m (mZKKvix) e‡j‡Q, Ô†Zvgiv †Zvgv‡`i wcZ ciæl‡`i‡K †h gZv`‡k †c‡qQ, Awg hw` †Zvgv‡`i Kv‡Q Zvi †P‡q DrKó c‡_ wb‡q Awm ZeI wKÕ? (†Zvgiv Zv‡`i AbmiY Ki‡e?) Zviv e‡j‡Q, Ôwbðq †Zvgv‡`i‡K hv w`‡q cvVv‡bv n‡q‡Q Avgiv Zvi A¯^xKvi KvixÕ (miv hLiæd:21-24)।

প্রিয় মুসল্লীয়ান! বিদআতের অনেক বড় বড় ক্ষতি রয়েছে। এর কয়েকটি আমি এখানে তুলে ধরছি-

১. বিদআত সহীহ ও বিশুদ্ধ দীনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সুন্নতের জায়গা নিয়ে নেয়। ইমাম আহমদ রহ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, কোনো জাতি একটি বিদআতে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তাদের থেকে অনুরূপ একটি সুন্নত উঠিয়ে নেন।

২. এজন্যই লক্ষ্য করবেন, বিদআতীরা বিদআত করে যতটা তৃপ্ত হয়, ততটা তারা রাসূল সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নত পালন করে হয় না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রাখে।

৩. বিদআতী ব্যক্তি মনে করে যে দীন অপূর্ণ। তাই সে দীনের পূর্ণতার জন্য বিদআতে লিপ্ত হয়। এমন যদি না হত, তাহলে সে বিদআতে লিপ্ত হত না।

৪. বিদআতীরা সুন্নত থেকে দূরে সরে যায় এবং সুন্নতের ওপর আমল করা থেকে তাদের ইচ্ছাশক্তি কমে যায়। এজন্যই আমরা দেখি, তারা বিদআত প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, শক্তি ব্যয় করে এবং সময় নষ্ট করে।

৫. বিদআত জাহিলিয়্যাতের যুগকে ফিরিয়ে আনে। ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দল মনে করে যে, তারা অন্য দলের তুলনায় ভালো।

৬. বিদআত মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত এবং অহংকারী করে তোলে। কাজেই যখন কোনো বিদআতীকে সত্যের পথে ডাকা হয়, তখন সে শোনে না, বরং সে তার বিদআত নিয়েই পড়ে থাকে এবং সত্যের মোকাবিলা করে।

৭. বিদআত সঠিক দীনকে নষ্ট করে দেয়। আর এটাই কাফের ও মুনাফিক শয়তানরা কামনা করে। তারা বিভিন্নভাবে দীনের মেযাজ নষ্ট করার চেষ্টা করে। তাদের সবচে’ বড় অস্ত্র হলো বিদআত এবং ইবাদতের আদলে সৃষ্ট কাজকর্ম। ফলে যে ইসলামের মূল বিষয় জানে না, সে বাইরে থেকে মনে করে যে, দীনে ইসলাম কিছু বানানো বিষয়ের সমষ্টি। ফলে সে আর ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না।

আর বিদআতীদের বিদআতকর্ম প্রচার প্রসারের পেছনে অনেক পার্থিব উদ্দেশ্য থাকে। কুপ্রবৃত্তির অনুকরণও উদ্দেশ্য হয়। এজন্যই অনেকে বিদআত প্রচলনে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে। অনেক জায়গায় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে অনেক হারাম কাজও হয়ে থাকে।

আর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এসব প্রচারে বড় ভূমিকা পালন করে। তারা এমনভাবে এদের ভিডিও প্রচার করে যে, যে শোনে বা দেখে, সে মনে করে এটা দীনেরই অংশ।

অনুরূপভাবে কিছু অসৎ আলেমও এসব বিদআত প্রচারে এবং এগুলোকে শরীয়তের পোশাক পরাতে তৎপর থাকে। কাজেই আলেম ও খতীবদের উচিত এদের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা।

wcq fvB‡qiv! আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমের সুন্নতে মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। কাজেই এ ছাড়া অন্য কোনো ভ্রান্ত কথা, দলীলহীন বক্তব্য বা বিদআতের শরণাপন্ন হবেন না। আপনাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন এবং উম্মতের প্রথম যুগের আলেমরা যা করেছেন, তা-ই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যথার্থরূপে সুন্নতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। সকল প্রকার বিদআত থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। কোনো প্রকার বিদআত যেন আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে তাওফীক আমাদের সবাইকে দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমদেরকে জীবনের সকল স্তরে আপনার নবীর সুন্নত প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। আমাদের দেশের কর্ণধারদেরকে সুন্নত সমুন্নত করার তাওফীক দান করুন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাব্বাল আলামীন! আপনি আমাদের দুআ-মুনাজাত কবুল করুন। আপনি আমাদের সকল আমল কবুল করুন। আমাদের বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন সৃষ্টি করেন

২. কল্যাণ অর্জনের মৌসুম ও নেক-আমলের মাধ্যমে তা যাপন করার পদ্ধতি

৩. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকের ফযীলত

৪. বান্দার ওপর আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَيَّنَ الطَّرِيقَ وَأَوْضَحَ الْمَحَجَّةَ، وَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ كَسَاهُ مِنْ حُلَلِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ مَهَابَةً وَبَهْجَةً، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq gmwjg fvB‡qiv! একজন মুসলমানের কাজে ও সময়ে নিহিত থাকে বরকত। আর সব থেকে বেশি বরকতপূর্ণ কাজ হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, নেক-আমল করা। আনুগত্য ও নেক-আমল বহুগুণে বেড়ে গিয়ে বরকতময় হয়ে ফিরে আসে আমলকারীর কাছে। ইরশাদ হয়েছে: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا Ô‡h mrKvR wb‡q G‡m‡Q, Zvi Rb¨ n‡e Zvi `k ¸YÕ (miv Avj AvbAvg: 160)।

হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজ ও মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি তা বয়ান করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি একটি নেক-আমল করার ইচ্ছা করল, কিন্তু আমল করল না, আল্লাহ তার কাছে তা একটি পূর্ণ নেকি হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে ব্যক্তি একটি নেক-আমল করার ইচ্ছা করল এবং সে তা করেও ফেলল আল্লাহ তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ, এমনকী আরো বহুগুণ বাড়িয়ে লিখবেন। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করল, অথচ সে তা করল না, আল্লাহ তা'আলা তার কাছে তা একটি পূর্ণ নেকি হিসেবে লিখে নেবেন। আর যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করার ইচ্ছা করল এবং তা করে ফেলল, আল্লাহ তা'আলা তা একটি গুনাহ হিসেবেই লিখবেন। যে ব্যক্তি নিজেই ধ্বংসে নিপতিত হয় সে ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কেউ ধ্বংস হয় না' (বুখারী ও মুসলিম)।

এর দ্বারা বুঝা যায়, আনুগত্যের সকল আকার-প্রকৃতিই বরকতময়। আনুগত্যপূর্ণ কথা বরকতময় কথা; কেননা আনুগত্যপূর্ণ একটি কথা, দশটি নেকির সমতুল্য করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে লিপিবদ্ধ করেন এবং এর দ্বারা তিনি বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত হিফাযত করেন। আর যখন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তিনি তাঁর প্রতি অনন্তকালের জন্য রাজি হয়ে যাবেন।

আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ আমল বরকতময় আমল। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি দশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে : أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي 'আমি আমার ফরয বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি এবং হালকা করে দেয়েছি বান্দাদের বোঝা' (বুখারী ও মুসলিম)।

ফরয নামায বাস্তবে পাঁচটি। তবে ছাওয়াবের নিরিখে পঞ্চাশটি। একমাস রমজানের রোযা দশ মাস রোযার সমান। হাদীসে এসেছে : رَمَضَانُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتٌّ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ 'রমজান দশ মাসের (রোযার)

সমান আর শাওয়ালের ছয় রোযা দুই মাসের (রোযার) সমান’ (ইবনে খুযাইমা ও নাসাঈ, সহীহ)।

আর সাদকার প্রতিদান সাতশতগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেয়া হয় (আহমদ)। আর মাবরূর হজ্বের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয় (বুখারী ও মুসলিম)।

নামায   পাপ-গুনাহ থেকে পবিত্রকারী। হাদীসে এসেছে : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَ ‘ ভেবে দেখো! যদি তোমাদের কারো ঘরের দরজার কাছে একটি নদী থাকে, যাতে সে রাতে ও দিনে পাঁচ বার গোসল করে, এমতাবস্থায় তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে?’ সাহাবীরা বললেন, ‘না, থাকবে না’। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণও একই রকম- অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি গুনাহসমূহ মুছে দেন (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহর জন্য আনুগত্য লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রেও বরকতময়; কেননা সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষ সিয়াম পালনকারী ও রাত্রিযাপনকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশী হবার যোগ্যতা অর্জন করে, জান্নাতের শীর্ষস্তরে একটি বাড়ির মালিক হয়ে যায়, ঈমানকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হয় এবং ছাওয়াবের পালা ভারি করে নেয়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সব থেকে বরকতময় সময় হলো যিলহজ্বের প্রথম দশ দিন। এ দশ দিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অনেক বেশি। এ দশ দিন আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসার দশ দিন; মুবারক দশ দিন।

এ দশ দিনের মর্যাদা বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ দশ দিনের কসম করেছেন। তিনি বলেন : وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ Ôkc_ dR‡ii I `k iv‡ZiÕ (miv dRi:1-2)।

দশ রাত বলতে এখানে যিলহজ্বের দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা বড় কোনো বিষয় ছাড়া কসম খান না। যেমন আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বাতাস ইত্যাদি। কাল ও সময় নিয়ে কসম করলে কাল ও সময়ের মধ্যে যা উত্তম তা নিয়েই তিনি কসম করেন, যেমন ফজর, আসর, দুহা, রাত, দিন এবং যিলহজ্বের দশ দিন। স্থান নিয়ে কসম করলে সর্বোত্তম স্থান নিয়েই তিনি কসম করেন, যেমন মক্কা। যদিও আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্ট যেকোনো বিষয় নিয়েই কসম করতে পারেন। তবে মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কসম করা হারাম।

mwcq †kvZvgÐjx! আল্লাহ তা‘আলা উত্তম সময়গুলোর সাথে যুক্ত করে যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ÔKmg †fvi †ejvi| Kmg `k iv‡Zi| Kmg †Rvo I †e‡Rv‡oi| Kmg iv‡Zi hLb Zv we`vq †bqÕ (miv Avj dvRi: 1-5)

তিনি ফজর তথা, ভোরবেলার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জোড়-বেজোড় এবং রাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ফজরের সময়- ঘুম আকারে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়ার সময়। স্তব্ধতার পর নড়াচড়া শুরু হওয়ার সময়। দুর্বলতার পর মানুষের শরীরে শক্তি ফিরে আসার সময়। ফজরের সময় একত্রিত হয় ফেরেশতারাও। ওপরন্তু, কে মুমিন কে মুনাফিক তাও চেনা যায় ফজরের মুহূর্তে। আল্লাহ তা‘আলা যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনকে জোড় ও বেজোড় সংখ্যার সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। এ জোড়-বেজোড় সংখ্যায় আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর সমস্ত মাখলুক। রাতের সাথেও যুক্ত করে তিনি এ দশ দিনকে উল্লেখ করেছেন। আর আল কুরআনে দিনের তুলনায় রাত উল্লিখিত হয়েছে অধিক সংখ্যায়। রাত উল্লিখিত হয়েছে ৭২ বার, আর দিন ৫৭ বার। রাত নফল ইবাদতের জন্য উত্তম সময়। ইখলাস ঐকান্তিকতার প্রমাণ পেশ করার জন্যও উত্তম হলো রাতের বেলা। কেননা এ সময় ইবাদতকারীকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই দেখেন, তার অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা রাত্রিকালীন ইবাদতকারীদের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ÔAvi ingv‡bi ev›`v ZvivB, hviv cw_ex‡Z bgfv‡e Pjv‡div K‡i Ges AÁ †jv‡Kiv hLb Zv‡`i‡K m‡¤vab K‡i ZLb Zviv e‡j ÔmvjvgÕ, Avi hviv Zv‡`i i‡ei Rb¨ wmR`viZ I `Ðvqgvb Ae¯vq iwÎ hvcb K‡iÕ (miv Avj diKvb: 63-64)।

রাতের ইবাদতে রয়েছে আলাদা তৃপ্তি, আলাদা স্বাদ। mvjvd‡`i GKRb e‡j‡Qb: ivZ bv \_vK‡j †e‡P \_vKv KL‡bv Kvg¨ nZ bv| Ab¨ GKRb e‡j‡Qb: Bev`‡Zi gva¨‡g iwÎhvcb, Rvgv‡Zi mv‡_ bvgvh Av`vq Ges †bKKvi e¨w³‡`i m½`vb Qvov `wbqvi †Kv‡bv ¯'v` Avi Aewkó †bB|

যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনের আরেকটি ফযীলত হলো, আল্লাহ তা‘আলা এ সময় মুসলমানদের জন্য তাঁর দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন।

দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনা যিলহজ্বের প্রথম দশকেই ঘটেছিল। দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়া এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ইহুদীদেরকেও ঈর্ষান্বিত করে দিয়েছিল। জনৈক ইহুদী আলেম উমর রাযি. কে বলেছিলঃ আপনাদের কিতাবের একটি আয়াত যদি আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল হত, তাহলে আমরা ওই দিনটিকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। আয়াতটি হলো : **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا** ÔAvR Awg †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i `xb‡K cY©v½ K‡i w`jvg, Ges †Zvgv‡`i Ici Avgvi wbqvgZ cwicY© K‡i w`jvg, Avi Awg †Zvgv‡`i Rb¨ Bmjvg‡K Øxb wnmv‡e g‡bvbxZ Ki jvgÕ|

উমর রাযি. বললেন,‘আমি জানি, উক্ত আয়াত কখন নাযিল হয়েছে, কোথায় নাযিল হয়েছে। আরাফার দিন শুক্রবারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে’ (বুখারী)।

প্রিয় ভাইয়েরা! যিলহজ্বের প্রথম দশকের একটি ফযীলত এও যে, মুসলমানদের ওপর এ দশকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়ার একটি দিক হলো, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করল। এর বড় প্রমাণ, নিয়াতম পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণার সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক লাখেরও কিছু বেশি। আর বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকোটিরও উর্ধ্বে। নিয়ামত পরিপূর্ণ করার আরেটি দিক হলো, ইসলামকে সকল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া, প্রকাশ করে দেয়া। আরব উপদ্বীপে ইহুদীধর্ম ছিল, খৃষ্টধর্ম ছিল, পৌত্তলিকতা ছিল, অগ্নিপূজা ছিল। ইসলাম সবগুলোকেই জাযিরায়ে আরাবিয়া (আরব উপদ্বীপ) থেকে বিদায় করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইরশাদ হয়েছে : **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا** ÔwZwbB Zvi ivmj‡K wn`v‡qZ I mZ¨ `xbmn †ciY K‡i‡Qb, hv‡Z wZwb GUv‡K mKj `x‡bi Ici weRqx Ki‡Z cv‡ib| Avi mv¶x wn‡m‡e Avjøvn B h‡_óÕ (সূরা আল ফাতহঃ ২৮)।

নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়ার আরেকটি দিক হলো, কাফির, মুশরিকদের পবিত্র হারাম অঞ্চলে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া। পবিত্র অঞ্চল শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া; ফলে মুসলমানরা সুযোগ পেয়ে যায় অভিন্ন শরীরে পরিণত হবার। এক ও অদ্বিতীয় মাবুদের নির্বিঘ্ন তাওহীদ চর্চায় রত হবার। এক কালেমা মজবুত করে আঁকড়ে ধরার। সবাই এক ও অভিন্ন পথে চলতে এটা নিঃসন্দেহে এক বিশাল নিয়ামত। আহলে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হলো। আহলে কুফর নিপাত গেল এবং পরাহত হলো।

wcq fvB‡qiv! যিলহজ্বের প্রথম দশকের আরেকটি ফযীলত হলো, এই দশকে সকল ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্যকোনো সময় হয় না। এ দিবসগুলো পরিপূর্ণতার দিবস। এ দিবসগুলোয় রয়েছে নামায, রয়েছে যাকাত ওই ব্যক্তির জন্য যার সম্পদের নেসাবপূর্তির একবছর পেরিয়েছে। এতে রয়েছে নফল রোযা-পালনকারীর জন্য রোযা। অথবা যে হজ্বে কুরবানী করার হাদী পেল না তার জন্য রোযা। এতে রয়েছে বায়তুল্লাহর হজ্ব, যা অন্যকোনো সময় থাকে না। এতে রয়েছে যিকর, তালবিয়া, দু‘আ- আর এসবই হলো দলিল। উল্লিখিত সকল ইবাদাতের একত্রিত হওয়া নিশ্চয়ই যিলহজ্বের প্রথম দশকের সীমাহীন মর্যাদাকেই নির্দেশ করে।

মুহতারাম ভাইয়েরা! যিলহজ্বের প্রথম দশকের ফযীলতের আরেকটি দিক হলো, যিলহজ্বের এ দশ দিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দশ দিন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস রয়েছে। যেমন: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلا

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 'যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোনো আমল নেই। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়ে প্রিয় নয়'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, আল্লাহর পথে জিহাদও না। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অতঃপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এল না' (তিরমিযী, সহীহ্)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : **مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ** 'এ দশ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইলালাহ) তাকবীর (আলাহু আকবার) তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর (আহমদ, সহীহ)

যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কুরবানীর দিন। আর এ দু'টো দিনের রয়েছে অনেক বড় মর্যাদা। যেমন হাদীসে এসেছে : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُوْلُ : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟ 'আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্যকোনো দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন,'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দারা আমার কাছে কী চায় ?' (মুসলিম)।

আরাফা দিবস (যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ) ক্ষমা ও মুক্তির দিবস। এ দিবসে সওম পালন দু'বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য হয়। হাদীসে এসেছে : صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ 'আরাফার দিনের সওম এর দ্বারা আমি মনে করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করবেন' (মুসলিম)। তবে আরাফার এ দিনে আরফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ সওম পালন করবেন না।

আর কুরবানীর দিনের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে: আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্ল-াহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে উত্তম দিন হল কুরবানীর দিন, তারপর কুরবানী পরবর্তী মিনায় অবস্থানের দিনগুলো' (আবু দাউদ)।

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

WØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ الْمُهْتَدُوْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الْأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

মুসল্লীয়ানে কেরাম! যিলহজ্বের প্রথম দশক মর্যাদাপূর্ণ দশক। এ দশকে বেশি বেশি নেক আমল করা আমাদের কর্তব্য। তা হলে আসুন, শুনে নেই এ দশকে কি কি নেক আমল করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

এক. আল্লাহ তা'আলার যিকর করা

এ দিনসমূহে অন্যান্য আমলের মধ্যে যিকরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন: فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ 'অতঃপর তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইলালাহ) তাকবীর (আলাহু আকবার) তাহমীদ (আল-

হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় কর’ (আহমদ)। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ Ôhv‡Z Zviv Zv‡`i Kj¨vYgq ¯’vb¸‡jv‡Z Dcw¯’Z n‡Z cv‡i Ges wZwb Zv‡`i‡K PZ®ú` Rš‘ n‡Z hv wihK wn‡m‡e `vb K‡i‡Qb Zvi Ici wbw`©ó w`bmg~‡n Avjøvni bvg ¯§iY Ki‡Z cv‡iÕ (myiv Avj nv¾: 28)।

অধিকাংশ আলিম বলেন, এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনসমূহ বলতে যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।

যিকর হিসেবে এই দিনগুলোতে বেশি-বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা যেতে পারে। কেননা কুরআন তিলাওয়াত হলো সর্বোত্তম যিকর। আর কুরআনে রয়েছে রহমত, বরকত, আজমত, প্রভাব ও শিফা। আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যিকর হলো আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় বিষয়। যিকর হলো দুনিয়া-আখেরাতে নাজাতের কারণ; সফলতার কারণ, কুফর ও শয়তান থেকে, জাহান্নামের আগুন থেকে, সুরক্ষার কারণ। যিকরের কারণে বান্দা আল্লাহর কাছে আলোচিত হয়। ফেরেশতারা যিকরকারীর জন্য দু‘আ করেন। যিকর হলো সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। সর্বোত্তম আমল। পবিত্রতম আমল। মর্যাদার বিবেচনায় শীর্ষতম আমল। যিকর পাল্লাকে ভারি করে। যিকরের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়, দরজা বুলন্দ হয়, প্রতিদান বহুগুণে বেড়ে যায়। যিকরের মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস। ক্ষমা ও মাগফিরাতের মজলিস। জান্নাত-ঈমান-সৌভাগ্য-রহমত সাকীনাত ও প্রশান্তির মজলিস। যিকরকে আল্লাহ তা‘আলা নামাজের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ ÔAZtci hLb †Zvgiv mvjvZ cY Ki‡e ZLb Avjøvni ¯§iY Ki‡eÕ (myiv Avb wbmv : 103)।

যিকরকে তিনি জুমআর সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ ÔAZtci hLb mvjvZ mgvß n‡e ZLb †Zvgiv c„w_ex‡Z Qwo‡q co Avi Avjøvni AbMn n‡Z AbmÜvb Ki Ges Avjøvn‡K †ewk †ewk ¯§iY KiÕ (myiv Avj RygAv : 10)।

যিকরকে তিনি রোযার সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ÔAvi hv‡Z †Zvgiv msL¨v c~iY Ki Ges wZwb †Zvgv‡`i‡K †h wn`v‡qZ w`‡q‡Qb, Zvi Rb¨ Avjøvni eoZ¡ †NvlYv KiÕ (myiv Avj evKviv : 185)।

যিকরকে তিনি হজ্বের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ÔZvici hLb †Zvgiv †Zvgv‡`i n‡Ri KvRmgn †kl Ki‡e, ZLb Avjøn‡K ¯§iY Ki, †hfv‡e †Zvgiv ¯§iY Ki‡Z †Zvgv‡`i evcÑ`v`v‡`i‡K, GgbwK Zvi †P‡q AwaK ¯§iYÕ (myiv Avj evKviv: 200)।

যিকরকে তিনি জিহাদের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ Ô†n gywgbMY, hLb †Zvgiv †Kv‡bv `‡ji g‡LvgywL nI, ZLb AwePj _vK| Avi Avjøvn‡K AwaK ¯§iY KiÕ (myiv Avj Avbdvj : 45)।

শুধু তাই নয় বরং যিকরকে তিনি সর্বাবস্থার আমল হিসেবে আপন করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ÔAZtci hLb †Zvgiv mvjvZ cY Ki‡e ZLb `vovb‡bv, emv I †kvqv Ae¯’vq Avjøvni ¯§iY Ki‡eÕ (myiv Avb wbmv: 103)।

দুই. উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাজারসহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করতে হবে। তবে মেয়েরা নিম্ন-স্বরে পাঠ করবে। তাকবীর হল: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ

সুপ্রিয় হাযেরীন! আজকে আমাদের সমাজে তাকবীর পাঠের এ সুন্নতটি পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। এর আমল দেখা যায় না। তাই আমাদের উচিত হবে এ সুন্নতটির প্রচলন করা। এতে তাকবীর বলার ছাওয়াব অর্জন হবে এবং সাথে সাথে একটি বিলুপ্ত হওয়া সুন্নত জীবিত করার ছাওয়াবও পাওয়া যাবে।

তিন. বায়তুল্লাহর হজ্ব করা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! যিলহজ্বের প্রথম দশকের সর্বোত্তম আমল হলো বায়তুল্লাহর হজ্ব করা এবং হজ্বের মাধ্যমে

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। আর যারা হাজী নয় তাদের জন্য রয়েছে আরাফা দিবসের রোযা। কেননা আরাফা দিবসের রোযায় বিগত একবছর ও আগত একবছরের পাপ-গুনাহ মাফ হয়ে যায় (দ্রঃমুসলিম)।

চার. নিয়মিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া

অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিবসমূহ সময়মত, সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পাশাপাশি ফরয নামাজের আগে-পরের সুন্নত নফলগুলো আদায়েও যত্নবান হওয়া।

পাঁচ. বেশি বেশি দান-খয়রাত করা

দান-খয়রাত আল্লাহকে রাযিখুশী করার অন্যতম মাধ্যম। আর এ দশ দিনে দান-খয়রাত করা মাহে রমজানে দান-খয়রাত করার চেয়েও উত্তম।

ছয়. রোযা রাখা

হাফসা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে এ দিনগুলোতে রোযা রাখার বিধান পাওয়া যায় (দ্রঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদ-২১০৬)। তবে যিলহজ্বের দশ তারিখে রোযা রাখা যাবে না। কেননা সেদিন ঈদুল আযহা। আর ঈদের দিন রোযা রাখা বৈধ নয়।

gnZ¡ig n¡‡hixb! যার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব অথবা যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছুক তার উচিত- চুল, চর্ম ও নখ ইত্যাদি কর্তন থেকে বিরত থাকা। তবে এ বিষয়টি কুরবানীদাতার জন্যই নির্দিষ্ট। পরিবারের সদস্য, যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে, তাদের জন্য এসব করার বৈধতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কুরবানী করতেন। একটি নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য। অপরটি গোটা উম্মতের পক্ষ থেকে। তবে তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে বলেছেন বলে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন। আমাদের জাহের বাতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পায়রবীতে ভরে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজে কাউসার থেকে আমাদেরকে পান করার তাওফীক দান করুন। নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে আমাদেরকে প্রিয় নবীর সাথে একত্রিত করুন। আল্লাহ সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমত-াবান, পরম দয়াশীল।

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বেশি বেশি দরুদ পড়ুন। যিলহজ্বের প্রথম দশকে এবং তার বাইরেও সব সময় বেশি বেশি দুরুদ পড়ুন। কেননা আপনার আমার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক সব থেকে বেশি।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশক আপনার কাছে খুবই বরকতময় সময়, তাই এ সময়ে আমাদেরকে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন। এ দিনগুলোর ফযীলত পুরোপরি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! যারা হজ্বের উদ্দেশ্যে পবিত্রভূমিতে অবস্থান করছে তাদের হজ্ব আদায় আপনি সহজ করে দিন। তাদের হজ্বকে কবুল ও মানযুর ফরমান। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা এখোনো হজ্ব করতে পারেনি তাদেরকে আপনি হজ্ব করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

কুরআন তিলাওয়াত ও এর আদব

LZevq hv _vK‡e

১. কুরআন শেখার ফযীলত বর্ণনা

২. যারা কুরআন থেকে দূরে তাদেরকে সতর্ককরণ

৩. কুরআন তিলাওয়াতের আদব বর্ণনা করা

c_g LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (الكهف: ١- ٣)، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

gAvhhvR nv‡hixb! আজ আমরা এমন এক বিষয়ে আলোচনা করব যা আমাদের কল্যাণের জামিনদার। যা আমাদেরকে রক্ষা করে যাবতীয় ফিতনা থেকে। এতে আছে অতীত-ভবিষ্যতের সংবাদ আর বর্তমানের জীবন-নির্দেশনা। এটি কোনো হেলাখেলার বিষয় নয়; চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয় বিধান। ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যে একে পরিহার করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেবেন। যে এ ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের পাথেয় খুঁজবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটি আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জু। আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাময় আলোচনা। এটি সরল পথ। এটি থাকলে প্রবৃত্তি মানুষকে সুপথহারা করতে পারে না। এর শব্দোচ্চারণে কারও কষ্ট অনুভূত হয় না। আলিমরা কখনো এর তিলাওয়াত থেকে পরিতুষ্ট হন না। এটি পুরাতন হলেও বাতিল হয় না। এর বিস্ময় ও অলৌকিত্ব কখনো ফুরায় না। যে এ থেকে বলে সে সত্যবাদী। যে এর নির্দেশনা মতো চলে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। যে একে দিয়ে বিচার করে সে ইনসাফ করে। যে এর দিকে আহ্বান জানায় সে সুপথের দিকেই ডাকে।

m¤§wbZ gmj øxe› `! হ্যা, আমি বলছি পবিত্র কুরআনের কথা। আল্লাহ তা'আলার মহা প্রজ্ঞাময় বাণীর কথা। আমাদের কর্তব্য এ কুরআন শিক্ষা করা, নিয়মিত এর তিলাওয়াত করা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আমাদের দায়িত্ব নিজ সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে এর তিলাওয়াত ও ভালোবাসায় অভ্যস্ত বানানো। যাতে এর সাথে তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এতে করে তাদের চরিত্র হবে পবিত্র ও অপঙ্কিল। তাদের অন্তর হবে পরিশুদ্ধ। তারা হবে কুরআনের ধারক ও বাহক।

gnZvivg nv‡hixb! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন এবং কুরআনের প্রতি গুরুত্ব দিন। আল্লাহ তা'আলা কালামে মাজীদে ইরশাদ করেন: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ÔwbðqB hviv Avjøvni wKZve Aa¨qb K‡i, mvjvZ Kv‡qg K‡i Ges Avjøvn †h wihK w`‡q‡Qb Zv †_‡K †Mvc‡b I cKv‡k¨ e¨q K‡i, Zviv Ggb e¨emvi Avkv Ki‡Z cv‡i hv KL‡bv aŸsm n‡e bv| hv‡Z wZwb Zv‡`i‡K Zv‡`i cY cwZdj `vb K‡ib Ges wbR AbM‡n Zv‡`i‡K Av‡iv ewo‡q †`b| wbðq wZwb AwZ ¶gvkxj, gnv¸YMvnxÕ (dwZi : 29-30)।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ÔAvi ¯úó fv‡e ax‡i ax‡i KiAvb AvewË KiÕ (miv Avj-ghvgwgj : 4)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ÔAvn‡j wKZv‡ei g‡a¨ GK`j b¨v‡qi Ici cwZwôZ i‡q‡Q| Zviv iv‡Zi †ejvq Avjøvni AvqvZmgn wZjvIqvZ K‡i Ges Zviv wmR`v K‡i|Õ (Av‡j Bgivb : 113)

উসমান বিন আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শেখে এবং (অপরকে) শেখায়' (বুখারী)।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, এ অবস্থায় যে সে অভিজ্ঞ, তবে সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গ পাবে। আর যে ব্যক্তি তোতলাতে তোতলাতে সক্লেশে কুরআন তিলাওয়াত করবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী লেখা হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : اقْرَأُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعاً لأَصْحَابِهِ 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কেননা তা কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারীরূপে আবির্ভূত হবে' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন : وَيَجِيْءُ الْقُرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ حُلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيَقُوْلُ اِقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً 'কিয়ামতের দিন কুরআন আবির্ভূত হয়ে বলবে, হে রব, (তিলাওয়াতকারীকে) আপনি সুসজ্জিত করুন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। তারপর বলবে, হে রব, আপনি আরও বৃদ্ধি করুন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতপর বলবে, হে রব, আপনি তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রাজি হয়ে যাবেন এবং বলবেন, তুমি পড় এবং ওপরে ওঠো। এভাবে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে ছাওয়াব দেয়া হবে' (তিরমিযী)।

এই হলো কুরআন তিলাওয়াতের কিছু ফযীলত এবং তিলাওয়াতকারীর নেকীর কিছু বিবরণ। আর কুরআন তিলাওয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম অসিয়ত। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসিয়ত করে বলেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহ-ভীতির উপদেশ দিচ্ছি, কারণ তা প্রত্যেক বস্তুর মূল। তোমার জন্য জিহাদে অংশ নেয়াও আবশ্যক, কারণ তা ইসলামের বৈরাগ্য। তোমার জন্য আরও জরুরী আল্লাহ তা'আলার যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করা, কারণ তা আসমানে তোমার রূহ এবং জমিনে তোমার আলোচনা'(মুসনাদে আহমদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

মুহতারাম হাযেরীন! কুরআন কিন্তু যেনতেন কোনো গ্রন্থ নয়। এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অতএব এটাকে আমরা অন্য দশটি বইয়ের মতো পড়তে পারি না। এটি পাঠ করার আগে-পিছে কিছু আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় তা আমাদের জন্য নেকীর পরিবর্তে পাপই বয়ে আনবে। কুরআন পড়তে গিয়ে তাই বেশ কিছু আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। চলুন এবার আমরা সেসব আদব সম্পর্কে জেনে নেই।

c_g Av`e : নিয়ত শুদ্ধ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক দ্বারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে বলে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলো ক্বারী, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করত।

wØZxq Av`e : পবিত্র হয়ে অযু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা। অযু ছাড়াও মুখস্থ কুরআন পড়া যাবে; কিন্তু তা অযু অবস্থায় পড়ার সমান হতে পারে না।

ZZxq Av`e : তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মুখগুলো কুরআনের পথ। তাই মিসওয়াক দ্বারা তা সুরভিত করো'।

PZ_© Av`e : তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ÔmZivs hLb Zzwg KziAvb co‡e ZLb Avjøvni Kv‡Q weZvwoZ kqZvb n‡Z cvbvn PvIÕ (miv Avb-bvnj : 98)।

কতিপয় বিজ্ঞ আলিম বলেন, এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের সূচনায় 'তাআউয়ুয' (আউযুবিলাহ্) পড়া ওয়াজিব। অবশ্য আলিমদের সর্বসম্মত মত হলো এটি মুস্তাহাব।

cÂg Av`e : বিসমিলাহ পড়া। তিলাওয়াতকারীর উচিত সূরা তাওবা ছাড়া সকল সূরার শুরুতে বিসমিলাহ পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি এক সূরা শেষ করে বিসমিলাহ বলে আরেক সূরা শুরু করতেন। কেবল সূরা আনফাল শেষ করে তাওবা শুরু করার সময় বিসমিলাহ পড়তেন না।

lô Av`e : ZviZx‡ji m‡½ KiAvb cov| KviY Avjøvn ZvÔAvjv e‡j‡Qb, †Zvgiv ZviZx‡ji m‡½ KiAvb wZjvIqvZ KiÕ (miv Avj-ghwi¤§j : 4)।

উম্মে সালমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে পড়তেন।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁকে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তিনি টেনে টেনে (মদসহ) পড়তেন। এরপর তিনি পড়ে শোনান, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ এখানে তিনি الله শব্দ টেনে পড়েন। অর্থাৎ দুই হরকত পরিমাণ স্বাভাবিক টান। الرَّحْمَنِ শব্দ টেনে পড়েন এবং الرَّحِيْمِ শব্দ টেনে পড়েন' (বুখারী)।

mßg Av`e : সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পড়া। বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনেছি, তিনি এশার নামাজে সূরা তীন পড়েছেন। আমি তার চেয়ে সুন্দর কণ্ঠে আর কাউকে তিলাওয়াত করতে শুনিনি'। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজ কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্য দান করো। কারণ সুরেলা কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে'।

Aóg Av`e : সুরারোপ করে কুরআন তিলাওয়াত করা। এটি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতেরই অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সে আমার উম্মত নয় যে সুরসহযোগে কুরআন পড়ে না'।

নবম আদব : উচ্চারণে জোর দিয়ে পড়া। অর্থাৎ তিলাওয়াতকারী পুরুষ হলে মেয়েদের মতো কণ্ঠ মোলায়েম করে পড়বে না। অদ্রুপ তিলাওয়াতকারী নারী হলে পুরুষের মতো করে উচ্চস্বরে পড়বে না। প্রত্যেকে নিজেদের স্বাভাবিক স্বরে কুরআন পড়বে।

`kg Av`e : আয়াত শেষে ওয়াকফ করা। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো, আয়াতের সমাপ্তিস্থলে ওয়াকফ করা। যদিও তা অর্থগত দিক থেকে পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি এক আয়াত এক আয়াত করে কেটে কেটে পড়তেন। الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে ওয়াকফ করতেন। তারপর الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে ওয়াকফ করতেন। (এভাবে তিনি তিলাওয়াত করতেন।)

GKv`k Av`e : একজন আরেকজনের ওপর গলা চড়িয়ে তিলাওয়াত না করা। কারণ এভাবে স্বর উচ্চ করার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মনে রেখো, তোমরা সবাই আপন রবের সঙ্গে সঙ্গোপনে কথা বলছ। অতএব একে অপরকে কষ্ট দেবে না। একজন অপরের ওপর গলা চড়িয়ে তিলাওয়াত করবে না।'

Øv`k Av`e : তন্দ্রা এলে তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা। আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়ে, ফলে তার জিহ্বায় কুরআন এমনভাবে জড়িয়ে আসে যে সে কী পড়ছে তা টের না পায়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে' (মুসলিম ও আহমদ)। অর্থাৎ তার উচিত এমতাবস্থায় নামায না পড়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। যাতে তার মুখে কুরআন ও অন্য কোনো শব্দের মিশ্রণ না ঘটে এবং কুরআনের আয়াত এলোমেলো হয়ে না যায়।

Î‡qv`k Av`e : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতে অক্ষম? কেউ যদি রাতে قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ (সূরা ইখলাস) পড়ে তাহলে সে যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়লো’।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, ‘তোমরা (লোকজনকে) জড়ো করো। আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করবো’। অতঃপর তিনি তাঁদের সামনে সূরা (ইখলাস) পড়লেন।

যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে, শুক্রবার ফজর নামাজে সূরা আলিফ-লাম-আস সিজদাহ পড়া, ঘুমানোর আগে সূরা মুলক এবং ফরয নামাজের পর সূরা নাস, সূরা ফালাক ও আয়াতুল কুরসী পড়া।

PZ`k Av`e : রুকূ ও সিজদায় তিলাওয়াত না করা। সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

cÂ`k Av`e : যে ব্যক্তি অনায়াসে কুরআন পড়তে পারে না তার জন্য ধৈর্য্য ধারণ করা। কেননা ‘যে ব্যক্তি তোতলাতে তোতলাতে সক্লেশে কুরআন তিলাওয়াত করবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকি লেখা হবে’ (বুখারী ও মুসলিম)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

কুরআন তিলাওয়াত ও এর আদব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَظِيْمِ الْإِحْسَانِ، وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْامْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! কুরআন তিলাওয়াতের আদব নিয়ে কথা বলছিলাম।

Iô`k Av`e : কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো, তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা। আল্লাহ তা‘আলা তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দনরতদের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ÔAvi Zviv Kv`‡Z Kv`‡Z jwU‡q c‡o Ges GUv Zv‡`i webq ew× K‡iÕ (miv ebx BmivCj : 109)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ‘আমাকে তুমি তিলাওয়াত করে শুনাও’। বললাম, ‘আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, অথচ আপনার ওপরই এটি অবতীর্ণ হয়েছে’? তিনি বললেন, ‘আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি’। অতঃপর আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনাতে লাগলাম। যখন আমি– فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে?)-এ পৌঁছলাম, তিনি বললেন, থামো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে’ (বুখারী)।

Dgi Beb LvËve iv. GKw`b miv BDmd wZjvIqvZ Kiw‡jb| hLb wZwb wb‡Pi Avqv‡Z †cŠ‡Qb, Zvi `BMÐ †e‡q Ak“iavi eB‡Z ïiæ K‡i| AvqvZwU wQ‡jvÑ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ÔAwg Avjøvni Kv‡QB Avgvi `tL †e`bvi Awf‡hvM Rvbw”Q| Avi Avjøvni c¶ †_‡K Awg hv Rwb, †Zvgiv Zv Rvb bvÕ (BDmd : 86)।

Kwmg GK`v Awqkv iv.-Gi KvQ w`‡q AwZµg Kiw‡jb| wZwb †`‡Lb Awqkv iwh. wb‡Pi AvqvZwU evievi wZjvIqvZ Ki‡Qb Avi †K‡` †K‡` `ÔAv Ki‡Qb| AvqvZwU n‡jvÑ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ‘AZtci Avjøvn Avgv‡`i cwZ `qv K‡i‡Qb Ges Av¸‡bi Avhve

†_‡K Avgv‡`i‡K i¶v K‡i‡QbÔ (miv AvZ-Zi : 27)।

mß`k Av`e : কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে এটিই আসলে তিলাওয়াতের সবচে গুরুত্বপূর্ণ আদব। তিলাওয়াতের সময় চিন্তা-গবেষণা করাই এর প্রকৃত সুফল বয়ে আনে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ÔAwg †Zvgvi cwZ bwhj K‡iwQ GK eiKZgq wKZve, hv‡Z Zviv Gi AvqvZmgn wb‡q Mfxi fv‡e wPšv K‡i Ges hv‡Z ew×gvbMY Dc‡`k MnY K‡iÔ (†mvqv` : 29)।

অতএব কুরআন থেকে সে-ই উপকৃত হতে পারবে যে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহিমার কথা মনের পর্দায় জাগ্রত করবে। কুরআন তাকে কী বলছে তা বুঝার চেষ্টা করবে। এবং এ কথা মনে রাখবে যে সে এটি বুঝার জন্য এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তিলাওয়াত করছে। তাই কেউ যদি মুখে কুরআন পড়ে আর মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও, তবে সে তিলাওয়াতের কাঙ্ক্ষিত লাভ অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ÔZ‡e wK Zviv KiAvb wb‡q Mfxi wPšvÑfvebv K‡i bv? bwK Zv‡`i Ašimg‡n Zvjv i‡q‡QÔ? (gnv¤§` : 24)

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। তিনি বাকারা শুরু করলেন। আমি মনে মনে বললাম তিনি একশত আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। অবশ্য তিনি পড়েই চললেন। মনে মনে বললাম তিনি দুইশত আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি পড়েই চললেন। মনে মনে বললাম তিনি হয়তো এ সূরা দিয়েই একরাত পড়বেন। এরপরও তিনি পড়েই চললেন। (বাকারা শেষ করে) নিসা শুরু করলেন। নিসা পড়ে তিনি আলে-ইমরান শুরু করে শেষ করলেন। তিনি মন্থর গতিতে পড়ছিলেন। তাসবীহ সংবলিত কোনো আয়াত পড়লে তাসবীহ পড়েন। প্রার্থনা সংবলিত কোনো আয়াত পড়লে প্রার্থনা করেন। শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা সংবলিত কোনো আয়াত পড়লে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি রুকূতে যান' (নাসাঈ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানিয়েছেন, তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তিনি ইরশাদ করেন, 'তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না'।

hv‡q` web mv‡eZ‡K GKRb wR‡Ám Ki‡jb, mvZ w`‡b KiAvb LZg KivUv‡K Avcwb †Kvb `wó‡Z †`‡Lb? wZwb ej‡jb, GUv fv‡jv| Aek¨ Awg GUv‡K c‡bi w`‡b ev wek w`‡b LZg KivB cQ›` Kwi| †Kbbv Awg Gi ¯v‡b ¯v‡b †_‡g wPšv KwiÔ (gqvËv gv‡jK)|

কুরআন নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমলের জন্য। Ave Ave`i ingvb in. e‡jb, ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi †hme mvnvex iwh. Avgv‡`i KiAvb cwo‡q‡Qb Zviv e‡j‡Qb, Zviv ivmjjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi Kv‡Q `k AvqvZ wkL‡Zb| Zvici Ab¨ `k AvqvZ ZZ¶Y wkL‡Zb bv hZ¶Y Zviv G AvqvZ¸‡jvq Kx G‡jg Av‡Q Avi Kx Avgj Av‡Q, Zv bv Rvb‡Zb| Zviv e‡jb, mZivs Avgiv G‡jg wk‡LwQ Ges Avgj wk‡LwQ|

Aó`k Av`e : সরব ও নীরবের মাঝামাঝি স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা। সরবে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 'আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে এতটুকু সুর দিয়ে পড়ার অনুমতি দেননি যতোটা দিয়েছেন সুরারোপ করে প্রকাশ্য কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের বেলায়'। অনুরূপ তিনি ইরশাদ করেছেন: 'সরবে কুরআন তিলাওয়াত প্রকাশ্য সাদকার ন্যায় এবং নীরবে কুরআন তিলাওয়াত গোপনে সাদকার ন্যায়'।

m¦cq nv‡hixb : প্রথম হাদীসে সরবে আর দ্বিতীয় হাদীসে নীরবে পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাহলে কীভাবে সিদ্ধান্তে আসবো? হ্যা, উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইমাম নববী রহ. বলেন, যেখানে রিয়া, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গানো বা নামাযরত ব্যক্তি কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেক্ষেত্রে নীরবে পড়া উত্তম। এছাড়া অন্য সময় সরবে পড়া উত্তম। কারণ, এতে স্বর উঁচু করা, কষ্ট ও চেষ্টা ব্যয় করার অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। তদুপরি সরবে তিলাওয়াত পাঠকের হৃদয়কে জাগ্রত করে। তার চিন্তাকে কুরআনের প্রতি নিবিষ্ট ও কর্ণকে এর দিকে সজাগ করে। এর ফলে পাঠক বেশি লাভবান হয়।

Eb¨esk Av`e : তিলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত এলে সিজদা দেয়া।

¨esk Av`e : যথাসম্ভব আদবসহ বসা। বসা, দাঁড়ানো, চলমান ও হেলান দেয়া– সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত করার অনুমতি রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ÔhvivAvjøvn‡K ¯§iY K‡i `uvov‡q, e‡m I KvZ n‡q Ges Avmgvbmgn I hgx‡bi mwó m¤ú‡K wPšÍv K‡iÕ (Av‡j-Bgivb : 191)।

তবে বিনয়ের সঙ্গে বসে পড়া হেলান দিয়ে পড়ার চেয়ে উত্তম। জায়েযের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কোনোটাতেই সমস্যা নেই। কিন্তু উত্তমের কথা বিবেচনা করলে বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে বসে পড়াই শ্রেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর নামাজের পর কিবলামুখী হয়ে চারজানু হয়ে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকর করতেন।

GKwesk Av`e : কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো তিন দিনের কম সময়ে খতম না করা। কেননা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না' (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

কুরআন সম্পর্কে উদাসীনতা ও এর ভয়াবহ পরিণাম

gnZvivg nv‡hixb! অধিকাংশ মানুষই আজ কুরআন শিক্ষা থেকে উদাসীন। বড়রা ব্যস্ত দুনিয়া আর দুনিয়াদারি নিয়ে। ছোটরা ব্যস্ত স্কুলের রুটিন নিয়ে, যেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় না, যথাযথ যত্নও নেয়া হয় না। শিক্ষকরাও তাদের প্রতি কাম্য দায়িত্ব পালন করেন না। আর তাদের অবশিষ্ট সময় অপচয় হয় রাস্তা-ঘাটে খেলাধুলার পেছনে। ফলে তারা কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বেড়ে উঠছে। তাই দেখা যায় বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বড় হচ্ছে অথচ শুদ্ধভাবে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতও পড়তে পারে না। এজন্যই দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের অনেক মসজিদেই এখনো শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারে এমন ইমাম পাওয়া যায় না। আর এসবের পিছনে প্রধান কারণ সন্তানদের কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে পিতাদের অবহেলা। তারা জানেন না তাদের সন্তান কুরআন পড়তে পারে কি-না। এমনি আজ অধিকাংশ মুসলমানই কুরআনকে ছেড়েই দিয়েছে। দেখুন আল্লাহর নবী এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছে কীভাবে অভিযোগ করছেন– وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ÔAvi ivmj ej‡e, Ô†n Avgvi ie, wbðq Avgvi KIg G KiAvb‡K cwiZ¨vR¨ MY¨ K‡i‡Q|Õ (diKvb : 30)

ইবন কাসির রহ. বলেন, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা, কুরআন বুঝতে চেষ্টা না করাও কুরআন পরিত্যাগ করার মধ্যে গণ্য। কুরআনের আমল ছেড়ে দেয়া, এর নির্দেশ পালন না করা এবং নিষেধ উপেক্ষা করাও তা পরিত্যাগ করার মধ্যে গণ্য। এবং কুরআন ছেড়ে অন্য কথা-কাব্যে, অনর্থক বাক্যালাপ ও গান-বাজনায় ডুবে থাকাও পরিত্যাগ করার মধ্যে গণ্য।

ভালো ক্বারীর কাছে গিয়ে কুরআন শিখতে হবে

m¤§wbZ gmjøxqvb! আমাদের সবার জন্য জরুরী, এমন শিক্ষকের কাছে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা যিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে জানেন। অতএব যিনি নিজে কুরআন শিখবেন বা আপন সন্তানাদিকে শেখাবেন তার কর্তব্য হলো একজন ভালো ক্বারী সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া। যাতে বিশুদ্ধভাবে এবং সুন্দর পদ্ধতিতে কুরআন

শেখা যায়। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম সবচে' বেশি গুরুত্ব ও যত্নের দাবিদার। ইদানীং অনেককেই দেখা যায় আরবী পড়ান। অথচ তিনি নিজেও শুদ্ধভাবে আরবী পড়তে জানেন না। মহিলাদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যদি বাংলা-ইংরেজি শেখার জন্য ভালো মাস্টারের দরকার হয়, তাহলে আল্লাহর কিতাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখার জন্য তো আরও ভালো ওস্তাদের প্রয়োজন। দুনিয়ার শিক্ষার বেলায় গুরুত্ব দিই অথচ আখিরাতের শিক্ষার বেলায় অবহেলা করি– এটা তো ঈমানের দাবি হতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কী, কুরআন ও কুরআনের শিক্ষার প্রতি এই ঔদাসীন্যের কারণেই সমাজে শিক্ষিতের হার বাড়ছে ঠিক; কিন্তু নীতিবান ও আদর্শ দেশ প্রেমিকের সংখ্যা বাড়ছে না। সমাজের প্রতি শাখায়, প্রতিটি পরিবারে শিক্ষিত সন্তানদের নিয়েও বিপদে দিন গুজরান করছেন অসহায় অভিভাবকরা। আল্লাহ মাফ করুন, আমরা অভিভাবকদের বুঝতে হবে কুরআনের প্রতি আমাদের অনাদরের কারণেই আমাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে না।

আমাদের সরকারের কাছে আবেদন, তারা যেন প্রতিটি শিশুর জন্য কুরআনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। প্রতিটি শিশুকে কুরআনের আলোয় বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেন।

কুরআনের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান

gnZvivg nv‡hixb! আলহামদু লিল্লাহ। আমরা যারা কুরআন শিখেছি, যারা কুরআন পড়তে পারি, তাদের উচিত কুরআনের প্রতি যত্নবান হওয়া। মনোযোগসহ বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। বিনয় ও আদবের সাথে চিন্তা-গবেষণার মানসিকতা নিয়ে তিলাওয়াত করা। আপনারা নিশ্চয় জানেন কী বিপুল ছাওয়াব এই তিলাওয়াতে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পড়বে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর নেকীটিকে করা হবে দশগুণ। আমি বলছি না الم। একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ' (তিরমিযী)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের উচিত ভালোভাবে কুরআন শিক্ষা করা এবং বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা কুরআনে রয়েছে আলো, আরোগ্য, রহমত, সুবাস, হিদায়াত, আল্লাহর যিকির এবং তাঁর প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর পবিত্র কালাম বেশি বেশি পড়ার এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যথাযথ হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন। যথাযথ আদব রক্ষা করে আপনার পবিত্র বাণীসম্ভার তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ছেলে-সন্তানদেরকে সঠিকরূপে কুরআন শেখানোর তাওফীক দান করুন। কুরআনের আলোয় আমাদের সবাইকে আলোকিত করুন। আপনি আমাদেরকে বুঝে বুঝে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দিন। কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবজীবনে প্রয়োগের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের দেশ ও সমাজে কুরআনের আদর্শ কায়েম করে দিন। যারা কুরআন থেকে দূরে তাদেরকে কুরআনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসুন। যারা কুরআনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে আপনি সুপথ দেখান, তাদেরকে হিদায়েত নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

হজ্বঃ অর্থ ও তাৎপর্য

LZevq hv _vK‡e

১. হজ্বের অর্থ্য, তাৎপর্য ও রহস্য স্মরণ করিয়ে দেয়া

২. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া

৩. দীন আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরা

৪. সত্য দীন ব্যতীত ইসলাহ সম্ভব নয়, এ কথা ব্যক্ত করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَمَرَ بِاتِّخَاذِ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَفَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

nR, gwg‡bi wgjb‡gjv

Wv‡K †Zvgv‡K nvZQwb w`‡q,

Bevnxwg AvnŸvb wb‡q

Wv‡K ï× n‡Z, wd‡i †h‡Z

beRvZ‡Ki cwe Î Zvq|

gnZvivg nv‡hixb! আপনারা কি হজ্ব ও তার বিশালত্বের বিষয়টি কল্পনা করেছেন? আপনারা কি দেখেছেন ঈমান ও তার সমুজ্জ্বলতা? লক্ষ্য করেছেন লোকদের বিরাট সমাবেশ, যারা বাইতুল্লাহ শরীফে আগমন করেছে আল্লাহর বড়ত্ব, প্রশংসা ও বুযুর্গী বর্ণনা করতে করতে?

বস্তুত হজ্বের দৃশ্য বড়ই বিস্ময়কর ও হৃদয়স্পর্শী। এ দৃশ্য দেখে মুমিনগণ আনন্দিত হন এবং একত্ববাদীগণ হন সম্মানিত ও গর্বিত। সেই সাথে অপরাধীরা হয় লজ্জিত এবং উদাসীনদের হয় দৃষ্টিভ্রম।

অতএব, হে মুসলমানগণ! আমার তো মনে হয় না যে, এই সুবিশাল সমাবেশ ও মহান মিলনমেলা আমাদেরকে কোনো উপদেশ ও শিক্ষা না দিয়েই বিদায় নিবে!

মক্কার পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ তা‘আলার দাওয়াতে লোকদের এই বিশাল সমাবেশ সংঘটিত হয়। তারা উপস্থিত হয় আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও তার একত্ববাদের ঘোষণা দেয়ার জন্য। তাই যারা সামার্থ্য রাখে তাদের ওপর হজ্ব করে দিয়ে আল্লাহ তাআ‘লা বলেনঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ÔGes mvg_¨evb gvb‡li Dci Avjøvni Rb¨ evqZjøvnii nR Kiv diRÕ (miv Avj Bgivb: 97)।

হজ্বের সমাবেশ অনেক বড় সমাবেশ যা দেখে গোটা বিশ্ব কম্পিত হয়, ইসলামের দুশমনেরা ভীত এবং ইহুদী-খৃস্টানেরা ঘাবড়ে যায়। এতে কি আপনারা এই দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই উম্মতের মর্যাদার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন না?

wcq fvB‡qiv! হজ্ব হলো উম্মতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হওয়ার ময়দান এবং অপদস্থতার পর ইজ্জত বা সম্মানের মিনারা স্বরূপ। শুধু তাই নয়, হজ্ব মুসলমানদের জীবন ও অস্তিত্বের আলামতও বটে। এ সত্ত্বেও উম্মতের জন্য কি এটা উচিত হবে যে, তারা হজ্বের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ আমলের ভেদ ও রহস্য উদঘাটন করা থেকে নির্লিপ্ত থাকবে?

হজ্ব হলো পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, ঈমানের নবায়ন করা এবং একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার স্থান।

কেননা হজ্ব করতে এসে এক মুসলমান দূরের আরেক মুসলমানের সাথে পরিচিত হয়, তার কথা শুনে এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলে তাকে সাহায্য করে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হজ্বের রহস্য ও ভেদ জানার জন্য প্রয়োজন হলো হজ্ব সম্পর্কিত আয়াতগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করা।

আল্লাহ তা'আলা কাবা শরীফের বুনিয়াদ রেখেছেন যাতে মানুষ তার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় এবং তার ইবাদত করে। যেমন তিনি বলেন: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ÔAvi ¯§iY Ki, hLb Awg Beivnxg‡K †m N‡ii (evqZjøvni) ¯vb wbaviY K‡i w`‡qwQjvg Ges e‡jwQjvg, ÔAvgvi mv‡\_ KvD‡K kixK Ki‡e bv Ges Avgvi N‡iK cweÎ ivL‡e ZvIqvdKvix‡`i Rb¨, bvgv‡h `Ðvqgvb‡`i Rb¨ Ges i"K †mR`vKvix‡`i Rb¨Õ (miv nv¾: 26)।

নিশ্চয় খালেস ও নির্ভেজাল একত্ববাদ আল্লাহর এই যমীনে মানুষের খিলাফতের ভিত্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও মহিমান্বিত একটি বিষয়। বস্তুত নির্ভেজাল একত্ববাদই পারে গোটা মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাতের মধ্যে শিরক করা থেকে নিরাপদ রাখতে।

একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকেই কিছু পাওয়ার আশা রাখে, তাকেই সে ভয় পায় এবং তার কাছেই সে সাহায্য প্রার্থনা করে। উপরন্তু সে এটাও কামনা করে যে, যমীনে যেন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁর বিধি-বিধানই কার্যকর হয়।

হজ্বের অন্যতম শিক্ষা হলো তাওহীদ। হজ্বের প্রতিটি বিধানই তাওহীদী ভাবধারাকে আন্দোলিত করে তোলে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়রাজ্যে।

বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় আমরা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করি অথবা স্পর্শ করি অথবা হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করি। রাসূলুলাহ রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের অনুসরণার্থেই আমরা কেবল এরূপ করি। তাছাড়া হাজরে আসওয়াদের আলাদ কোনো বরকত নেই। হাজরে আসওয়াদ কেবলই একটা পাথর মাত্র যা উপকার অপকার কোনোটাই করতে পারে না। উমর রাযি. তার ভাষায় উক্ত বিষয়টিকে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ 'আমি জানি, তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি না কোনো ক্ষতি করতে পারো, না কোনো উপকার করতে পারো। যদি আমি এটা না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন তাহলে কখনোই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'।

অতএব একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ আমাদের কোনো প্রকার লাভ কিংবা ক্ষতি করতে পারবে না। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ । এ বিষয়ে একমাত্র তাঁরই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা।

যদি এই বিশ্বাসে কোনো ক্রুটিআসে তাহলে তা শিরক হবে, যা বাইতুলাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করবে। তাই আমাদের সবাইকে এই ভ্রান্ড় বিশ্বাস থেকে যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে নবম হিজরীতে হজ্বে পাঠিয়েছিলেন। হজ্বের উদ্দেশ্যে সমবেত মানুষদেরকে তিনি এই ঘোষণা শোনাতে বললেন যে, কোনো মুশরিক এবছরের পর হজ্ব করবে না। কেউ উলঙ্গ অবস্থায় র তাওয়াফও করবে না' (eLvix I gmwjg)।

হজ্ব তাওহীদী আকীদাকে দৃঢ় ও মজবুত করে, শিরক বর্জনের মানিসকতায় সৃষ্টি করে নতুন উত্তাপ। ইরশাদ হয়েছে: ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ ÔGwUB weavb| Avi †KD AvjøvnKZK wbawiZ cweÎ welqmgn‡K m¤§vb Ki‡j Zvi i‡ei wbKU ZvB Zvi Rb¨ DËg| Avi †Zvgv‡`i Rb¨ nvjvj Kiv n‡q‡Q PZ®ú` Rš, Z‡e hv †Zvgv‡`i Kv‡Q cvV Kiv nq Zv Qvov| mZivs gwZcRvi AcweÎZv †_‡K weiZ _vK Ges wg_¨v K_v cwinvi KiÕ (miv Avj nv¾:30)।

হজ্ব পালনকারীদের আরেকটি বিষয় সম্পর্কে অবগতির প্রয়োজন। তা হলো, হজ্বরত অবস্থায় হজ্বের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করলে যেমন পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তেমনি তাতে অবহেলা বা ত্রুটিকরলেও কঠোর ধমক ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হজ্বের বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর বলেছেন: ذالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ÔG wb‡`k Zv‡`i Rb¨, hv‡`i cwievi-cwiRb gmwR`j-nvivg‡gi Av‡k-cv‡k emevm K‡i bv| Avi Avjøvn‡K fq Ki| Ges †R‡b iv‡Lv, wbðq Avjøvn Avhve`v‡b K‡Vvi Õ (miv evKviv: 196)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, নিশ্চয় আল্লাহ পরম দয়াশীল। বরং বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আযাবদানে কঠোর। এভাবে বলার কারণ হলো, লোকজন যাতে হজ্বের সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। আর ধমক তো শুধু অবহেলাকারিদের জন্যই।

হাজীদের আরো একটি বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন। তা হলো, গরিব ও অভাবগ্রস্তদের কথা বিবেচনায় রাখা। ইরশাদ হয়েছে: لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَام فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ Ôhv‡Z Zviv Zv‡`i Kj¨v‡Yi ¯'vb chš— †cŠ‡Q Ges wbw`ó w`bM‡jv‡Z Avjøvni bvg ¯§iY K‡i Zvi †`Iqv PZ®ú` Rš' h‡en Kivi mgq| AZtci †Zvgiv Zv †_‡K Avnvi Ki Ges `t¯-AfveM¯'‡K Avnvi KivIÕ (miv-nv¾: 28)।

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন: فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ÔAZtci †Zvgiv Avnvi Ki Ges Avnvi KivI †h wKQ hv"Tv K‡i bv Zv‡K Ges †h hvPTv K‡i Zv‡K| Ggwb fv‡e Avwg GM‡jv‡K †Zvgv‡`i ekxfZ K‡i w`‡qwQ, hv‡Z †Zvgiv KZÁZv cKvk KiÕ (miv-nv¾: 36)।

gmwjøqv‡b †Kivg! হজ্বের শিক্ষণীয় বিষয় থেকে আরো একটি বিষয় হলো, হজ্ব তাকওয়া বা পরহেযগারী অবলম্বন করার গুরুত্ব এবং বান্দার আমলে তার সীমাহীন প্রভাবের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়।

তাকওয়া হলো ঐ মাপকাঠি, যদ্বারা আমল ওজন করা হয়। অনুরূপভাবে তার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদাও নিরুপন করা হয়। একারণেই হজ্ব সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে তাকওয়ার ব্যাপারে অধিক পরিমাণে ওসিয়ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ÔAvi Avjøvn‡K fq Ki| Ges †R‡b iv‡Lv, wbðq Avjøvn Avhve`v‡b K‡VviÕ (miv-evKviv:196)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ ياأُوْلِي الأَلْبَابِ ÔAvi †Zvgiv cv‡_q MnY Ki| wbðq m‡evËg cv‡_q ZvKIqv| Avi †n weÁeKm¤úbMY, †Zvgiv Avgv‡K fq KiÕ (miv evKviv:197)।

তিনি আরো বলেন : فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ÔAZtci †h Zvovnov K‡i `Õw`‡b P‡j Avm‡e, Zvi †Kv‡bv cvc †bB| Avi †h wej¤ Ki‡e Zvi I †Kv‡bv Aciva †bB| G weavb Zv‡`i Rb¨ hviv ZvKIqv Aej¤b K‡i‡Q| Avi †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges †R‡b ivL, wbðq †Zvgv‡`i‡K ZviB Kv‡Q mg‡eZ Kiv n‡eÕ (miv Avj-evKviv: 203)।

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন: ذالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ÔGUvB n‡jv Avjøvni weavb; †h Avjøvni wb`kbmgn‡K m¤§vb K‡i, wbtm‡›`‡n Zv Aš—‡ii ZvKIqv †_‡KBÕ (miv n¾: 32)।

তিনি আরো বলেন : لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ÔAvjøvni Kv‡Q †cŠ‡Q bv GM‡jvi †MvkZ I i³, eis Zvi Kv‡Q †cŠ‡Q †Zvgv‡`i ZvKIqvÕ (miv Avj-n¾: 37)।

e¯Z ZvKIqv n‡jv mKj Kj¨v‡Yi Avavi|

wcq fvB‡qiv! আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মর্যাদা ও পরিচয় ভাষা, বর্ণ, দৈহিক আকৃতি ও দেশের ভিত্তিতে হয় না। বরং তা হয় একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ Ôwbðq †Zvgv‡`i g‡a¨ Avjøvni Kv‡Q †m-B mewaK m¤§wbZ †h †Zvgv‡`i g‡a¨ mewaK ZvKIqvm¤úbÕ (miv ûRivZ: 13)।

আল্লাহর বান্দাগণ! তাকওয়ার ভিত্তিতেই মানুষ মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয় এবং এর দ্বারাই সে অর্জন করে বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্ব। যেমন সুহাইব ও সালমান ফারসী রাযি.।

পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে তাহলে তার অপমান ও অপদস্থতা সুনিশ্চিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত ও বেইজ্জত করেন। যেমন তিনি শিরক ও কুফরীর কারণে আবু লাহাবকে লাঞ্ছিত করেছেন। করেছেন সীমাহীন অপমানিত। আর তাকওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফুফাতো বোন জয়নব বিনতে জাহ্শকে যায়েদ ইবন হারেসা রাযি. এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অথচ যায়েদ ইবন হারেসা রাযি. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আযাদকৃত দাস।

হজ্বের আরেকটি রহস্য ও তাৎপর্য হলো, তা এ উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায়।

হজ্বের সময় হাজীগণ একই স্থানে একত্রিত হন এবং একই সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন হন। নামায আদায় এবং সিয়াম সাধনার ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ ঐক্যের পরিচয় দেন। সমষ্টিগত এই ইবাদতগুলো মুসলিম উম্মাহকে সাম্য ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়। সেই সাথে এও জানিয়ে দেয় যে, এ জাতি কখনো সফল হতে পারবে না; যদি না তারা ঐক্যবদ্ধ হয়।

একথা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার যে, বর্তমানে মুসলমানদের উপর কাফির-মুশরিকরা যে আগ্রাসন চালাচ্ছে তা কেবল তাদের দ্বিধা বিভক্তি ও ঐক্যহীনতার কারণেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ÔAvi †Zvgiv ci¯úi weev‡` wjß n‡qv bv| Zvn‡j †Zvgiv mvnmnviv n‡q hv‡e Ges †Zvgv‡`i kw³ wbt‡kl n‡q hv‡eÕ (miv Avj-Avbdvj: 46)।

হজ্বের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি যে, হজ্ব ঈমানকে নতুনত্ব দান করে, আত্মাকে সংশোধন করে এবং বিভিন্ন প্রকার আত্মিক ব্যাধি ও কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। হজ্বের সময় তাওহীদ বা একত্ববাদের বুলন্দ আওয়াজ যমীনকে প্রকম্পিত করে এবং হাজীগণ মশগুল হয় বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে; যা তাদের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয় এবং ছাওয়াবকে বর্ধিত করে। হাদীসে এসেছে: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং কোনোপ্রকার অশীল ও শরীয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত হলো না, তবে সে গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে এমনভাবে ফিরে আসবে, যেমন ছিল তার জন্মদিবসে' (eLvix)।

হজ্বের তাৎপর্যসূহের মধ্যে এটিও একটি যে, হজ্ব কাফির সম্প্রদায়ের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করে, হে কাফির ও অমুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা চেয়ে দেখো মুসলিম জাতি তাদের ধর্ম পালনে কত অবিচল ও সুশৃঙ্খল! কত মজবুত ও অটল!! এতে কাফিরগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং মুসলমানদের তারা ভয় পায়। তারা মুসলমানদের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহস পায় না। তারা হয়ে যায় বাকশক্তিহীন ।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

´হজ্বঃ অর্থ ও তাৎপয

wØZxq LZev

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

gnZviv nv‡hixb! হজ্বের আরেকটি তাৎপর্য হলো, হজ্ব মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেই কঠিন দিবসের ব্যাপারে সতর্ক করে। আল কুরানে ইরশাদ হয়েছে: رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ Ô†n Avgv‡`i ie! wbðq Avcwb Ggb GK w`‡b †jvK‡`i‡K mg‡eZ Ki‡eb †h w`‡bi e¨vcv‡i †Kv‡bv m‡›`n †bBÕ (miv Avj Bgivb: 9)।

আরাফার দিনকে একটি ছোটোখাটো কিয়ামতের দিনই বলা যায়। এ দিনটি মানুষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যেমনিভাবে তোমরা আজকের এই দিনে আরাফার ময়দানে উপস্থিত হয়েছ, ঠিক তেমনি তোমাদেরকে

ভীত-সন্ত্রস্ত ও ক্লান্ড-শ্রান্ড হয়ে একদিন মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

হজ্ব হলো সম্মিলিতভাবে ইবাদত করার এমনি এক বিশাল চিত্র, যা ইতিপূর্বে অন্য কোনো উম্মতকে দেয়া হয়নি। যা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্বের প্রমাণ বহন করে। উপরন্তু হজ্ব মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং বৃদ্ধি করে মহব্বত ও ভালোবাসা।

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম রুকন এবং সুদূরপ্রসারী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইবাদত।

হজ্বের বিধান যেমন একাধারে যুগ ও কালের সকল সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মানবজাতির মনে ঐতিহ্য-চেতনা অম্লান করে রাখে, তেমনি সকল ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে এক আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে মানবজাতির ঐক্য ও অভিন্নতার অনুভূতি জাগ্রত করে দেয়। ভাষা, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই যে একে অপরের সাথে একটা অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ– এ মনোভাব সৃষ্টিতে হজ্ব যে তুলনাবিহীন একটি অনুষ্ঠান, এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

হজ্ব মানবজাতির জন্য একটি বহুমুখী উপকারী ইবাদত; এই ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এসবের যে কোনো একটি দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা বৃহৎ একটি গ্রন্থের পরিসর সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া স্থল ও সমুদ্র পথের সীমাহীন কষ্টসাধ্য সফরে মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে হজ্বের অবদান স্মরণীয়।

হজ্বের সমাবেশে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবস্থান এবং কুশলাদি সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, প্রত্যেক অঞ্চলের সমস্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও সমাধানের ব্যাপারে একে অন্যের সহযোগিতার পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতিও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হজ্বের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে আপনার মর্জি অনুযায়ী হজ্ব আদায় করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের নিয়ম

LZevq hv _vK‡e

১. সর্বাবস্থায় নামায ধরে রাখার গুরুত্ব ও তাগিদ

২. আল্লাহর কর্তৃক বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলার নিয়ম ও আল্লাহর কাছে পরিত্রাণর প্রার্থনা করা

৩. অসুস্থ ব্যক্তিদের নামাযে অবহেলা সম্পর্কে সতর্ক করণ

৪. চিকৎসক ও অন্যান্য যারা অসুস্থ্য ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাদের প্রতি দিকনির্দেশনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، جَعَلَ الصَّلَاةَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً وَأَمَرَنَا بِإِقَامَتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا عَلَى الدَّوَام، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فِيْ رُبُوْبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ الْعِظَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmjgvb fvB‡qiv! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞ। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে কখনো সুখ দিয়ে আবার কখনো দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم ÔAvi Avwg Aek¨B †Zvgv‡`i‡K cix¶v Kie hZ¶Y bv Avwg cKvk K‡i †`B †Zvgv‡`i g‡a¨ Kviv wRnv`Kvix I ^ahkxj Ges Avwg †Zvgv‡`i K\_vÑKvR cix¶v K‡i †beÕ (miv gnv¤§`: 31)।

সুহাইব রুমি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্যজনক! কেননা তার প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এটা কেবল মুমিনের জন্যই নির্ধারিত, অন্য কারো জন্য নয়। মুমিনের কাছে সুখের কিছু এলে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার কল্যাণের কারণ। অনুরূপভাবে যখন কোনো দুঃখ তাকে স্পর্শ করে তখন সে ধৈর্যধারণ করে। আর এটাও তার কল্যাণের কারণ' (gmwjg)।

তাই মুমিনের উচিত, দুঃখ-কষ্টের সময় সবর করা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় খুশি থাকা এবং সবরকারীদের জন্য তিনি যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তা প্রাপ্তির আশা রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ô†Kej ^ahkxj‡`i‡KB Zv‡`i cwZ`vb cYi¦‡c †`qv n‡e †Kv‡bv wnmve QvovBÕ (miv hgvi: 10)।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ÔAvi Avwg Aek¨B †Zvgv‡`i‡K cix¶v Kie wKQ fq, ¶av Ges RvbÑgvj I dj-djw`i ¯íZvi gva¨‡g| Avi Zwg ^ahkxj‡`i mmsev` `vI| hviv Zv‡`i‡K hLb wec` AvµgY K‡i ZLb e‡j, wbðq Avgiv Avjøvni Rb¨ Ges wbðq Avgiv Zvi w`‡K cZ¨veZbKvix| Zv‡`i IciB i‡q‡Q Zv‡`i i‡ei c¶ †_‡K gvMwdivZ I ingZ Ges ZvivB wn`v‡qZcvßÕ (miv evKviv: 156-157)।

আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا 'কাঁটার ঘা অথবা এর অধিক

কোনো কষ্ট মুমিনকে স্পর্শ করলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন বৃক্ষ যেভাবে তার পাতা ঝরিয়ে দেয় ঠিক সেইরূপ' (eLvix)।

wcq Dcw¯'wZ! প্রতিটি মুসলমানের অবস্থা তো এমন হওয়া উচিত যে, কোনো মুসলমান কখনো দুঃখ-কষ্ট কামনা করবে না এবং তাতে পতিত হবার প্রত্যাশাও করবে না। কেননা সে জানে না, দুঃখ-কষ্ট এলে সবর করতে পারবে কি না। এ জন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দু'আ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– চাচা! আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করুন। আব্বাস রাযি. বারবার রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে দু'আর আবেদন করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'হে রাসূলুলাহর চাচা! আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করুন' (eLvix)।

এজন্যই একজন মুমিন সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও রোগবালাই থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তবে কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারন করে, খুশি থাকে এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান আশা করে।

wcq fvB‡qiv! আপনারা আপনাদের সুস্থতা ও শারীরিক শক্তিসামর্থের দিনগুলোতে যতবেশি পারেন, নেককাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে মনযোগী হোন। কেননা আপনারা যদি সুস্থাবস্থায় নেককাজ করে যান তাহলে অসুস্থাবস্থায় নেককাজ করতে অপারগ হয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা আপনারা সুস্থাবস্থায় যেসব নেককাজ করতেন তার ছাওয়াব দিয়ে দিবেন। আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফর করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ ও মুকীম অবস্থার নেকআমলের (অনুপাতে) ছাওয়াব দান করেন (eLvix, Ave `vD`)।

mwcq †kvZvgÐjx! নামায অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। গুরুত্বের সাথে নামায আদায়ের আদৌ কোনো বিকল্প নেই। তাই সময় মতো অবশ্যই আমাদেরকে নামায আদায়ে যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Ôwbðq bvgvh gwgb‡`i Dci wbw`ó mg‡q dihÕ (miv †bmv: 103)।

এ কথার অর্থ হল, ফরয নামাযগুলোর ওয়াক্ত আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যাখ্যা দিয়ে তা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে এ নির্দিষ্ট সময়গুলোতেই ফরয নামায আদায় করতে হবে। অন্য সময় আদায় করলে হবে না।

gmwjøqv‡b †Kivg! একজন মুমিনের আখলাক ও বৈশিষ্ট্য তো এমনই হওয়া উচিত যে, সে নামাযের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হবে। নামাযের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করবে এবং যথাযথ নিয়মানুযায়ী নিয়মিত নামায আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ Ôhviv Zv‡`i mvjv‡Zi †¶‡Î wbqwgZÕ (miv Avj-gvAwiR: 23)।

অন্যত্র তিনি বলেন: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُون ÔAvi hviv wbR‡`i bvgv‡h wndvhZ K‡i, ZvivB RvbvZmg‡n m¤§wbZ n‡eÕ (miv gvAwiR 34-35)।

gnZvivg nv‡hixb! যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সে হয়ত মনে করে নেয় যে, সময়মতো তাকে নামায পড়তে হবে না। অথবা সুস্থ হওয়ার পর সকল নামায একসাথে পড়ে নিলেই চলবে। অথবা মনে করে, অসুস্থতা নামাযের যাবতীয় শর্ত ও ওয়াজিসমূহ পূর্ণ করার পথে বাধা। তাই যে কোনো প্রকারে নামায আদায় করে নিলেই চলবে। মোটকথা, নামাযের ব্যাপারে অজ্ঞতাই তাকে সময়মতো ও যথাযথভাবে নামায আদায় করতে বাধা দেয়; অলসতা কিংবা অমনোযোগিতা নয়।

gmjx fvB‡qiv! আপনারা জানেন যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর, কাপড় ও নামাযের স্থান যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা শর্ত।

তবে অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সে পানি দ্বারা ইস্তেন্জা করতে এবং অজুর অঙ্গগুলো ধুইতে অপারগ হয়ে যায়। অবশ্য কেউ যদি অসুস্থাবস্থায় পানি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয় কিংবা কেউ তাকে অযুর ব্যাপারে সহযোগিতা করে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত। কিন্তু পানি না থাকা কিংবা পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়া অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার

আশঙ্কা থাকার কারণে কেউ যদি পানি দ্বারা অযু করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য অযুর বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রেখেছেন।

ইরশাদ হয়েছে: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ÔGes hw` cwb bv cvI Zvn‡j cweÎ gwU‡Z Zvqv¤§g Ki| mZivs †Zvgv‡`i gLgÊj I nvZ gv‡mn KiÕ (miv wbmv: 43)।

তবে কারো অবস্থা যদি এমন হয় যে, পানি ব্যবহার করে অযুও করতে পারছে না, আবার তার কাছে এমন কিছুও নেই যদ্বারা সে তায়াম্মুম করবে, এমতাবস্থায় সে যেভাবে আছে সেভাবেই নামায পড়বে। ইরশাদ হয়েছে : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ÔAvi wZwb `x‡bi e¨vcv‡i †Zvgv‡`i Dci †Kv‡bv K‡VviZv Av‡ivc K‡ibwbÕ (miv Avj-n¾: 78)।

gnZvivg †kvZvgÐjx! যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানকে নামায আদায় করে যেতে হবে। যেভাবে নামায পড়তে সামর্থ্য হয় সে ভাবেই নামায পড়ে যেতে হবে। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকা অবস্থায় কোনো মুসলমান নামায আদায় থেকে অব্যাহতি পায় না। কেননা নামায আদায় ইসলামের রুকন সমূহের একটি অন্যতম। এটি কোনো ব্যক্তির মুমিন ও মুসলমান হওয়ার স্পষ্ট দলীলও বটে। শুধু তাই নয়, কোনো ব্যক্তির নামায আদায় করার দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, সে ইসলামকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

ঈমান আনার পর কোনো মুমিন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করা। কেননা মুকীম ও মুসাফির অবস্থায়, নিরাপদ ও ভীতিকর অবস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায়– এক কথায় যে কোনো অবস্থায় কারো উপর থেকে নামায আদায় করার দায়িত্ব রহিত হয় না।

প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে বসে নামায আদায় করেছেন। আনাস রাযি. বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ঘোড়া থেকে নীচে পতিত হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি বসে বসে নামায আদায় করতেন (eLvix)।

বেরাদারানে ইসলাম! খুব ভালো করে মনে রাখবেন যে, আপনি যখন রোগাক্রান্ড় হলেও নামায আপনাকে সময়মতো গুরুত্ব দিয়ে পড়তেই হবে। সেই সাথে একথাও মনে রাখবেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দার উপর সাধ্যাতিত বোঝা চাপিয়ে দেন না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم ÔAvi †m Zv‡`i †_‡K †evSv I ksLj-hv Zv‡`i Ic‡i wQj- AcmviY K‡iÕ (miv Avivd: 157)।

তাই আপনি ফরয নামায দাঁড়িয়েই পড়ুন। কেননা দাঁড়িয়ে নামায পড়া নামাযের একটি অন্যতম রুকন। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় কোনো দেয়াল কিংবা খুঁটিতে ঠেস দিন। তথাপি সামান্য কারণেই বসে বসে নামায পড়বেন না।

অবশ্য আপনি যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে একেবারেই অপারগ হন কিংবা দাঁড়িয়ে নামায পড়া আপনার জন্য খুব বেশি কষ্টকর হয় তাহলে আপনি বসে নামায পড়ুন। যদি বসতে অপারগ হন তাহলে শুয়ে একদিকে কাত হয়ে নামায আদায় করুন। যদি তাও না পারেন তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে আদায় করুন।

ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, আমার অর্শ রোগ ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, ‘তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হও তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি তাও না পার তবে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে’ (eLvix, gmwjg)।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কোনো এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, ঐ অসুস্থ সাহাবী বালিশের উপর (wmR`v w`‡q)

নামায আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালিশটি নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। অতঃপর ঐ সাহাবী সিজদা দেওয়ার জন্য একটি কাঠের ঢাল নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিও নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, যদি তুমি পার তাহলে জমিনেই সিজদা দাও। আর জমিনে সিজদা দিয়ে নামায পড়তে না পারলে ইশারা করে নামায পড়ো। আর ইশারা করে নামায পড়ার সময় সিজদা আদায়কালে রুকুর চাইতে একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকবে (evBnvKx, Avjevbx nv`xmwU nvmvb e‡j‡Qb)।

অর্থাৎ, আবশ্যক হলো, সময়মতো নামায আদায় করা। যদিও তা শুয়ে শুয়ে ইশারা দিয়েই আদায় করা হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকা। হৃদয়ের অনুভূতি সজাগ থাকা।

AZGe †n gmwjg fvB! আপনি আপনার নামায দাঁড়িয়েই পড়ুন। যদি পারেন তাহলে রুকুও দাঁড়িয়ে করুন। যদি দাঁড়িয়ে র“কু করা আপনার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে আপনি বসে ইশারা করে রুকু আদায় করুন। অর্থাৎ আপনি এখন নিয়ত করুন যে, আপনি র“কু বা সিজদা করছেন। আর সিজদার সময় রুকুর চাইতে একটু বেশি মাথা ঝুঁকান। যাতে র“কুটি সিজদা থেকে আলাদা হয়।

যদি আপনি রুকু-সিজদার সময় মাথা দিয়ে ইশারা করতেও অক্ষম হন তাহলে চোখ দিয়ে ইশারা করবেন। অবশ্য এ অবস্থায়ও র“কুর সময় অল্প এবং সিজদার সময় বেশি ইশারা করবেন।

কোনো কোনো রোগীকে দেখা যায়, তারা রোগাক্রান্ড় অবস্থায় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন। এরূপ করা সঠিক নয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের কোনো স্থানে এমন কথা নেই। এমনকি কোনো আলেমও একথা বলেননি।

gmwjøqv‡b †Kivg! সবশেষে বলতে চাই, নামাযকে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ চলাকালে শত্র“র সাথে মোকাবেলা করা অবস্থায়ও আবশ্যক করেছেন, আমরা নিশ্চিন্ড় ও নির্ভাবনায় থাকা অবস্থায় সেই নামাযের হুকুম আমাদের জন্য কিরূপ হবে তা একটু চিন্তা করে বুঝে নিন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمْ

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের নিয়ম

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَهَّلَ لِعِبَادِهِ طَرِيْقَ الْعِبَادَةِ وَيَسَّرَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً تُؤَمِّنُ مِنْ قَالَهَا وَعَمِلَ بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّادَةِ الْغُرَرِ. وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرَاً، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjøqvb! bvgvh mnxn nIqvi Rb¨ †KejvgLx nIqv kZ| G e¨vcv‡i Kv‡iv †Kv‡bv wØgZ †bB| Z‡e Am¯ e¨w³ hw` †KejvgLx n‡Z m¶g bv nq wKsev Zvi LvU I weQvbv hw` wKejvgLx Ae¯vq bv _v‡K Ges Zv cwieZb KivI m¤e bv nq Zvn‡j †h Ae¯vq Av‡Q †m Ae¯vq †_‡KB †m bvgvh co‡e|

wcq fvB‡qiv! †Kv‡bv †Kv‡bv mgq †Kv‡bv †Kv‡bv †ivMx Ggb mgm¨vi m¤§Lxb nq †h, c‡qvR‡bi mgq †m †Kv‡bv †jvK Kv‡Q cvq bv, †h Zv‡K Ah Ki‡Z mvnvh¨ Ki‡e| A_ev KL‡bv Ggb nq †h, Zvi Kvco-†Pvco I weQvbv bvcvK n‡q †M‡Q A_P †m wb‡R Zv cwi¯vi Ki‡Z cvi‡Q bv| Gw`‡K bvgv‡hi mgqI P‡j hv‡”Q| GgZve¯vq †m G fv‡eB bvgvh Av`vq K‡i wb‡e|

যদি কারো ক্ষতের মধ্যে রক্ত ও পূঁজ দেখা যায় তাহলে সে তা নিয়েই নামায পড়ে নিবে।

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে ওমর রাযি. বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত

হয়েছিলেন সে রাতে তিনি তার নিকট গিয়ে তাকে ফজরের নামায আদায় করার জন্য জাগিয়ে দিলেন। তখন ওমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি নামায পড়ব। কেননা যে ব্যক্তি নামায পড়ে না ইসলামে তার কোনো অংশ নেই্। এ বলে তিনি নামায আদায় করলেন। তখন তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল (GB nv`x‡mi eYbvKvix Bgvg gv‡jK ivn.)।

বস্তুত বিশ্বাসী ও সজাগ হৃদয়ের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। কঠিন অসুস্থতাও তাদেরকে নামায আদায় ও তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না।

wcq gmwjøqvb ! যে ব্যক্তি বাড়ীতে বা হাসপাতালে রোগীর সেবা করে, তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং নামাযের সময় রোগীকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। আর নামায আদায়ে তাকে সাহায্য করা। বিশেষ করে আপনাদের পিতা-মাতা যদি অসুস্থ হয়, তাহলে আপনাদের উচিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং নামাযের মতো এই গুরত্বপূর্ণ নেকআমল সম্পাদনে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। তাদেরকে নামাযের দাওয়াত দেয়া এবং অসুস্থ অবস্থায় নামায পড়া তাদের জন্য কঠিন মনে হলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তা তাদের জন্য সহজ করে দেয়া।

ডাক্তারগণ তাদের চিকিৎসা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি বেশ গুরুত্ব দেন। তারা সকাল সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এটা ডাক্তারদের একটি ভালো অভ্যাস। ডাক্তারদের সময়ানুবর্তিতার বিষয়টি খেয়াল করে রোগী এবং রোগীর সেবাকারীদেরও উচিত, সময়মতো নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং একথা ভুলে না যাওয়া যে, নামায একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নামায হলো আত্মার খোরাক।

wcq †kvZvev›`! আপনারা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিন এবং এর ব্যাপারে যত্নশীল হোন। সব সময় লক্ষ্য রাখুন, যাতে মওত পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা না হয়। যদি আপনারা এমনটি করতে পারেন তাহলে আপনারাই হবেন জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ÔAvi hviv wbR‡`i mvjvZmgn wndvhZ K‡i| ZvivB n‡e Iqvwim| hviv wdi`vD‡mi AwaKvix n‡e| Zviv †mLv‡b ¯vqx n‡eÕ (miv gwgbb: 9-11)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন:فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ÔwKš hw` †Zvgiv fq Ki, Z‡e †n‡U wKsev Av‡ivnY K‡i (Av`vq K‡i bvI)Õ (miv evKviv: 239)।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এ আয়াতটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, শত্রুর ভয়কে অপারগতার কারণ বানিয়ে নামায পরিত্যাগ করা যাবে না; বরং ঐ অবস্থায় ইশারা করে হলেও নামায আদায় করতে হবে। চাই কেবলামুখী হওয়া সম্ভব হোক বা না হোক।

দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে নামাযের ব্যাপারে মৃত্যু পর্যন্ত যত্নবান থাকার তাওফীক দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে নিয়মিত নামায আদায়ের তাওফীক দান করুন। নামাযের সকল আহকাম-আদাব রক্ষা করে নামায কায়েম করার তাওফীক দান করুন। সুস্থতা-অসুস্থতা সকল অবস্থায় নামাযের পাবন্দ থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সকল রোগ-বালাই থেকে পরিত্রাণ কামনা করছি, আফিয়ত প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে সকল রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করুন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে শেফা দান করুন। তাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আখলাক-চরিত্র

১. দয়া-মায়া, মমতা ও করুণা
২. সবরঃ কেন ও কিভাবে?
৩. সৎসঙ্গ অবলম্বন ও ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব
৪. সত্যবাদিতা অবলম্বন ও মিথ্যা পরিত্যাগ
৫. যবানের হিফাযত
৬. মন্দ ধারণা প্রসঙ্গ
৭. গুনাহ থেকে তাওবা করা
৮. মুসলিম নারীর পর্দাহীনতাঃ প্রভাব ও প্রতিকার
৯. মাদকদ্রব্য : তারুণ্য ধ্বংসে তার প্রভাব
১০. নারীর ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা
১১. হালাল রিযক উপার্জন ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা
১২. নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
১৩. নসীহত ও আমানত
১৪. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার
১৫. আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঠিক রাখা
১৬. যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান
১৭. মানুষের সাথে আচরণের মানদণ্ড ও বিধিমালা
১৮. প্রতিবেশীর অধিকার
১৯. মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক
২০. ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সুদের ভয়াবহ প্রভাব

দয়া-মায়া, মমতা ও করুণা

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর তা'আলার রহমত ও দয়ার গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করে তুলার গুরুত্ব বর্ণনা

২. মানুষকে আল্লাহর রতমতের প্রত্যাশী করে গড়ে তুলা

৩. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ককরণ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِهِ، وَعَمَّ كُلَّ حَيٍّ بِنِعْمَتِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَضَعَتِ الْخَلَائِقُ لِعَظَمَتِهِ، سُبْحَانَهُ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى تَوَابِعِ آلَائِهِ وَجَلَائِلِ مِنَّتِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjg fvB I eÜMY! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুন্দর নামসমূহের মধ্যে দুটো নাম হল- আর রহমান ও আর রহীম। এর অর্থ হল, পরম দয়াময় ও অতি দয়ালু।

'আর রাহমান' বা পরম দয়াময় বলতে ব্যাপক দয়া ও করুণাকে বুঝানো হয়। যে দয়া-করুণায় ইহজগতে কাফির, মুশরিক ও মুমিন সকলেই এবং পরজগতে কেবল মুমিনরা অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে 'আর রহীম' বলতে এমন দয়া ও করুণাকে বুঝায়, যা শুধু পরকালে মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অধিকাংশ আলেম-উলামার মত এটাই।

আমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত। আল্লাহর অগণিত রহমত ও করুণা আমাদের গোটা অস্তিত্বকে ছেয়ে আছে। আর আল্লাহর এ রহমতকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সাথে সাথে আল্লাহর রহমত রুদ্ধ হয়ে গেলে তা বিমুক্ত করারও কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল রহমত ও করুণার অধিপতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ÔAvjøvn gvb‡li Rb¨ †h ingZ Db¥³ K‡i †`b, Zv AvU‡K ivLvi †KD †bB| Avi wZwb hv AvU‡K iv‡Lb, Zvici Zv Qvoevi †KD †bB| Avi wZwb civµgkvjx, cÁvgqÕ (miv Avj dwZi : 2)।

ইমাম শানকীতি রহ. বলেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে রহমত বলতে তার ব্যাপক ও বিশাল রহমত বুঝিয়েছেন, যা দুনিয়া ও আখিরাতকে অন্তর্ভুক্ত করে আর দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে শামিল করে'। আর এ অবারিত রহমতের একটি নিদর্শন হল বৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ÔAZGe Zwg Avjøvni ing‡Zi wPýmg‡ni cwZ `wó `vI| wKfv‡e wZwb hgx‡bi gZ¨i ci Zv RxweZ K‡ibÕ (miv Avi i|g: 50)।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে বৃষ্টিকে তাঁর রহমত বলে উল্লেখ করেছেন, যা মানুষ, পশু-পাখী, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেরই সমানভাবে উপকার করে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের ব্যাপকতা সম্পর্কে বলেন: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ÔAvi Avgvi ingZ me e¯‘‡K cwie¨vß K‡i‡Q| mZivs Awg Zv wj‡L †`e Zv‡`i Rb¨ hviv ZvKIqv Aej¤b K‡i Ges hvKvZ c`vb K‡i| Avi hviv Avgvi AvqvZmg‡ni cwZ Cgvb Av‡bÕ (miv Avj Avivd: 156)।

অতএব দুনিয়ার কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত নয়। সব কিছু তাঁর রমহত-দয়া-করুণা-অনুগ্রহের সমুদ্রে ডুবে আছে।

কিন্তু আখিরাত বা পরকালে এমন হবে না। সেখানে শুধু আল্লাহভীরু-মুত্তাকীগণ রহমত লাভে সক্ষম হবে। এ কথাটাই তিনি উক্ত আয়াতে এভাবে বলেছেন: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ÔmZivs Awg Zv wj‡L †`e Zv‡`i Rb¨ hviv ZvKIqv Aej¤b K‡iÕ|

উপস্থিত ঈমানদার ভাইয়েরা! আমরা পরম দয়াময় অতি দয়ালু আল্লাহর বান্দা। তিনি চান আমরা যেন একে অপরের প্রতি রহম করি। সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া-করুণা-অনুকম্পা প্রদর্শন করি।

ইমাম আহমাদ ও তাবারানী রহ. বর্ণিত বিশুদ্ধ সনদে ও নির্ভরযোগ্য সুত্রে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলেন : اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا وَاغْفِرُوا يُغْفَرُ لَكُمْ 'তোমরা দয়া করো, দয়া পাবে। ক্ষমা করো, ক্ষমা পাবে'(আহমদ)।

সকল মানুষের প্রতি, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া মায়া ও রহম করার জন্য ইসলামের নবী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রতি রহম বা দয়া করলে স্রষ্টার দয়া-করুণা-রহম লাভ করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : اِرْحَمُوْا مَنْ فِيْ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِيْ السَّمَاءِ

'রহমকারীদের প্রতি মহান দয়াময় আল্লাহ রহম ও দয়া করেন। দুনিয়াতে যারা আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের রহম করবেন'(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম)।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহম করেন না' (মুসলিম)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম আকৃতিতে। তিনি তাকে অন্যান্য বহু সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Ôwbðq Awg gvbl‡K mwó K‡iwQ DËg MV‡bÕ (miv AvZ Zxb:4)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ÔAvi Awg †Zv Av`g mšvb‡`i m¤§wbZ K‡iwQ Ges Awg Zv‡`i‡K ¯‡j I mg‡` evnb w`‡qwQ Ges Zv‡`i‡K w`‡qwQ DËg wihK| Avi Awg hv mwó K‡iwQ Zv‡`i †_‡K A‡b‡Ki Ici Awg Zv‡`i‡K A‡bK ghv`v w`‡qwQÕ (miv Avj Bmiv:70)।

মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আর যা কিছু আছে সবই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ÔwZwbB cw_ex‡Z hv Av‡Q me †Zvgv‡`i Kj¨v‡Yi Rb¨ mwó K‡i‡QbÕ (miv Avj evKviv: 29)।

কাজেই গোটা পৃথিবীটাই তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য রহমত-দয়া-করুণা ও অনুগ্রহ হিসেবে।

এমনকি দিন রাতের আবর্তনও মানুষের জন্য আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে একটি রহমত। তিনি বলেন : وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ÔAvi Zvi ing‡Z wZwb †Zvgv‡`i Rb¨ ivZ I w`b mwó K‡i‡Qb hv‡Z †Zvgiv wekvg wb‡Z cvi Ges Zvi AbMn mÜvb Ki‡Z cvi Ges †hb †Zvgiv †kvKi Av`vq Ki‡Z cviÕ (miv Avj Kvmvm: 73)।

এভাবে তিনি মানুষের প্রতি রহম করেছেন আর তার রাসূলকে তিনি মানুষের প্রতি দয়া করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে বলেন : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ÔAZtci Avjøvni c¶ †_‡K ing‡Zi Kvi‡Y Zwg Zv‡`i Rb¨ bg n‡qwQ‡j| Avi hw` Zwg K‡Vvi ¯fv‡ei, KwVb ü`qm¤úb n‡Z, Z‡e Zviv †Zvgvi Avkcvk †_‡K m‡i coZÕ (miv Av‡j Bgivb : 159)।

শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাই নয়। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলের সাহাবীদেরও প্রশংসা করেছেন পরস্পরে রহম বা দয়া চর্চাকারী বলে। ইরশাদ হয়েছে : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ôgnv¤§` Avjøvni ivmj Ges Zvi mv‡_ hviv Av‡Q Zviv Kvwdi‡`i cwZ AZ¨šÍ K‡Vvi; ci¯ú‡ii cwZ m`qÕ (miv Avj dvZn : 29)।

সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন তার পুরোটাই হলো বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও অনুগ্রহ।

তিনি বলেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ÔAvi Awg †Zv †Zvgv‡K mwóK‡ji Rb¨ ingZ wn‡m‡eB †ciY K‡iwQÕ (miv Avj Aww¤qv: 107)।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শুধু মুসলমানদের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন তা নয়; রবং তিনি বিশ্ববাসীর সকলের জন্যই রহমত। সকলের জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ÔAvi Awg †Zv †Kej †Zvgv‡K mgM gvbeRwZi Rb¨ mmsev``vZv I mZKKvix wn‡m‡e †ciY K‡iwQ; wKš AwaKvsk gvbl Rv‡b bvÕ (miv mvev: 28)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, তাকে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে : وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىَ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ‘অন্যান্য নবীদের একটি নির্দিষ্ট জাতির কাছে প্রেরণ করা হত; কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে’ (বুখারী)।

সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِيْ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, এ মানব জাতির যে কেউ ইহূদী হোক বা খৃষ্টান, আমার আগমনের কথা শুনবে; কিন্তু আমার প্রতি ঈমান আনবে না সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে’ (মুসলিম)।

আল্লাহ তা‘আলা তার দীনকে পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে আমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি দীনকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন, কঠিন করেননি। এটাও আমাদের প্রতি তার একটি বিশাল রহমত। তিনি বলেছেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Ô`x‡bi e¨vcv‡i wZwb †Zvgv‡`i Ici †Kv‡bv K‡Vvi Zv Av‡ivc K‡ibwbÕ (miv Avj nR : 78)।

এভাবেই তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি রহম, করম, দয়া, মায়া, অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত এই রহ তের গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করে তোলা। সহীহ্ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ‘তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। তোমরা সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না’ (বুখারী)।

এক গ্রাম্য বেদুইন যখন মসজিদে পেশাব করেছিল, তখন তাকে ক্ষমা করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ ÔmnR I `qv-AbMn Kivi Rb¨B †Zvgv‡`i‡K cvVv‡bv n‡q‡QÕ।

সুপ্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহ তা‘আলার রহমত, দয়া-অনুগ্রহ হল ব্যাপক ও বিস্তৃত। সকল মানুষই তাঁর দয়া- অনুগ্রহ ভোগ করে। ঈমানদারগণ দুনিয়ায়ও তার রহমত প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং আখেরাতেও প্রাপ্ত হবে আর কাফিররা শুধু দুনিয়াতে তার রহমত ও অনুগ্রহের ভাগী হয়। আখেরাতে তারা কোনো রহমত প্রাপ্ত হবে না। এ কথাই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ‘Avi Avgvi ingZ me e¯‡K cwie¨vß K‡i‡Q| mZivs Awg Zv wj‡L †`e Zv‡`i Rb¨ hviv ZvKIqv Aej¤b K‡i Ges hvKvZ c`vb K‡i| Avi hviv Avgvi AvqvZmg‡ni cwZ Cgvb Av‡bÕ (miv Avj Avivd: 156)। এ আয়াতে, ‘লিখে দেব’ বলতে আখিরাত বা পরকালকে বুঝানো হয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াময়, পরম দয়ালু, তেমনি তাঁর রাসূলকে মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র করে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Ôwbðq †Zvgv‡`i wb‡R‡`i ga¨ †_‡K †Zvgv‡`i wbKU GKRb ivmj G‡m‡Qb, hv †Zvgv‡`i‡K cxov †`q, Zv Zvi Rb¨ Kó`vqK| wZwb †Zvgv‡`i Kj¨vYKvgx, gwgb‡`i cwZ †mnkxj, cig `qvjÓ (miv AvZ-Zvlev: 128)।

তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই বহুভাবে তাঁর সীরাত বা জীবন চরিতে। তিনি যখন তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তায়েফের লোকেরা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছিল। অতঃপর পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশ্‌তারা এসে তাদের শাস্তি দিতে অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের প্রতি দয়া পরবশ হলেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে অনুমতি দিলেন না। এমনিভাবে তিনি বহু শত্রুর প্রতি দয়া করে তাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। মানব ইতিহাসে এমন অন্য কাউকে দেখা যাবে না যিনি শত্রুর প্রতি এমন দয়া ও রহমতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনেই নয়, তাঁর সাহাবীদের জীবন-চরিতও ছিল রহম ও দয়া-মায়ায় ভরপুর।

Dgi iwh. g`xbvi GK AÜ e×vi N‡i †h‡Zb| Zvi †mev Ki‡Zb| Zvi cvqLvbv-†ckve cwi¯‹vi Ki‡Zb| GKw`b wZwb †`‡Lb, Av‡M G‡m G KvRwU †K †hb m¤úb K‡i †M‡Q| Lei wb‡q †`‡Lb, Ave eKi wmÏxK iwh. G‡mwQ‡jb| wZwb Zvi Av‡M G‡m e×vi Ni-weQvbv cwi¯‹vi K‡i †M‡Qb|

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় নবীর অনুকরণে মানুষের প্রতি রহম, দয়া, মায়া-মমতা ও করুণা করার তাওফীক দান করুন।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف:22).
نَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَبِهَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দয়া-মায়া, মমতা ও করুণা

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَعْلَمُ مَكْنُوْنَاتِ الصُّدُوْرِ، ومَخَفِيَّاتِ الضَّمَائِرِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلَى مِنْ وَافِرِ النِّعَمِ، وَالْفَضْلِ الْمُتَكَاثِرِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ! সর্ব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করুন।

জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলার একজন মুসলিমের কাছ থেকে সকল মানুষের জন্য রহম, দয়া, মায়া-মমতা, করুণা, বিনম্র আচরণ ও ইহসান দাবি করেন। প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য হলো, এ সকল গুণে নিজেকে গুণান্বিত করে তোলা।

একজন মুমিন এসব গুণের চর্চা প্রথমে তার পরিবারের সদস্যদের মাঝে শুরু করবে। এরপর প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের মাঝে। এরপর দূরবর্তী অন্যান্যদের মাঝে। একজন মুমিন কখনো কঠোরতা প্রদর্শন করে স্ত্রীকে অবাধ্য হতে সাহায্য করতে পারে না। সে কখনো কঠোর হয়ে সন্তানদের অবাধ্য হতে সাহায্য করতে পারে না।

সে কখনো তার অধীনস্তদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের বিদ্রোহী কাজে উস্কানি দিতে পারে না। নিজ প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করে তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে দিতে পারে না।

আবূ দাউদ বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না আর আমাদের বড়দের মর্যাদা জানে না'(আবু দাউদ)।

সহীহ মুসলিমে এসেছে আবূ হুরাইরা রাযি. থকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতির দিক দিয়ে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একাংশ আক্রান্ত হলে সমগ্র দেহ জ্বরগ্রস্থ ও নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে'(মুসলিম)।

এমনিভাবে একজন মুসলিম যখন বিশ্বের যে কোনো স্থানে আক্রান্ত হয়, বিপদে পড়ে, তখন অন্যসকল মুসলিমের কর্তব্য হল, তার প্রতি রহম ও ইহসান করা। তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া। তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আজ আমাদের মধ্যে এ গুণটি একেবারে অনুপস্থিত। বরং এর উল্টো বিষয় আমরা লালন করে থাকি। বিশ্বের কোনো স্থানে কাফির-মুশরিক কর্তৃক মুসলিমরা জুলুমের শিকার হলে আমরা জালেমের পক্ষ অবলম্বন করি।

আল্লাহ আমাদের হিদায়েত দান করুন। সকল মুসলমানকে তাদের মধ্যে পারস্পারিক রহম, মায়া-মমতা, করুণা ও ইহসান করার তাওফীক দান করুন।

সম্মানিত উপস্থিতি! ইসলাম শুধু মানুষের প্রতি দয়া ও ইহসানের আদেশ করে ক্ষান্ত হয়নি; মানুষ ছাড়া অন্যান্য পশু-পাখির প্রতিও রহম ও দয়া প্রদর্শন করতে ইসালাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে।

সহীহ মুসলিমে এসেছে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. 'প্রতিটি বস্তুর প্রতি দয়া-মায়া, ইহসান করা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। তাই তোমরা যখন কোনো পশু হত্যা করবে তখন মায়া-মমতার সাথে সুন্দরভাবে হত্যা করবে। যখন জবেহ করবে তখন সুন্দরভাবে জবেহ করবে। অস্ত্র ধারাল করে নেবে আর জবেহ করা পশুটির যেন আরাম হয়, সে দিকে লক্ষ রাখবে' (মুসলিম)।

এ হাদীসে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশু হত্যা বা জবেহ করার সময়ও তাদের প্রতি দয়া ও মমতা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যেন কষ্ট না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ 'একটি মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। সে তাকে আটকে রেখেছিল ফলে সে মারা যায়। সে তাকে খাবারও দেয়নি, আবার ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনের কীটপতঙ্গ খেয়ে বাঁচতে পারে'(বুখারী)।

এ মহিলা বিড়ালটির প্রতি দয়া-মায়া ও রহম করেনি। এ কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। সহীহ বুখারীতে আরো এসেছে, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: এক ব্যক্তি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

পশুদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুদের মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ 'রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীব-জন্তুর মধ্যে লড়াই বাধাতে নিষেধ করেছেন' (আবু দাউদ)।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ

وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ, হে রাহমানির রাহীম, আপনি আমাদের ওপর রহম করুন। আপনি আমাদেরকে রহম ও করুণার গুণে গুণান্বিত করুন। মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টিজীবের প্রতি আমরা যাতে রহমত প্রদর্শন করতে পারি সে তাওফীক আমাদের দান করুন। হে আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আপনার রহমত ও করমের ছায়ায় ঢেকে নিন। হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে রহমত ও করুণার পরিচয়দানকারী হিসেবে উত্থান ঘটান। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সকল প্রকার রুক্ষ আচরণ ও সভাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। অযাচিত কঠোরতা ও কট্টরপন্থা অবলম্বন থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমাদের দু'আ মুনাজাত কবুল করুন। আমীন, ইয়া রামানির রাহিমীন।

عِبَادَ اللهِ ــرَحِمَكُمُ اللهُ- (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

সবর : কেন ও কিভাবে?

LZevq hv _vK‡e

১. সবরের চরিত্রে চরিত্রবান হতে আহ্বান জানানো

২. সবরের প্রকারভেদ তুলে ধরা

৩. বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ও সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، أَمَرَ بِالصَّبْرِ وَأَثْنَى عَلَى الصَّابِرِيْنَ، وَوَعَدَهُمْ أَجْراً عَظِيْماً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْماً، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

gAvhhvh nv‡hixb! আল্লাহ তা'আলা সবরকে বানিয়েছেন তেজদীপ্ত অশ্ব যা কখনো হোঁচট খায় না। এমন ক্ষুরধার তরবারি, যা কখনো তেজ হারায় না; এমন বিজয়ী সৈনিক যা কখনো পরাজিত হয় না; এমন সুরক্ষিত দূর্গ যা কখনো ধ্বংস হয় না। সবর আর বিজয় দুই সহোদর ভাই। এমন কেউ নেই, যে সবরের অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে অথচ তার নাসফ অথবা শয়তান তাকে পরাহত করেছে। যার সবর নেই সে শক্তিহীন, পঙ্গু। যে ব্যক্তি তার জিহাদ-সংগ্রামে সবরকে সঙ্গী বানাবে না, সে পরাজিত হতে বাধ্য। তাইতো আল্লাহ তা'আলা কালামে মাজীদে ইরশাদ ফরমান: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ô†n gwgbMY, †Zvgiv ˆah ai I ˆa‡h AUj _vK Ges cvnvivq wb‡qvwRZ _vK| Avi Avjøvn‡K fq Ki, hv‡Z †Zvgiv mdj nIÕ (miv Av‡j-Bgivb: 200)।

wcq fvB I eÜMY! সবর মুমিনের জন্য গৃহাপালিত জন্তু বেঁধে রাখার খুঁটির মতো। ইচ্ছামত এদিক সেদিক ঘোরে; কিন্তু পরিশেষে তাকে সেই খুঁটির কাছেই ফিরে আসতে হয়। সবর ঈমানের শেকড়রে মতো। বৃক্ষ যেভাবে শেকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ঈমানও তদ্রূপ সবরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই যার সবর নেই তার পূর্ণ ঈমান নেই। সবরবিহীন ঈমানদার দ্বিধাগ্রস্ত ঈমানদার। এ ধরনের ঈমানদার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Ógvb‡li g‡a¨ KZK Ggb i‡q‡Q, hviv wØavi mv‡_ Avjøvni Bev`Z K‡i| hw` Zvi †Kvb Kj¨vY nq Z‡e †m Zv‡Z ckvš nq| Avi hw` Zvi †Kvb wechq N‡U, Zvn‡j †m Zvi Avmj †Pnvivq wd‡i hvq| †m `wbqv I AvwLiv‡Z ¶wZM¯ nq| GwU nj m¯úó ¶wZÕ (miv nR: 11)।

এ ব্যক্তি তো সবর হারিয়ে শুধু তার দুর্ভাগ্যই কামাই করলো। পক্ষান্তরে যে সবর করে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করে সেই ভাগ্যবান। পৃথিবীতে যারা সুন্দর জীবন গড়তে পেরেছে, তারা সবরের গুণেই তা গড়েছে। তারা সর্বোচ্চ শেখরে আরোহন করেছে এই সবরের বদৌলতেই। তারা দুঃসময় এলে ধৈর্য ধারণ করে আর সুসময় এলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। আর এভাবে তারা সবর ও শোকরের ডানায় চড়ে জান্নাতের অধিকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ÔGUv Avjøvni AbMn| wZwb hv‡K B"Qv Zv `vb K‡ib| Avi Avjøvn gnv AbMnkxjÕ (miv nv`x`: 21)।

gnZvivg nv‡hixb! সবর বা ধৈর্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা যাকে এই গুণ দেন; সেই এই গুণ ধারণ করার শক্তি অর্জন করে। নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামদের আল্লাহ তা'আলা এই বিরল গুণে ভূষিত করেছিলেন। তাই নবী-রাসূলগণই হলেন সবরের সকল আকার-প্রকৃতির উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নব্বই জায়গায় সবরের কথা বলেছেন। অতএব ভেবে দেখুন সবর কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! তিনি বিভিন্নভাবে সবরের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

নিচে তার কয়েকটি তুলে ধরছি -

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে সবরকারী তথা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে হিসাব ছাড়া প্রতিদান দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

Ôej, Ô†n Avgvi ev›`viv hviv Cgvb G‡bQ, †Zvgiv †Zvgv‡`i ie‡K fq Ki| hviv G `wbqvq fvj KvR K‡i Zv‡`i Rb¨ i‡q‡Q Kj¨vY| Avi Avjøvni hgxb cÖk¯—, †Kej ^ahkxj‡`i‡KB Zv‡`i cwZ`vb cYi¦‡c †`qv n‡e †Kvb wnmve QvovBÕ (mviv hgvi: 10)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি ধৈর্যশীলদের জন্য হিদায়েত ও সুস্পষ্ট বিজয় নিয়ে তাদের সাথেই আছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ÔAvi †Zvgiv ^ah ai, wbðq Avjøvn ^ahkxj‡`i mv‡_ Av‡QbÕ (miv Avbdvj: 46)।

আল্লাহ তা'আলা সবর ও ইয়াকীনের কারণে মানুষকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন।

ইরশাদ হয়েছে : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ÔAvi Awg Zv‡`i ga¨ †\_‡K eû †bZv K‡iwQjvg, Zviv Avgvi Av‡`kvbhvqx mrc_ c`kb KiZ, hLb Zviv ^ahaviY K‡iwQj| Avi Zviv Avgvi AvqvZmg‡ni cwZ `p wekvm ivLZÕ (miv Avm-mvR`vn: 24)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, সবরই মানুষের জন্য কল্যাণকর। ইরশাদ হয়েছে : وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ÔAvi hw` †Zvgiv mei Ki, Z‡e ZvB meiKvix‡`i Rb¨ DËgÕ (miv Avb-bvnj : 126)।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কারও যদি সবর থাকে, তাহলে যত বড় শত্রুই হোক তাকে হারাতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে : وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ÔAvi hw` †Zvgiv ^ah ai Ges ZvKIqv Aej¤b Ki, Zvn‡j Zv‡`i lohš¿ †Zvgv‡`i †Kvb ¶wZ Ki‡e bv| wbðq Avjøvn Zviv hv K‡i, Zv cwi‡eóbKvixÕ (miv Av‡j-Bgivb : 120) ।

আল্লাহ তা'আলা বিজয় ও সফলতার জন্য সবর ও তাকওয়া অবলম্বনের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ô†n gwgbMY, †Zvgiv ^ah ai I ^a‡h AUj _vK Ges cvnvivq wb‡qwRZ _vK| Avi Avjøvn‡K fq Ki, hv‡Z †Zvgiv mdj nIÕ (miv Av‡j-Bgivb: 200)।

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলকে ভালোবাসেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? ইরশাদ হয়েছে : وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ÔAvi KZ bex wQj, hvi mv‡_ †_‡K A‡bK Avjøv-niqvjv jovB K‡i‡Q| Z‡e Avjøvni c‡_ Zv‡`i Ici hv AvcwZZ n‡q‡Q Zvi Rb¨ Zviv n‡Zv`¨g nqwb| Avi Zviv `ej nqwb Ges Zviv bZ nqwb| Avi Avjøvn ^ahkxj‡`i‡K fvjev‡mbÕ (miv Av‡j-Bgivb: 146)।

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের তিনটি বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন যার প্রতিটি বিষয় পাবার জন্য দুনিয়াবাসী একে অপরের সঙ্গে ঈর্ষা করেন। ইরশাদ হয়েছে : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ÔAvi Zwg ^ahkxj‡`i mmsev` `vI| hviv, Zv‡`i‡K hLb wec` AvµvgY K‡i ZLb e‡j, wbðq Avgiv Avjøvni Rb¨ Ges wbðq Avgiv Zvi w`‡K cZ¨veZbKvix| Zv‡`i IciB i‡q‡Q Zv‡`i i‡ei c¶ †_‡K gvMwdivZ I ingZ Ges ZvivB wn`vqvZcvßÕ (miv Avj evKviv : 155-157)।

ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন জান্নাত লাভের কামিয়াবি আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির সাফল্য। ইরশাদ হয়েছে : إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ÔwbðЯq Awg Zv‡`i ^a‡hi Kvi‡Y AvR Zv‡`i‡K ci¯‹Z Kijvg; wbðq ZvivB nj mdjKvgÕ (miv gwgbb: 111)।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের চারটি স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার বান্দারাই উপকৃত হয় এবং তারাই সৌভাগ্যবান। যেমন সূরা লুকমানে ইরশাদ হয়েছে : أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ÔZwg wK †`Lwb †h, †bŠhvb¸‡jv Avjøvni AbM‡n mg‡` PjvPj K‡i, hv‡Z wZwb Zvi wKQ wb`kb †Zvgv‡`i †`Lv‡Z cv‡ib| wbðq G‡Z c‡Z¨K ^ahkxj, KZÁ e¨w³i Rb¨ A‡bK wb`kb i‡q‡QÕ (AvqvZ : 31)।

সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ÔAvi Awg gmv‡K Avgvi AvqvZmgn w`‡q cwV‡qwQ †h, ÔZwg †Zvgvi KIg‡K AÜKvi n‡Z Av‡jvi w`‡K †ei K‡i Avb Ges Avjøvni w`emgn Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q `vIÕ| wbðq G‡Z cwZwU ^ahkxj, KZÁ e¨w³i Rb¨ i‡q‡Q AmsL¨ wb`kbÕ (AvqvZ : 5)।

সূরা সাবায় ইরশাদ হয়েছে: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ÔwKš Zviv ejj, Ô†n Avgv‡`i ie, Avgv‡`i md‡ii g‡a¨ `iZ ewo‡q w`bÕ| Avi Zviv wb‡R‡`i cwZ hjg Kij| d‡j Awg Zv‡`i‡K Kwnbx evbvjvg Ges Zv‡`i‡K G‡Kev‡i wQbwfb K‡i w`jvg| wbðq G‡Z c‡Z¨K ^ahkxj KZÁ e¨w³i Rb¨ wb`kb i‡q‡QÕ (AvqvZ : 19)।

সবর কী?

সবরের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া বা বিরত রাখা। শরী'আতের পরিভাষায় সবর বলা হয় অন্তরকে অস্থির হওয়া থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গাল চাপড়ানো ও বুকের কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা।

কারো কারো মতে, এটি হলো মানুষের অন্তরগত একটি উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম কাজ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের একটি অন্তরগত শক্তি, যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারে।

Rbv‡q` evM`v`x in. †K mei m¤ú‡K wR‡Ám Kiv n‡j wZwb e‡jb, Ônwm g‡L wZ³ Zvi †XvK †MjvÕ|

hbbb wgmix in. e‡jb, ÔAvjøvni weiæ×vPiY †_‡K `‡i _vKv; wec‡`i mgq kvšÍ _vKv Ges Rxe‡bi Kiæ‡¶‡Î `wi‡`i KIvNvZ m‡Ë¡I AgLv‡cw¶Zv cKvk KivÕ| কারও মতে, 'সবর হলো সুন্দরভাবে বিপদ মোকাবিলা করা'। আবার কারও মতে, 'বিপদকালে অভিযোগ-অনুযোগ না করে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই সবর'।

এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে অন্যের কাছে তার সমস্যা নিয়ে অনুযোগ করতে শুনে বললেন, 'তুমি ভাই এর বেশি কিছু করোনি যে, যিনি দয়া করেন না তার কাছে দয়াকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ'। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়, 'তুমি যখন মানুষের কাছে অভিযোগ কর, তখন মূলত দয়াময়ের বিরুদ্ধে নির্দয়ের কাছেই অভিযোগ কর'।

অভিযোগ দু'টি পন্থায় করা হয়: একটি হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুযোগ করা। এটি সবর পরিপন্থী নয়। যেমন ইয়াকূব আলাইহিস সালাম প্রিয় পুত্র ইউসুফকে হারিয়ে বলেছেন, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি'।

অপরটি হলো, নিজের মুখ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাষার মাধ্যমে মানুষের কাছে অভিযোগ করা। এটি সবর পরিপন্থী।

gnZvivg nv‡hixb! আমরা যে সবরের কথা আলোচনা করছি তা তিন প্রকারের। যথা :

১. আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নির্দেশ পালন ও ইবাদত-বন্দেগী আদায় করতে গিয়ে ধৈর্যধারণ করা। ২. আল্লাহ তা'আলার নিষেধ ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা এবং ৩. তাকদীর ও ভাগ্যের ভালো-মন্দে অসন্তুষ্ট না হয়ে তার ওপর ধৈর্যধারণ করা।

এই তিন প্রকার সম্পর্কেই শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. তদীয় গ্রন্থ 'ফুতুহুল গাইব' এ বলেন, 'একজন বান্দাকে অবশ্যই তিনটি বিষয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে : কিছু আদেশ পালনে, কিছু নিষেধ থেকে বিরত থাকায় এবং ফয়সালাকৃত তাকদীরের ওপর'।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত লুকমান আলাইহিস সালামের বিখ্যাত উপদেশেও এ তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Ô†n Avgvi wcq erm, mvjvZ Kv‡qg Ki, mrKv‡Ri Av‡`k `vI, AmrKv‡R wb‡la Ki Ges †Zvgvi Ici †h wec` Av‡m Zv‡Z ˆah ai| wbðq G¸‡jv Ab¨Zg `p msK‡íi KvRÕ(miv jKgvb : 17)।

মুহতারাম উপস্থিতি! লুকমান আলাইহিস সালাম যে 'সৎকাজের আদেশ দাও' বলেছেন, তার মধ্যে নিজে সৎ কাজ করা এবং অপরকে সৎ কাজের উপদেশ দেয়া– উভয়টি অন্তর্ভুক্ত। তেমনি অসৎকাজে নিষেধ করার মধ্যেও উভয়টি রয়েছে। এখানে 'সৎকাজের আদেশ' ও 'অসৎকাজে নিষেধ' শব্দ থেকেই এমনটি বুঝা যায়। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও 'সৎকাজের আদেশ' ও 'অসৎকাজে নিষেধ' বাস্তবায়িত হয় না, যতক্ষণ না আগে সে নিজে তা পালন করে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ . وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ . Ôew×gvbivB ïa Dc‡`k MnY K‡i| hviv Avjøvni A½xKvi cY K‡i Ges cwZÁv f½ K‡i bvÕ Avi Avjøvn †h m¤úK AUU ivLvi wb‡`k w`‡q‡Qb, hviv Zv AUU iv‡L Ges Zv‡`i ie‡K fq K‡i, Avi g› `wnmv‡ei Avk¼v K‡i| hviv Zv‡`i i‡ei mšwó jv‡fi D‡Ï‡k¨ mei K‡i, mvjvZ Kv‡qg K‡i Ges Avwg Zv‡`i †h wihK c`vb K‡iwQ, Zv †_‡K †Mvc‡b I cKv‡k¨ e¨q K‡i Ges fvj Kv‡Ri gva¨‡g g›`‡K `i K‡i, Zv‡`i Rb¨B i‡q‡Q AwLiv‡Zi ïf cwiYvg (miv iv`: 19-22)।

wcq fvB I eÜMY! বিপদে ধৈর্য ধারণ করার ফযীলত অনেক। তাই বলে শরীয়তে বিপদ কামনা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ মুমিন সচেতন ও বুদ্ধিমান। সে কখনো বিপদ প্রত্যাশা করতে পারে না। হ্যাঁ, বিপদ এসে পড়লে তাতে বিচলিতও হয় না; বরং তাতে ধৈর্য ধারণ করে। বিপদের সময় সে সহনশীলতার পরিচয় দেয়। যেমন সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধের দিনগুলোতে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষায় থাকলেন। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে লোকসকল, তোমরা শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী হবার প্রত্যাশা করো না। আল্লাহ তা'আলার কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। তবে যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হও, তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং সবর করো। আর জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে'(বুখারী)।

gAvhhvh nv‡hixb! আপনারা কি সেই সাহাবীর কথা শুনেননি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়ে আহত অবস্থায় যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন? এ জন্যই কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলতেন, ÔAvgvi Kv‡Q wec‡` c‡o mei Kivi †P‡q m‡L †_‡K Avjøvni ïKwiqv Av`vq KivB AwaK cQ›`bxqÕ|

একজন প্রকৃত মুমিন কিন্তু সর্বাবস্থায় দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, সে যে অবস্থায় আছে, তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফে সুহাইব ইবন সিনান রাযি. থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'মুমিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তার সব অবস্থাতেই কল্যাণ থাকে। এটি শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য যে, যখন সে আনন্দে থাকে, তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং যখন সে কষ্টে থাকে, তখন সবর করে। আর এ উভয় অবস্থাই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।'

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ! আমাদের মনে রাখতে হবে, মুমিনের পুরো জীবনই কিন্তু পরীক্ষা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ÔAvi fvj I g›` Øviv Avwg †Zvgv‡`i‡K cix¶v K‡i _wK Ges Avgvi Kv‡QB †Zvgv‡`i‡K wd‡i Avm‡Z n‡eÕ (miv Awš¦qv: 35)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান কে ধৈর্যশীল, কে মুজাহিদ আর কে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Ô†Zvgiv wK g‡b Ki †h, †Zvgiv Rvbœv‡Z c‡ek Ki‡e? A_P Avjøvn GL‡bv Rv‡bbwb Zv‡`i‡K, hviv †Zvgv‡`i ga¨ †_‡K wRnv` K‡i‡Q Ges Rv‡bbwb ˆahkxj‡`i‡KÕ (miv Av‡j-Bgivb: 142)।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে সম্পদ-সন্তান সব কিছু দিয়েই পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Ô†Zvgv‡`i abÑm¤ú` I mšÍvbÑmšÍwZ †Zv †Kej cix¶v we‡kl| Avi Avjøvni wbKUB gnvb cyi¯‹viÕ (miv ZvMveb: 15)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

সবর : কী ও কেন

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُزِيْلِ الْهَمِّ، وَكَاشِفِ الْغَمِّ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، فَهُوَ مَوْلَي النِّعَمِ وَصَارِفِ النِّقَمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، ذُوْ الشَّرَفِ الْأَسْمَى وَالْخُلُقِ الْأَعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعْدُ :

wcÖq Dcw¯'wZ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর সাহাবীদের সবর শিক্ষা দিয়েছেন। এ সবরের পরীক্ষা বেশি দেয়া হয়েছে মক্কী জীবনে। যেমন খুবাইব ইবন আরাত রা.-এর হাদীসে আমরা তার চিত্র দেখতে পাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন কা'বার ছায়ায় তাঁর একটি চাদরে মাথা রেখে শায়িত অবস্থায় ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম, কেন তিনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না, আমাদের জন্য তাঁর কাছে দু'আ করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে (এমন বিপদও এসেছে যে) কাউকে পাকড়াও করা হতো। তারপর গর্ত খনন করে তাকে সেই গর্তে ফেলা হতো। এরপর করাত এনে তার মাথার ওপর রাখা হতো। অতপর তাকে দুই টুকরো করে লোহার চিরুনী দিয়ে তার শিরা-অস্থিসহ আচড়ানো হতো। তদুপরি তারা তাকে দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর শপথ! এখন আমাদের পরীক্ষা চলছে। একদিন এমন আসবে যখন আরোহীরা সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত যাবে। বাঘ আর ছাগল একে অন্যের থেকে নিরাপদে থাকবে। এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে হবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো। অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের দেয়া আযাব অচিরেই দূর হয়ে যাবে। সুতরাং অতীতের উম্মতের মতো তোমরাও দীনের বিপদে একটু ধৈর্য ধারণ করো।

সবরের ফযীলত

†eiv`viv‡b Bmjvg! সবরের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর বান্দা মাত্রেরই সবর করতে হবে। কেননা কখনো আল্লাহর আদেশ মানতে হবে, তাঁর নির্দেশিত কাজ করতে হবে। আবার কখনো তাঁর নিষেধ মেনে চলতে হবে, বিরত থাকতে হবে তা করা থেকে। আবার কখনো অকস্মাৎ তাকদীরের কোনো ফয়সালা এসে পড়বে। নিয়ামত দেয়া হবে, তখন শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে মুমিনের জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত এই সবরকে সাথে নিয়েই চলতে হবে। এজন্যই সবরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

ক. উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

পড়বে এবং বলবে : اَللَّهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِي خَيْراً مِنْهَا 'হে আল্লাহ, আমাকে আমার বিপদের প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন'। আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আবূ সালামা মারা গেল। আবূ সালামার চেয়ে উত্তম মুসলমান আর কে হতে পারে? তাঁর ঘরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন। (তবে আমি দুআটি পড়লাম আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই স্বামী হিসেবে দান করলেন!)।

খ. আয়েশা রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনকে যেকোনো বিপদই স্পর্শ করুক না কেন আল্লাহ তার বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করে দেন। এমনকি (চলতি পথে) পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয় (তার বিনিময়েও গুনাহ মাফ করা হয়)' (বুখারী ও মুসলিম)।

গ. আবূ মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তার জন্য সে সুস্থাবস্থায় এবং ঘরে থাকতে যেরূপ নেকি কামাই করতো অনুরূপ নেকি লেখা হয়। (আশ্‌শারহুল মুমতি')।

ঘ. সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ. নিচের আয়াত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ÔAvi Avwg Zv‡`i ga¨ †_‡K eû †bZv K‡iwQjvg, Zviv Avgvi Av‡`kvbhvqx mrc_ c`kb KiZ, hLb Zviv ^ahaviY K‡iwQj| Avi Zviv Avgvi AvqvZmg‡ni cwZ `p wekvm ivLZÕ (miv Avm-mvR`vn: 24)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেহেতু তারা সকল কৌশলের মূল তথা ধৈর্য অবলম্বন করেছে তাই আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম।

ঙ. Dgi Beb Ave`j Avhxh in. e‡jb, hv‡K Avjøvn ZvÔAvjv †Kv‡bv †bqvgZ w`‡q Zv wQwb‡q wb‡q‡Qb Ges Zvi ¯‡j Zv‡K mei `vb K‡i‡Qb, GgZve¯vq †m e¨w³ †_‡K hv wQwb‡q †bqv n‡q‡Q Zvi †P‡q †mUvB DËg hv Zv‡K `vb Kiv n‡q‡Q|

wcq gmwjg fvB‡qiv Avgvi! জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আমাদেরকে সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে প্রতিবেশীর ওপর। তার দেয়া কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে এবং তা সত্ত্বেও সচেষ্ট থ াকতে হবে তার কল্যাণ সাধনে। ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে আত্মীয়দের ব্যাপারে। তাদের কাছ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত যেসব আচরণ হবে তার ওপর। তাতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর নেকির প্রত্যাশায় থাকতে হবে।

wcq fvB‡qiv! শুধু তাই নয় ধৈর্য ধরতে হবে আপনার অধীনস্তদের ব্যাপারেও। তারা ভুল করবে, ঝামেলা বাধাবে। তাতেও ধৈর্য ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে দুনিয়ার সবাই তো আর নিয়মের মধ্যে চলে না। আরও ধৈর্য ধরতে হবে স্ত্রীর ভুলত্রুটির ব্যাপারে। তদ্রুপ স্ত্রীকেও স্বামীর আচরণে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। তার আচরণে ধৈর্য ধরতে হবে। সব সময় অভিযোগ করলে চলবে না। তার উৎপাত বা অসদাচরণে ধৈর্য ধরেই সংসার জীবন চালিয়ে নিতে হবে। এভাবেই কিন্তু ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

m¤§wbZ gmjøxe›`! পরিশেষে আমি বলতে চাই, এভাবে আশপাশের অসহায়দের প্রতি ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কর্মস্থলে অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনেক আচরণেও বিরক্তি আসবে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে চাইবে। কিন্তু এই ধৈর্য দিয়েই সেসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। কারণ পৃথিবীর সবাই একরকম মন-মানসিকতা সম্পন্ন হয় না। সবার স্বভাবও একরকম হয় না। ভালো-মন্দ মিলেই সমাজ। সুতরাং সবাইকে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। যার ধৈর্য নেই সে কিছুতেই সুখী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ

وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার আপদ বিপদ থেকে হিফাযত করুন। রোগ-বালাই থেকে হিফ-াযত করুন। সকল প্রকার সংকট ও দুযোর্গের সময় ধৈর্য ধারণের তাওফীক দান করুন। ইবাদত-বন্দেগী আদায়ে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ সবরকারীদের জন্য আপনি যে ছাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন তা হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন য়্যা রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

সৎসঙ্গ অবলম্বন এবং ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব

খুতবায় যা থাকবে

১. ইসলামী মূল্যবোধ ও আখলাককেন্দ্রিক তরবিয়ত

২. অসৎ সঙ্গী থেকে হুঁশিয়ার করা ও মুমিনদের সঙ্গ অবলম্বনের নির্দেশ

৩. কন্যা সন্তানের তরবিয়ত ও চরিত্রগঠন এবং তাদের সঙ্গ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

gmw j øqv‡b †Kivg! ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। যাদের সৃষ্টিগত ফিতরত অপরিবর্তনীয় রয়েছে এবং যাদেরটা বদলে গেছে উভয়ের জন্যই ইসলাম সমানভাবে উপযোগী। উপরন্তু উভয় প্রকার স্বভাবের জন্য ইসলাম একটি প্রতিষেধকও বটে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ 'প্রতিটি সন্তান ফিতরত তথা ইসলাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খৃস্টান বা অগ্নীপূজক বানায়।'

এর দ্বারা বুঝা যায় যে সঙ্গদোষে মানুষের স্বভাবজাত ফিতরতে পরিবর্তন আসে। ফিতরত তার স্বচ্ছতা হারিয়ে, সরল পথ হারিয়ে ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে।

মানুষ সঙ্গীবিহীন একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। সে কারণেই মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। মানব প্রকৃতি সঙ্গী তালাশ করে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আদম আ. এর জন্য মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, যাতে তিনি তার কাছে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। তিনি তাকে একা রাখেননি। তিনি ইরশাদ করেন: **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا** ÔwZwbB †m mËv whwb †Zvgv‡`i‡K mwó K‡i‡Qb GK e¨w³ †_‡K Ges Zvi †_‡K ewwb‡q‡Qb Zvi mw½bx‡K, Õ (miv Avj Avivd : 189)।

মানুষ অন্যদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়। অন্যদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়। ইসলাম মানুষের এই স্বভাবকে বাতিল করে দেয়নি, বরং তা আরো বেশী করে লালন করেছে। আরো জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সামাজিকভাবে পালনীয় ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করে। যেমন জুমার নামায , জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, দুই ঈদ ও কুসূফের নামায ইত্যাদি। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের সাথে একত্রিত হতে হয়, মিলিত হতে হয়। বিষয়টি এরকম নয় যে, ইচ্ছে হলে মিশব ইচ্ছে না হলে মিশব না। বরং বিষয়টি এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জামাতে শরীক হয়ে মিলিতভাবে নামায আদায় করার বিষয়টি আমরা সবাই জানি। এমনকি যেসব লোক জামাতে শরীক হয় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার ইচ্ছা হয়, আমি মুআজ্জিনকে আযান দিতে বলি। অতঃপর আমি কাউকে নির্দেশ দেই সে যেন লোকদেরকে নিয়ে জামাতে নামায পড়ে। তারপর আমি লাকড়ির বোঝাসহ কতিপয় লোককে নিয়ে ঐ সমস্ত কওমের কাছে যাই যারা জামাতে নামায পড়ে না। এবং সেখানে গিয়ে তাদের বাড়ীঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিই।

অনুরূপভাবে মুসাফিরকে একাকী নয় বরং দলের সাথে সফর করতে উৎসাহিত করা এবং যে ব্যক্তি একাকী সফর করবে তাকে শয়তান বলে অভিহিত করার দ্বারাও সঙ্গী নির্বাচন করার বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। আমর ইবনে শুআইব রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ 'একা

সফরকারী এক শয়তান, দুই জন সফরকারী দুই শয়তান এবং তিন জন সফরকারী একটি যাত্রীদল বা কাফেলা' (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ)।

অতএব মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা, যে বা যারা তাকে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দিবে, অমনোযোগী হলে সতর্ক করবে এবং কোনো কিছু না জানলে শিখিয়ে দিবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীন, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার বিধান দিয়েছেন; যেমনটি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় যাবতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে।

mwcq gmwjøqvb! বন্ধু বা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাথেই কেবল বন্ধুত্ব করা। যারা আল্লাহর শত্রু, রাসূলের শত্রু তাদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করা। ইরশাদ হয়েছে: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Ô†Zvgv‡`i eÜ †Kej Avjøvn, Zvi ivmj I gwgbMY, hviv bvgvh Kv‡qg K‡i Ges hvKvZ c`vb K‡i webxZ n‡qÕ (miv Avj gv‡q`v: 55)।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ÔAvi †h Avjøvn, Zvi ivmj Ges gwgb‡`i mv‡_ eÜZ K‡i, Z‡e wbðq Avjøvn `jB weRqxÕ (miv Avj gv‡q`v: 56)।

এ আয়াতের দাবি হল, সৎসঙ্গী গ্রহণ করা। যারা অসৎ, যারা আল্লাহ-বিদ্বেষী, রাসূল বিদ্বেষী, ইসলাম বিদ্বেষী তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ Ôhviv Avjøvn I ciKv‡ji cwZ Cgvb Av‡b Zwg cv‡e bv Ggb RwZ‡K Ggb †jvK‡`i mv‡_ eÜZ Ki‡Z hviv Avjøvn I Zvi ivm‡ji we‡ivaxZv K‡i, hw` †mB weiæ×ev`xiv Zv‡`i wcZv, cÎ, fvB A_ev ÁwZÑ†MvôxI nq ZeI Õ (miv Avj gRv`vjvn: 22)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিষয়টি অন্যান্য আয়াতে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লার বাণী: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ÔBeivnxg I Zvi mv‡_ hviv wQj Zv‡`i g‡a¨ †Zvgv‡`i Rb¨ i‡q‡Q DËg Av`k| Zviv hLb ¯xq m¤c`vq‡K ejwQj, Ô†Zvgv‡`i mv‡_ Ges Avjøvni cwie‡Z †Zvgiv hv wKQi Dcvmbv Ki Zv n‡Z Avgiv m¤úKg³| Avgiv †Zvgv‡`i‡K A¯xKvi Kwi; Ges D‡`K nj Avgv‡`i- †Zvgv‡`i gv‡S kÎæZv I we‡ØI wPiKv‡ji Rb¨; hZ¶Y bv †Zvgiv GK Avjøvni cwZ Cgvb Avb| Õ (miv ggZwnbvt 4)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'gnv¤§` Avjøvni ivmj Ges Zvi mnPiMY Kv‡di‡`i cwZ K‡Vvi| wb‡R‡`i g‡a¨ ci¯úi mnvbfwZkxjÕ (miv Avj dvZn: 29)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Ô†n gwgbMY! †Zvgv‡`i g‡a¨ †h e¨w³ Zvi `xb †_‡K wd‡i hv‡e Zvn‡j AwP‡iB Avjøvn Ggb GK Kvlg‡K Avb‡eb hv‡`i‡K wZwb fv‡jvev‡mb Ges Zviv Zv‡K fv‡jvevm‡e| Zviv gmjgvb‡`i cwZ webg Ges Kv‡di‡`i cwZ K‡Vvi n‡eÕ (miv gwq`v t 54)।

আরো ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ Ô†n bex, Kwdi I gbwdK‡`i weiæ‡× wRnv` Ki Ges Zv‡`i Ici K‡Vvi nI, Avi Zv‡`i wVKvbv nj Rvnvbvg; Avi Zv KZBbv wbKó ¯vb Õ (miv Zvlev t 73)।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্য একটিই। আর তা হলো, সৎ ও মুমিন ব্যক্তিদেরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। যারা অসৎ এবং আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা।

মানুষ যেমন বাঘ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরা সব সময় খারাপ ও অসৎ লোকদের থেকে দূরে অবস্থান করে। কেননা খারাপ ও অসৎ লোকদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। শুধু তাই নয়, অসৎ ও মন্দলোকেরা এমন এক হতভাগার দল, যাদের সাথে উঠাবসাকারীরাও হতভাগায় পরিণত হয়। ইরশাদ হয়েছে: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولا. ÔAvi †mw`b hwjg wb‡Ri nvZ `Ô‡Uv Kvgwo‡q ej‡e, Ônvq, Awg hw` ivm‡ji mv‡\_ †Kvb c\_ Aej¤b KiZvgÕ! Ônvq Avgvi `‡fvM, Awg hw` AgK‡K eÜi/‡c MnY bv KiZvgÕ| ÔAek¨B †m †Zv Avgv‡K Dc‡`kevYx †_‡K weåvš K‡iwQj, Avgvi Kv‡Q Zv Avmvi ci| Avi kqZvb †Zv gvb‡li Rb¨ Pig cZviKÕ (miv diKvb t 27-29)|

Zvdmxi Kvi K‡`i wbKU GK_v cwm× †h, †h Rv‡j‡gi e¨vcv‡i GB AvqvZwU bwhj n‡qwQj †m n‡jv, DKev Be‡b Avex gÔAvBZ| Avi †h Zv‡K c_åó K‡iwQj †m n‡jv DgvBqv Be‡b Lvjd I Zvi fvB DevB Be‡b Lvjd|

mZivs †h e¨w³ Zvi eÜ‡K Kdixi †¶‡Î AbmiY Ki‡e Ges Kdix Ae¯vqB gviv hv‡e †m DKev Be‡b Avex gÔAvB‡Zi g‡ZvB kw¯ †fvM Ki‡e| Avjøvn ZvÔAvjv Avgv‡`i mevB‡K Zv †_‡K wndvhZ Kiæb|

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে যেমন সৎসঙ্গী অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, ঠিক অন্যদিকে তেমনি অসৎসঙ্গী থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমন আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُهْدِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً خَبِيْثَةً 'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো আতর বহনকারী ও হাপরে ফুঁকদানকারী কামারের ন্যায়। আতরওয়ালার কাছে গেলে সে হয়তো তোমাকে বিনামূল্যে কিছু আতর হাদিয়া দিবে, অথবা তার কাছ থেকে তুমি আতর ক্রয় করবে অথবা তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কামারেরর কাছে গেলে হয়তো তোমার কাপড় পুড়বে নতুবা তোমার নাকে দুর্গন্ধ লাগবে' (বুখারী)।

মুহালাব রহ. বলেন, এ হাদীসে নেক লোকদের সাথে উঠাবসার বরকতের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেম-উলামাদের সাথে উঠাবসা এবং তালীম ও যিকিরের হালকার সাথে জড়িত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সৎসঙ্গীকে আতরওয়ালার সাথে উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, আতরওয়ালার কাছে গেলে তার কাছে থাকা সামগ্রী না পাওয়া গেলেও সুঘ্রাণ পাওয়া থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না।

wcq †kvZvgÐjx! লুকমান আ. তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, প্রিয় বৎস! উলামায়ে কিরামের সাথে উঠাবসা করো এবং তাদের সঙ্গ অবলম্বনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা আল্লাহ তা'আলা হেকমতের নূর দ্বারা অন্তরসমূহকে সজীব করেন যেমন সজীব করেন আকাশের বৃষ্টি দ্বারা মৃত যমীনকে।

তিনি আরো বলেন,তুমি তাদের সঙ্গদেওয়ার সময় হয়তো আল্লাহর রহমত তাদেরকে স্পর্শ করবে, আর তাদের সাথে তোমাকেও তা স্পর্শ করবে। এটা হলো তাকওয়া ও পরহেজগারিতে অগ্রণী ব্যক্তিদের সঙ্গ অবলম্বনের ফলাফল।

†Kv‡bv GK Av‡j‡gi D×wZ w`‡q Avjøvgv AvBbx in. e‡jb, hv‡`i Kv‡Q em‡j †Zvgvi `xbx DcKvi nq, Bjgx I Avgjx dv‡q`v nq, PwiÎ m›`i nq, Ggb †jvK‡`i gRwj‡m emvi wb‡`k jKgvb Av.-Gi e³‡e¨ i‡q‡Q| AZGe †Kv‡bv gvbl hLb Ggb †Kv‡bv †jv‡Ki Kv‡Q e‡m, hvi Kv‡Q em‡j Av‡Liv‡Zi K_v ¯§iY nq ZLb Zvi DwPZ Le †ewk cwigv‡Y I

†ekx mgq G ai‡bi †jv‡Ki Kv‡Q emv| m‡ev©cwi whwKi I KiAvb wZjvIqv‡Zi gva¨‡g Avjøvn ZvÔAvjv‡K m½x evwb‡q †bqv| আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সৎসঙ্গ অবলম্বন করার এবং অসৎসঙ্গ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (سورة فصلت:46)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

সৎসঙ্গ অবলম্বন এবং ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلِيِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

gnZvig n¨v‡hix‡b! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সৎসঙ্গী বেছে নেওয়ার ফল অপরিসীম। সৎসঙ্গী বেছে নেওয়ার দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যক্তিজীবন সুন্দর হয়। আর ব্যক্তিজীবন সুন্দর হওয়ার দ্বারা আদর্শ সমাজ গড়ে উঠে। আর এটা তো পরিস্কার কথা যে, যখন কোনো সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হয়, তখন সেখানে অবিরত ধারায় আসমান ও যমীন থেকে আল্লাহ তা'আলা বরকত নাযিল করতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ÔAvi hw` Rbc`mg‡ni Awaevmxiv Cgvb AvbZ Ges ZvKIqv Aej¤^b KiZ Zvn‡j Avwg Aek¨B Avmgvb I hgxb †_‡K eiKZmgn Zv‡`i Ici L‡j w`ZvgÕ(miv Avj Avivd:96)।

Bgvg evMvfx in. e‡jb, Avmgvb I hgx‡bi eiKZ Øviv D‡Ïk¨ n‡jv, Avmgvb †_‡K cwigZ ew„ó ewlZ nIqv Ges hgxb †_‡K c‡qvRbxq dmj I Dw™¢` Drcbœ nIqv| `wf©¶ I AbeiZv bv _vKv|

জান্নাতবাসীগণ সকলেই সৎসঙ্গী লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا Ôwbðq hviv Cgvb G‡b‡Q Ges mrKvR K‡i‡Q, Zv‡`i †gngvb`vwii Rb¨ i‡q‡Q RvbœvZzj †di`vDmÕ (miv Avj Kvnvd: 107)।

তিনি আরো বলেন: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. ÔAvi Avwg Zv‡`i Aši †_‡K wnsmv we‡Øl †ei K‡i †dje, Zviv †mLv‡b fvB fvB n‡q Avm‡b gy‡LvgywL em‡e| †mLv‡b Zv‡`i‡K Kwš— ¯úk Ki‡e bv Ges Zviv †mLvb †_‡K ewn®‹ZI n‡e bvÕ (miv wnRi t 47-48)।

mwcq †kvZvgÐjx! সাহাবায়ে কিরাম ও আমাদের পূর্বসূরীগণ ছিলেন সৎসঙ্গীর উত্তম নমুনা। সহীহ বুখারীতে আবূ জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান রাযি. ও আবূদ-দারদা রাযি. ভ্রাতৃত্বেরবন্ধনে আবদ্ধ করেন। একদিন সালমান রাযি. আবূদ-দারদা রাযি. এর সাক্ষাতে গেলেন। তখন তিনি আবূদ-দারদা রাযি. এর স্ত্রীকে জীর্ণ পোশাক ও বিষন্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার একি অবস্থা? উত্তরে আবূ দারদা রাযি. এর স্ত্রী বললেন, আপনার ভাই আবূদ-দারদার তো দুনিয়ার আরাম-আয়শের প্রতি মোটেও মনোযোগ নেই।

এমন সময় আবূদ-দারদা রাযি. বাড়ীতে এসে সালমান রাযি. এর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন, আমি রোযা রেখেছি। আপনি আহার গ্রহণ করুন। সালমান রাযি. বললেন, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আহার গ্রহণ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আহার গ্রহণ করব না। একথা শুনে আবূদ-দারদা রাযি রোযা ভঙ্গ করে সালমান রাযি.-এর সাথে আহার গ্রহণ করলেন।

রাতে যখন ঘুমানোর সময় হলো তখন আবূদ-দারদ রাযি. নামায পড়তে উদ্যত হলেন। সালমান রাযি. তাকে বললেন, এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পর আবার তিনি নামায পড়তে উদ্যত হলেন। সালমান রাযি. বললেন, আরো ঘুমান। তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর রাত যখন শেষভাগে উপনীত হলো তখন সালমান রাযি. বললেন, এবার উঠুন।

তারপর তারা উভয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে সালমান রাযি. বললেন, নিশ্চয় আপনার ওপর আপনার প্রতিপালকের হক রয়েছে। অনুরূপভাবে আপনার ওপর আপনার নিজ দেহের হক রয়েছে। আপনার ওপর আপনার স্ত্রীরও হক রয়েছে। অতএব আপনি প্রত্যেকের হক আদায় করুন।

পরদিন আবূদ-দারদা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সালমান রাযি.-এর বক্তব্য পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সালমান সত্য বলেছে।

AZGe †n Avjøvni ev›`vMY! আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে কীরূপ সহযোগিতা করতেন। সৎসঙ্গের উপকারিতা এরূপই হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে অসৎসঙ্গ অবলম্বনের দ্বারা কোনো উপকার তো হয়-ই না বরং তা মানুষকে আল্লাহবিমুখ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিবের ঘটনা এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। সহীহ বুখারীতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উলেখিত হয়েছে:

যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট উপস্থিত হলেন এবং সেখানে আবূ জাহ্ল, আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াকে পেলেন। তিনি আবূ তালেবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচা! আপনি বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা এমন এক কালেমা যদ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সুপারিশ করব।

একথা শুনে আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয় আবূ তালেবকে বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবূ তালেবকে কালেমা পড়তে বলছিলেন আর আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া তাকে আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথাটি পুনরাবৃত্তি করছিল।

পরিশেষে আবূ তালেব কালেমা পড়তে অস্বীকার করল এবং আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বারণ না করা হবে ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহ তা'আলা আবূ তালেবের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল করলেন: **مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى** Ôbex I gwgb‡`i Rb¨ DwPZ bq †h, Zviv gkwiK‡`i Rb¨ ¶gv cv_bv Ki‡e| hw`I Zviv AvZ¥xq nq| Zv‡`i wbKU GUv ¯úó n‡q hvIqvi ci †h, wbðq Zviv cRwjZ Av¸‡bi AwaevmxÕ (miv AvZ ZvIev: 113)।

আর আবূ তালেবের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাকে খেতাব করে আল্লাহ তা'আলা বললেন: **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** ÔwbðqZwg hv‡K fvjevm Zv‡K Zwg wn`vqvZ w`‡Z cvi‡e bv; eis AvjøvnB hv‡K B"Qv wn`vqvZ †`b| Avi wn`vqvZcvß‡`i e¨vcv‡i wZwb fvj Rv‡bbÕ (miv Avj Kvmvm: 56)।

পিতা ও অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে বলছি, আপনাদের প্রত্যেকেই রক্ষক আর আপনাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাদীসে এসেছে : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক, আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।

তাই আপনাদের কর্তব্য হলো, আপনাদের সন্তানদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তারা কোথায় গেল, কোথায় খেল, কোথায় রাত্রিযাপন করল এবং মোবাইলে কার কার সাথে কথা বলল– এ সব বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। যদি আপনারা আপনাদের সন্তানদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর না রাখেন, তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় সময় কাটাচ্ছে, সেদিকে নযর না দেন এবং পরিশেষে যদি তারা খারাপ স্বভাব ও মন্দ আচরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে তাহলে এর দায়ভার কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে বহন করতে হবে। তাই আসুন, আমরা নিজেরা সৎসঙ্গ অবলম্বন করি এবং যে কোনো মূল্যে অসৎসঙ্গ পরিহার করি। সেই সাথে নিজেদের ছেলেমেয়ে ও অধীনস্থদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيماً (الأحزاب:56) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সৎ সঙ্গ অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। অসৎ সঙ্গ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। মুমিন, মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তিদের সঙ্গ অবলম্বনের তাওফীক দিন। সৎ সঙ্গের সুফলসমূহ ভোগ করার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে নেক আমল করার তাওফীক দিন। আপনি যে সব আমল পছন্দ করেন এবং আপনার রেজামন্দী অর্জনে সহায়তা করে আপনি আমাদের সে সব আমল বেশি বেশি করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমাদেরকে সকল বালামুসিবত থেকে হিফাযত করুন। আমাদের জীবনকে সকল প্রকার কল্যাণে ভরে দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى أَعْلٰى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

সত্যবাদিতা অবলম্বন ও মিথ্যা পরিত্যাগ

LZevq hv _vK‡e

১. মুসলিম উম্মার আচার-আচরণে সততা ও সত্যবাদিতার প্রতিষ্ঠা

২. মিথ্যা থেকে হুঁশিয়ার করা

৩. মানুষের মাঝে আস্থা বীজবপন করা

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

মুহতারাম মুসল্লীবৃন্দ! সত্য কথা বলা ও সৎভাবে জীবনযাপন করা মহৎ মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা কথা বলা ও অসৎ জীবন যাপন করা অসৎ মানুষের লক্ষণ। সত্যবাদিতা হলো ঈমানের পূর্ণতাদানকারী একটি মহৎ গুণ। ইসলামের দাবি হলো সততানির্ভর জীবন, যে জীবনে থাকে না কোনো অসত্যের চিহ্ন। সত্যবাদিতা নির্ভেজাল ও নির্মল ঈমানের জন্ম দেয় এবং সত্যবাদী ব্যক্তিরাই প্রকৃত অর্থে দুনিয়া-আখিরাতে সফলকাম হয়ে থাকে। সত্যবাদী-সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরাই আল্লাহর ওপর যথোপযুক্ত তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখে; দুর্যোগ ও দুর্ভোগের সময় ধৈর্যের পরিচয় দেয়; স্বচ্ছলতার সময় ঐকান্তিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সত্যবাদীরাই কল্যাণকর কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং অকল্যাণকর কাজে তারা হয় প্রতিবাদী-বিদ্রোহী। এ সব কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতি ও সত্যবাদী লোকদের সংস্রব অবলম্বন করার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** Ô†n Cgvb`viMY! †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges mZ¨ev`x‡`i mv‡_ _vKÕ (miv AvZ-Zvlev : 119)।

সাদেকীন অর্থ যারা বোধ ও বিশ্বাসে সত্যবাদী, কাজে-কর্মে সত্যবাদী এবং লেনদেন, বেচাকেনাসহ সকল ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী। মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য এটা আবশ্যক যে তারা জীবন চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে ফুটিয়ে তুলবে। সত্যের চর্চা ও অনুশীলকে সার্বক্ষণিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। সত্যবাদিতা ধরে রাখতে গিয়ে যদি আর্থিক ক্ষতিও সহ্য করতে হয় তবু তারা সত্যকে ধরে রাখবে। আর এভাবেই তরা সক্ষম হবে আল্লাহর পক্ষ হতে অফুরান বরকত লাভের। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا 'ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই (ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া নাকচ করার) ইখতিয়ার রাখে যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা যদি সত্য বলে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি বলে দেয়, তাহলে উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং পণ্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাহলে তাদের বেচাকেনার বরকত ধ্বংস করে দেয়া হয়' (মুসলিম)।

সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। সত্যবাদী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : **هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** ÔAvR‡Ki w`‡b mZ¨ev`x‡`i mZ¨ew`Zv Zv‡`i DcKvi Ki‡e| Zv‡`i Rb¨ Rvbv‡Z i‡q‡Q; hvi Zj‡`‡k cewnZ n‡e b`x| Zviv Zv‡ZB _vK‡e wPiKvjÕ (miv Avj gv‡q`v : 119)।

অর্থাৎ পার্থিব জগতে তাদের সততা পারলৌকিক জীবনে উপকারী হবে। বিচার দিবসে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি থেকে সত্যবাদিতাই তাদেরকে বাঁচিয়ে দেবে। ইরশাদ হয়েছে: **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ** ÔGes gwgb‡`i‡K mmsev` c`vb Ki †h, Zv‡`i i‡ei wbKU Zv‡`i Rb¨ i‡q‡Q D"P gh©v`vÕ (BDbm : 2)।

যারা সত্যকে ধারণ করে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ÔAvi †h mZ¨ wb‡q G‡m‡Q Ges †h Zv mZ¨ e‡j †g‡b wb‡q‡Q, ZvivB n‡jv gËvKxÕ (hgvi : 33)।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, শুধু নিজে নিজে সত্যবাদী হলেই চলবে না বরং যারা সত্যবাদী তাদেরকে সত্যবাদী বলে সত্যায়ন করাও জরুরী। কারণ অনেকেই অহংকারবশত বা হিংসার বশবর্তী হয়ে সত্যবাদীকে সত্যায়ন করতে অস্বীকার করে।

সত্যবাদিতা এমন মহৎ গুণ যে আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ গুণে গুণান্বিত বলে উলেখ করেছেন। সত্যবাদিতা হলো আল্লাহর গুণ। ইরশাদ হয়েছে : قُلْ صَدَقَ اللّٰه Ôej, ÔAvjøvn mZ¨ e‡j‡QbÕ(Avj Bgivb: 95)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ÔAvi K_vq Avjøvni †P‡q AwaK mZ¨ev`x †KÕ? (wbmv : 87)।

আমাদের একটি ভুল ধারণা এই যে সত্যবাদিতা শুধু কথার জগতে সীমিত। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতার ক্ষেত্র সুদূরবিস্তৃত। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সত্যবাদিতা মৌলিকভাবে তিন প্রকার-

এক. কথার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা। অথাৎ মানুষের জিহ্বা সত্যবাদিতা শেকড়ে সুদৃঢ়ভাবে স্থির থাকবে যেভাবে স্থির থাকে ধানের শীষ ধান গাছে।

দুই. কর্মের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা : অর্থাৎ ব্যক্তির আমল ও কর্ম স্থির থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এঁকে দেয়া সীমানার ভেতর যেমন স্থির থাকে মাথা শরীরের ওপরের অংশে।

তিন. সার্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা। অর্থাৎ অন্তরের আমল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ইখলাসের ভিত্তিমূলে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এই তিন প্রকারের সত্যবাদিতায় নিজকে দাঁড় করাতে পারলেই বলা সঙ্গত হবে যে কোনো ব্যক্তি সিদ্‌ক বা সততা-সত্যবাদিতা নিয়ে এসেছে বা সত্যবাদিতার গুণে যথার্থভাবে গুণান্বিত হয়েছে। আর এই তিন প্রকারের সত্যবাদিতায় ব্যক্তি যতই অগ্রসর হবে তার সিদ্দীকিয়াতের মাত্রাও ততো বেড়ে যাবে। আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর সিদ্দীকিয়াতের সর্বোচ্চ শেখরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে এই তিন প্রকারের সত্যবাদিতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের উৎকর্ষ সাধনই কারণ ছিল। এ তিন প্রকারের সত্যবাদিতার সারমর্ম হলো নিম্নরূপ-

কথার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার অর্থ- সকল প্রকার মিথ্যা থেকে নিজের যবানকে হিফাযত করা। সদাসর্বাদ সত্য বলা এবং এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা; কেননা মানুষ জিহ্বাকে ব্যবহার করে কি কি কথা বলেছে তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং জিহ্বাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। ইরশাদ হয়েছে : يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ô†hw`b Zv‡`i wRnŸv¸‡jv, Zv‡`i nvZ¸‡jv I Zv‡`i cv¸‡jv Zviv hv KiZ, †m e¨vcv‡i Zv‡`i weiæ‡× mv¶¨ †`‡e (miv Avb-bi : 24)।

কর্মে সত্যবাদিতা হলো ব্যক্তির অন্তর ও বহির একরকম হওয়া। ভেতরে একরকম বাইরে অন্যরকম এরূপ না হওয়া। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ আল বসরী, হাসান আল বসরী রহ. সম্পর্কে বলেন, হাসান আল বসরী যখন কোনো কাজের নির্দেশ দিতেন তিনি অন্যদের তুলনায় সে কাজে অধিক আমলকারী থাকতেন। আর যদি তিনি কোনো বিষয় থেকে কাউকে বারণ করতেন তবে তিনি অন্যদের তুলনায় সে বিষয়ে অধিক দূরত্বে অবস্থান করতেন। অন্তর ও বহির সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে হাসান আল বসরীর মতো অন্য কোনো মানুষকে আমি দেখি-নি'।

সার্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের সত্যবাদিতা। যেমন ইখলাস ও ভয়, তাওবা ও আশা, যুহদ, আল্লাহ ও তার রাসূলের মহব্বত, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা। এ কারণে 'আ'মালুল কুলূব' বা অন্তরাশ্রিত সকল আমলের মূল হলো সত্যবাদিতা। মুমিন যখন এসব অবস্থায় সত্যবাদী হয় তখন সে উঁচু পর্যায়ে চলে যায়। আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Ôfv‡jv KvR GUv bq †h, †Zvgiv †Zvgv‡`i †Pnviv ce I cwðg w`‡K wdiv‡e; eis fv‡jv KvR n‡jv †h Cgvb Av‡b Avjøvn, †kl w`em, †d‡ikZvMY, wKZve I bexM‡Yi cwZ Ges †h m¤ú` c`vb K‡i Zvi cwZ Avmw³ m‡Ë¡I wbKUvZ¥xqMY‡K, BqvZxg, Amnvq, gmwdi I cv_bvKvix‡K Ges ew›`gw³‡Z Ges †h mvjvZ Kv‡qg K‡i, hvKvZ †`q Ges hviv A½xKvi K‡i Zv cY K‡i, hviv ^ahavi Y K‡i Kó I ``kvq I h‡×i mg‡q| ZvivB mZ¨ev`x Ges ZvivB gËvKx© (miv Avj evKviv:177) ।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

সত্যবাদিতা অবলম্বন ও মিথ্যা পরিত্যাগ

wØZxq LZev

الْحَمْدُ للهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ السَّلَامِ، رَفَعَ مَنَارَ الْإِسْلَامِ، وَعَمَّ خَلْقَهُ بِالنِّعَمِ الْعِظَامِ، أَحْمَدُ رَبِّيْ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ:

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيْعُوْهُ، وَتَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِمَا يُرْضِيْهِ.

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইসলাম সত্যবাদিতা ও সত্যবাদীদের সম্মান করে, মর্যাদা দেয়। আর যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেয়। মিথ্যা ভয়ঙ্কর খিয়ানতের আলামত; নিফাক ও কপটতার আলামত। হাদীসে এসেছে : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি- সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, তার কাছে কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে’ (বুখারী)। বরং মিথ্যা ইসলামের সাথে কখনো মিলে না, মিলতে পারে না। মুসলমানের প্রকৃতিতে কখনো মিথ্যাচারিতা থাকতে পারে না। খেয়ানত করার প্রবণতা থাকতে পারে না। ঈমান ও পৌরুষত্ব যতক্ষণ জীবিত থাকে, যতক্ষণ একজন ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে, নিজের ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে সজাগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যার কোনো আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সে যেতে পারে না।

মুহতারাম মুসলীবৃন্দ! দুঃখের বিষয় হলো আমরা যদি আজ মুসলমানদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখি, তা হলে এ ব্যাপারে চরম উদাসিনতা লক্ষ্য করতে পাই। এর কারণ অধিকাংশ মুসলমানের ঈমানী দুর্বলতা যা উত্তর-আধুনিকতার বর্তমান সময়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে পাপ-গুনাহ ছড়িয়ে পড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। মানুষের জীবনে দুনিয়া-প্রীতি বেড়ে গিয়েছে মারাত্মক আকারে। যার কারণে মানুষের কথার জগৎ থেকে সত্যবাদিতা বিদায় হয়েছে। কাজের জগৎ থেকে সত্যবাদিতা বিদায় হয়েছে। যার কারণে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে যার প্রতি শতভাগ আস্থা রাখা সম্ভব। কেননা সত্যবাদিতাই হলো আস্থার কারণ। হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন : فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ‘নিশ্চয় সত্যবাদিতা হলো আস্থার কারণ, আর মিথ্যাবাদিতা হলো সংশয় সন্দেহের কারণ’ (তিরমিযী)।

বর্তমানে প্রচলিত মিথ্যার আকার প্রকৃতি

এক. ছোট বাচ্চাদের সাথে মাতা-পিতার মিথ্যাচারিতা। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো বাচ্চাদেরকে সত্যবাদিতার পবিত্র বলয়ে মানুষ করা। সকল প্রকার মিথ্যা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা; যাতে বাচ্চারা কথায় ও কাজে সত্যাশ্রিত হয়ে, স্পষ্টবাদী হয়ে, নির্ভীক হয়ে বড় হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাযি. বর্ণনা করেন, ‘আমার মা আমাকে একদিন ডাকলেন। আমি তখন ছোট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাদের মাঝে বসা। মা আমাকে বললেন,‘এসো, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,‘তুমি ওকে কি দিতে চেয়েছ’? মা বললেন, ‘আমি ওকে খেজুর দিতে চেয়েছি’। তিনি বললেন,‘তুমি যদি ওকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমল-নামায় একটি মিথ্যা লিখা হত’। আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ

يُعْطِهِ، فَهِيَ كِذْبَةٌ 'যে ব্যক্তি তার বাচ্চাকে বলল, এসো, নাও। এরপর সে তাকে কিছু দিল না, তবে তা হবে মিথ্যা' (আহমদ, হাসান)।

আমাদের উচিত এই পূত-পবিত্র নববী আদর্শের ওপর বাচ্ছাদেরকে মানুষ করা। ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বাচ্চাদেরকে গড়ে তোলা।

দুই. কথায় ও কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। এরূপ করা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ, বড় অন্যায়। শুধু তাই নয় বরং এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর অভিসম্পাদের উপযোগী। ইরশাদ হয়েছে **فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ:** Ôwg_¨vev`x‡`i Ici Avjøvni jvÔbZ Kwiô (miv Av‡j Bgivb:61)।

আনাস রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 'মুনাফিকের আলামত তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে'(বুখারী ও মুসলিম)।

তিন : ওয়াদা-খলাপি প্রসার পাওয়া। উপরোলিখিত হাদীসে ওয়াদা-খেলাপির কথা বলা হয়েছে। আর এ ওয়াদা-খেলাপি বর্তমানে প্রকাশ্য একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এমনকি এমন অনেকেই রয়েছেন যারা ওয়াদা-খেলাপিতে খুবই প্রসিদ্ধ। তাদের নাম আসলেই বলে দেয়া যায় যে তারা ওয়াদাখেলাপ করে অভ্যস্ত। ওয়াদা-খেলাপের কিছু আকার প্রকৃতি নিম্নরূপ-

ওজর ছাড়াই ওয়াদাকৃত কোনো স্থানে বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়া। ওয়াদাকৃত সময়ে না এসে দেরি করে আসা। উদাহরণত কোনো ব্যক্তি আপনাকে ওয়াদা দিল যে তিনি আটটার সময় আসবেন, পরে দেখা গেল তিনি আসলেন নয়টার সময়। আর এসে এই ওজর পেশ করলেন যে আসার পথে আমি একটি দোকানে ঢুকে কিছু কেনাকাটি করেছি। আর এটা খুবই দুঃখজনক যে যাদের বাহ্যিক বেশভূষা থেকে তাকওয়া পরহেযগার বলে বিশ্বাস হয়, তারাও ওয়াদা ভঙ্গে কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। এটা সত্যিই আফসোস ও পরিতাপের বিষয়।

চার. আমানতের খিয়ানত। বর্তমানে এমন অনেককেই দেখা যায় যারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করে না। যেমন অফিসের কাজকর্মে ফাঁকি দেয়া। দেরি করে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া। কর্মে ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর আলাপচারিত, ফোন করা ইত্যাদিতে সময় কাটিয়ে দেয়া। অসুস্থ না হয়েও অসুস্থতার ছুটি কাটানো। অথচ এমন ব্যক্তিরা মাস শেষে বেতন-ভাতা ঠিকই হাসিল করে নেয়। কর্মক্ষেত্রে এভাবে মিথ্যাচারিতার আশ্রয়ে পরিশেষে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করে বুঝে নেয়ার কোনো অধিকার ইসলামী শরীয়ত কাউকে দেয়নি।

পাঁচ. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া। যেমন বিক্রেতা তার পণ্যের কোনো দোষ গোপন করে পণ্যটি বিক্রি করে দিল আর এই বলে ওজর পেশ করল যে এটা বিক্রেতার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। অথচ বিক্রেতার উদ্দেশ্য হলো তার পণ্যটি ভালো মূল্যে বিক্রি করা। বিক্রেতা এটা ভুলে যায় যে পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করার অর্থ হলো বেচাকেনার বরকত চলে যাওয়া। হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ' ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেন নাকচ করার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তারা সত্য বলে এবং কোনো কিছু গোপন না রাখে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। আর যদি তারা গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ধ্বংস করে দেয়া হয়'(বুখারী ও মুসলিম)।

ছয়. সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও প্রয়োজনগ্রস্ততার দাবি করা। আবু হুরায়রা রযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. 'যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হাত পাতল সে যেন একটি তপ্ত অঙ্গারের জন্য হাত পাতল'(মুসলিম)।

সাত. বিবাহের পূর্বে বর ও কনে উভয়েই নিজ নিজ দোষ গোপন করা। এ দোষ চাই দৈহিক হোক অথবা চারিত্রিক। বরং এর বিপরীতের কেবল ভালো দিকগুলো প্রকাশ করা। আর তা অতিরঞ্জিত আকারে বাড়িয়ে বলা। এ বিষয়টি বিবাহের বরকতকে নস্যাৎ করে দেয়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের যুগের ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। তারা ক্রেতাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য নানা ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নেয়। পণ্যের ক্ষেত্রে, দামের ক্ষেত্রে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এর চেয়েও মারাত্মক হলো, অনেক ব্যবসায়ী মিথ্যা কসম খেতেও বিন্দুমাত্র ভায় পায় না। অথচ নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা কসমকে কবীরা গুনাহর মধ্যে শামিল করেছেন। হাদীসে এসেছে, 'কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া। মানুষ হত্যা করা। কোনো জিনিসকে কেন্দ্র করে মিথ্যা কসম খাওয়া' (বুখারী)। ইবনে বাত্তাল রা. বলেন: 'মিথ্যা কসম এমন কসম যা কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে করা হয়, যদিও সে জানে যে সে মিথ্যা বলছে। আর এ ধরনের কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো কাউকে রাজি করানো অথবা কানো সম্পদ হাতিয়ে নেয়া। এটা এমন কসম যার কোনো কাফফারা হয় না। উপরন্তু যারা পণ্য চালিয়ে দেয়ার জন্য মিথ্যা কসম খায় তাদের ব্যবসায় বরকত হয় না। কেননা বরকত তো ঠিক তখনই হয় যখন ক্রেতা-বিক্রেতা সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়, পণ্যে দোষত্রুটি গোপন না করে সব কিছু উন্মুক্ত করে দিয়ে তবেই বিক্রি করে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তাদের উচিত হবে যাদের সাথে তারা ওঠা-বসা করে, লেনদেন করে, তাদের সবার সাথে সত্যবাদিতা বজায় রাখা, সততা বজায় রাখা। তারা যদি এরূপ করতে পারে তবে তাদের রিযক বেড়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে : **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** ÔAvi hw` Rbc`mg‡ni Awaevmxiv Cgvb AvbZ Ges ZvKIqv Aej¤b KiZ Zvn‡j Awg Aek¨B Avmgvb I hgxb †_‡K eiKZmgn Zv‡`i Ici L‡j w`Zvg; wKš Zviv A¯xKvi Kij| AZtci Zviv hv ARb KiZ Zvi Kvi‡Y Awg Zv‡`i‡K cvKov I Kijvgô (miv Avj Avivd:96)।

আর আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন আল্লাহর পক্ষ হতে রিযক লাভের একটি নিশ্চিত মাধ্যম। ইরশাদ হয়েছে: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** '†h Avjøvn‡K fq K‡i, wZwb Zvi Rb¨ DËi‡Yi c_ ˆZwi K‡i †`b| Ges wZwb Zv‡K Ggb Drm †\_‡K wihK w`‡eb hv †m Kíbv I Ki‡Z cvi‡e bvô (miv AvZ-ZvjvK:2-3)।

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা একটি মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা সাক্ষ্য একটি ঘৃণ্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় কাজ ঘৃণা করেন। ইরশাদ হয়েছে: **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ** ÔmZivs gwZcRvi AcweÎZv †_‡K weiZ _vK Ges wg_¨v K_v cwinvi Kiô (miv Avj nv¾:30)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : **وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ** ÔAvi †Zvgiv mv¶¨ †Mvcb K‡iv bv Ges †h †KD Zv †Mvcb K‡i, Aek¨B Zvi Aši cvcx| Avi †Zvgiv hv Avgj Ki, Ajvn †m e¨vcv‡i mwe‡kl AewnZô (miv Avj evKviv: 283)।

সত্যবাদিতার ফায়দা

১. জান্নাতে লাভে ধন্য হওয়া: 'জান্নাতের আমল কী'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,'সত্যবাদিতা'(আহমদ)। আল কুরআন অনুযায়ী কিয়ামতের দিন সত্যবাদিতাই মানুষের উপকারে আসবে, মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** ÔGUv †mB w`b †hw`b mZ¨ev`xMY‡K Zv‡`i mZZv DcKvi Ki‡e| Zv‡`i Rb¨ Av‡Q RvbvZmgn hvi bx‡P cewnZ n‡e b`xmgn| †mLv‡b Zviv n‡e wPi¯vqx| Avjøvn Zv‡`i cwZ mšó n‡q‡Qb, Zviv I Zvi cwZ mšó n‡q‡Q| GUv gnvmvdj¨। (miv Avj gv‡q`v:119)।

২. কল্যানের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক আসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কা'ব ইবনে মালেক রাযি.- তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা তিনজনের একজন- কে উদ্দেশ্য করে বলেন: أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ 'তবে এ ব্যক্তি, সে নিশ্চয় সত্য বলেছে' (বুখারী ও মুসলিম)।

৩. ধ্বংস থেকে বেঁচে যাওয়া ও সমস্যা-সঙ্কট দূরীভূত হওয়া। যে তিন ব্যক্তির গুহার মুখ পাথর দ্বারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: لا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ 'তোমাদেরকে মুক্তি দেবে না তবে তোমাদের সততা। তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে বিষয়ে সত্যবাদি ছিল বলে জানে তা উল্লেখ করে যেন দুআ করে' (বুখারী)।

৪. অন্তরে শুদ্ধতা আসা। কেননা যে ব্যক্তি বাইরের কাজে সত্যবাদী সে অন্তরবিষয়ক আমলেও সত্যবাদী।

৫. সত্যবাদিতা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কারণ। ইরশাদ হয়েছে : **هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ** ÔGUv †mB w`b †h`wb mZ¨ev`xMY‡K Zv‡`i mZZv DcKvi Ki‡eÕ(mjv Avj-gv‡q`v:119)।

৬. সত্যবাদিতা আস্থা ও প্রশান্তির কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **فَإِنَّ الصِّدْقَ** طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ 'নিশ্চয় সত্যবাদিতা হলো আস্থার কারণ, আর মিথ্যাবাদিতা হলো সংশয় সন্দেহের কারণ' (তিরমিযী)।

৭. ফেতনা সত্যবাদীর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৮. সত্যবাদিতা সকল কল্যাণের মূল। আর মিথ্যাচার সকল গোমরাহীর মূল।

৯. মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হতে সত্যবাদীর নিস্কৃতি। কেননা মিথ্যা বলা, হাদীস অনুযায়ী, মুনাফিকের একটি আলামত।

১০. সত্যবাদিতা সঠিক দূরদৃষ্টি অর্জনে সাহায্য করে।

তাই ভাইয়েরা আমার! আসুন আমরা সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদী হই। সততার পরিচয় দেই। সত্যবাদীদরে সঙ্গ অবলম্বন করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সাদিকীনদের দলভুক্ত করুন। কথায়-কাজে-আচরণে আমাদের সবাইকে সততার পরিচয় দেয়ার তাওফীক দান করুন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে সত্যাশ্রয়ী হয়ে জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মিথ্যা থেকে হিফাযত করুন। কপটতা ও মুনাফিকী থেকে হিফাযত করুন। আমীন ।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

যবানের হিফাযত

LZevq hv _vK‡e

১. আলাহ তা'আলার পছন্দনীয় ভালো কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা

২. আলাহ তা'আলার রেযামন্দী অর্জনের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা

৩. খারাপ কথা বর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَيِ وَدِيْنِ الْحَقِّ، وَأَيَّدَهُ بِالْحِفْظِ وَالنُّصْرَةِ، وَأَعَزَّ أَصْحَابَهُ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، إِمَامِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَمِيْنِ، وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَيَامِيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! শুরুতে আমি নিজকে ও আপনাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তাকওয়াই হলো দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানের মুক্তি ও পরিত্রাণের পথ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Ô†h Avjøvn‡K fq K‡i, wZwb Zvi Rb¨ DËi‡Yi c_ ˆZix K‡i †`b| Ges wZwb Zv‡K Ggb Drm †\_‡K wihK w`‡eb hv †m Kíbv I Ki‡Z cvi‡e bv| Avi †h Avjøvni Ici ZvIqv°j K‡i Avjøvn Zvi Rb¨ h‡_ó| Avjøvn Zvi D‡Ïk¨ cY Ki‡ebB| wbðq Avjøvn c‡Z¨K wRwb‡mi Rb¨ GKwU mgqmxgv wbaviY K‡i w`‡q‡QbÕ (miv AvZ-ZvjvK:2-3)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে আল্লাহ তা'আলার ইলম সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, নড়াচড়া, কথা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ইরশাদ হয়েছে : وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ÔAvgvi ie Bjg Øviv me wKQ cwie¨vß K‡i Av‡Qb| AZtci †Zvgiv wK Dc‡`k MnY Ki‡e bvÕ? (miv Avj-AvbAvg: 80)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Ô†Zvgvi ie †_‡K †Mvcb _v‡K bv hgx‡bi ev Avmgv‡bi AY cwigvY wKQB Ges Zv †_‡K †QvU ev eo, Z‡e (Gi me wKQB) i‡q‡Q m¯úó wKZv‡eÕ (miv BDbm:61)।

উল্লিখিত দু'টি আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতের ভাষ্য যদি আমরা প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিকভাবে যে আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথা পর্যবেক্ষণ করছেন, এ অনুভূতি আমাদের মধ্যে সজীব ও অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! জিহ্বা হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা জিহ্বাকে বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ÔAwg wK Zvi Rb¨ `ÕwU †PvL evbvBwb? Avi GKwU wRnŸv I `ÕwU †VvUÕ? (miv Avj-evjv`:8-9)।

জিহ্বার ব্যবহার থেকেই বুঝে নেয়া যায় কোন ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ। সে কতটা সভ্য অথবা অসভ্য। এই জিহ্বার অযাচিত ব্যবহারের ফলেই অনেককে হতে হয় নিহত অথচ তাকে হয়তো জীবদ্দশায় ভয় পেত বীর বাহাদুররা পর্যন্ত। এই জিহ্বার কারণেই তো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অনেককে উপুর করে ।

আল্লাহ তা'আলা সদাসর্বদা দেখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভূতি যে মুমিনের হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছে সে কখনো তার জিহ্বাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জিহ্বাকে সর্বাবস্থায় হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যা কিছু জিহ্বা হিফাযতের বিপরীত– তা থেকে তিনি বারণ করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। ইরশাদ হয়েছে: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ

أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ÔGes †Zvgiv G‡K Ac‡ii MxeZ K‡iv bv| †Zvgv‡`i g‡a¨ wK †KD Zvi gZ fvB‡qi †MvkZ †L‡Z cQ›` Ki‡e? †Zvgiv †Zv Zv AcQ›`B K‡i _vK| Avi †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki| wbðq Avjøvn AwaK Zvlev KejKvix, Amxg `qvjÕ (miv Avj ûRivZ:12)।

আবু বারযা আল আসলামী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لاَ تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ. 'হে ঐ সকল লোক যারা শুধু মুখে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খোঁজার পেছনে লেগো না। কেননা যে তাদের দোষ খোঁজায় লিপ্ত হবে, আল্লাহও তার পেছনে দোষ খুঁজবেন। আর আল্লাহ যার পেছনে লাগেন তিনি তাকে তার বাড়িতেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন'(আবু দাউদ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরনিন্দা থেকেও কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন: 'নিশ্চয় এ দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে এদের বড় কোনো গোনাহর জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না; রবং এদের একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। আর অন্যজন মানুষের মাঝে পরনিন্দা করে বেড়াত'(বুখারী ও মুসলিম)।

মানুষকে অভিশাপ দেয়াও জিহ্বাজাত একটি বড় অপরাধ এবং এক হাদীস অনুযায়ী এটা নারীদের অধিক হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। ইরশাদ হয়েছে :

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

'হে নারী সম্প্রদায়, তোমরা সাদকা করো, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে অধিক সংখ্যক দেখতে পেয়েছি। নারীরা বলল: 'এটা কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, 'তোমরা অধিক অভিশাপ দাও এবং স্বামীর দান অস্বীকার কর' (বুখারী)।

মানুষের মুখের কথা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। যা ইচ্ছে তাই বলে ফেলা একজন মুমিনের আচরণ হতে পারে না; বরং প্রতিটি কথাই হিসেব করে বলা উচিত। মানুষের জিহ্বা হতে নিঃসৃত কোনো কথাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। হাদীসে এসেছে: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 'নিশ্চয় বান্দা হয়তো আল্লাহর অপছন্দনীয় এমন কথা বলে ফেলে, যা সে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না; কিন্তু সে কথার কারণেই সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'(বুখারী)। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আল্লাহর রেযামন্দী আকৃষ্টকারী উত্তম কথা বলবে সে এধরনের কথার কারণে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবানের হিফাযতের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি যবানের হিফাযতকে সকল কল্যাণের মূল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুআয রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'আমি কি তোমাকে এ সবের মূল সম্পর্কে বলব না! এটাকে বারণ করো- এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন, মুআয রাযি. বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার কারণে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, হে মুআয তোমার মাতা সন্তানহারা হোক! মানুষকে কি তার জিহ্বার অর্জন ছাড়া অন্য কিছু জাহান্নামে উপুর করে নিক্ষেপ করবে'?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যদের যবানের হিফাযতের ব্যাপারে খুবই গুরত্ব দিতেন। কোনো অযাচিত কথা তাঁদের যবান থেকে বের হয়ে গেলে সাথে সাথে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিতেন। তাঁদেরকে সব সময় যবানের ভুলত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'সাফিয়্যার এই এই দোষই তো আপনার জন্য যথেষ্ট- বর্ণনাকারীদের কেউ বলেছেন, এ কথার দ্বারা আয়েশা রাযি.-এর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়্যা রাযি. কে বেটে বলে আখ্যায়িত করা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ 'তুমি

এমন কথা বলেছ, যা সাগরের পানির সাথে মেশানো হলে পুরা সাগরের পানিকে দুষিত করে ফেলবে'। আয়েশা রাযি. বলেন: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانا فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّ حَكَيْتُ إِنْسَانا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا 'আমি এক ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখালাম। তিনি বললেন, 'আমি পছন্দ করি না যে আমি কারো অঙ্গভঙ্গিমা দেখাব যদিও আমাকে এই এই দেয়া হয়'(তিরমিযী, হাসান)।

মানুষের দোষত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদীসে কোনো চাল-চলনকে এমনকি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেককেই দেখা যায়, অভিনয়ের মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তির চাল-চলন নকল করে দেখায়, এটা এক প্রকার গীবত, যা এ হাদীস অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

আমাদের সমাজে যবানের হিফাযতকে একটি তুচ্ছ বিষয় বলে জ্ঞান করা হয়। খুব কম মানুষই রয়েছে যারা বিষয়টিকে ঐকান্তিকতার সাথে নেয়; বিষয়টির প্রতি যথার্থ গুরুত্বারোপ করে। যেমন অনেককেই দেখা যায় অযাচিত কথাবার্তায় যথেচ্ছভাবে জিহ্বার ব্যবহার করতে, অহেতুক কথাবার্তায় সময় কাটাতে, মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুতে হামলা করে কথাবার্তা বলতে, অশ্লীল কথাবার্তায় জিহ্বার ব্যবহার করতে। অনেকেই আবার মুসীবতের সময় চিৎকার করে হা-হুতাশ করে থাকে। এটাও জিহ্বার অপব্যবহার এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতে অযাচিত কর্ম।

অহেতুক কথা হলো ঐসব বৈধ কথা যাতে কোনো উপকার নেই। বরং কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয় যদি তা স্বাভাবিকতার সীমানা অতিক্রম করে যায়। ইমাম বুখারী রহ. আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ، فَاكْثَرَ الْكَلَامَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كَثْرَةَ الكَلَامِ فِي الْخُطَبِ مِنْ شَقَاشِقِ الشَّيْطَانِ ÔGK e¨w³ Dgi iwh. Gi Dcw¯'wZ‡Z e³Zv Kij| †m Zv‡Z †ewk K_v ejj| Dgi iwh. ej‡jb: wbðq e³Zvq AwaK K_v kqZv‡bi ePbÕ| তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহর যিকর, আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার, ভালো ও বরকতময় কথায় নিজদের জিহ্বাকে ব্যবহার করা, যা বয়ে আনবে অভূতপূর্ব কল্যাণ ও শান্তি।

আর যে বিষয়টি গুরুত্বহীন, অপ্রয়োজনীয় তা থেকে বিরত থাকা নিজের ইসলামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার আলামত। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ 'মানুষের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্যের আলামত হলো এমন জিনিস বর্জন করা যা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়' (তিরমিযী)।

আর মানুষের ইয্যত আবরু নিয়ে কথা বলা মুনাফিকদের আলামত। তাই এ বিষয়টিকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। ওয়াছেলা ইবনুল আসকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মুসলমানের ওপর মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ হারাম। মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাকে যুলম করবে না, লজ্জিত করবে না। আর তাকওয়া হলো এখানে-এই বলে তিনি হাত দিয়ে তাঁর হৃৎপিণ্ডের প্রতি ইশারা করলেন' (আহমদ)।

প্রিয় ভাইয়েরা! বর্তমানে মুসলিম সমাজে যে অশ্লীল কথাবার্তার সয়লাব চলছে তার মূলে রয়েছে ইয়াহূদীবাদী মিডিয়ার আগ্রাসন যা মুসলমানদের অজান্তেই তাদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রাতদিন। আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ الْبَذِيءَ 'কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় অধিক ভারি জিনিস যা রাখা হবে তা হলো উত্তম চরিত্র। আর যে ব্যক্তি ফাহেশা ও অশীল কথা বলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘৃণা করেন' (ইবনে হিব্বান)।

বিপদ-মুসীবতের সময় চিৎকার করা, হা-হুতাশ করা জাহেলী যুগের অভ্যাস। বিপদ-মুসীবতের সময় ইসলামের নির্দেশ হলো সবর করা, যার প্রতিদান অঢেল বলে ঘোষিত হয়েছে। ছাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আনাস রাযি. কে তাঁর পরিবারের এক মহিলাকে বলতে শুনেছি, 'তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন আর সে ছিল কবরের কাছে ক্রন্দনরত। তিনি তাকে বললেন, اتَّقِيْ اللهَ وَاصْبِرِيْ 'তুমি আল্লাহকে ভয় করো ও ধৈর্য ধরো'। মহিলা বলল,

‘আপনি সরে যান। আমার মুসীবতের ব্যাপারে আপনি উদাসীন। বর্ণানাকারী বলেন, ‘মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারেনি’। অতঃপর তাকে বলা হলো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ কথা শুনে মহিলা মৃত্যুমুখী ব্যক্তির ন্যায় মূর্ছা গেল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় এলো। সেখানে কোনো দারোয়ান ছিল। মহিলা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন, إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ ‘ সবর তো হলো প্রথম ধাক্কার সময়’(বুখারী ও মুসলিম)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! উম্মতের মধ্যে মিথ্যার ছড়াছড়ি খুবই অশুভ লক্ষণ। মিথ্যা একটি বড় গুনাহ, হারাম বিষয়। ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন : وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا ‘তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচো! কেননা মিথ্যা অপকর্মের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপকর্ম জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর নিশ্চয় লোকে মিথ্যা বলতে থাকে, পরিশেষে আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যাবাদী রূপে লেখা হয়’ (বুখারীঃ আল আদাবুল মুফরাদ, আলবানী হাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন)।

ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে : لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جَدٍّ وَلا هَزْلٍ، وَلا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ شَيْئًا، ثُمَّ لا يُنْجِزُهُ لَهُ ‘ঐকান্তিকতা অথবা কৌতুক-রসিকতা কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যা খাটে না। আর তোমাদের কেউ তার সন্তানকে এমন ওয়াদা দেবে না যা সে পূরণ করবে না’(আত-তাফসীর মিন সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর)।

মুমিন শুধু যে নিজেই মিথ্যা বলবে না এমন নয়; বরং কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তা সত্য না মিথ্যা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ:** Ô†n Cgvb`viMY, hw` †Kv‡bv dvwmK †Zvgv‡`i Kv‡Q †Kv‡bv msevk wb‡q Av‡m, Zvn‡j †Zvgiv Zv hvPvB K‡i bvI| G Avk¼vq †h, †Zvgiv AÁZvekZ †Kv‡bv KIg‡K AvµgY K‡i em‡e, d‡j †Zvgiv †Zvgv‡`i KZK‡gi Rb¨ jw¾Z n‡eÕ (miv Avj-ûRivZ:6)।

অর্থ্যাৎ কোনো ফাসিক ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে এলে, তা বিশ্বাস করে তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে যাচাই করে দেখতে হবে, সে কি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। যদি দলীল প্রমাণ সাপেক্ষে তার সংবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঙ্গত হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কথায় ও কাজে সত্যবাদী হওয়ার এবং জিহ্বা সংযত রাখার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

যবানের হিফাযত

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ خُتِمَتْ بِهِ الرِّسَالاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ العَفِيفَاتِ، أَمَّا بَعْدُ :

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমরা যদি মনে করি যে আমরা যেসব কথা বলছি তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে তবে তা ভুল হবে। কারণ মানুষের কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে : **وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً** ÔAvi wZwb †Zvgv‡`i Ici †ciY K‡ib wndvhZKvix‡`i‡KÕ(miv Avj AvbAvg:61)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে : **وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ** ÔAvi wbðq †Zvgv‡`i Ici msi¶KMY i‡q‡Q| m¤§vwbZ †jLKe›`Õ (miv BbwdZvi: 10-11)।

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে : **إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ** ÔhLb Wv‡b I ev‡g emv `ÕRb wjwce×Kvix ci¯úi MnY Ki‡eÕ (miv Kvd:17)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ Ôbv wK Zviv g‡b K‡i, Awg Zv‡`i †Mvcbxq welq I wbfZ mjvcivgk ïb‡Z cvB bv? Aek¨B n¨v, Avi Avgvi †d‡ikZvMY Zv‡`i Kv‡Q †_‡K wjL‡QÕ (miv Avh-hLiæd:80)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ 'রাতে ও দিনে ফেরেশতারা তোমাদের মাঝে পালাক্রমে আসে। তারা ফজরের নামায ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়। অতঃপর যারা রাতের বেলায় তোমাদের মাঝে থাকে তারা আকাশে উঠে যায়। আর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদিও তিনি তোমাদের ব্যাপারে তাদের থেকে অধিক জানেন- আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা বলে : আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আর তাদের মাঝে যখন গিয়েছি তখনো তারা ছিল নামাযরত'।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের সকল কথা ও কাজ একদিকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি দেখছেন অপর দিকে তিনি ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাই আমরা আমাদের প্রতিটি কাজ হিসেব করে করি। প্রতিটি কথা হিসেব করে বলি।

আসলে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা আজ খুবই নাজুক পরিবেশে রয়েছি। অহরহ মিথ্যা বলা একটি সমাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মানুষের গীবত করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি অনেকের জীবনে নিত্যদিনের অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব থেকে মুক্তির একটিই পথ। আর তা হলো হৃদয়ে আল্লাহর তাকওয়া যথার্থরূপে ধারণ করে সত্য কথা বলার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হওয়া। আমরা যদি এরূপ করতে পারি তবে আমাদের সকল কাজ ও আমলে শুদ্ধতা আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাপ ও গুনাহও ক্ষমা করে দিবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ô†n Cgvb`viMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges mwVK K_v ej| wZwb †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i KvR¸‡jv‡K ï× K‡i †`‡eb Ges †Zvgv‡`i cvc¸‡jv ¶gv K‡i †`‡eb| Avi †h e¨w³ Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ K‡i, †m Aek¨B GK gnv mvdj¨ ARb Kij Õ(miv Avj Avnhve:70-71)।

মানুষের যবান হলো কল্যাণের শাহ দরজা আবার অকল্যাণেরও শাহ দরজা। তাই যে ব্যক্তি ভালো কথা বলার সামর্থ্য রাখে না তার জন্য কথা না বলে চুপ থাকাটাই ঈমানের আলামত। হাদীসে এসেছে: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে' (বুখারী ও মুসলিম)।

মুমিনদেরকে 'কাওলে সাদীদ' তথা সঠিক কথা বলতে বলা হয়েছে। কাওলে সাদীদ হলো সত্য-সঠিক কথা। মানুষকে কুরআন পড়ে শুনানো, হাদীস পড়ে শোনানোও কাওলে সাদীদের মধ্যে শামিল। হাদীসে এসেছে : نَضَّرَ اللهُ امْرءاً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا 'আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনল অতঃপর তা অনুধাবন করল এবং তা পৌঁছিয়ে দিল যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবে'(আহমদ, সহীহ)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাও কাওলে সাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আযান ইকামতও কাওলে সাদীদের আওতাভুক্ত। কাওলে সাদীদ বা সঠিক কথার দ্বারাই উত্তম চরিত্র ও মাধুর্যময় আচরণ এবং উন্নত আদর্শ সমাজে প্রচার পায়। অতঃপর মানুষ সেগুলো আপন করে নিতে এগিয়ে আসে। আর খারাপ কথার মাধ্যমে গোমরাহী ও দুস্কৃতি প্রচার পায়। সমাজের পবিত্র পরিবেশ বিনষ্ট হয়, হারিয়ে যায় আদর্শিক দৃঢ়তা। যা কিছু অশুভ ও অকল্যাণকর সমাজের পরতে পরতে তাই বাসা বাঁধে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে আমাকে হিফাযত করুন। যবান সংযত রাখার তাওফীক দান করুন। অহেতুক ও অকল্যাণকর সকল কথা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদরেকে যবান হিফাযত করার তাওফীক দান করুন। যবানের যথেচ্ছা ব্যবহার থেকে আমাদের বাঁচান। মিথ্যাচার, গীবত, অন্যায়-কথা, অশীল ও অযাচিত কথা থেকে আমাদের বাঁচান।

হে আল্লাহ! আমাদের যবানকে আপনার যিকর, হামদ, ছানায় যাতে মাশগুল রাখতে পারি সে তাওফীক আমাদের দান করুন।

হে আল্লাহ! অতীতে আমাদের যবানের অযাচিত ব্যবহারের কারণে যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে, তা আপনি মাফ করে দিন। সব সময় যাতে ভালো কথা বলতে পারি, কল্যাণের কথা বলতে পারি সে তাওফীক আমাদের দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের সকল পাপ-গুনাহ মাফ করে দিন। আপনি আমাদেরকে পূত-পবিত্র করে দিন। মুসলিম উম্মাহকে আপনি হিফাযত করুন। মুসলিমবিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের আপনি দীনের পথে পরিচালিত করুন। তাদের সবাইকে আপনি মুত্তাকী-পরহেযগা বানিয়ে দিন। বিজাতীয় ষড়যন্ত্র থেকে তাদের হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মন্দ ধারণা প্রসঙ্গ

LZevq hv _vK‡e

১. মন্দ ধারণার প্রতিকার

২. হৃদয় স্বচ্ছ রাখার ব্যাপারে মানুষকে দীক্ষিত করা

৩. মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা

c_g LZev

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:) أَمَّا بَعْدُ :

gnZviv‡g nv‡hixb! আজ আমরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, যার অশুভ পরিণতি আমরা ভোগ করে চলেছি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন পর্যন্ত। আর তা হলো অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা। এই মন্দ ধারণার কারণে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবন পর্যন্ত আমরা আজ অশান্তির আগুনে জ্বলছি। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ** Ô‡n Cgvb`viMY, ‡Zvgiv AwaK aviYv †_‡K `‡i _vK | KviY †Kv‡bv †Kv‡bv aviYv cvc| Avi †Zvgiv GKRb Ab¨R‡bi †Mvcbxq wel q AbmÜvb K‡iv bv| Avi GKRb Ab¨R‡bi MxeZ K‡iv bvÕ(miv Avj-ûRivZ:12)।

এই আয়াতে কারীমায় সর্বোচ্চভাবে একজন মুসলমানের সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ওপর অনুমান ও মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি ভালো ধারণা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ থেকে দূরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে কারো সম্পর্কে মুখে কিছু উচ্চারণ তো করা যাবেই না, উপরন্তু মন্দ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তা থেকে সরে আসা এবং হৃদয়ের ভিতরে থাকা অবস্থায়ই তা দূর করে ফেলার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর এভাবে কুরআনুল কারীমে মানুষের অন্তরজগৎকে সকল প্রকার অনুমান ও মন্দ ধারণা এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে পাক-সাফ করে হৃদয়কে স্বচ্ছ-শুভ্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে– যাতে এক মুসলিমের হৃদয়ে অন্য মুসলিমের জন্য মন্দ ধারণার পংকলিতা এবং সন্দেহ-সংশয়ের আবিলতা মুক্ত নির্মল ও স্বচ্ছ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوَا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, ধারণাভিত্তিক কথা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না আর তোমরা পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পরস্পর শত্রুতা ও দুশমনি পোষণ করো না; বরং হে আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো' (বুখারী)।

gnZviv‡g nv‡hixb! মন্দ ধারণা কখনই কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং তা হিংসা -বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে, পাস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেয়। যে মন্দ ধারণা পোষণ করে সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর এক গুনাহ অন্য গুনাহর দিকে টেনে নেয়। এভাবে মন্দ ধারণা পোষণকারী বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধ ও পাপে জড়িয়ে পড়ে। আর পরিণতিতে এ মন্দ ধারণাই তার জন্য লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ হয়। ইসলামের শুরুর যুগে অসহায়, দুর্বল মুসলমানদের সাথে যারা বিদ্রূপ করত এবং তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করত, শুনুন সেই মন্দ ধারণা পোষণকারীদের সম্পর্কে কুরআন

কী বলছে : وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ‘(Rvnvbv‡g hv Iqvi ci) Zviv ej‡e, Avgv‡`i Kx n‡jv! hv‡`i‡K Avgiv g›` e‡j MY¨ KiZvg Zv‡`i‡K †Zv †`L‡Z cw”Q bv, Z‡e wK Avgiv A‡nZK Zv‡`i‡K VvÆv-we`ª‡ci cvÎ g‡b KiZvg, bv Zv‡`i wel‡q Avgv‡`i `wó weåg N‡U‡Q?Ó (miv mv`:62-63)।

আর দুনিয়ার অসহায় মুসলিমদের অবস্থা আখিরাতে কী হবে পবিত্র কুরআন তাও বর্ণনা করেছে। শুনুন কুরআনের ভাষায় : فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ÔAZGe AvR gwgbivB Kwdi‡`i‡K wb‡q nvm‡e| D”P Avm‡b e‡m Zviv †`L‡Z _vK‡e| Kwdi‡`i‡K Zv‡`i KZK‡gi cwZ`vb †`qv n‡jv †Zv?Õ (miv Avj-gZvddxb: 34-36)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ÔKwdi‡`i Rb¨ cw_e Rxeb‡K m‡kwfZ K‡i †`qv n‡q‡Q, Zviv Cgvb`vi‡`i mv‡_ VvÆv-we`ªc K‡i; wKš‘ hviv ZvKIqv Aej¤^b K‡i‡Q wKqvg‡Zi w`b Zviv Kwdi‡`i Ic‡i _vK‡eÕ (miv evKviv:212)।

gnZvivg nv‡hixb! আমাদের কর্তব্য ছিলো, নিজদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় রাখা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে পর্বতের মত অটল, অবিচল রাখা। সবার সাথে হাসিমুখে, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে কথা বলা এবং দেখা-সাক্ষাৎ করা। মুআমালাত ও মুআশারাতের ক্ষেত্রে ভালো ও সুধারণা পোষণ করা। আর অন্যের কাজ-কর্ম দেখার সময় ভালো ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা; কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় ও মন্দ ধারণা পোষণের কারণে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন টুটে গেছে। আজ মুসলমানদের সাধারণ মজলিস থেকে শুরু করে বিশেষ মজলিস সর্বত্রই শুনতে পাওয়া যায় ধারণা ও অনুমানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা। অমুক লোক এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, অমুক লোক এ ভালো কাজ করতেই পারে না, অবশ্যই তার কোনো গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই ধারণা ও অনুমান এবং সন্দেহ-সংশয় সমাজে ঘৃণা ও নিন্দার উনুনে জ্বালানী সরবরাহ করছে। ফলে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে অন্যের বিষয়ে সংশয়- সন্দেহ দানা বাঁধছে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করছে। ফলে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আত্মীয়তার বন্ধন কেটে যাচ্ছে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। এমনকি সমাজে ঘটে-যাওয়া ছোট-বড় ঘটনা ও দুর্ঘটনাগুলোর অধিকাংশই সন্দেহ-সংশয় ও মন্দ ধারণা ফলাফল হিসেবেই ঘটছে।

কারো মধ্যে যখন মন্দ ধারণা পোষণের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি অনুপ্রবেশ করে তখন সে ব্যাধি খুব দ্রুত তাকে অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপে উদ্বুদ্ধ করে ফলে সে অন্যের দোষ-ত্রুটি ও গোপন বিষয় অনুসন্ধানের ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায়, কেউ যখন মন্দ ধারণা পোষণ করে তখন সে বলে ঘটনাটি আমি যাচাই করে দেখব। এরপরই সে অন্যের গোপন বিষয় জানার ঘৃণিত কাজে লেগে পড়ে এবং গীবত শুরু করে দেয়। তখন শুধু অন্যের মন্দ দিকগুলোই সে আলোচনা করে। এভাবে সে পাপের বোঝা ভারী করতে থাকে এবং ধ্বংসাত্মক সব অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

gnvZvivg nv‡hixb! অবস্থা যখন এই পর্যায়ে চলে যায় তখনই ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়ের শংকা দেখা দেয়। কারণ অন্যের বিষয়ে ভালো ধারণা পোষণের পরিবর্তে মন্দ ধারণা পোষণ করতে থাকার অর্থ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক মন্দ ধারণা ও অনুমানের ওপর গড়ে উঠা। আর এ অবস্থা যখন ব্যাপক হয়ে যাবে তখন একজন অন্যজনকে ভিত্তিহীন অপবাদ দিতে থাকবে ফলে সমাজের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং নিজদের মাঝে হিংসা- বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকবে। আর এসব কিছু আমাদেরকে দুর্বল ও হীনবল করে ছাড়বে এবং আমাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিবে। আল-কুরআন চৌদ্দশ’ বছর আগেই সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ÔAvi †Zvgiv Avjøvn I Avjøvni ivm‡ji AvbMZ¨ Ki| ci¯úi SMov-weev‡` wjß n‡qv bv| Zvn‡j †Zvgiv mvnm nvwi‡q †dj‡e Ges †Zvgv‡`i kw³ wejß n‡q hv‡e| mZivs †Zvgiv ˆah aviY K‡iv| wbðq Avjøvn

ˆahkxj‡`i m‡½ Av‡Qb́ (miv Avj Avbdvj : 46)।

gnZvivg nv‡hixb! অন্যকে মন্দভাবে মূল্যায়ন; অন্যের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা এবং অন্যের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করাই হলো পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ। আমি যদি মুসলিম ভাই সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করি এবং মুসলিম ভাইকে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করি তাহলে অবশ্যই আমাদের মাঝে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হবে। আর যদি এর বিপরীত করি তাহলে নিজদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বলতে আমাদের মাঝে কিছুই থাকবে না। তখন শত্রুরা আমাদেরকে ভূনা গোশতের মত মজা করে চিবিয়ে খাবে। আর বর্তমানে হচ্ছেও তাই। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই আ-সুন, মহব্বত ধ্বংসকারী দোষ-ত্রুটি থেকে আমরা বেঁচে থাকি এবং ভালোবাসা সৃষ্টিকারী গুণগুলোকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরি। ইনশাআল্লাহ দুনিয়া - আখিরাতে আমরাই কামিয়াব হবো।

gnZvivg nv‡hixb! উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মন্দ ধারণা তাকেই বলে যে ধারণার স্বপক্ষে বাহ্যিক কোনো কারণ কিংবা সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। এমন ধারণাকেই কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে যার মধ্যে সততা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারী পরিলক্ষিত হয় তার সম্পর্কে ফাসাদ ও খিয়ানতের ধারণা পোষণ করা হারাম বলে বিবেচিত হবে। তবে যদি কারো মধ্যে সুস্পষ্টভাবে খিয়ানত পরিলক্ষিত হয় এবং তার স্বভাব-প্রকৃতিও মন্দ হয়, আর এ ব্যাপারে যদি সমাজে তার কুখ্যাতিও থাকে তাহলে এমন লোক সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম হবে না। এজন্যই কোনো কোনো আলিমের অভিমত হলো, বাহ্যিকভাবে যার অবস্থা ভালো তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ না করা। তবে যার বাহ্যিক অবস্থা ভালো নয়, তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা জায়েয। সাঈদ ইবনুল মুসামইয়িব রহ. থেক বর্ণিত, তিনি বলেন: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيْكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَغْلِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِيْ الْخَيْرِ مَحْمَلاً 'আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের একজন আমার কাছে লিখে পাঠালেন যে, অন্যের বিষয়গুলোকে উত্তম ব্যাখ্যার সাথে গ্রহণ কর যতক্ষণ না তোমার কাছে এমন প্রমাণ পৌঁছে, যা উত্তম ব্যাখ্যা করার সকল সুযোগ রহিত করে দেয়। বক্তার বক্তব্যকে ভালো উদ্দেশ্যে নেয়ার সামান্য সুযোগও যদি থাকে তাহলে কোনো মুসলিম ভাইয়ের কথায় মন্দ ধারণা পোষণ করো না' (বাইহাকী)। কারো বিষয়ে কোনো ধারণা পোষণ ও মন্তব্যের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো সালাফে সালেহীন বা আমাদের নেককার পূর্বসুরীদের অনুসৃত নীতি।

আসলে কারো কথা ও কাজ থেকে কোনো ধারণা নেয়ার ক্ষেত্রে মূল গুরুত্বের বিষয় হলো বক্তা ও কর্তার উদ্দেশ্য ও নিয়ত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অন্য কারো কথা বা কাজের বিপরীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো মোটেই খেয়াল রাখে না। বক্তা ও কর্তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাদের উদ্দেশ্য ও নিয়ত ইত্যাদি বিবেচনা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে। অথচ অনেক সময় এমনও হয় যে, মন্দ কোনো শব্দ বা বাক্য মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু বক্তার মন্দ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আবার অনেক সময় বক্তার ব্যবহৃত শব্দ শ্রুতিমধুর হয় কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে মন্দ। যেমন ইবনুল কায়্যিম রহ. উল্লেখ করেন, 'একই কথা দুই ব্যক্তি বলে; কিন্তু এ কথার মাধ্যমে একজন চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ইচ্ছা করে অন্যজন সর্বোচ্চ সংশোধন ও ইসলাহের ইচ্ছা করে'। এখন কার উদ্দেশ্য কী? এটা বোঝা যাবে কিভাবে? এটা বুঝতে হবে বক্তার কথার ধরণ, বক্তার চাল-চলন ও মতাদর্শ থেকে। এজন্যই আনন্দের আতিশয্যে কেউ যদি বলে ফেলে اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنا رَبُّكَ 'হে আল্লাহ আপনি আমার বান্দা, আর আমি আপনার রব' তাহলে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। কারণ এ কথার মাধ্যমে সে নিজকে ইলাহ দাবি করার ইচ্ছা করেনি; বরং অতি আনন্দের কারণে উল্টো কথা তার মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছে।

gnZvivg nv‡hixb! ধারণা পোষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিই প্রান্তিকতা ও বেইনসাফী থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচায়। সালাফে সালেহীন এ নীতির ওপর অটল ছিলেন এবং পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর অনাগত সদস্যদের জন্যও তারা দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। হায় আফসোস! আজ আমরা কোথায় আর সালাফে সালেহীনের নীতি কোথায়?

সালাফে সালেহীন অন্যের হোঁচট খাওয়ায়, তার স্খলনে, আনন্দ প্রকাশ করতেন না এবং আচার-আচরণে ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করতেন না। আর সালাফে সালেহীন মর্ম ও উদ্দেশ্যের বিবেচনা করতেন, শব্দের বিবেচনা করতেন না। তাই তো জনৈক আলিম বলেছেন, 'অনেক সময় বক্তব্যের শব্দগুলো হয় কর্কশ কিন্তু উদ্দেশ্য হয় ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা। আবার কখনো কখনো কোনো কাজকে অপছন্দনীয় মনে হয় তবে তা না করেও কোনো উপায় থাকে না।

কথা ও কাজের ক্ষেত্রে মর্ম ও উদ্দেশ্যই যেহেতু মূল বিবেচ্য বিষয়, সেহেতু অন্যের কথা ও কাজের মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা না করে, কোনো ওজর বা সমস্যা ছিলো কি না তা তালাশ না করে অন্যের কথা ও কাজের মন্দ দিকটাকে বড় করে প্রকাশ করাই হলো মন্দ ধারণা। যেসব কথার দুটি মর্ম হতে পারে- একটি ভালো আর অপরটি মন্দ। সে ক্ষেত্রে মন্দ দিকটি প্রাধান্য দেয়া কী করে বৈধ হতে পারে? আর মনের খবর জানা এবং সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তো কোনো মানুষের নেই। মানুষের মনের সুপ্ত বিষয় ও গোপন ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সুতরাং এসব বিষয়ে হিসাব-নিকাশের অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। মানুষের কর্তব্য হলো জাহির বা বাহ্যিক অবস্থার ওপর সিদ্ধান্ত দেয়া। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা রহ. বর্ণনা করেন, আমি উমর রাযি. কে বলতে শুনেছি: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ Ôbex AvjvBwnm mvjøv‡gi hvgvbvq †jvK‡`i wel‡q Inxi gva¨‡g wm×vš MnY Kiv nZ| Avi GLb Inx eÜ n‡q †M‡Q| ZvB Avgiv †Zvgv‡`i wel‡q ewn¨K Avgj †`‡L wm×vš MnY Kie| mZivs Avgv‡`i mvg‡b †h fv‡jv KvR cKvk Ki‡e Zv‡K wbivcËv †`e Ges ^bKU¨ `vb Kie| Zvi †Mvcb wel‡qi †¶‡Î Avgv‡`i †Kv‡bv `wqZ †bB| Avi †h Avgv‡`i mvg‡b g›` cKvk Ki‡e Avgiv Zv‡K wekvm Kie bv Ges wbivcËvI w`e bv| hw`I †m e‡j †h, Zvi †Mvcb w`KUv fv‡jvÕ (বুখারী)।

mZivs gnZvivg nv‡hixb! আমাদের উচিৎ নিজদের কথা ও কাজের হিসাব নেয়া, কার ব্যাপারে কি ধারণা পোষণ করছি তার হিসাব নেয়া। কার ব্যাপারে কী মন্তব্য করছি তা খুঁটিয়ে দেখা। আর সব সময় কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণ রাখা : **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا** Ôth wel‡q †Zvgvi †Kv‡bv Ávb (ev Rvbv †kvbv) †bB †m wel‡qi wcQ‡b c‡ov bv| wbðq Kvb, †PvL I ü`q c‡Z¨KwU m¤ú‡K wRÁvmv Kiv n‡eÕ(miv Avj Bmiv:36)।

قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

মন্দ ধারণা প্রসঙ্গ

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ:

gnZvivg nv‡hixb! মন্দ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার বাহ্যিক কিছু কারণ উলামায়ে কেরাম চিহ্নিত করেছেন। এ কারণগুলো থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারি তাহলে মন্দ ধারণা পোষণের এ ভয়ানক ব্যাধি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ। মানুষ যখন মন্দ চরিত্রের অধিকারী এবং মন্দ ধারণা পোষণকারী লোকদের পরিবেশে বেড়ে ওঠে তখন তার মাঝেও এ অশুভ প্রকৃতি লালিত হয়। আর খারাপ বন্ধু-বান্ধবের সাথে ওঠা-বসা করলেও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মন্দ গুণের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মানুষ যখন নফসের অনুসরণ করে তখনও সে ভিত্তিহীন ধারণা পোষণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা কোনো কিছুর ভালোবাসা সেক্ষেত্রে মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে

দেয়। তাই দেখা যায় নফসের অনুসরণ করে মানুষ যখন কারো প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন সে ঝোঁক ও আকর্ষণ তাকে সেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ভুলিয়ে দেয়। ফলে সে আর ঐ ব্যক্তির দোষ-ক্রটি দেখতে পায় না। আর এই ঝোঁক ও আকর্ষণ তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণা পোষণে উদ্বুদ্ধ করে যদিও বাস্তবে ঐ ব্যক্তি ভুল করে থাকে। অপর দিকে মানুষকে যখন কেউ রাগিয়ে দেয়, তখন সে ঐ লোককে আর ভালোবাসে না। আর কারও প্রতি হৃদয়ের ঝোঁক হারিয়ে ফেলাই ঐ লোক সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা এবং ঐ লোকের ভুল-ত্রুটি তালাশে প্ররোচিত করে। যদিও বাস্তবে লোকটি সৎ ও নির্দোষ হয়।

এমন মানুষ অহরহই পাওয়া যায়, যে নিজের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ও ধোকাগ্রস্ত। ফলে সব সময় সে মনে করে, আমি হকের ওপর আছি, আর অন্যরা আছে বাতিলের উপর। সে নিজকে পবিত্র ভাবে এবং অন্যদেরকে দেখে ঘৃণার চোখে। এ প্রকৃতিটি তার মধ্যে অন্যের প্রতি ভয়ানক ধরণের মন্দ ধারণা পোষণের মানসিকতা তৈরি করে।

মুহতারাম হাযেরীন! বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে মন্দ ধারণা পোষণের ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটা এমন এক মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে, যা মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং মুসলমানদের সামাজিক শক্তি করে দিচ্ছে। ফলে মুসলমানরা অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় দারুনভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

gnZvivg nv‡hixb! নিশ্চয়ই মন্দ ধারণা, প্রকৃত অবস্থা না জেনেই কারও ওপর দ্রুত অভিযোগ চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা, আমাদের সময়ের অনেক মানুষকেই আতঙ্কগ্রস্ত করেছে এবং করছে। মন্দ ধারণার কারণে অনেক সালেহ ও নেককার ব্যক্তিকে মানুষ বর্জন করছে যদিও এ বর্জনের পেছনে শরীয়তসিদ্ধ আদৌ কোনো কারণ নেই। এমনকি সে ব্যক্তি নিজেও তার সাথে অন্যের শত্রুতার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। আর এসবই ঘটে পাপাশ্রিত অনুমান ও ধারণার কারণে; গীবত ও মিথ্যাচারে মতো জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকার কারণে। আর এভাবেই নিরপরাধ ব্যক্তিরা শিকার হচ্ছে কষ্ট-যাতনার, যা প্রকাশ্য পাপ ও অন্যায়। ইরশাদ হয়েছে: **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا** Ôhviv gÖwgb bi-bvix‡K hšYv †`q Ggb Aciv‡ai Kvi‡Y hv Zviv K‡iwb, Zviv Acev` I m¯úó cv‡ci †evSv enb Ki‡eÕ (miv Avj-Avnhve: 58)।

মুহতারাম হাযেরীন! আমাদের কাছে যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মন্দ ধারণা একটি ধ্বংসাত্মক বিপদ তখন এর প্রতিকার আবশ্যক, যেন এ ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করতে না পারে এবং আমাদেরকে ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করতে না পারে।

মন্দ ধারণা থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, যে কোনো অবস্থায় মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। আর কারো সম্পর্কে কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে ভালো করে চিন্তা ভাবনা করা এবং মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। কারণ মন্দ ধারণা করে ভূল করার চেয়ে সুধারণা পোষণ করে ভুল করা উত্তম। উমর রাযি. বলেন: وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً Ô†Zvgvi gÖwgb fvB‡qi K_vi hw` fv‡jv D‡Ïk¨ Mn‡Yi †Kv‡bv AeKvk cvI Zvn‡j g› D‡Ïk¨ MnY K‡iv bvÕ|

মন্দ ধারণা থেকে পরিত্রাণের আরেকটি উপায় হলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মানুষের দোষ-ক্রুটি তালাশ না করা। মন্দ ধারণা সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ যদি কেউ করেও বসে, তাহলেও মনে করা যে, বৈধ কোনো ওজর বা অপারগতাবশত হয়তো সে এরূপ করেছে।

মানুষের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থার ওপর নির্ভর করেই কারো সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ-অপ্রকাশ্য তা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। আর নিজের ছেলে-সন্তানকে মানুষের ব্যাপারে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে ইসলামী শিষ্টাচার ও আদব-আখলাকের অনুকরণ অনুসরণের ওপর গড়ে তোলা। ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর চর্চা ও অনুসরণ মন্দ ধারণা পোষণ ও তার বিধ্বংসী পরিণতি থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে হিফাযত করবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার মন্দ ধারণা থেকে হিফাযত করুন। মন্দ কাজ ও কথা থেকে হিফাযত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন হৃদয় ধারণ করার তাওফীক দান করুন। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ থেকে আপনি আমাদের হিফাযত করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে আপনি হিফাযত করুন। মুসলিম উম্মাহর ওপর থেকে সকল বালা-মুসিবত উঠিয়ে নিন। মুসলিমবিশ্বকে আপনি দারিদ্র্য মুক্ত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

গুনাহ থেকে তাওবা করা

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া

২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে নেয়ার ব্যাপারে মানুষদেরকে দীক্ষিত করা

৩. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الْمَلِكِ الْوَهَّابِ الرَّحِيْمِ التَّوَّابِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ بِلَا شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এ পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর ইবাদত করা। মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই কেউ যদি কোনো ভালো কাজ করে তবে সে তা নিজের উপকারের জন্যই করে। তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের অংশ হিসেবেই করে। পক্ষান্তরে কেউ যদি গুনাহের কাজ করে তবে সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বে অবহেলার কারণেই করে। তার নিজের ক্ষতি হিসেবেই তা করে। মানুষের গুনাহ যতোই বাড়ুক তা আল্লাহর শানে আদৌ কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে না। অনুরূপভাবে নেক আমলও আল্লাহর কোনো উপকারে আসে না।

প্রিয় ভাইয়েরা! গুনাহ হলো ঘৃণ্য আবর্জনা যা সর্বাবস্থায় বর্জন করা আবশ্যক। গুনাহের এ আবর্জনা আমরা যদিও চোখে দেখি না, তার গন্ধ অনুভব করি না; কিন্তু মানুষের অন্তরে এর প্রভাব লক্ষণীয়। মানুষ পাপের পর পাপ করতে থাকে এবং এক সময় তার অন্তর ঢেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ** ÔKL‡bv bq, eis Zviv hv ARb KiZ ZvÑB Zv‡`i Aš—imgn‡K †X‡K w`‡q‡QÕ (miv Avj-gZvdwddxb:14)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ 'মুমিন বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যদি সে তাওবা করে নেয়, বিরত হয়ে যায়, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে তার অন্তর মসৃণ হয়ে যায়। আর যদি সে আরো করে তবে দাগ আরো বেড়ে যায়, এটাই হলো অন্তর আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়া যার উল্লেখ আল্লাহ তাঁর কিতাবে করেছেন'(ইবনে মাজাহ, হাসান)।

এসব গুনাহ, যারপর বান্দা তাওবা করে না, ইস্তিগফার করে না, বান্দার অন্তরে স্তুপীকৃত হতে থাকে এমনকি এক পর্যায়ে কঠিন আবরণের রূপ পরিগ্রহ করে, যা অন্তরকে একেবারে ঢেকে ফেলে।

প্রিয় ভাইয়েরা! কাপড়ের ওপর যদি একের পর এক ময়লা জমতে থাকে আর তা ধোয়া না হয় তাহলে কী অবস্থা হবে আপনারাই বলুন! অন্তরের অবস্থা ঠিক একই রকম। যদি গুনাহ জমতে থাকে আর তাওবা করা না হয়, ইস্তিগফার করা না হয়, তাহলে না-ধোয়া কাপড়ের মতোই তা ময়লায় ভারাক্রান্ত ও আচ্ছাদিত হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমরা তো রাতদিন পাপ করেই যাচ্ছি। পাপ করার পর হয়তো অনেক দিন গুজরে যায়, অথচ তাওবা করা হয় না, ইস্তিগফারের জন্য আল্লাহর কাছে হাত দরায করা হয় না। গুনাহ থেকে মাফ চাওয়া হয় না। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। নিশ্চয় পবিত্রতা ও প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা হলো অন্তরের পবিত্রতা, অনন্তরের পরিচ্ছন্নতা। কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে কী হবে, যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত থাকে হৃদয়; পাপের ময়লায়

আচ্ছাদিত থাকে অন্তরাত্মা?

এমন তো অনেকেই আছে যাদের কাপড় অনেক পরিষ্কার; কিন্তু তাদের অন্তর আবর্জনায় পরিপূর্ণ। পাপের আধিক্যে দুর্গন্ধময়। তাদের অন্তর গুনাহের ময়লায় মলিন। তারা একের পর এক পাপ করে চলে, অন্যায় করে চলে; কিন্তু তাওবা থেকে গাফেল থাকে, ইস্তিগফার থেকে গাফেল থাকে। মানুষ যদি তার প্রকৃত চেহারা উম্মোচিত করে, তাহলে তার নিজের কাছে ও মানুষের কাছে তার কি আদৌ কোনো মূল্য থাকবে? আর কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোনো মূল্য থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সকল মানুষই পাপ করে, গুনাহ করে। তবে পার্থক্য হলো কেউ কেউ পাপ করার সাথে সাথে তাওবা করে নেয়। নিজের অন্তরকে পবিত্র করে নেয়। লজ্জিত হয়ে, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চায়। পক্ষান্তনে অনেকেই এমন আছে যাদের অন্তরে পাপ স্তুপীকৃত হতে থাকে অথচ সে তাওবা করে নিজকে পবিত্র করে না। আল্লাহর কাছে ঐকান্তিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিজের অন্তরকে মসৃণ করে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়ার দরজা সদা উন্মুক্ত। ইস্তিগফারের দরজা সদা উন্মুক্ত, যাতে আমরা তাওবা করে অন্তরের আবর্জনা থেকে নিজদেরকে পবিত্র করে নিতে পারি। আল্লাহ তো আমাদেরকে তাওবা করতে আহ্বান করছেন। কৃত গুনাহের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন, যাতে আমাদের অন্তর ভারমুক্ত হয়। গুনাহের বোঝা মুক্ত হয়। অন্তরের প্রশান্তি ফিরে আসে। হৃদয়ের শান্তভাব ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** ÔeØj, Ô‡n Avgvi ev›`vMY, hviv wbR‡`i Ici evovevwo K‡iQ †Zvgiv Avjøvni ingZ †_‡K wbivk n‡qv bv, Aek¨B Avjøvn mKj cvc ¶gv K‡i w`‡eb, wbðq wZwb ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avh-hgvi:53)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে দু'টি নাম التَّوَّابُ الْغَفُوْرُপরম ক্ষমশীল, তাওবা কবুলকারী। মহামহিম আল্লাহ তা'আলার এ মহান নাম দু'টি তাঁর ক্ষমা ও তাওবা কবুল করার অর্থ জ্ঞাপক। পবিত্র মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন। মূসা আলাইহিস সালাম অনিচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাওবা করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ô†m ejj, Ô†n Avgvi ie, wbðq Awg Avgvi bd‡mi cwZ hjg K‡iwQ, mZivs Avcwb Avgv‡K ¶gv K‡i w`bÕ| AZtci wZwb Zv‡K ¶gv Ki‡jb| wbðq wZwb AwZ ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avj-Kvmvm:16)।

আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ÔGes Av`g Zvi i‡ei ûKg Agvb¨ Kij; d‡j †m weåvš nj| Gici Zvi ie Zv‡K g‡bvbxZ Ki‡jb, AZtci Zvi ZvIev Kej Ki‡jb Ges Zv‡K c_wb‡`k Ki‡jbÕ (miv Zvnv:121-122)।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ** ÔAvi wZwbB Zvi ev›`v‡`i ZvIev Kej K‡ib Ges cvcmgn ¶gv K‡i †`b| Avi †Zvgiv hv Ki, wZwb Zv Rv‡bbÕ (miv Avk-kiv:25)।

তাওবা বান্দাকে পরিচ্ছন্ন করে সফলতার পথে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** Ô†n gwgbMY, †Zvgiv mK‡jB Avjøvni wbKU ZvIev Ki| hv‡Z †Zvgiv mdjKvg n‡Z cviÕ (miv Avb-bi:31)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار.** Ôতn Cgvb`viMY, †Zvgiv Avjøvni Kv‡Q ZvIev Ki, LwU ZvIev ; Avkv Kiv hvq, †Zvgv‡`i ie †Zvgv‡`i cvcmgn †gvPb Ki‡eb Ges †Zvgv‡`i‡K Ggb RvbœvZmg‡n c‡ek Kiv‡eb hvi cv`‡`‡k bnimgn cewnZÕ(miv AvZ-Zvnixg:8)।

যারা তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন। ইরশাদ হয়েছে: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** Ôwbðq Avjøvn ZvÔAvjv ZvIevKvix‡`i‡K fvjev‡mb Ges wZwb cweÎZv ARbKvix‡`i‡KI fvjev‡mbÕ (সূরা আল বাকারা:২২২)।

আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আমি প্রতি দিন একশতবার তাওবা করি' (মুসলিম)।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমি তার কাছে দৈনিক সত্তরবারের বেশি তাওবা করি' (বুখারী)।

আনাস রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবার কারণে খুব খুশি হন। যখন বান্দা তার কাছে তাওবা করে তখন বান্দা যে অবস্থায় থাকুক না কেন আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিক হলে, আরো দু'টি স্বর্ণের উপত্যকার মালিক হওয়ার আশা পোষণ করবে, তবুও তার মুখ পূর্ণ হবে না একমাত্র মাটি ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক তাওবাকারীকে ক্ষমা করে দেন' (বুখারী)।

আর তাওবা কেবল আল্লাহ তা'আলাই কবুল করতে পারেন, অন্য কারো তাওবা কবুল অথবা গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** ÔZviv wK Rv‡b bv †h, wbðq Avjøvn Zvi ev›`v‡`i ZvIev Kej K‡ib Ges mv`Kv MnY K‡ib| Avi wbðq Avjøvn ZvIev KejKvix, cig `qvjÕ (miv AvZ-ZvIev:104)।

হাদীসে এসেছে। আবূ মূসা আল আশআরী রযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا 'আল্লাহ তা'আলা রাতের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের বেলার গুনাহগাররা তাওবা করতে পারে এবং দিনের বেলা তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের গুনাহগারর তাওবা করতে পারে। সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এরূপ করবেন' (মুসলিম)।

আল্লাহ তা'আলার 'আল গাফুর' ও 'আত-তাওয়াব' নামের প্রতি ঈমান আনয়নের চাহিদাই হলো আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া, আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করা, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

তাওবা দ্রুত করা আবশ্যক, বিলম্ব করা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম) তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ দ্রুততার সাথে পালন করা উচিত। কারণ, বান্দা জানে না দেরি করলে তার তাওবা করার সুযোগ হবে কি না। যেহেতু যেকোনো সময় তার মৃত্যু এসে যেতে পারে, তাই তাওবার সুযোগ নাও হতে পারে। অন্যায় কাজ বারবার করার মাধ্যমে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ থেকে দূরত্বের সৃষ্টি হয়, ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। কারণ, ঈমান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়। বারবার অপরাধ করার দ্বারা অপরাধ করার মানসিকতা তৈরি হয়। কেউ যদি কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তবে তা থেকে ফিরে আসা

কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তার ওপর শয়তান বিজয়ী হয়ে যায় এবং বড়-বড় অপরাধ করার প্রেরণা দেয়। এ জন্য উলামায়ে কিরাম বলেন, সকল ধরনের অপরাধ কুফরী বৃদ্ধি করে। মানুষ ধাপে ধাপে এক অপরাধ থেকে আরেক অপরাধে পা রাখে। এক পর্যায়ে দীন থেকে সে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খাঁটিভাবে তাওবা করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً** Ô†n Cgvb`viMY, †Zvgiv Avjøvni Kv‡Q Zvlev Ki, LwwU Zvlev Ô(miv AvZ-Zvnixg:8)।

হাফেয ইবনে কাছীর রহ. তাওবায়ে নাসুহা তথা খাঁটি তাওবার সংজ্ঞায় বলেন, ÔmZ¨ I `p Zvlev, hv gvb‡li cvcmgn g‡Q †`q, Ges wewি¶ß Ae¯v‡K GKwÎZ K‡i wVK K‡i †`q| Avi †m †hme wbP KvR KiZ Zv †_‡K wdwi‡q Av‡bÕ|

উমর রাযি. বলেন, Ô†h Zvlevi d‡j gvbl ¸bv‡ni w`‡K Avi wd‡i hvq bvÕ| সংক্ষেপে বলা যায় তাওবায়ে নাসূহা হলো, যে তাওবায় নিম্নবর্ণিত পাঁচটি গুণ পাওয়া যায় :

এক. একনিষ্ঠতার সাথে তাওবা করা। তাওবায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর কাছে কল্যাণের আশা করা এবং তাঁর শাস্তি থেকে ভয় পাওয়া ইত্যাদির উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। এ ছাড়া তাওবা দ্বারা পার্থিব কোনো বস্তু কামনা না করা অথবা সৃষ্টজীবের কাছে কিছু প্রার্থনা না করা। যদি এরূপ করা হয় তবে সে ব্যক্তির তাওবা কবুল হবে না, বরং ধরা হবে যে, সে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাওবা করেছে। সে আল্লাহর কাছে ঐকান্তিকভাবে তাওবা করেনি বরং সে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে তাওবা করেছে।

দুই. কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া ও হীনতা প্রকাশ করা এবং এ মনোভাব প্রকাশ করা যে, এ তাওবা কবুল না হলে পুরো জীবনটাই বৃথা যাবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা গুনাহের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা স্মরণ করা এবং সে ব্যাপারে আতঙ্কিত হওয়া।

তিন. অতি দ্রুত গুনাহের কাজ ত্যাগ করা। কেননা বিলম্ব হলে অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। যদি কোনো ফরয বা ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা সম্পাদন করে নিবে। যেমন যাকাত, হজ ইত্যাদি। কোনো গুনাহে নিমজ্জিত থাকাবস্থায় তাওবা করে কোনো লাভ নেই। যেমন কেউ সুদ খাওয়া থেকে তাওবা করল; কিন্তু সর্বদা সুদের কাজ-কর্মে জড়িত রইল; এ ধরনের তাওবা দ্বারা কোনো লাভ হবে না; বরং তার তাওবা হবে হাসি-তামাশা ও বিদ্রুপের নামান্তর। এর দ্বারা সে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের সাথে তাচ্ছিল্যপুর্ণ আচরণ করল, যা তাকে আল্লাহর রহমত থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেবে। কিংবা কেউ তাওবা করল যে, কখনো সে জামাতের সাথে নামায ত্যাগ করবে না, তার পরেও সে জামাত ত্যাগ করতে থাকলো, এমতাবস্থায় তার এ তাওবায় আদৌ কোনো ফল হবে না।

যদি কেউ মানুষের কোনো হক নষ্ট করে থাকে, তবে সে হক আদায় করার পরই তাকে তাওবা করতে হবে, অন্যথায় তার তাওবা সঠিক বলে গণ্য হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করে অথবা তার কাছে থাকা অন্যের সম্পদ অস্বীকার করে, তবে উক্ত ব্যক্তির সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাওবা শুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। যদি উক্ত সম্পদের মালিক মারা গিয়ে থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কোনো উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকলে বাইতুল মালে তা জমা করতে হবে। আর যদি কোনো উপায় খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ওই ব্যক্তির নামে তা সদকা করে দিতে হবে। যদি কোনো মুসলমানের গীবত করে অপরাধ করে থাকে, তবে তার গীবত ত্যাগ করে তারপর তাওবা করা জরুরী।

চার. কৃত অপরাধে পুনরায় ফিরে না যাওয়ার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি কেউ বলে, আমি তাওবা করেছি এবং সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আর কখনো ওই অপরাধ করব না, কিন্তু সে বারবার একই অপরাধ করতে থাকে, তবে তার তাওবা কবুলযোগ্য হবে না। কারণ, তার এ তাওবা হচ্ছে সাময়িক তাওবা, যার দ্বারা দীন বা দুনিয়ার কোনো উপকারের সম্ভাবনা নেই।

পাঁচ. তাওবা কবুলের সময় শেষ হওয়ার আগেই তাওবা করা। তাওবা কবুলের সময় শেষ হয় দু'ভাবে: সবার জন্য এক সাথে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য এককভাবে।

(ক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হলে সবার ক্ষেত্রে তাওবার সময় শেষ হয়ে যাবে। তখন আর কারো তাওবা কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً** Ôthw`b †Zvgvi i‡ei wb`kbmg‡ni wKQ cKvk cv‡e, †mw`b †Kv‡bv e¨w³ iB Zvi Cgvb DcKv‡i Avm‡e bv, †h c‡e Cgvb Av‡bwb, wKsev †m Zvi Cgv‡b †Kv‡bv Kj¨vY ARb K‡iwbÕ(সূরা আল আনআম:১৫৮)।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হওয়ার আগে তাওবা করবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন'(মুসলিম)।

(খ) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আর তাওবা কবুলের সুযোগ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ** ÔAvi Zvlev bvB Zv‡`i, hviv Ab¨vq KvR Ki‡Z _v‡K Ae‡k‡l hLb Zv‡`i Kv‡iv gZ¨ G‡m hvq, ZLb †m e‡j, Awg GLb Zvlev KijvgÕ (miv Avb-wbmv:18)।

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন যতক্ষণ না রুহ বের হয়ে যাওয়ার গরগর শব্দ শুরু হয়' (তির-মিযী)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওবা করার সময় উযু করে দু'রাকাত নামায পড়ার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করার পর উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই মাফ করে দিবেন' (আহমদ)। এ হাদীসের সত্যতার পক্ষে আরেকটি হাদীস রয়েছে। আর তা হলো- উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ উত্তমরূপে উযু করে, এবং বলে : أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেন' (মুসলিম)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

গুনাহ থেকে তাওবা করা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى المَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

তাওবার ফলাফল

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তাওবা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে শাশ্বত সৌভাগ্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতে হায়াতে তাইয়েবার অধিকারী বানায়। ইরশাদ হয়েছে : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘†h gwgb Ae¯vq †bK Avgj Ki‡e, ciæl †nvK ev bvix, Awg Zv‡K cweÎ Rxeb `vb Kie Ges Zviv hv KiZ Zvi Zjbvq Aek¨B Awg Zv‡`i‡K DËg cwZ`vb †`eÓ(miv Avb-bvnj:97)।

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে নেক আমলের কথা বলা হয়েছে। আর নেক আমল হলো যার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পাওয়া যায় :

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ মুতাবিক হওয়া। ইরশাদ হয়েছে : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Ôivmj †Zvgv‡`i hv †`q Zv MnY Ki, Avi hv †_‡K †m †Zvgv‡`i wb‡la K‡i Zv †_‡K weiZ nI Ges Avjøvn‡KB fq Ki, wbðq Avjøvn kw¯c`v‡b K‡VviÓ (miv Avj nvki:7)।

দুই. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমল করা। ইরশাদ হয়েছে : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ÔAvi Zv‡`i‡K †Kej GB wb‡`k †`qv n‡qwQj †h, Zviv †hb Avjøvni Bev`Z K‡i ZviB Rb¨ `xb‡K GKwbô K‡iÓ (miv Avj evBwqbvn:5)

তিন. সঠিক আকীদা পোষণ করে আমল করা। ইরশাদ হয়েছে : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ô†h gwgb Ae¯vq †bK Avgj Ki‡e, ciæl †nvK ev bvix, Awg Zv‡K cweÎ Rxeb `vb Kie Ges Zviv hv KiZ Zvi Zjbvq Aek¨B Awg Zv‡`i‡K DËg cwZ`vb †`eÓ (miv Avb-bvnj:96)।

উক্ত আয়াতে নেক আমল করার সাথে সাথে মুমিন হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। আর মুমিন হলো সে, যার আকীদাগত সঠিক ভিত্তি রয়েছে।

তাওবার একটি সুফল হলো : নিরাপত্তা ও হিদায়াত লাভ। ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ôhviv Cgvb G‡b‡Q Ges wbR Cgvb‡K hj‡gi mv‡_ mswgkY K‡iwb, Zv‡`i Rb¨B wbivcËv Ges ZvivB wn`vqvZcvßÓ(miv Avj AvbAvg:82)।

পাপকর্ম পূন্যে রূপান্তরিত হওয়া তাওবার আরেকটি সুফল: ইরশাদ হয়েছে : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Ô70. Z‡e †h ZvIev K‡i, Cgvb Av‡b Ges mrKg K‡i| cwiYv‡g Avjøvn Zv‡`i cvc¸‡jv‡K cY¨ Øviv cwieZb K‡i †`‡eb| Avjøvn AZxe ¶gvkxj, cig `qvj|Ó (miv Avj diKvb: 70)।

আল্লাহর রেযামন্দী অর্জনে ধন্য হওয়াও তাওবার একটি সুফল: ইরশাদ হয়েছে : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ÔAvi hviv †Kv‡bv Akxj KvR Ki‡j A_ev wbR‡`i cwZ hjg Ki‡j Avjøvn‡K ¯§iY K‡i, AZtci Zv‡`i ¸bv‡ni Rb¨ ¶gv cv_bv K‡i| Avi Avjøvn Qvov †K ¸bvn ¶gv Ki‡e ? Avi Zviv hv K‡i‡Q, †R‡b ï‡b Zv Zviv evi evi K‡i bvÓ (miv Av‡j Bgivb:135)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সঠিকভাবে তাওবা করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল পাপ মোচন করে দেন। কেননা তিনি গাফূর ও গাফ্ফার; তিনি রহমান ও রাহীম। ইরশাদ হয়েছে : **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** Ôej, Ô†n Avgvi ev›`vMY, hviv wbR‡`i Ici evovewo K‡iQ, †Zvgiv Avjøvni ingZ †_‡K wbivk n‡qv bv, Aek¨B Avjøvn mKj cvc ¶gv K‡i w`‡eb, wbðq wZwb ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avh-hgvi:53)।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবীরা গুনাহে অপরাধী ব্যক্তি- মুসলমান, কাফির নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً** ÔAvi †h e¨w³ g›` KvR Ki‡e wKsev wb‡Ri cwZ hjg Ki‡e Zvici Avjøvni Kv‡Q ¶gv PvB‡e, †m Avjøvn‡K cv‡e ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avb-wbmv:110)।

অতএব, আমার ভাইয়েরা! আমরা যারা গুনাহে লিপ্ত, চলুন অতি দ্রুত তাওবা করে নিই। আল্লাহর কাছে সকল অন্যায় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাই। নিশ্চয় তিনি অতি দয়ালু পরম ক্ষমাশীল।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি তাওবায়ে নাসূহার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমাদেরকে আপনি পূত-পবিত্র করুন। আমাদের গুনাহগুলোকে আপনি ছাওয়াবে রূপান্তরিত করুন। আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মুসলিম নারীর পর্দাহীনতা: প্রভাব ও প্রতিকার

LZevq hv _vK‡e

১. পর্দাহীনতার প্রতিকার

২. মুসলিম নারীদেরকে পর্দা করার প্রতি উৎসাহ দান

৩. বর্তমান যুগে ফিতনার একটি বড় দরজা বন্ধকরণ

৪. ফাসাদ ও অপসংস্কৃতির ধ্বজাধারদের থেকে মুসলিম নারীদেরকে সতর্ককরণ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত-করুণার মধ্যে একটি হলো যে তিনি সকল অকল্যাণ ও অশ্লীলতার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য সুরক্ষার পর্দা নামিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এ পর্দা ভেদ করবে অথবা উন্মুক্ত করবে সে সীমালঙ্ঘন ও পাপে নিপতিত হবে। সে তাকওয়ার পোশাক বর্জন করে অকল্যাণে লিপ্ত হবে। কবির ভাষায় :

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَاباً مِنَ التُّقَى
تَجَرَّدَ عُرْيَاناً وَإِنْ كَانَ كَاسِيا
وَ خَيْرُ خِصَالِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ
وَلاخَيْرَ فِيْمَنْ كَانَ لِلّٰهِ عَاصِياً

ব্যক্তি যদি না পরে তাকওয়ার পোশাক
হলো সে তবে নিরাবরণ উলঙ্গ, হোক না সে পোশাক পরিহিত
রবের আনুগত্য বান্দার সর্বোত্তম গুণ
আর যে পাপী সে তো সকল কল্যাণ থেকে শূন্য।

পাপের পথ বন্ধ করে দেয়াকে আলিমগণ سَدُّ الذَّرَائِع 'মাধ্যমসমূহ বন্ধ করে দেয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যা কিছু পাপের পথে নিয়ে যায়, পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে সেসব পথ-পথান্তর মাধ্যম ও উসিলাও শরীয়তের দৃষ্টিতে রুদ্ধ। অর্থাৎ সেদিকে পা বাড়ানো যাবে না। তবে যদি সর্বশেষ ঠিকানায় শরীয়তের কোনো স্বীকৃত স্বার্থ নিহিত থাকে তবে তা উন্মুক্ত বলে বিবেচিত। এর বিপরীতে তাতে যদি এ জাতীয় কোনো স্বার্থ নিহিত না থাকে তবে তা চিরতরে রুদ্ধই থেকে যায়, কখনো উন্মুক্ত হয় না।

প্রিয় হাযেরীন! বর্তমানে পর্দাহীতা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। নারীরা আজ বেপর্দায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষের সাথে অবাধে পর্দাহীনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করছে। পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সৌন্দর্য প্রকাশে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এরূপ করা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য সীমালঙ্ঘন, বড় মুনকার ও গুনাহ এবং আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার কারণ। পর্দাহীনতার এই ঘৃণ্য ও অশুভ কালচারের পরিণতি হলো অশ্লীলতা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করা। নারীকেন্দ্রিক নানা ধরণের অন্যায়-অপরাধ বেড়ে যাওয়া। লজ্জা-শরম বিদায় নেয়া ও দুষ্কর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করা।

অতএব হে মুসলমান ভাইয়েরা! আসুন আমরা আল্লাহর শেখানো আদবে মুআদ্দাব হই। আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলি। আর আমাদের নারীদেরকে হিজাব ও জিলবাবের নির্দেশ দিই। কেননা পর্দা হলো পবিত্রতার উপায়। নাজাত ও নিরাপত্তার উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** Ô†n bex, Zwg †Zvgvi ¯¿x‡`i‡K, Kb¨v‡`i‡K I gywgb‡`i bvix‡`i‡K ej, ÔZviv †hb Zv‡`i wRjev‡ei wKQ Ask wb‡R‡`i Ici

Swj‡q †`q, Zv‡`i‡K †Pbvi e¨vcv‡i GUvB me‡P‡q KvQvKwQ cšv n‡e| d‡j Zv‡`i‡K Kó †`qv n‡e bv| Avi Avjøvn AZ¨š ¶gvkxj, cig `qvjÔ (miv Avj Avnhve : 59)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা جَلَابِيْبْ শব্দ ব্যবহার করেছেন। জালাবীব جِلْبَابْ এর বহুবচন। জিলবাব হলো নারী তার মাথা হতে পর্দা করার উদ্দেশ্যে যা ঝুলিয়ে দিয়ে সমগ্র শরীরকে ঢেকে নেয়। আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিন নারীকে তাদের আকর্ষণীয় ও স্পর্শকাতর স্থানে যেমন বক্ষ, গলা ইত্যাদির ওপর জিলবাব টেনে দিতে বলেছেন। যাতে মুমিন নারীরা যে পূতপবিত্র তা বুঝা যায় এবং তারা ফিতনা ও হয়ারানী থেকে রেহায় পায়।

তাই হে মুমিনগণ! সমাজে যারা নির্বোধ ও বখাটে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করুন। নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয় হারাম করে দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে বারণ করুন। নারীদেরকে পর্দায় রাখুন। আল্লাহর গযব ও শাস্তিকে ভয় করুন। একটি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বর্ণনায় বলেছেন : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّروه، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ 'মানুষ যখন অন্যায়কর্ম দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, খুবই আশঙ্কা রয়েছে যে আল্লাহ তাদের সবার ওপর তাঁর শাস্তি ব্যাপক করে দেবেন'(আহমাদ, সহীহ)।

অন্যায় প্রতিহত না করা একটি মারাত্মক অপরাধ। বনী ইসরাঈলের মাঝে সংঘটিত অন্যায়কর্মে বাধা না দেয়ার কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি লানত-অভিসম্পাত এসেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : **لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** Ôebx BmivC‡ji g‡a¨ hviv Kdix K‡i‡Q Zv‡`i‡K `vE` I gviBqvg cÎ Cmvi g‡L jvbZ Kiv n‡q‡Q| Zv G Kvi‡Y †h, Zviv Aeva¨ n‡q‡Q Ges Zviv mxgvj•Nb KiZ| Zviv ci¯úi‡K g›` †_‡K wb‡la KiZ bv, hv Zviv KiZ| Zviv hv KiZ, Zv KZBbv g›`! (miv Avj-gv‡q`v : 78-79)।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে আরো এসেছে : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায়কর্ম দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। আর যদি না পারে তবে জিহ্বার ব্যবহারে। আর যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে। আর এটা হবে দুর্বলতম ঈমান' (মুসলিম)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে নারীদেরকে পর্দা করতে বলেছেন। ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন। তিনি তাদের বেপর্দা হতে নিষেধ করেছেন। পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে বারণ করেছেন। তাঁর এ আদেশ-নিষেধাজ্ঞা নারীদের সুরক্ষার জন্যই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ** '†n bexÑcwZMY, †Zvgiv Ab¨ †Kv‡bv bvixi gZ bI| hw` †Zvgiv ZvKIqv Aej¤b Ki, Z‡e (ciciæ‡li mv‡_) †Kvgj K‡É K_v e‡jv bv, Zvn‡j hvi Aš‡i e¨wa i‡q‡Q †m cjä nq| Avi †Zvgiv b¨vqmsMZ K_v ej‡e| Avi †Zvgiv wbR M‡n Ae¯vb Ki‡e Ges cvK- Rv‡njx h‡Mi gZ †mŠ›`h c`kb K‡iv bv| Avi †Zvgiv mvjvZ Kv‡qg Ki, hvKvZ c`vb Ki Ges Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ Ki| †n bex cwievi, Avjøvn †Zv †Kej Pvb †Zvgv‡`i †_‡K AcweÎZv‡K `ixfZ Ki‡Z Ges †Zvgv‡`i‡K m¤úYi∫‡c cweÎ Ki‡ZÔ (miv Avj Avnhve : 32-33)।

আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীদেরকে, যারা হলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মুমিনদের মা এবং নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম, তাদেরকেই কোমল কণ্ঠে পরপুরুষের সাথে কথা বলা নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা কোমল কণ্ঠে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বললে, যারা যিনা-ব্যাভিচারের ব্যাধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী তাদের অন্তরে লোভ সৃষ্টি হবে। তারা ধারণা করবে যে এরূপ কোমল কণ্ঠে কথা বলার অর্থ হলো অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে রাজি থাকা।

আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন। জাহেলীযুগের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন মাথা উন্মুক্ত রাখা, ঘাড় উন্মুক্ত রাখা, বক্ষ উন্মুক্ত রাখা, বাহু ও পায়ের নলা উন্মুক্ত রাখা এবং এ জাতীয় অন্যান্য সৌন্দর্যের জায়গা নিরাবরণ বা উন্মুক্ত করে দেয়া, যা পুরুষদের উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করে এবং পাপে লিপ্ত হতে আগ্রহী করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা যদি পূতপবিত্র উম্মাহাতুল মুমিনীনকে এ জাতীয় নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে অন্যান্য নারীদের প্রতি আল্লাহর তা'আলার এ নিষেধাজ্ঞা আরো কঠিনভাবে বর্তানোই স্বাভাবিক। কেননা অন্য নারীদের ফেতনার আশঙ্কা তো আরও বেশি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নারীদেরকে সকল প্রকার ফেতনা ও হয়রানী থেকে হিফাযত করুন। উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশমালায় অন্যান্য নারীরাও যে শামিল তা নিচের আয়াত থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : **وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** ÔAvi †Zvgiv mvjvZ Kv‡qg Ki, hvKvZ c`vb Ki Ges Avjøvn I Zvi ivm‡ji AvbMZ¨ KiÕ (miv Avj Avnhve : 33)। এ নির্দেশগুলো নবী-পত্নি ও অন্যান্য সাধারণ নারী সবার জন্যই সমান, তাই পর্দার নির্দেশ ও ঘরে অবস্থানের নির্দেশ, যা এ আয়াতের শুরুর অংশে উল্লিখিত হয়েছে, তাও ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ** ÔAvi hLb bexcZx‡`i Kv‡Q †Zvgiv †Kv‡bv mvgMÖx PvB‡e ZLb c`vi Avovj †_‡K PvB‡e; GwU †Zvgv‡`i I Zv‡`i Aš‡ii Rb¨ AwaKZi cweÎÕ (miv Avj Avnhve : 58)।

পরপুরুষ থেকে নারীরা পর্দার আড়ালে থাকার ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এও ব্যক্ত করেছেন যে, পর্দার আড়ালে থাকা নারী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়কে পবিত্র রাখে। অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়, এমন সব কারণ ও মাধ্যম থেকে উভয়কে হিফাযত করে। উল্লিখিত আয়াতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে নারীর খোলামেলা চলাফেরা ও পর্দাহীনতা একটি অশ্লীল ও ঘৃণ্য বিষয় যা কখনো একটি মুসলিম সমাজের রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! শরীয়ত প্রবর্তিত হিজাব সেটি, যাতে আটটি শর্ত পাওয়া যায় :

প্রথম শর্ত : নারীর সমগ্র শরীরই জিলবাব বা বোরকা দিয়ে ঢাকা থাকতে হবে। **يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ** এই   আয়াতাংশ সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। জিলবাব হলো সমগ্র শরীর ঢেকে রাখে এমন পোশাক।

দ্বিতীয় শর্ত : পর্দার উদ্দেশ্যে-পরা পোশাকটাই খোদ সৌন্দর্য না হতে হবে। অর্থাৎ এমন রঙ চড়ানো বা কারুকার্যখচিত না হতে হবে যা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: **وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** ÔAvi hv mvaviYZ cKvk cvq Zv Qvov Zv‡`i †mŠ›`h Zviv cKvk Ki‡e bvÕ (miv Avb-bi : 31)। 'যা সাধারণত প্রকাশ পায়' এর দ্বারা যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ পায়। সে হিসেবে যদি বোরকা নিজেই সৌন্দর্যবহ হয়, তবে তা পরিধান করা শুদ্ধ হবে না এবং এটাকে হিজাবও বলা হবে না। কেননা হিজাব তো সেটিই যা পরপুরুষ থেকে নারীর সৌন্দর্যকে আড়াল করে রাখে।

তৃতীয় শর্ত : হিজাব এমন মোটা কাপড়ের হতে হবে যা ভেদ করে ভেতরের সৌন্দর্য প্রস্ফূটিত হবে না। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا 'দুই প্রকারের জাহান্নামী আমি এখনো দেখিনি। একপ্রকার হলো, ওই সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এসব চাবুক দ্বারা (অন্যায়ভাবে) লোকদেরকে প্রহার করতে থাকবে। আর আরেক প্রকার সেসব নারী যারা কাপড় পরিধান করার পরেও উলঙ্গ থাকবে। তারা (পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (পুরুষদের দিকে) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে সম্মুখে ঝুঁকে পড়া উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; এমনকি তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে' (মুসলিম)।

ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, এ হাদীসে সেসব মহিলার কথা বলা হয়েছে যারা এমন পাতলা ও সূক্ষ্ম পোশাক পরিধান করে যা তাদের দৈহিক সৌন্দর্য ঢাকতে সক্ষম নয়। ফলে দৃশ্যত তাদেরকে কাপড় পরিধান করেছে বলে মনে হলেও বাস্তবে তারা উলঙ্গই থাকে।

চতুর্থ শর্ত : নারীর হিজাব ঢিলেঢালা ও প্রশস্ত হতে হবে। এমন সঙ্কীর্ণ হলে চলবে না, যা নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফুটিয়ে তোলে। কেননা হিজাব পরিধান করার উদ্দেশ্য ফেতনার আশঙ্কা দূর করা। আর এটা অর্জন হয় না যদি ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা না হয়। সঙ্কীর্ণ পোশাক, তা যদিও শরীরের চামড়ার রঙ ঢেকে রাখে, তবে তা শরীরের ভাঁজগুলো প্রকাশ করে দেয়। উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন, আবু উসামা রাযি. বলেছেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি ঘন পাতলা কাতান পোশাক পরালেন, যা দাহিয়াতুল কালবী রাযি. তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি তা আমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘কী হলো, তুমি যে কাতান পরিধান করলে না? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা আমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا ‘তাকে তুমি এর নিচে একটি আন্তর পোশাক (সেমিস) পরিধান করতে বলবে। কেননা আমি আশঙ্কা করছি যে তার হাড়ের আকৃতি প্রকাশিত হয়ে যাবে’ (মুসনাদে আহমদ। আলবানী রহ. জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা কিতাবে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

পঞ্চম শর্ত : হিজাবের ওপর আতর বা সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। এ মর্মে বহু বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ‘যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকদের পাশ দিয়ে গেল এ উদ্দেশ্যে যে তারা তার সুগন্ধি পাক, তবে সে যিনাকারী-ব্যভিচারী’ (আলবানী:সহীহ আততারগীব)।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, ‘এক নারী সুগন্ধি ছড়িয়ে তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন : ‘হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কি মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছ? সে বলল, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন, ‘এর জন্যই কি সুগন্ধি মাখিয়েছ? সে বলল, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি ফিরে যাও এবং গোসল করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهَا صَلَاتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ ‘যদি কোনো নারী সুগন্ধি ছড়িয়ে ছড়িয়ে মসজিদের দিকে বের হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার নামায কবুল করবেন না, যদি না সে বাড়ি ফিরে এসে গোসল করে নেয়’ (আলবানী : সহীহু ইবনে খুযাইমাহ)।

ষষ্ঠম শর্ত : নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। আবু হুরাইয়া রাযি. বলেন : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ‘রাসূলুল্লাহ সালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই পুরুষের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে নারীর পোশাক পরে। আর ওই নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে’ (আহমদ ও আবূ দাউদ)।

অতঃপর পুরুষ যে ধরনের চাদর, লুঙ্গি, অথাব জামা-কাপড় পরিধান করে নারীও সে ধরনের জামা-কাপড় পরিধান করবে তা ইসলামে অনুমোদিত নয়। কেননা এরূপ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাতের আওতাভুক্ত হতে হবে।

সপ্তম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক কাফির নারীর পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। কেননা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। হোক তা তাদের ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অথবা ঈদ-পর্ব, পোশাক-আশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে। হাদীসে এসেছে : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো’ (আবূ দাউদ)। তাই পাশ্চাত্যের শোরুমগুলোতে কাফিরদের পরিধেয় যেসব পোশাক প্রদর্শিত হয় তা মুসলিম নারীদের জন্য ব্যবহার করা কখনো উচিত নয়।

অষ্টম শর্ত : খ্যাতি ও সুনামের পোশাক না হতে হবে। অর্থাৎ এমন পোশাক যা অন্যদের কাছে অপরিচিত এবং যার দ্বারা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জনই মূখ্য হয়ে থাকে। ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন’ (আহমদ ও আবূ দাউদ)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের স্ত্রী কন্যাদেরকে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী পোশাক পরতে অভ্যস্ত করা দরকার। বরং তাদেরকে এ মর্মে বাধ্য করা জরুরী। হাদীসে এসেছে : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক আর তোমাদের প্রত্যেককে তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে’ (বুখারী)। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে নিজকে ও নিজ পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** Ô†n Cgvb`viMY, †Zvgiv wbR‡`i‡K I †Zvgv‡`i cwievi-cwiRb‡K Av¸b n‡Z evPvI hvi Rvjvwb n‡e gvbl I cv_iÕ (miv AvZ-Zvnixg : 6)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! দৃষ্টিকে স্বাধীন করে দিতে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফিতনা বয়ে আনে। দৃষ্টিকে সংযত করলে তা উভয়কে নিরাপদ রাখে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** Ôgwgb ciæl‡`i ej, Zviv Zv‡`i `wó‡K mshZ ivL‡e Ges Zv‡`i j¾v¯'v‡bi wnd-vhZ Ki‡e| GUvB Zv‡`i Rb¨ AwaK cweÎ| wbðq Zviv hv K‡i †m m¤ú‡K Avjøvn mg¨K AewnZ| Avi gwgb bvix‡`i‡K ej, Zviv Zv‡`i `wó‡K mshZ ivL‡e Ges Zv‡`i j¾v¯'v‡bi wndvhZ Ki‡e| Avi hv mvaviYZ cKvk cvq Zv Qvov Zv‡`i †mŠ›`h Zviv cKvk Ki‡e bv| Zviv †hb Zv‡`i Iobv w`‡q e¶‡`k‡K AveZ K‡i iv‡L| Avi Zviv †hb Zv‡`i ¯vgx, wcZv, kïi, wbR‡`i †Q‡j, ¯vgxi †Q‡j, fvB, fvB Gi †Q‡j, †ev‡bi †Q‡j, Avcb bvixMY, Zv‡`i Wvb nvZ hvi gwjK n‡q‡Q, Aaxb¯ †hŠbKvgbvg³ ciæl A\_ev bvix‡`i †Mvcb A½ m¤ú‡K AÁ evjK Qvov Kv‡iv Kv‡Q wbR‡`i †mŠ›`h cKvk bv K‡i| Avi Zviv †hb wbR‡`i †Mvcb †mŠ›`h cKvk Kivi Rb¨ m‡Rv‡i c`PviYv bv K‡i| †n gwgbMY, †Zvgiv mK‡jB Avjøvni wbKU Zvlev Ki, hv‡Z †Zvgiv mdjKvg n‡Z cviÕ (miv Avb-bi : 30-31)।

আল্লাহ তা‘আলা এ দুই আয়াতে মুমিনদেরকে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যিনা-ব্যাভিচারের মতো জঘন্য অপকর্ম এবং তা থেকে সৃষ্ট নানামুখী ফিতনা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এ নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা দৃষ্টিকে স্বাধীনতা দেয়া হলে আত্মার ব্যাধি সৃষ্টি ও অপকর্ম সংঘটিত হয়। আর দৃষ্টি সংযত রাখলে তা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ** Ôgwgb ciæl‡`i ej, Zviv Zv‡`i `wó‡K mshZ ivL‡e Ges Zv‡`i j¾v¯'v‡bi wndvhZ Ki‡e| GUvB Zv‡`i Rb¨ AwaK cweÎÕ (সূরা আন-নূর : ৩)। অতঃপর দৃষ্টি সংযত রাখা ও লজ্জাস্থান হিফাযত করা দুনিয়া ও আখেরাতে মুমিনদের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করে। আর দৃষ্টির লাগাম ছেড়ে দেয়া, লজ্জাস্থানের লাগাম ছেড়ে দেয়া দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস ডেকে আনে। আল্লাহ তা‘আলা এও জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মানুষের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়, থাকতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে : **يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** ÔP¶mg‡ni wLqvbZ Ges AšÍimgn hv †Mvcb iv‡L wZwb Zv Rv‡bbÕ(miv Mv‡di : 19)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيه ÔAvi Zwg †h Ae¯’v‡ZB _vK bv †Kb Avi hv wKQ wZjvIqvZ Ki bv †Kb Avjøvni c¶ n‡Z KiAvb †_‡K Ges †Zvgiv †h AvgjB Ki bv †Kb, Avwg †Zvgv‡`i Ici mv¶x _wK, hLb †Zvgiv Zv‡Z wbgM nI| †Zvgvi ie †_‡K †Mvcb _v‡K bv hgx‡bi ev Avmgv‡bi AY cwigvY wKQB Ges Zv †_‡K †QvU ev eo, Z‡e (Gi me wKQB) i‡q‡Q m¯úó wKZv‡eÕ (miv BDbm : 61)।

তাই আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি। অপকর্মে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা দেখবেন, সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহ তা'আলা দেখবেন এই অনুভূতি সবার হৃদয়ে সদা জাগ্রত রাখি। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্ক থেকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মান্য করে চলি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمْ .

মুসলিম নারীর পর্দাহীনতা: প্রভাব ও প্রতিকার

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ :

সুপ্রিয় ভাইয়েরা! আজ মুসলিম নারীরা পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আর কারো কাছেই গোপন নয়। এ কারণেই অশ্লীলতা ও অপকর্মের দিকে ধাবিত করে, অশ্লীলতা ও অপকর্মের প্রতি হাতছানি দিয়ে ডাকে এমন সব উপায়-উপকরণ ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অশ্লীলতার সব উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর এ জাতীয় এক গর্হিত কাজ হলো পরপুরুষের সাথে কোনো নারীর একাকী হওয়া কিংবা মাহরাম ছাড়া পুরুষের সাথে সফর করা। হাদীসে এসেছে : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 'কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে তার মাহরাম ছাড়া একা হবে না এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফরও করবে না' (মুসলিম)।

হাদীসে আরো এসেছে : أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ 'সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কখনো কোনো নারীর সাথে একা না হয়, অন্যথায় শয়তান তাদের তৃতীয়জন হিসেবে থাকবে' (আহমদ)। হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ 'সাবধান! কোনো পুরুষ কোনো অকুমারী নারীর কাছে কখনোই রাতযাপন করবে যদি না সে তার স্বামী অথবা মাহরাম হয়' (মুসলিম)।

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ন্ত্রণ করুন। স্ত্রী-কন্যাদের পর্দাহীনতা, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো এবং কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন ইত্যাদি থেকে নিবৃত করুন। আর জেনে রাখবেন, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে দেখেও যদি আপনি তাদের ব্যাপারে চুপ থাকেন তবে আপনি কিন্তু তাদের গুনাহে শরীক হয়ে যাবেন। আল্লাহর অসন্তুষ্টি সাধারণ আযাবের উপযোগী হয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফ-াযত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 'আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফেতনা রেখে যাইনি' (বুখারী)। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন : كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'দুনিয়ার অনেক পোশাক পরিহিতাই পরকালে থাকবে বিবস্ত্র' (বুখারী)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সৌন্দর্যপ্রকাশক পাতলা কাপড় পরা, আঁটসাঁট কাপড় পরা, সংক্ষিপ্ত কাপড় পরা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠিন সতর্কবাণী ইতোপূর্বে শুনেছি। অর্থাৎ নারীদের যারা এ জাতীয় ঘৃণিত কাজ করে বেড়াবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। শাশ্বত সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি তারা জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত পাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

এ বিষয়ক আরেকটি বড় ফাসাদ হলো মুসলিম নারীদের কাফির নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা। সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা। বক্ষ অনাচ্ছাদিত রাখা। সাজগোজ করে সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়ানো। কাফির নারীদের মতো চুল বাঁধা। এমনকি কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে নিজকে আরো সুন্দরী করে পুরপুরুষের সামনে উপস্থাপন করা। যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদের দলভুক্ত হবে, হাদীসটি ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রিয় মুসল্লী ভাইয়েরা! আমাদের দেশে ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় নারী সম্প্রদায় নানাভাবে যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে, নারীর পর্দাহীনতাই এর পেছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে। আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তাদেরকে পর্দা করার তাওফীক দান করেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মা-বোনদেরকে হিফাযত করুন। আপনি আমাদের মা-বোন স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্দা করার তাওফীক দান করুন। পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা থেকে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। পাশ্চাত্যের অনুকরণ থেকে আমাদের মা-বোনদের হিফাযত করুন।

হে আল্লাহ! আমরা যারা পুরুষ রয়েছি, স্ত্রী-কন্যাসহ পরিবারের সকল নারী সদস্যকে পর্দায় রাখার তাওফীক দান করুন।

ইয়া রাব্বাল আলামীন! আপনি আমাদের সকল পাপ-গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদের দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করুন। জাহান্নাম থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মাদকদ্রব্য: তারুণ্য ধ্বংসে তার প্রভাব

LZevq hv _vK‡e

১. আকল ও বোধশক্তি আল্লাহর নেয়ামত। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় জরুরী

২. মাদকের ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে যুবকদের হুঁশিয়ার করা

৩. যুবক ও তরুণদের মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ، وَحِمَايَةً لَهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَأَحَلَّ لَهُ الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمْ عَلَيْهِ الْخَبَائِثَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmjøx fvB‡qiv! আল্লাহ তা‘আলা আদম সন্তানকে অসংখ্য মাখলুকের ওপর সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। যেমন তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন: **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا** ÔAvi Awg Av`g mšvb‡K m¤§wbZ K‡iwQ Ges Awg Zv‡`i‡K ¯‡j I mg‡` PjvP‡ji evnb `vb K‡iwQ Ges Zv‡`i‡K w`‡qwQ DËg wihK| Avi Awg hv mwó K‡iwQ Zv‡`i †_‡K A‡b‡Ki Ici Zv‡`i‡K A‡bK ghv`v w`‡qwQÕ (miv ebx BmivCj:70) ।

Avjøvn ZvÔAvjv gvbl‡K Ggb A‡bK ˆewk‡ó¨ ˆewkó¨gwÐZ K‡i‡Qb, hv wZwb Ab¨ †Kv‡bv gvLjK‡K K‡ibwb| wZwb gvbl‡K Ávb w`‡q‡Qb, †evakw³ w`‡q‡Qb| w`‡q‡Qb wPšv-wdwKi Kivi ¶gZv| Z‡e GK_v Ab¯xKvh †h, Avjøvn ZvÔAvjv gvbl‡K hZ ‰ewkó¨ I †bqvgZ w`‡q‡Qb Zb¥‡a¨ me‡P‡q eo †bqvgZ n‡jv, AvKj ev Áv‡bi †bqvgZ| †Kbbv Ávb n‡jv Ggb GK gnvgj¨evb e¯ hØviv gvbl fv‡jv Ges g‡›`i cv_K¨ Ki‡Z cv‡i| cv‡i DcKvix I ¶wZKi wRwb‡mi g‡a¨ e¨eavb Ki‡Z| ïa ZvB bq, Ávb‡K Kv‡R jwM‡q gvbl Zvi KvRKg‡K mk•Lj Ki‡Z cv‡i Ges Rxeb‡K †cŠ‡Q w`‡Z cv‡i DbwZi D”PwkL‡i|

যখন মানুষের জ্ঞান লোপ পায় তখন তার মধ্যে এবং অন্যান্য প্রাণী ও জড়পদার্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় সে যেমন তার নিজের কোনো উপকার করতে পারে না তেমনি সে অন্য কারো উপকার করতেও সক্ষম হয় না। সে বরং পরিবার ও সমাজের জন্য বিরাট এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব কারণে মানুষের আকল লোপ পায় তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মাদকদ্রব্য সেবন করা। যখন কোনো ব্যক্তি মদ পান কিংবা অন্যকোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে তখন সে জ্ঞান-বুদ্ধি শূন্য হয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ। তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে অন্যায় ও অপরাধ প্রবনতা। ফলে সে আল্লাহকে ভুলে যায়, নিজের ওপর যুলম করে, জীবনকে বরবাদ করে, ছেলে-মেয়েকে ইয়াতীম করে এবং স্ত্রীকে করে স্বামীহারা।

মাদকাসক্তির এই সর্বনাশা ব্যাধি আজ মুসলমানদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। মুসলমান যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য কাফির মুশরিকরা অত্যন্ত কৌশলে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে এ ব্যাধি। অথচ মুসলমানরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। তাদের খবরও নেই যে, শত্রুরা তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংসের কোন্ স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: **وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا** ÔAvi Zviv †Zvgv‡`i mv‡_ jovB Ki‡Z _vK‡e, hZ¶Y bv †Zvgv‡`i‡K †Zvgv‡`i `xb †_‡K wdwi‡q †`q, Zviv hw` cv‡i Õ (miv evKviv:217) ।

wcq fvB‡qiv! আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে স্বীয় অর্থ দিয়ে এমন জিনিস ক্রয় করে, যা তার জন্য ধ্বংস ও বরবাদী ডেকে আনে। আরো আশ্চর্য লাগে এজন্য যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার সামনেই অসংখ্য মানুষকে মাদকাসক্ত হয়ে ধ্বংস হতে দেখে; কিন্তু সে তা থেকে কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করে না; বরং স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে জ্ঞানহীনদের কাতারে শামিল হয়।

nvmvb emix in. e‡jb, hw` AvKj-eyw× µq‡hvM¨ †Kv‡bv wRwbm n‡Zv Zvn‡j †jvKRb Zvi gj¨ AwZgvÎvq ewo‡q w`Z|

fvB mKj! যে সকল খাদ্য ও পানীয় মানুষের আকল-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে, বিলুপ্ত করে, অথবা নিস্তেজ করে দেয় সে সকল খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ সকল প্রকার মাদক দ্রব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ô†n Cgvb`viMb! wbðq g`, Rqv, cwZgv cRvi †ew` I fvM¨ wbavi K Zximgn †Zv bvcvK, kqZv‡bi Kg| mZivs †Zvgiv Zv cwinvi Ki, hv‡Z †Zvgiv mdjKvg nIÕ (miv Avj gwq`v:90)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মদ বা শরাব নাজাসাতুল আইন তথা প্রকৃত নাপাক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে رِجْسٌ বলেছেন। আর আরবদের পরিভাষায় رِجْس ঐ নিকৃষ্ট ও খারাপ জিনিসকে বলে যার ব্যাপারে মনের মধ্যে ঘৃণা আসে।

সাহাবায়ে কিরাম মদ সংক্রান্ত আয়াত থেকে শুধু মদ হারাম হওয়ার বিষয়টিই অনুধাবন করেননি বরং তারা এটাও বুঝেছেন যে, মদ পান করা শিরক সমতুল্য গুনাহ। আর শিরক হলো, সবচে' বড় ও মারাত্মক গুনাহ ।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে পরস্পরে বলতে লাগলেন, মদ হারাম করা হয়েছে এবং তাকে শিরক সমতুল্য গোনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে (তাবারানী, সহীহ)।

আর একথা তারা এ কারণে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মদ সম্পর্কে বলেছেন:رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ÔbvcvK, kqZv‡bi KgÕ| Avi wkiK m¤ú‡K wZwb e‡j‡Qb: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ÔmZivs †Zvgiv gwZmg‡ni AcweÎZv †_‡K †e‡P _v‡KvÕ (miv Avj nR : 30)।

মদ পান হারাম হওয়া, তা থেকে বিরত থাকা এবং তার নানাবিধ অপকারিতা, খারাবি ও শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে অনেক বর্ণনা ও সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে, আবদুল্ল-াহ ইবনে ওয়া'লা রাযি. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে মদ বেচাকেনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বন্ধু ছিলেন ছাকীফ বা দাউস গোত্রের। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করে একপাত্র মদ হাদিয়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– হে অমুক! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন? এ সময় লোকটি তার গোলামকে বলল, 'যাও, এগুলো বিক্রি করে এসো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী করতে আদেশ করেছ? সে বলল, আমি তাকে এই মদ বিক্রি করার আদেশ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিনি মদ পান হারাম করেছেন তিনি তার বিক্রয়ও হারাম করেছেন। একথা শুনে লোকটি উপত্যকার নরম মাটিতে সমস্ত মদ ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন (মুসলিম)।

আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মেরাজের রাত্রে ইলইয়া নামক স্থানে আমার কাছে দু'টি পাত্র আনা হলো। পাত্র দু'টির একটিতে ছিল মদ এবং অপরটিতে দুধ। আমি উভয় পাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। অতঃপর আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরীল আ. বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে ফিতরতসুলভ কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত (বুখারী)।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلَ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلاَ يَمُوْتُ وَفِيْ مَثَانَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ حُرِّمَتْ بِهَا عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ‘কোনো ব্যক্তি মদ পান করলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। আর কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে মারা যায় যে, তার মূত্রথলিতে সামান্য পরিমাণ মদ ছিল তাহলে তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেওয়া হবে’ (তাবারানী, সহীহ)।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে আখেরাতে পবিত্র শরাব পান থেকে বঞ্চিত হবে। হাদীসে এসেছে : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِيْ الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِيْ الآخِرَةِ. ‘ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে মদ পান করবে অতঃপর সে তাওবা না করে মারা যাবে, আখেরাতে তাকে শরাব পান থেকে বঞ্চিত রাখা হবে’ (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির ওপর লানত করেছেন: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ ‘এক. নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য মদ প্রস্তুতকারী। দুই. নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য মদপ্রস্তুতের নির্দেশ প্রদানকারী। তিন. পানকারী। চার. বহনকারী। পাঁচ. যার জন্য বহন করা হয়। ছয়. পরিবেশনকারী। সাত. বিক্রেতা। আট. মদ বিক্রয়ের মূল্য ভক্ষণকারী। নয়. ক্রয়কারী। দশ. যার জন্য ক্রয় করা হয় (তিরমিযী, হাসান-সহীহ)।

নেশা বা মাদকদ্রব্য অল্প হোক বা বেশী হেক– হারাম। কেননা অল্পই বেশীর দিকে ধাবিত করে। যেমন জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে মাদকের বেশী মাত্রা নেশার সৃষ্টি হয়, তার অল্পও হারাম’ (আবু দাউদ)।

যেহেতু মাদকদ্রব্যের অল্প-অধিক সবই হারাম তাই হাশীশ ও এ জাতীয় অন্যান্য মাদক থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলো মানব দেহকে ধ্বংস করে এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তি মানুষের চোখে বিশ্বাসহীন ও ঘৃনিত হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তার দূরদর্শিতা হারিয়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, কোনো কারণ ছাড়াই সে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। তার চোখ দু’টো থাকে অশ্রুসিক্ত। যেন মৃত্যু তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যগুলোকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও সুন্দর লেবেলে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। মূলত এগুলো সবই শয়তানী কাজ। তাই জীবনে সফল হতে হলে আমাদের উচিত যে কোনো মূল্যে এ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

মাদকদ্রব্য: তারুণ্য ধ্বংসে তার প্রভাব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيْلُهُ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الأَمَانَةَ وَقَادَنَا إِلَى رِضْوَانِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjg fvB‡qiv! মাদক এমন এক নেশা, যে এ পথে একবার পা বাড়িয়েছে, সে সাধারণত ঐ পথ থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। হাঁটিহাঁটি পা পা করে সে এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। মৃত্যুর দিকে। এ যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া।

মাদকাসক্তি যদিও সাময়িক আনন্দ দেয়, কৃত্রিম শক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু এ সামান্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এতই বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোনো কিছুতেই সচরাচর এত ক্ষতি দেখা যায় না। যেমন–

agxq ¶wZ: মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ মহান উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক যে জিনিসটি তা হলো, মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি মানুষকে নামায , রোযা, অন্যান্য ইবাদত, সর্বোপরি আল্লাহ্র যিকর তথা স্মরণ থেকে দূরে রাখে। বরং তাকে উল্টো লিপ্ত করে সর্বপ্রকার পাপাচার ও অশ্লীলতায়। উদ্বুদ্ধ করে মারামারি, হানাহানি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন, পতিতাবৃত্তি ও মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মতো জঘন্যতম ও নিকৃষ্ট কাজে।

ইরশাদ হয়েছে: **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.** ÔkqZvb ïa g` I Rqv Øviv †Zvgv‡`i g‡a¨ kÎæZv I we‡Øl mÂvi Ki‡Z Pvq| Avi Pvq Avjøvni ¯§iY I mvjvZ †_‡K †Zvgv‡`i‡K evav w`‡Z| AZGe †Zvgiv wK weiZ n‡e bv?Õ (সূরা আল মায়েদা: ৯১)।

^`wnK ¶wZ: মাদকাসক্তি মানবদেহে অত্যন্ত মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে হজমশক্তি লোপ পায়। শিরা ও ধমনীর শক্তি ক্ষয় হয়। গলদেশ ও শ্বাসনালীর প্রচুর ক্ষতি হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যক্ষা, জণ্ডিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকাল বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কষ্টদায়ক মৃত্যুর দিকে ধীওে ধীরে অগ্রসর হয়।

স্বাস্থ্যের ওপর মাদক দ্রব্যের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। এগুলোর ব্যবহারে সুঠাম দেহ এবং লাবণ্যময় অবয়বও স্থায়ী থাকে না। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানুষ একেবারে অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। এমনকি এক সময় তা ছিনিয়ে নেয় সম্পূর্ণ অনুভূতি শক্তিও। তাই তো দেখা যায়, মাদকসেবীরা অনেক সময় মাতাল হয়ে আবোল তাবল বলতে থাকে। তারা নিজেরাও জানে না, তাদের মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে। এ কথাটিই কোনো এক কবি ব্যঙ্গ করে বলেছেন:

GK wQwj‡g †hgb †Zgb, `B wQwj‡g gRv
wZb wQwj‡g DwRi bwRi, Pvi wQwj‡g ivRv!

অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবনের সময় প্রথমে মনে একটু অস্বাভাবিক আনন্দবোধ জাগ্রত হয়। ফলে নিজেকে সে মন্ত্রী, এমপি এমনকি রাজা-বাদশাহও মনে করতে থাকে। এতে সে বেপরোয়া হয়ে যা মনে চায় তাই করতে থাকে। কিন্তু মনের এই আনন্দলোকে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাওয়ার পর দেহের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

যারা মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে তাদের স্মরণশক্তি দ্রুত হ্রাস পায় এবং এই হ্রাসের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তাদের সম্পূর্ণ স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে কোনো কাজে আর মনোযোগ থাকে না। চলাফেরা এলোমেলো হয়ে যায়। মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক বিভীষিকাময় কঠিন অবস্থা। দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। পাকস্থলিতেও দেখা দেয় নানারকম সমস্যা। নেশা বেশী হলে চোখে নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। কিছুক্ষণ পর নেশা ছুটে গেলে শরীরে শুরু হয় অস্থিরতা ও যন্ত্রণা। ফলে যন্ত্রণার তাড়নায় আরো মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সে পাগলপ্রায় হয়ে পড়ে। অনেক সময় এই নেশার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেককে অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি।

gvbwmK Kdj: মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের ওপর মাদকাসক্তির প্রতিক্রিয়া আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর। ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাতাল ও লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। কথাবার্তা বেশী বলে। এমনকি নিজের অজান্তে অনেক গোপন কথাও সে বলে ফেলে।

^bwZK I mvgwRK ¶wZ: মাদকাসক্তি শুধু মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপকেই উদ্বুদ্ধ করে না, বরং তা মানুষকে যাবতীয় মন্দ কাজের দিকেও ধাবিত করে। তা মানুষকে করে তোলে অস্থির ও উশৃঙ্খল। নরহত্যা, ব্যভিচার, ছিনতাই, রাহাজানী ইত্যাদি জঘন্যতম অপরাধের অধিকাংশই এই বিষধর মাদকাসক্তির পরিণাম।

A_‰bwZK ¶wZ: মাদকাসক্তি মানুষের অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিপুল ক্ষতি সাধন করে। নেশার তাড়নায় মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং পরিবার পরিজন থেকে শুরু করে সমাজের আরো দশজনের টাকাপয়সাও লুটেপুটে জাতীয় জীবনে অর্থনীতিকে পর্যদুস্ত করে তোলে। সৃষ্টি করে সর্বত্র অশান্তি। এমনিভাবে মাদকাসক্তি প্রাচুর্যের অধিকারীকেও নিঃস্ব ও ভিখারী করে দেয়। দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ এ পথে অপচয় হয়।

RvZxq Rxe‡b ¶wZ: মাদকাসক্ত জাতি পৃথিবীতে দারুণ বিপর্যয় ঘটায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়, তবে তার দ্বারা সে বিভাগের ধ্বংস অনিবার্য। যে জাতির যুবসমাজ মাদকাসক্ত তাদের আগামী প্রজন্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। মাদকাসক্ত পিতামাতার সন্তান বুদ্ধিহীন ও উশৃঙ্খল হয়।

cwZKvi: মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

cwiewiK KZe¨: প্রত্যেক পরিবার প্রধানের উচিত তারা যেন নিজদের সন্তানদেরকে মাদকদ্রব্যের ক্ষতি সম্পর্কে উত্তম প্রশিক্ষণ দান করেন। সেই সাথে সতর্ক থাকেন, যাতে তাদের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই এ কুঅভ্যাস গড়ে না ওঠে। অসৎ ও দুশ্চরিত্র ছেলেদের সাথে যেন তারা মিশতে না পারে সেদিকেও তাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্বোপরি সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মাদকাসক্তি সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

wk¶K mgv‡Ri `wqZ: মাদকাসক্তি রোধে শিক্ষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, নির্দেশনা-উপদেশ এবং অভ্যাসের একটি কার্যকরী প্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়ে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের মধ্যে এ বদভ্যাস গড়ে উঠার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং এ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিতে থাকেন, তাহলে আসা করা যায় ছাত্ররা এ পথে পা বাড়াবে না।

mgvR †bZv‡`i KZe¨: মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধকল্পে সমাজের নেতাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কোনো মহলার সর্দার বা সমাজনেতা যদি মাদকাসক্তির প্রসার রোধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, তাহলে সে মহলা বা সমাজে কখনো মাদকাসক্তির প্রসার ঘটতে পারে না।

AvBb c‡qvMKvix ms¯vi fwgKv: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা সরকারের। সরকারের প্রধান দায়িত্ব দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা এবং অপরাধপ্রবণতা দমন করতঃ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সরকার যদি মাদকের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেন এবং শক্তহাতে তা দমনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে দেশ মাদকমুক্ত হতে বেশি দিন সময় লাগবে না।

পরিশেষে বলতে চাই, যেহেতু নেশা করার মধ্যে কুফল ছাড়া কোনো সুফল নেই। নেশা মানেই সর্বনাশ। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে নির্মল-নিষ্কলুষ নেশামুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলি। সেজন্য ঐক্যবদ্ধভাবে মাদকদ্রব্যাদির ব্যবহার রোধ করে জাতীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মাদকের অ-নিষ্টতা থেকে হিফাযত করুন এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার তাওফীন দিন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য থেকে হিফাযত করুন। আমাদের পরিবার-পরিজনকে হিফাযত করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে হিফাযত করুন। পৃথিবীর সমগ্র মানুষকে হিফাযত করুন। মাদকের ছোবল থেকে আমাদের ছেলেসন্তানদেরকে হিফাযত করুন। আমাদের দেশ ও জাতিকে হিফাযত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমাদের সকলকে আপনি আপনার রেযামন্দীর পথে পরিচালিত করুন। আমাদের বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিন। দারিদ্র্য থেকে হিফাযত করুন। কুফর, শিরক ও বিদাআত থেকে সকল মুসলমানকে হিফাযত করুন। আমাদের সবাইকে আপনার নবীর সুন্নতের অনুসরন করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে সত্যিকার অর্থে ইসলামের ধারক ও বাহক বানান। আপনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমীন, আমীন, আমীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

নারীর ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা

LZevq hv _vK‡e

১. নারীর ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা

২. পূতপবিত্র থাকার ব্যাপারে নারীদেরকে দীক্ষিত করে তোলা

৩. নারীদেরকে পর্দায় রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দান

৪. নারীর ফেতনার মাধ্যগুলো বন্ধ করার জন্য দিকনির্দেশনা

c_g LZev

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالِةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা মানব জাতিকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা দুনিয়া এবং আখিরাতের পরিপূর্ণ কামিয়াবী ও সফলতা তাকওয়ার দ্বারাই অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا**

ÔAvjøvni Rb¨B i‡q‡Q Avmgvbmg‡n hv Av‡Q Ges hv Av‡Q hgx‡b| Avi †Zvgv‡`i c‡e hv‡`i‡K wKZve †`qv n‡q‡Q Zv‡`i‡K Ges †Zvgv‡`i‡K Awg wb‡`k w`‡qwQ †h, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki| Avi hw` Kdix Ki Zvn‡j Avmgvbmg‡n hv Av‡Q Ges hv Av‡Q hgx‡b me AvjøvniB| Avi Avjøvn Afvenxb, ckswmZÕ(miv wbmv, AvqvZÑ 131)।

মানুষকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এর মাধ্যমে তারা যাবতীয় ফিতনা থেকে বাঁচতে পারে।

তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়া হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যত কাজের আদেশ দিয়েছেন তা যাথার্থরূপে পালন করা। আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

আর এই আদেশ-নিষেধ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে পুরুষগণ যেহেতু নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, তাই তারাই নারীদেরকে তাকওয়াসম্পন্ন করার জন্য শরীয়তসম্মত পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** Ôci‡liv bvix‡`i ZËveavqK, G Kvi‡Y †h, Avjøvn G‡Ki Ici Ab¨‡K †kôZ w`‡q‡Qb Ges †h‡nZ Zviv wbR‡`i m¤ú` †_‡K e¨q K‡iÕ (miv wbmv: 34)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলামা শানকিতী রহ. বলেন, এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুরুষগণ নারীদের চেয়ে উত্তম। কারণ সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষগণ মর্যাদাবান ও পরিপূর্ণতার অধিকারী। পক্ষান্তরে নারীদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত অপূর্ণতা। আর এ অপূর্ণতা দূর করার জন্যই পুরুষরা তাদের জন্য নানা প্রকার অলঙ্কার ও সৌন্দর্যের উপকরণের ব্যবস্থা করে। পক্ষান্তরে পৌরুষত্বের সৌন্দর্যই পুরুষের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের সামনে এ বিষয়টি আজ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার যে, বর্তমানে মহিলাদের অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মহিলাদের মত নয়। তারা আজ অন্যান্য ধর্মের নারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। আমাদের আজকের মহিলারা সত্য দীন ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এমনই এক স্পষ্ট গোমরাহীর দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা তাদেরকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

বর্তমানে মহিলারা পুরুষদের সাথে মিলে-মিশে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় চাকরি বাকরি করছে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলে-মিশে পড়ালেখা করছে। বাজারে, রাস্তাঘাটে, গাড়িতে তারা পুরুষের সাথে মিশ্রিত হয়ে চলছে। অথচ ইসলামী শরীয়তে তা পরিস্কারভাবে হারাম ও নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.** ÔhLb wZwb gv`Bqv‡bi K‡ci av‡i †cŠQ‡jb, ZLb K‡ci Kv‡Q GK`j †jvK‡K †c‡jb Zviv Rš‡`i‡K cwb cvb Kiv‡bvi Kv‡R iZ| Ges Zv‡`i cð v‡Z `ÕRb ¯x‡jvK‡K †`L‡jb Zviv Zv‡`i Rš‡`i‡K AvMwj‡q ivL‡Q| wZwb ej‡jb, †Zvgv‡`i wK e¨vcvi? Zviv ejj, Avgiv Avgv‡`i Rš‡`i‡K cwb cvb Kiv‡Z cwi bv, †h chš ivLvjiv Zv‡`i Rš‡`i‡K wb‡q m‡i bv hvq| Avgv‡`i wcZv LeB e× | AZtci gmv Zv‡`i Rš‡`i‡K cwb cvb Kiv‡jb| AZtci wZwb Qvqvi w`‡K m‡i †M‡jb Ges ej‡jb, †n Avgvi cwZcvjK, Zwg Avgvi cwZ †h AbMn bwhj Ki‡e, Awg Zvi gLv‡c¶x| AZtci ewjKvØ‡qi GKRb j¾vRwoZ c`‡¶‡c Zvi Kv‡Q AvMgb Kij| ejj, Avgvi wcZv Avcbv‡K WvK‡Qb, hv‡Z Avcwb †h Avgv‡`i‡K cwb cvb Kwi‡q‡Qb, Zvi wewbg‡q ci¯vi c`vb K‡ib| AZtci hLb gmv Av. Zvi Kv‡Q †M‡jb Ges mKj NUbv eYbv Ki‡jb, ZLb wZwb (kAvBe Av.) ej‡jb, fq K‡iv bv, Zwg Rv‡jg m¤c`v‡qi Kej †_‡K i¶v †c‡qQÕ (miv Avj-Kvmvm: 23-25)।

m¤§wbZ gmjgvb fvB‡qiv! উপরে বর্ণিত বিষয়ে আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার। কেননা, এখানে দেখা যাচ্ছে, বালিকা দু'টি তাদের জন্তুদেরকে এজন্য পানি খাওয়াচ্ছে না যে, রাখালদের থাকা অবস্থায় সেখানে গেলে তাদের পর্দার বিধান লংঘিত হবে। এবার তাদের সাথে তুলনা করে আমাদের যুগের মহিলাদের অবস্থা একটু ভেবে দেখুন, তারা এখন অধঃপতনের কোন্ স্তরে অবস্থান করছে!

আমর ইবনে শুয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ : **'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামায পড়ার আদেশ দাও। অতঃপর তারা দশ বছর বয়সেও যদি নামায পড়তে অভ্যস্থ না হয় তবে তাদেরকে প্রহার করো। এবং এ বয়সে তাদের বিছানাও পৃথক করে দাও' (আবূ দাউদ, হাকেম)।**

হাদীসটি এ-কথার দলীল যে, ইসলাম নারী-পুরুষের সহাবস্থান হারাম ঘোষণা করেছে এবং ছোটবেলা থেকেই তাদের চরিত্রকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। তাই এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আমরা যারা দায়িত্বশীল তাদের যার যার অবস্থান থেকে এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা যাতে অনুসৃত হয় সে জন্য কাজ করে যেতে হবে ।

অনুরূপভাবে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে মহিলাদের দেহ প্রদর্শনও ইসলামী শরীয়তের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কেননা শরীয়ত মহিলাদেরকে পর্দা করতে বলেছে। চক্ষু অবনমিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا**

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . gwgb ciæl‡`i‡K ej, Zviv Zv‡`i `wó‡K mshZ ivL‡e Ges Zv‡`i j¾v¯'v‡bi wndvhZ Ki‡e| GUvB Zv‡`i Rb¨ AwaK cweÎ| wbðq Zviv hv K‡i †m m¤ú‡K Avjøvn mg¨K AewnZ| Avi gwgb bvix‡`i‡K ej, Zviv Zv‡`i `wó‡K mshZ ivL‡e Ges Zv‡`i j¾v¯'v‡bi wndvhZ Ki‡e| Avi hv mvaviYZ cKvk cvq Zv Qvov Zv‡`i †mŠ›`h Zviv cKvk Ki‡e bv| Zviv †hb Zv‡`i I obv w`‡q e¶‡`k‡K AveZ K‡i iv‡L| Avi Zviv †hb Zv‡`i ¯vgx, wcZv, kïi, wbR‡`i †Q‡j, ¯vgxi †Q‡j, fvB, fvB Gi †Q‡j, †ev‡bi †Q‡j, Avcb bvixMY, Zv‡`i Wvb nvZ hvi gwjK n‡q‡Q, Aaxb¯ †hŠbKvgbvg³ ciæl A_ev bvix‡`i †Mvcb A½ m¤ú‡K AÁ evjK Qvov Kv‡iv Kv‡Q wbR‡`i †mŠ›`h cKvk bv K‡i| Avi Zviv †hb wbR‡`i †Mvcb †mŠ›`h cKvk Kivi Rb¨ m‡Rv‡i c`PviYv bv K‡i| †n gwgbMY, †Zvgiv mK‡jB Avjøvni wbKU Zvlev Ki, hv‡Z †Zvgiv mdjKvg n‡Z cviÕ (miv Avb-bi: 30-31)।

উলামায়ে কেরাম বলেন, চোখ হলো অন্তরের জন্য বড় একটি দরজা স্বরূপ। এই চোখের দৃষ্টির কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্ক জন্ম নেয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি অবনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

লজ্জাস্থানের হিফাযতের অর্থ, যিনা থেকে বেঁচে থাকা; যেসব অঙ্গ ঢেকে রাখা জরুরি তা ঢেকে রাখা; যা কিছু মানুষকে অশীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে তা অবলম্বন করা।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا 'দুই প্রকার লোক জাহান্নামী হবে। আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। একপ্রকার হলো, যাদের হাতে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এসব চাবুক দ্বারা (অন্যায়ভাবে) লোকদেরকে প্রহার করতে থাকবে। আর আরেক প্রকার হলো ঐসব নারী যারা কাপড় পরিধান করার পরেও উলঙ্গ থাকবে, তারা (পুরুষদেরকে) তাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তারাও (পুরুষদের দিকে) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে দুলে পড়া উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; এমনকি তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে'(মুসলিম)।

Be‡b Ave`j evi in. e‡jb, G nv`x‡m Hme gwnjvi K_v ejv n‡q‡Q, hviv Ggb cvZjv I wgwn Kvco cwiavb K‡i hv Zv‡`i ‰`wnK †mŠ›`h‡K XvK‡Z m¶g nq bv| d‡j `k¨Z Zv‡`i‡K Kvco cwiavb K‡i‡Q e‡j g‡b n‡j I ev¯‡e Zviv Dj½B _v‡K| Zviv mZ¨ †_‡K wePz¨Z Ges Zv‡`i ¯vgx‡`i‡KI mZ¨ †_‡K wePz¨ZKvix| এর সাথে যোগ হবে বর্তমানযুগের সংক্ষিপ্ত-পোশাক পরিধানের প্রবনতা, যা নারীর সৌন্দর্যকে প্রকটভাবে উন্মুক্ত করে দেয়।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم :وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (سور الأحزاب:33)
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

নারীর ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً كَمَا أَمَرَ، وَأَشْكُرُهُ وَقَدْ تَأَذَّنَ بِالزِّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَوْ كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ وَكَفَرَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الْبَشَرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَمَعْشَرٍ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবো যে, আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল, ইমাম ও বুযুর্গদের স্ত্রীগণ কত বেশি পবিত্র, পর্দানশীন ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগত বান্দী ছিলেন। যেমন ইফকের ঘটনায় আছে যে– মা আয়েশা রাযি. মহাসম্মানিত সাহাবী হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাযি. এর সাথে একটি কথাও বলেননি। অনুরূপভাবে সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাযি.ও মা আয়েশা রাযি.-এর সাথে কোনো বাক্য বিনিময় করেননি। তবে এতটুকু যে, মা আয়েশা রাযি সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাযি-এর 'ইন্নালিলাহ' পাঠ করার শব্দ শুনতে পেয়েছেন। আর এরূপ নিঃশব্দ ও কথাবার্তাহীন অবস্থায় তাঁরা উভয়ে কাফেলার সাথে গিয়ে যুক্ত হন।

এমনিভাবে যখন পবিত্র কুরআনে পর্দার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো তখন সাথে সাথে মহিলা সাহ-াবীগণ পর্দা করতে শুরু করলেন। সফিয়্যা বিনতে শাইবা রাযি. উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ

.ôhLb G AvqvZ bvwhj n‡jv ôZviv †hb Zv‡`i wRjev‡ei wKQ Ask wbR‡`i Ici Swj‡q †`qô, ZLb Avbmvix gwnjvMY G fv‡e †cvkvK c‡i (Ni †_‡K) †ei n‡jb †h, Zv‡`i gv_vi Ici †hb GKSvK KvK †Q‡q Av‡Qô (Ave `vD`)|

আলাহু আকবার! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশকে তারা কত দ্রুত পালন করতেন।

উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আমাকে এক মহিলা সাহাবী বলেছেন : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِيْ وَأَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ 'আমি আঁচল লম্বা করি। আর আবর্জনাময় জায়গা দিয়ে হাঁটি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পরের জায়গা আঁচলকে পবিত্র করে দেয়'(মালিক, আহমদ ও তিরমিযী)।

অর্থাৎ আবর্জনাময় জায়গায় হাঁটার সময় আঁচলে যে নাপাকী অথবা আবর্জনা লাগে পরবর্তী ময়লাহীন জায়গায় হাঁটার ফলে তা দূর হয়ে যায় এবং আঁচল পবিত্র হয়ে যায়।

মহিলা সাহাবীর কথার অর্থ হলো, তিনি তাঁর পা ঢাকার জন্য ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করতেন, আরবের মহিলারা সাধারণত যেমন পরিধান করে থাকে। আর ঐ যুগে মোজা পরিধান করার কোনো রেওয়াজ ছিল না। তাই তারা পর্দা রক্ষার জন্য এভাবে ঝুলিয়ে কাপড় পরতেন। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন।

মোটকথা এভাবে মহিলা সাহাবীগণ যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চললেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ফিতনা থেকে হিফাযত করলেন এবং তাদেরকে দান করলেন মহা পুরস্কার।

gnZvivg fvB I eÜMY! আমাদের প্রত্যেকের জন্য জরুরী যে, আমরা যেন নিজ নিজ স্ত্রী-কন্যাদের দীনদারী ও আমল-আখলাকের প্রতি খেয়াল রাখি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর আমাদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়েছেন। যদি আমরা তা না করি তাহলে তারা বিপথগামী ও বদদীন হয়ে যাবে।

বস্তুত মহিলাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে অসম্পূর্ণ আকল ও অসম্পূর্ণ দীন দিয়ে। তাইতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সদাচরণের ওসীয়ত করছেন। তিনি বলেছেন : أَلَا وِ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ 'সাবধান! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঁকা হলো উপরের হাড়টি। অতএব যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে (সোজা তো করতে পারবেই না বরং) তা তুমি ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে সর্বদা তা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো'(বুখারী)।

উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে বিশেষ করে স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, স্ত্রীরা দুর্বল এবং স্বামীদের প্রতি তারা মুখাপেক্ষী। তাই স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে– তাদের ব্যাপারে তোমরা আমার ওসিয়ত কবুল করো এবং ওসীয়ত অনুযায়ী আমল করো। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।

হাদীসের মূল বক্তব্য হলো, স্বভাবগতভাবেই মহিলাদের মধ্যে বক্রতা থাকার কারণে তাদেরকে যেমন একেবারে ১০০ভাগ ঠিক করা যাবে না ঠিক তেমনি তাদের প্রতি অমনোযোগীও হওয়া যাবে না। কেননা তখন তারা মানবীরূপী শয়তানে পরিণত হবে। আজকের ব্যাভিচারী নারীরা তার বড় দলীল। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে দয়াময় পরম দয়ালু! আপনি আমাদের মহিলাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পর্দা করার তাওফীক দিন। তাদের এবং আমাদের সবাইকে মুত্তাকী, পরহেযগার বানিয়ে দিন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নারীদেরকে সংশোধন করে দিন। যারা বেপর্দায় চলে তাদেরকে হিদায়াত করুন। সকল প্রকার বেহায়াপনা থেকে আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! যারা দীনে মুহাম্মদীর সাহায্যকারী, আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যারা দীনে মুহাম্মদীকে অপমান ও অপদস্থ করতে চায়, তাদেরকে আপনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল রিযক অন্বেষণ করার তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বালা আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

হালাল রিযক উপার্জন এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা

LZevq hv _vK‡e

১. পবিত্র ও হালাল রিযক অন্বেষণের প্রতি আহ্বান জানানো

২. অন্যের হক আত্মসাৎ করার ব্যাপারে সতর্ক করণ

৩. হারাম বর্জন ও হালাল রিযক অন্বেষণের ফযীলত

c_g LZev

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাকে অঢেল নিয়ামতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। খাদ্য-পানীয়,আলো-বাতাস, জীবন জীবিকা সবই তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন সুচারুরূপে। তিনি আমাদেরকে এতোই দিয়েছেন যা গুণে কখনো শেষ করা যাবে না। এমনকি আমরা যদি তাঁর নেয়ামত-সামগ্রী গননা করতে যাই তাহলে শেষ তো করতে পারবই না বরং আমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বো। আর এসব নিয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ইসলামের নিয়ামত, হিদায়েতের নিয়ামত, সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখানোর নিয়ামত যা মানুষকে রেখে দেয় দুনিয়া ও আখিরাত - উভয় জগতের সুখ-সমৃদ্ধি ও অফুরান্ত কল্যাণের মধ্যখানে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে কে না চায় দুনিয়া-আখেরাতে উত্তম জীবন পেতে, দুনিয়া-আখিরাতে সৌভাগ্যবান হতে? কে না চায় আপদমুক্ত-নিষ্কন্টক জীবনযাপন করতে? আমাদের মধ্যে কেউ কি চায় অন্যের গলগ্রহ হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে? তাহলে আসুন এমন একটি বিষয় আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করি, যাতে রয়েছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ। আর তা হলো হালাল রিযক তালাশ করা।

প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা যা কিছু 'তাইয়িব' বা পবিত্র তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর যা কিছু অপবিত্র বা খাবায়েছ তা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। পবিত্র বলতে বুঝায় যা নিজে পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি হালাল পন্থায় উপার্জিত এবং যাতে শরীর অথবা আকল-বুদ্ধির জন্য নেই কোনো ক্ষতিকর দিক।

প্রিয় ভাইয়েরা! রিযক অন্বেষণ করা, জীবনধারণের উপকরণ সন্ধান করা, ইসলামী শরীয়তের একটি স্পষ্ট নির্দেশ। মানবাত্মাও প্রকৃতিগতভাবে রিযক অন্বেষণের পেছনে ছুটে চলে। আর আল্লাহ তা'আলা দিনকে করেছেন জীবিকা অর্জনের সময়কাল। তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করতে এবং তাঁর দেয়া রিযক ভোগ করতে। শুধু তাই নয়, বরং যারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দেয়া রিযকের সন্ধানে বিচরণ করে তাদেরকে তিনি বিজাতীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে নিয়োজিত মুজাহিদদের সাথে যুক্ত করে একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : **وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ** ÔAvi †KD †KD Avjøvni AbMÖn mÜv‡b cw_ex‡Z ågY Ki‡e, Avi †KD †KD Avjøvni c‡_ jovB Ki‡e| AZGe †Zvgiv KiAvb †_‡K hZUK mnR ZZUK coÕ (miv Avj-ghhwä¤§j:20)।

শরীয়তের দৃষ্টিতে রিযক অন্বেষণে শ্রম ব্যয়ের গুরুত্ব এখান থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যকে সর্বোত্তম খাদ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি। আর নিশ্চয় আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন'(বুখারী)।

প্রিয় ভাইয়েরা! হালাল রিযক উপার্জন করে মানুষের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বেঁচে থাকাই বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এমনকী উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন : مَا مِنْ مَوْضِعٍ يَأْتِيْنِي الْمَوْتُ فِيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَوْطِنٍ أَتَسَوَّقُ فِيْهِ لِأَهْلِيْ؛ أَبِيْعُ وَأَشْتَرِيْ ÔAvgvi gZ¨ Ggb RvqMvq Avmvi †P‡q AwaK wcq RvqMv Avi †bB †hLv‡b Awg Avgvi cwiev‡ii Rb¨ evRvi Kiv Z_v †Kbv- †ePvq iZ _vKeÕ|

লুকমান হাকীমের একটি প্রজ্ঞাময় উপদেশ এ রকম, 'হে বৎস, তুমি হালাল রিযক উপার্জন করে দারিদ্র্য থেকে ধনাঢ্যতা অর্জন করো। কেননা কোনো ব্যক্তির দরিদ্র হওয়ার অর্থই হল তিনটি বদগুণে জড়িয়ে যাওয়া- এক. দীন পালনে ক্ষীণতা। দুই. আকল-বুদ্ধির দুর্বলতা। তিন. পৌরুষত্বের বিদায়'।

প্রিয় ভাইয়েরা! নিশ্চয় পবিত্র উপার্জন ও নির্ভেজাল সম্পদ আহরণে নিহিত রয়েছে দীনদারী ত্রুটিমুক্ত হওয়া, মানসম্মানের সুরক্ষা, মন ও হৃদয়ের প্রফুলতা, চেহারার বিমর্ষহীনতা ও ইজ্জতের মাকাম অর্জনে ধন্য হওয়া।

তবে যে বিষয়টি আমাদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে তা হলো, আমারা যা উপার্জন করছি পবিত্র কি না, হালাল কি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা পবিত্র ও হালাল কেবল তাই ভক্ষণ করার। নির্দেশ দিয়েছেন। আর যা অপবিত্র ও হারাম তা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً نى بما تعملون عليم Ô†n ivmjMY, †Zvgiv cweÎ I fv‡jv e¯‘ †_‡K LvI Ges mrKg Ki| wbðq †Zvgiv hv Ki †m m¤ú‡K Awg mg¨K ÁvZÕ(সূরা আল মুমিনূন:৫১)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Ô†n gwgbMY, Avnvi Ki Awg †Zvgv‡`i‡K †h nvjvj wihK w`‡qwQ Zv †_‡K Ges Avjøvni Rb¨ †kvKi Ki, hw` †Zvgiv ZviB Bev`Z KiÕ(সূরা আল বাকারা:১৭২)।

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যসমূহের একটি হলো, যা কিছু পবিত্র তা হালাল বলে ঘোষণা দেয়া। আর যা কিছু অপবিত্র-খাবীছ তা হারাম বলে ঘোষণা দেয়া। ইরশাদ হয়েছে : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ÔGes Zv‡`i Rb¨ cweÎ e¯‘ nvjvj K‡i Avi AcweÎ e¯‘ nvivg K‡iÕ (সূরা আল আরাফ:১৫৭)।

উপর ন্তু যারা পবিত্র ও উত্তম কেবল তাদের জন্যই তো রয়েছে পরকালে জান্নাতের ঘোষণা। ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. †d‡ikZviv hv‡`i gZ¨ NUvq DËg Ae¯'vq, Zviv e‡j, Ô†Zvgv‡`i Ici mvjvg| Rvbv‡Z c‡ek Ki, †h Avgj †Zvgiv Ki‡Z Zvi Kvi‡YÕ (সূরা আন নাহল:৩২)।

প্রিয় ভাইয়েরা! পবিত্র ও হালাল রিযক অন্বেষণ-উপার্জন করা আদৌ কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। তা রবং এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিষয়। কেননা কাল কিয়ামতের ময়দানে বান্দাকে তার জায়গা থেকে সরতে দেয়া হবে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তার জীবিকা কোত্থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ 'বান্দার দু'পা তার জায়গা থেকে সরবে না যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে : (এক) তার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সে কিসে তা কাটিয়েছে; (দুই) তার যৌবন সম্পর্কে যে, সে তা কিসে জীর্ণ করেছে; (তিন) তার সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সে তা কোথা হতে অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; (চার) তার ইলম সম্পর্কে যে, সে তার ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছে' (তাবারানী, হাসান)।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা যে, সে তার জীবিকা কোত্থেকে কীভাবে উপার্জন করছে। সে যা উপার্জন করছে তা হালাল কি না, পবিত্র কি না তা অবশ্যই যাচাই করে দেখতে হবে, যাতে সে হালাল খেতে সক্ষম হয় এবং হালাল পথে ব্যয় করতে সক্ষম হয়।

আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর একটি ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একদা আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া শেষ হলে এটা কোথা থেকে এসেছে এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা

দিয়েছি। আর সে আমাকে এটা দিয়েছে। আর তাই আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন' (জাওয়ামিউল কালিম: হাদীস নং ১৪৩২)।

অন্য এক বর্ণনানুযায়ী। আবু বকর সিদ্দীক রাযি. তখন বললেন : لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلا مَعَ نَفْسِي لأَخْرَجْتُهَا Ôhw` Zv †ei Ki‡Z wM‡q Avgvi Rxeb w`‡Z n‡Zv Z‡e Awg ZvB KiZvgÕ(RvIqvwgDj Kvwjg: nv`xm bs 64) |

উমর রাযি. একবার কিছু দুধ পান করলেন। তিনি তা খুব ভালো মনে করলেন। যে লোকটি তাঁকে পান করতে দিয়েছিল তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দুধ তুমি কোথায় পেয়েছ? উত্তরে লোকটি বলল,'আমি যাকাতের উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেগুলো তখন পানির কাছে ছিল। অতঃপর আমি তাদের দুধ থেকে কিছু নিলাম'। এ কথা শুনে উমর রাযি. তাঁর হাত মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন'।

জনৈক নেককার ব্যক্তির স্ত্রী তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে অমুক! আমাদের রিযকের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা আমরা ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করতে পারব, কিন্তু জাহান্নামে ধৈর্যধারণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে'।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এই তো ছিল সালাফে সালিহীনদের অবস্থা। হারাম বা সন্দেহযুক্ত কোনো কিছু, এমনকি তাঁদের অজ্ঞাতসারে উদরে প্রবেশ করলেও তাঁরা তা বমি করে বের করে দিতেন। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থা তো এর ঠিক উল্টো। বর্তমান যুগে তো হারাম খাওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। কলাকৌশলে যে যত বেশি সম্পদ একত্রিত করতে পারে মানুষ তাকে তত বেশি চালাক ও বিচক্ষণ বলে। আর হালাল খেয়ে অল্পে তুষ্ট থাকা মানুষকে বর্তমান সমাজে বোকা বলে অভিহিত করা হয়। এমনকি বর্তমান যুগের স্ত্রীরাও তাদের পুরুষদেরকে হারাম সম্পদ দু হাতে লুটে নিতে উৎসাহ যোগায়, প্ররোচনা দেয়। বর্তমান যুগে হারাম খেয়ে কেউ বমি করা তো দূরে থাক, সবাই বরং তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ব্যক্তি ও সমাজের ওপর হারাম উপার্জনের প্রভাব খুবই মারাত্মক। হারাম উপার্জনের ফলে সকল প্রকার বরকত ছিনিয়ে নেয়া হয়। রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আর্থিক অনটন-সঙ্কট দেশে-সমাজে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসে । বেকারত্ব বেড়ে যায়। যুলম অন্যায়, প্রতিহিংসা ও রেশারেশির সয়লাব ঘটে।

প্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! যারা হারাম খায়, পরিবার-পরিজন ছেলে-সন্তানদের হারাম অর্থে লালন করে, তারা মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাদের উদাহরণ সাগরের পানি পানকারীর মতো। যতই সে পান করে ততোই তার তেষ্টায় আগুন ধরে। এরা অল্পে তুষ্ট হতে নারাজ আবার অধিক পেয়েও থেকে যায় অখুশি। এরা হারামকে মনে করে সুস্বাদু-সুখাদ্য। হারাম উপার্জনের জন্য এরা অবলম্বন করে চলে সকল বক্রপথ। সুদ, জুয়া, ছিনতাই, চুরি, মাপে কম দেয়া, পণ্যের দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখা, যাদু, ভেলকিবাজি, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ, মিথ্যা-কসম, ধোঁকাবাজিসহ হেন কাজ নেই যা এরা করে না। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে চমৎকারভাবে ভবিষ্দ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟. 'এমন এক সময় আসবে যখন ব্যক্তি কোত্থেকে নিচ্ছে- হালাল থেকে, না হারাম থেকে' তার গুরুত্ব দেবে না' (বুখারী)।

হে চাকরিজীবী ভাইয়েরা, হে ব্যবসায়ী ভাইয়েরা, হে ঠিকাদার ভাইয়েরা, হে মুসলিম ভাই ও পর্দার আড়লে থ াকা মা-বোনেরা! আসুন আমরা হারাম উপার্জন ও হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকি। সন্দেহযুক্ত সম্পদ থেকে ফিরে আসি। মানুষের হক যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিই। আমরা আমাদের যার যার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করি। অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, যে যেখানে আছি নিজ দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করি। বেতন-ভাতা হালাল করে নিই। ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করে চলি। পণ্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ করি। আসুন আমরা আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করার মতো ভয় করি। হালাল রিযক হলো পবিত্র রিযক। হালাল রিযক হৃদয়কে করে পুষ্পিত-আলোকিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করে সতেজ। হালাল রিযকের মাধ্যমে দুরুস্ত হয় মানুষের জীবন ও জগৎ। সুস্থ হয় মন ও শরীর। কবুল হয় বান্দার দু'আ।

ভাইয়েরা আমার! যুহদ বা দুনিয়াবিরাগ মুমিনের একটি বড় গুণ। আর সবচে’ বড় যুহদ হলো হারাম পরিত্যাগ করা। হারাম থেকে দূরে থাকা। যে ব্যক্তি হারাম খায়। হারাম লেনদেন করে। মানুষকে যুলম করে তার কোনো তাকওয়াও নেই, যুহদও নেই।

আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : مَنْ كَانَتْ يَعْنِي عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ، فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ ‘যদি কেউ তার ভাইয়ের ওপর যুলম করে থাকে, হোক তা মান-ইজ্জত অথবা সম্পদ বিষয়ক, সে যেন আজই তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যখন কোনো টাকা পয়সার লেনদেন হবে না। সেদিন যদি তার নেক আমল থেকে থাকে তবে যুলম পরিমাণ নেক আমল তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি নেক আমল না থাকে তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে’(আহমদ, সহীহ)।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

হালাল রিযক উপার্জন এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَظِيْمِ الْإِحْسَانِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَ الِامْتِنَانِ وَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

মুহতারাম হাযেরীন! দুনিয়ার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। একজন মুসলমানের প্রেরণা-উদ্দীপনা-উৎকণ্ঠার উৎস হবে দুনিয়া, তা কখনো মেনে নেয়া যায় না। বরং মুসলমানের উচিত দুনিয়াকে আখিরাতের ফসল ফলানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা। হাদীসে এসেছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ‘দীনারের পূজারী, দিরহামের পুজারী ও পোশাকের পূজারী ধ্বংস হোক! তাকে দেয়া হলে সে খুশি। আর না দিলে নারাজ। সে ধ্বংস হোক, অধঃপতিত হোক। সে কাঁটাবিদ্ধ হলে তা আর বের করা হয় না। শুভ সংবাদ ওই বান্দার জন্য, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরা অবস্থায় আছে, ধূলায়-ধুসর কেশ নিয়ে, ধূলোমলিন দুই পা নিয়ে। যদি সে প্রহরার দায়িত্বে থাকে তবে সে পাহারা দেয়। যদি সৈন্যবাহিনীর পশ্চদ্ভাগে থাকা তার দায়িত্ব হয়ে থাকে তবে সে পশ্চাদ্ভাগে থাকে। যদি সে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। যদি সে সুপারিশ করে, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না’(বুখারী)।

হাদীসে উলেখিত দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ লালসা মুক্ত হয়ে আল্লাহর পথে নিজকে নিবেদিত করে রাখে। দীন রক্ষার ক্ষেত্রে তাকে যখন যে দায়িত্ব দেয়া হয় যথার্থরূপে সে তার দায়িত্ব পালন করে। শত্রুর গতিবিধি দেখার জন্য যদি তাকে পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে সে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে নির্ঘুম রজনী যাপন করে। কখনো বলে না, এ কঠিন দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তাকে সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে থাকার দায়িত্ব দেয়া হয়, তবে সে তাই মেনে নেয়। বলে না, এখানে থাকলে আমার কোনো নাম-দাম হবে না। এ ব্যক্তির অর্থের প্রতি লোভ থাকে না। দুনিয়ার জৌলুস অর্জনের প্রতি লোভ থাকে না। নেতৃত্ব অর্জনের প্রতি লোভ থাকে না। সে নীরবে আল্লাহর পথে কাজ করে যায়। সচেতনভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে যায। ফলে মানুষের কাছে সে থেকে যায় অপরিচিত। তাই যদি সে কোনো নেতার দরবারে প্রবেশের অনুমতি চায়, তাকে গুরুত্বহীন মনে করে অনুমতি দেয়া হয় না। সে যদি কারো জন্য সুপারিশ করে তার সুপারিশ আদৌ কোনো গুরুত্ব পায় না। এ হলো সে ব্যক্তি যার কোনো দাবি আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যাখ্যান করেন না।

দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট থাকার একটি অশুভ পরিণতি হলো, হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করা। যা সামনে

পাওয়া যায়, কোনো রকম যাচাই-বাচাই না করেই তা লুফে নেয়া। আরেকটি অশুভ পরিণতি হলো, ঈমান ও কুফরের দোলাচলে দুলতে থাকা। দুনিয়ার মোহে পড়ে, মানুষ তার ঈমান বিকিয়ে দেয়। দুনিয়ার মোহাবিষ্ট অনেক ব্যক্তিই যদি মুমিন অবস্থায় সকালে উপনীত হয় তবে সন্ধ্যা বেলায় সে কাফের হয়ে যায়। কাফের অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকাল বেলায় সে মুমিন হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট ব্যক্তি আদর্শিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সে টাকা পয়সার অনুরক্ত দাসে পরিণত হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে বলেছেন। দুনিয়ায় অপরিচিত অথবা মুসাফিরের মতো থাকতে বলেছেন।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! রিযক যার ভাগ্যে যেটুকু লেখা আছে তা শেষ না করে কেউ এ ধরাধাম পরিত্যাগ করে যাবে না। তাই আসুন, আমরা যথার্তরূপে আল্লাহর তাকওয়া ধারণ করি। পবিত্র ও উত্তম পন্থায় রিযকের সন্ধান করি। জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذِ الْحَلالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ 'রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত শেষ রিযক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিযক সুন্দরভাবে তালাশ করো। আর হারাম থেকে বিরত হও' (ইবনে হাব্বান, সহীহ)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া ও ভয়ই সেই মহামূল্যবান চাবি যা বান্দার জন্য সকল রহমত ও বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। তাকওয়াই হলো অঢেল নিয়ামত-উপঢৌকন পাওয়ার পরীক্ষিত হাতিয়ার। ইরশাদ হয়েছে : **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** ÔAvi hw` Rbc`mg‡ni Awaevmxiv Cgvb AvbZ Ges ZvKIqv Aej¤b KiZ Zvn‡j Awg Aek¨B Avmgvb I hgxb †_‡K eiKZmgn Zv‡`i Ici L‡j w`Zvg; wKš' Zviv A¯xKvi Kij| AZtci Zviv hv ARb KiZ Zvi Kvi‡Y Awg Zv‡`i‡K cvKov I Kijvg Õ(miv Avj Avivd:96)।

তাকওয়া হলো সকল খায়ের-ভালাই-র প্রস্রবণ। সকল কল্যাণের আধার। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে বের হয়ে আসার পথ করে দেন। সকল সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভের উপায় বের করে দেন। তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযকের ব্যবস্থা করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। তাকওয়া অবলম্বন করে দুনিয়া তার জন্য কখনো সঙ্কীর্ণ হয় না। জীবন-জীবিকা, রিযক-দৌলত তার জন্য সঙ্কুচিত হয় না। ইরশাদ হয়েছে : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Ô†h Avjøvn‡K fq K‡i, wZwb Zvi Rb¨ DËi‡Yi c_ ˆZwi K‡i †`bÕ (miv ZvjvK : 2)।

হে আল্লাহর বান্দারা! বরকত ও রহমত হাসিলের আরেকটি কার্যকর মাধ্যম হলো দুআ-প্রার্থনা, আল্লাহর আশ্রয়ে নিজকে সঁপে দেয়া। কেননা তিনি ছাড়া মানুষের জন্য অন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাই যদি রিযকের সঙ্কট দেখা দেয়, রিযকের ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়, আপনার ধার-দেনা বেড়ে যায়, তবে আপনি আল্লাহর পানে ধাবিত হোন। আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়ুন। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়ে, আল্লাহ তাঁকে নিরাশ করেন না। তাই আসুন, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কেননা এমন কেউ নেই, যে তাঁর দরজায় নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হালাল রিযক অন্বেষণের তাওফীক দান করুন। হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে হালাল রিযক উপার্জনের তাওফীক দান করুন। হারাম থেকে আমাদের সবাইকে বাঁচান। হালাল রিযকের সকল দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের যথার্থরূপে তাকওয়া অবলম্বনের তাওফীক দিন এবং আমাদের আর্থিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ করে দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

LZevq hv _vK‡e

- ড ইসলামপূর্বযুগে নারীর অবস্থা কি ছিল তা তুলে ধরা
- ড নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা
- ড যেসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান তা বর্ণনা করা
- ড ইসলামে নারীকে সম্মানিত করার কিছু নিদর্শন

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِيْ إِلَى رِضْوَانِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয় হাযেরীন! আজকে আমার আলোচ্য বিষয় ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার। এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই আমি বলব, ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, আর কোনো ধর্ম-দর্শন তা দিতে পারেনি। পৃথিবীর সকল জাতি-ধর্ম, বিদ্যা-দর্শন নারীকে ছোট করেছে, নারীর মানহানী ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ, যা নারীকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছে।

মুসল্লিয়ানে কেরাম! একজন নারী, জীবনে তিনটি স্তর অতিক্রম করে। প্রথম স্তর হলো, শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হলো, যৌবনকাল। আর তৃতীয় স্তর হলো, বার্ধক্য। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, এই তিনটি স্তরের প্রতিটিতেই নারী পুরুষের আদর-যত্নে থাকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ।

প্রথমত তার বাল্যকাল কাটে মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা ও ভরাট যত্নে। মা-বাবার এই মমতাময় ছায়ার নীচে তার জীবন কাটে স্বর্গীয় নিরাপত্তায়। অতঃপর যৌবনে পদার্পন করার পর ‘স্বামী’ নামক এক কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ এসে কাঁধে তুলে নেয় তার সকল চাওয়া পাওয়ার দায়িত্ব। অতঃপর বার্ধক্যের দুয়ারে কদম ফেলতেই শত শ্রদ্ধা, মমতা ও হৃদ্যতার ডালি নিয়ে পদতলে উপস্থিত হয় আদরের ছেলে-মেয়েরা। ইসলাম নারীকে এভাবেই দেখেছে আদ্যোপান্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ÔAvi bvix‡`i i‡q‡Q wewa †gvZv‡eK AwaKvi| †hgb Av‡Q Zv‡`i (ciæl‡`i) AwaKvi| Avi ciæl‡`i i‡q‡Q Zv‡`i Ici ghv`vÕ (miv Avj evKviv : 228)।

দীনী দায়দায়িত্ব পালনের বহুক্ষেত্রে, হারাম বিষয় পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, পুন্য অর্জন ও শাস্তি ভোগের ক্ষেত্রে নারীকে করা হয়েছে পুরুষের সমান। ইরশাদ হয়েছে : **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** Ô†h gwgb Ae¯vq †bK Avgj Ki‡e, ciæl †nvK ev bvix, Awg Zv‡K cweÎ Rxeb `vb Kie Ges Zviv hv KiZ Zvi Zjbvq Aek¨B Awg Zv‡`i‡K DËg cwZ`vb †`eÕ (miv Avb-bvnj : 97)।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا** Ôwbðq gmwjg ciæl I bvix, gwgb ciæl I bvix, AbMZ ciæl I bvix, mZ¨ev`x ciæl I bvix, ˆahkxj ciæl I bvix, webqvebZ ciæl I bvix, `vbkxj ciæl I bvix, wmqvgcvjbKvix ciæl I bvix, wbR‡`i j¾v¯v‡bi wndvhZKvix ciæl I bvix, Avjøvn‡K AwaK ¯§iYKvix ciæl I bvix, Zv‡`i Rb¨ Avjøvn gvMwdivZ I gnvb cwZ`vb c¯Z †i‡L‡QbÕ (miv Avj Avnhve : 35)।

হ্যাঁ। ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে প্রকৃতিগত কারণেই। যেমন উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত সম্পদের হিসসা, সাক্ষ্য প্রদান, দিয়ত, পরিবারের অভিভাকত্ব, তালাক ইত্যাদি, যা সৃষ্টিগত কারণে ও পুরুষের কাঁধে অর্পিত দায়দায়িত্বের নিরিখে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে: **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** Ôciæliv bvix‡`i ZËveavqK, G Kvi‡Y †h, Avjøvn Zv‡`i G‡Ki Ici Ab¨‡K †kôZ¡ `‡q‡Qb Ges †h‡nZ Zviv wbR‡`i m¤ú` †_‡K e¨q K‡iÕ (miv Avb wbmv : 34)।

ইসলাম নারীকে স্বামী বেছে নেয়ার স্বাধীন অধিকার দিয়েছে। নারীর সম্মতি ব্যতীত কেউ তাকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। নারীর নারীত্বের ওপর আঘাত করার অধিকার কেউ রাখে না। নারীর ইজ্জত নিয়ে খেলা করার অধিকারও কারো নেই ।

ইসলামে নারীর মর্যাদার এও একটি দিক যে নারী যখন জীবনের প্রথম স্তরে অবস্থান করে এবং কন্যাসন্তান হিসেবে পিতার কাছে থাকে তখন তাদের যত্ন ও লালন পালনকে বেহেশতে প্রবেশের মাধ্যম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে : مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘তোমাদের কারও যদি তিনটি কন্যাসন্তান থাকে এবং তাদের ব্যাপারে সে ধৈর্য ধরে, তাদেরকে খাওয়ায়, পান করায় এবং তাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তবে এ কন্যাসন্তানরা তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে’ (নাসায়ী)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لأْوَائِهِنَّ، وَعَلَى ضَرَّائِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: وَاثْنَتَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَوَاحِدَةً؟ قَالَ: وَوَاحِدَةً ‘যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু’জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, ‘দু’জন হলেও’। লোকটি আবার প্রশ্ন করে বলল, ‘যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, ‘একজন হলেও (বাইহাকী: শুআবুল ঈমান, সহীহ)।

মূলত এভাবেই ইসলাম কন্যাদের প্রতি মা-বাবার দৃষ্টি, দরদ, আন্তরিকতা ও মমতা আকর্ষণ করেছে। উৎস-াহিত করেছে তাদের মাধ্যমে নিজদের পরকালকে ধনবান করে তুলতে।

এমনিভাবে নারী যখন জীবনের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হয় এবং বধূ হয়ে স্বামীর ঘরে যায় তখন তার সম্পর্কে ইসলাম বলেছে خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ‘তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে (সদাচারে) তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম’ (তিরমিযী, সহীহ)।

অর্থাৎ যে তার স্ত্রীর সাথে প্রাণপূর্ণ, প্রেমভরা কোমল আচরণে অভ্যস্ত, স্ত্রীর কোনো ভুল-ত্রুটি হলে রেগে আগুন হয়ে যায় না, বরং মমতার শীতল পরশ তাকে ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য করে এবং যে স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করে ও স্ত্রীর দীনদারীতে সহায়তা দেয় তাকে উত্তম স্বামী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তারপর নারী যখন জননী হন, তখন তার প্রতি সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিনরূপে। প্রিয়-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ‘মায়ের যত্ন নাও; কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে’(নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

তাই সন্তান মায়ের আনুগত্যে যতটা সচেষ্ট হবে, ততোটাই বেহেশতের নিকটবর্তী হবে। আর যতখানি অবাধ্য হবে, ঠিক ততখানিই বেহেশতের সুবাসিত প্রাঙ্গণ থেকে দূরে সরে পড়বে।

ইসলাম নারীকে এভাবেই করেছে মর্যাদার পাত্র। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার দাবিদার বিশ্ব নারীর নারীত্বের ওপর চালিয়েছে ভয়াবহ আগ্রাসন। ছিনিয়ে নিয়েছে নারীর ইজ্জত-আব্রু-সম্মান। নারীকে করেছে সস্তা পণ্যদ্রব্যে পরিণত। নারীর প্রতি আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসন জাহিলীযুগের বর্বরতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বহু বহু গুণে। শত শত পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির সামনে নারীকে ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে, যা দেখে আবু জেহেল আবু লাহাবের মাথাও লজ্জায় নুয়ে পড়বে। নারীর সৌন্দর্যকে পণ্য করে ব্যবসা করছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনেমা-নাটক নির্মাতা

প্রতিষ্ঠান। নারীর সৌন্দর্যকে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে। নানা ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপনে, টিভি অথবা পত্রিকার পাতায়। নারীর সৌন্দর্যকে বিক্রি করা হচ্ছে রিসপশনিস্টের ডেসকে। উড়ো জাহাজে বিমানবালা রূপে, অথবা হোটেল রেস্টুরেন্টে সেবিকা হিসেবে। পণ্য ও নারী বর্তমানে একাকার। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহকরা নারীর প্রতি এভাবেই চালিয়েছে সর্বাত্মক আক্রমণ। ছিনিয়ে নিয়েছে নারীর পবিত্র ও মর্যাদাময় সত্তা। পুরুষের অভিভাকত্বের শীতল ছায়া থেকে নারীকে বের করে ছেড়ে দিয়েছে খরতাপ রোদে ঘর্মাক্ত হতে। ঘরের সম্মানজনক দায়িত্ব, সন্তান লালন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার দায়িত্ব, পরিবার গড়ার দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে নারীকে ঠেলে দিয়েছে উন্মুক্ত মাঠে, পুরুষের মতোই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জনের বিক্ষুব্ধ ময়দানে, যেখানে নারীকে মিশতে হচ্ছে সৎ-অসৎ ও ফাসেক-ফুজ্জারদের সাথে। কখনো বা বিক্রি করতে হচ্ছে তার সম্ভ্রম চাকরি রক্ষার প্রয়োজনে। পুরুষ কর্মীদের হাতে শিকার হতে হচ্ছে নানা প্রকার হয়রানির।

আল্লাহ যা হালাল করেছেন আধুনিক সভ্যতার পতকাবাহীরা তা করে দিচ্ছে হারাম। একাধিক বিবাহ আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন যার মাধ্যমে, প্রায় সকল দেশেই পুরুষের তুলনায় অধিক সংখ্যায় থাকা, নারীরা পুরুষের অভিভাকত্ব পেয়ে যাপন করতে পারে সম্মানজনক ও নিরাপদ জীবন। আধুনিক সভ্যতা পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম করে বর্ধিত সংখ্যার নারীদের ছেড়ে দিচ্ছে ফেতনা-ফাসাদের পঙ্কিল গহ্বরে অথবা অসহনীয় একাকিত্বের নরকসম যন্ত্রনায়। অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনে কাজের সন্ধানে পুরুষের আশ্রয়হীন নারী কখনো কখনো বাধ্য হচ্ছে একাকি পাড়ি জমাতে ভিনদেশে। বাধ্য হচ্ছে মাহরামবিহীন সফর করতে, পরপুরুষদের মাঝে বসবাস করতে, নিজ ইজ্জত-আব্রুকে সদা হুমকির মুখে রেখে অন্নবস্ত্রের জোগান দিতে। আল্লাহর শত্রুরা, মানবতার শত্রুরা এভাবেই নারীকে করেছে বিপর্যস্ত। নারীত্বকে করেছে সর্বার্থে ধ্বংস।

এ চরম অন্যায়-আগ্রাসন সত্ত্বেও ওরা যখন নারীর অধিকার রক্ষক বলে নিজদের প্রচার করে তখন সত্যিই হাসি পায়। এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের উদ্রেক হয় যখন মুসলমানদের অনেককেই দেখা যায় পত্র-পত্রিকা অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অভিন্ন বোল প্রচার করতে। এ প্রকৃতির লোকদের প্রতিই ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে : كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ÔG fv‡eB, hviv Zv‡`i c‡e wQj Zviv Zv‡`i K_vi gZ K_v e‡j‡Q| Zv‡`i Ašimgn GKB iKg n‡q wM‡q‡QÕ (miv Avj evKviv : 118)।

প্রিয় হাযেরীন! আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, মেয়েরা বাড়ির ভেতর আবদ্ধ পরিবেশে অবস্থান করলে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। এ বিষয়ে মৌলিক কথা হলো, প্রথমেই প্রতিটি মুসলমানকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সমগ্র জাহানের মালিক, সুস্থতা-অসুস্থতারও তিনিই মালিক। সুতরাং আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করতে গিয়ে কেউ রোগ-ব্যাধির কবলে পড়বে এটা কেবল অবাস্তবই নয় অযৌক্তিকও বটে।

মুহতারাম শ্রোতামণ্ডলী! 'পর্দার বিধান নারী-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর>– এ ধরনের উক্তি সত্যের অপলাপ ও একশ ভাগ মিথ্যা বৈ কিছু নয়। কারণ আজ চৌদ্দশ বছর যাবত মুসলিম মা-বোনেরা পর্দার বিধান মেনে আসছেন। পর্দা যদি সত্যিই নারীদের জন্য স্বাস্থ্যহানীর কারণ হতো, তাহলে তো পর্দানশীন প্রতিটি নারীই থাকতো রুগ্ন, অসুস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত। তারা হতো দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম। কিন্তু বাস্তবতা কি তার উল্টো নয়? জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, পর্দানশীন মেয়েদের তুলনায় বেপর্দা নারীর স্বাস্থ্য অধিক দুর্বল। পর্দা যদি নারী স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতো, তবে তো পুরুষের তুলনায় নারী মৃত্যুর হার বেশি হতো। অথচ স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট কিন্তু সে কথা বলে না।

পর্দা যদি নারী স্বাস্থ্যের পরিপন্থি হতো, তাহলে পর্দানশীন মেয়েদের বাচ্চারা বেপর্দা নারীদের বাচ্চাদের চেয়ে বেশি সবল ও সুস্থ হতো না। অথচ স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে দেখা গেছে, বেপর্দা নারীর সন্তানের তুলনায় পর্দানশীন নারীর সন্তানই অধিক সুস্থ ও সবল থাকে।

আসল কথা হলো, পর্দার বিধান পালন নয়, পর্দার বিধান বর্জনই নারী স্বাস্থ্যের অবনতির মূল কারণ। এটা আমার নিজের কথা নয়, পাশ্চাত্য মনীষীরাই একথা স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন, পর্দা পরিহারের ফলে সহনশীলতা, বিচার-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। তাই পাশ্চাত্য নারীরা এশীয় নারীদের তুলনায় অধিক পরিমাণে

আত্মহত্যা করে থাকে।

বাস্তব সত্য হলো, 'পর্দার বিধান মেনে চলা এবং অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকা নারী স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি-কর'– এ উক্তির স্বপক্ষে আজ পর্যন্ত একটা যুক্তিও খোঁজে পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে পর্দার বিধান বর্জনে নারীর স্বাস্থ্যহানী ও চেহারার কোমলতা বিনষ্ট হয়, তা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

প্রিয় উপস্থিতি! কোনো নারী যদি আল্লাহ তা'আলা র আদেশ মান্য করে ঘরবাসিনী হয়ে যায় এবং ঘর-দোরের নিয়ন্ত্রণ ও কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব স্বীয় কাঁধে তুলে নেয়, তাহলে তাকে স্বাস্থ্যগত ব্যায়ামের জন্য পথে-প্রান্তরে ক্ষুধার্ত বন্য প্রাণীদের মতো ছুটে বেড়াতে হবে না। কারণ ব্যয়ামের লক্ষ্য হলো– ১. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হওয়া ২. দেহ ঘর্মাক্ত হওয়া ৩. দেহের পরতে পরতে কর্মক্লান্তি অনুভূত হওয়া। মূলত এ কয়টি কার্য হাসিলের জন্যই ব্যায়াম করা হয়। আর গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো নারী যদি ঘর-সংসারের কাজকর্ম নিজ হাতে আঞ্জাম দেয়, স্বামীর খেদমত ও স্বীয় সন্তানের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নিজেই শ্রম নিবেদন করে, ঘর-দোর নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট হয়, তাহলে একদিকে যেমন তার সন্তনেরা সুন্দর ও চমৎকার ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়ে ওঠে, তেমনি তার শরীর, স্বাস্থ্য, মন-চিন্তাও থাকে সবল ও পূতঃপবিত্র। মূলত আজকের এই আধুনিক পৃথিবীও সেই স্বাস্থ্যবতী, কর্মপ্রেমী ও সংসারপ্রিয় নারীদের দিকেই তাকিয়ে আছে– যাদের হাতে গড়া সুস্থ-সবল সন্তানেরা অশান্ত, যুদ্ধমুখর এই পতিত পৃথিবীকে শোনাবে নতুন স্বপ্নের কথা, কল্যাণের কথা।

মোট কথা, নারী যদি তার নির্ধারিত আপন ভুবনে এসে যায়, তবেই সে পাবে পূর্ণ নিরাপত্তা– যেখানে তার জীবন, সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব ও স্বপ্ন নিয়ে তাকে ভুগতে হবে না কোনো সংশয়ে। নিশ্চয়ই ঘরই নারীর ভুবন, নিরাপদ ইলাহী আশ্রয়।

স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির শিক্ষিত ভাইবোনদের জন্য আজ আমাদের দুঃখ হয়। কেননা তাদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে না জেনে, পাশ্চাত্যের প্ররোচনায় ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান যেমনঃ পর্দা, নারী অধিকার ইত্যাদি নিয়ে মিথ্যা সমালোচনা করে ভ্রান্ত পথে ধাবিত হচ্ছেন। আর তাদেরই সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে কিছু নারীও আজ শোগান দিচ্ছে– পর্দাপ্রথা মানবো না, বদ্ধ ঘরে থাকব না'। আমি ঐসব মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে চাই, হে নারী! কে তোমাকে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখেছে? পর্দার বিধান তো তোমার অমঙ্গল কিংবা ক্ষতির জন্য দেওয়া হয়নি, বরং এ বিধান তো দেওয়া হয়েছে তোমার ইজ্জত ও নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরেই। তদুপরি ইসলাম তো তোমাকে জরুরী প্রয়োজনে পর্দা বজায় রেখে ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া তো পুরুষরাও ঘর থেকে বের হতে চায় না। তবে তুমি কেন বিনা প্রয়োজনে হাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবে?

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمْ .

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

প্রিয় উপস্থিতি! আজ পশ্চিমারা মর্যাদা দানের নামে নারীকে কতটা মর্যাদাহীন করেছে তা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। বর্তমানে পশ্চিমা জগতে নারীর সতীত্ব যত সস্তা, অন্য কোনো জিনিস মনে হয় তত সস্তা নয়। আপনারা যদি কখনো ইউরোপ-আমেরিকা সফর করে থাকেন তবে দেখবেন, নারী অধিকারের নামে সেখানকার মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে সমাজের যত ছোট ও নিকৃষ্ট মানের কাজ আছে তার সবই তাদের দ্বারা করানো হচ্ছে। হোটেলে পর্যটকদের রুম ঝাড়ু দেয়া, বিছানার চাদর বদলানো– সব দায়িত্বই মহিলাদের কাঁধে ন্যস্ত। মোটকথা, পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তারা করে না।

আমার ভাবতে কষ্ট হয়, কোনো নারী যদি তার পরিবার-পরিজন আর ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তার এ সুন্দর জীবনকে বলা হয় আবদ্ধ জীবন। সেটাকে বলা হয় গোঁড়ামী আর সেকেলে কাজ। অথচ এই নারীই যখন অল্প কটি টাকার বিনিময়ে বিমানবালা হয়ে হাজারো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়ে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখন সেটা হয় আধুনিকতা আর স্বাধীনতা, তার এই জীবন হয় স্বাধীন জীবন। বাহ! কী চমৎকার দর্শন!

মনে প্রশ্ন জাগে, কোনো পুরুষের জন্য যদি তার কার্যক্ষেত্রটি বন্দীশালা না হয়, তাহলে কোনো নারীর জন্য তার সংসার নামক কর্মক্ষেত্রটি কোন্ যুক্তিতে বন্দীশালা হবে?

মুসলমান ভাইগণ! আজকাল অনেকেই নারী স্বাধীনতার বুলি আউড়িয়ে নারীদেরকেও পুরুষদের কাজে অংশীদার বানাতে চায়। তাদের এসব কথার জবাব দিয়েছেন, তাদেরই এমন কিছু নারী-সহকর্মী যারা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনকে সফলকাম করার জন্য ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আফসোস স্বাধীনতার সেই সোনার হরিণ তারা ধরতে পারেননি।

প্রিয় উপস্থিতি! আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় তখন, যখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো নামকরা পণ্ডিতের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়– 'পর্দা নারী শিক্ষার অন্তরায়, উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থি।'

এ ব্যাপারে আমার প্রথম কথা হলো– আসলে এ উক্তি একেবারেই অবাস্তব। এর কোনো মৌল ভিত্তি নেই। কেননা ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক বিদূষী মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে যাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কাছে অনেক পণ্ডিতকে হার মানতে হয়েছে। এসব মহিলা নিজেরাই কেবল শিক্ষিত ছিলেন না, বরং শত শত নরনারীকে তাঁরা বিদ্যা ও জ্ঞানের অমৃত পরিবেশন করে গেছেন। যেমন, আয়েশা রাযি. ফাতেমা রাযি. কারীমা বিনতে আহমাদ র. হযরত হাফসা বিনতে সিরীন র. প্রমুখ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই জ্ঞান-পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য তাদের কিন্তু পর্দা ছাড়তে হয়নি। পর্দার আড়ালে থাকা আমার মা ও বোনেরা! আপনারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরুন। কেননা এই দীনই আপনাদেরকে সম্মানিত করেছে। আপনার মাকামকে উঁচু করেছে। আপনার দীনদারী ও নেক-আমলের বিনিময়ে আপনার জন্য পবিত্র জীবন নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ '†h gwgb Ae¯vq †bK Avgj Ki‡e, ciæl †nvK ev bvix, Awg Zv‡K cwe Î Rxeb `vb Kie Ges Zv‡`i hv KiZ Zvi Zjbvq Aek¨B Awg Zv‡`i‡K DËg cwZ`vb †`e̊ (miv Avb-bvnj:97)।

হে সম্মানিতা নারী! ইসলাম আপনাকে মানবরূপী পশুদের অত্যাচারে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। ইসলামের পূর্বে নারীর যে অমর্যাদাকর অবস্থা ছিল তা স্মরণ করুন। বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্বে নারীর যে অধঃপতিত, ন্যাক্কারজনক অবস্থা তা স্মরণ করুন। আর জেনে রাখুন, পাশ্চাত্যের ধারায় নারী স্বাধীনতায় আদৌ কোনো কল্যাণ নেই, বরং তা নারীকে দেয় এক নারকীয় জীবন, অসহ্যকর জীবন, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই বয়ে আনে চরম অন্ধকার, মর্মন্তুদ আযাব।

আর মনে রাখবেন আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাঁর আনুগত্যকারী ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকারী নারীদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। খাদিজা রাযি. কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সালাম প্রেরণ করেছেন। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন : أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ 'জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। বললেন,'ইয়া রাসূলালাহ! এই তো খাদিজা এসেছে। তাঁর সাথে একটি পাত্র রয়েছে যাতে তরকারি, অথবা খাবার অথবা পানীয় রয়েছে। সে যখন আসবে আপনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাম বলবেন। আমার পক্ষ থেকেও সালাম বলবেন। আর তাঁকে বাঁশ দিয়ে তৈরি বেহেশতের একটি বাড়ির সুসংবাদ দিবেন যাতে কোনো হইহুলোড় নেই, নেই কোনো ক্লান্তি' (বুখারী)।

পরিশেষে বলতে চাই। একমাত্র ইসলামই নারীকে দিয়েছে যথাযথ মর্যাদা। নারীকে তুলে এনেছে অসম্মান ও অমর্যাদার গহ্বর থেকে। বসিয়েছে সম্মানের শিল্পিত আসনে। তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও যদি নারী তার সম্মান ও মর্যাদা তালাশ করে তবে তা হবে কেবল মরীচিকার পেছনে দৌড়ঝাঁপ, যা কেবল নারীর অসম্মান ও গ্লানীকেই বাড়িয়ে দেবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ على إِبْرَاهِيْمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيْمِ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নারীদেরকে হিফাযত করুন। নারীর প্রতি যারা আগ্রাসন চালাচ্ছে তাদেরকে আপনি প্রতিহত করুন। তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিন। নারী সম্প্রদায়কে আপনি সঠিক সম্মান ও মর্যাদা বুঝার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! নারীদের ইজ্জত-আব্রু হিফাযত করুন। সকল প্রকার হয়রানি থেকে তাদের রক্ষা করুন। ইসলামের শীতল ছায়ায় তারা যাতে পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে আপনি সে তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! স্ত্রী-কন্যা, মাতা-ভগ্নীর অধিকার আদায়ে আমরা যেন কোনো ত্রুটি না করি আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে আপনি আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

নসীহত ও আমানত

LZevq hv _vK‡e

১. দীন হলো নসীহত

২. নসীহতের ফযীলত ও তাৎপর্য

৩. আমানত: অর্থ ও ফযিলত

৪. নসীহত ও আমানত আদায়ে বিচ্যুতি থেকে সতর্ক করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ، وَأَبَانَ آيَاتِهِ لِيَعْرِفُوْهُ، وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ نُصَحَاءَ أُمَنَاءَ لِيَعْرِفَ النَّاسُ طَرِيْقَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

Avcbv‡i j‡q weeZ iwn‡Z
Av‡m bvB †Kn Aebx c‡i
mK‡ji Z‡i mK‡j Avgiv
c‡Z¨‡K Avgiv c‡ii Z‡i|

gnZvivg nv‡hixb! আজ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা রাখব। বিষয়টি এতই জরুরী যে, প্রতিটি মুসলমান নর-নারী তার প্রতি মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পূর্ণ দীন বলে অভিহিত করেছেন এবং সমস্ত নবী-রাসূল তার ওপর আমল করেছেন। বিষয়টি হলো, নসীহত বা কল্যাণকামিতা।

নসীহত কাকে বলে?– এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী রহ. ও অন্যান্যরা বলেন, ÔbmxnZ n‡jv, A‡b¨i fv‡jv PvIqv ev Kj¨vY Kvgbv KivÕ|

wcq gmwjøqvb! আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দীন হলো ইসলাম। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হলো-নসীহত। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন،الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قَالُوْا : لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ 'দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নসীহত কার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মহান আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য' (মুসলিম)।

সুতরাং যখন কোনো বান্দা হাদীসে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের জন্য পরিপূর্ণরূপে নসীহত বা কল্যাণ কামনা করবে তখন তার দীন পূর্ণ হবে। আর এতে যার যতটুকু কমতি থাকবে তার দীন ততটুকু কম থাকবে।

mwcq gmwjøqvb! আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ, যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে আন্তরিক হওয়া। এটা এভাবে করতে হবে যে, প্রতিটি মানুষ নিজকে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তা'আলার দাস বলে মনে করবে, তাঁর যে কোনো ফয়সালা মেনে নিবে, তিনি যা দিয়েছেন তা নিয়েই তুষ্ট থাকবে, তাঁর আদেশগুলো পালন করবে ও নিষেধগুলো বর্জন করবে এবং উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই উদ্দেশ্য ও মকসুদ বানাবে; কোনো অবস্থাতেই লৌকিকতা ও সুনাম-সুখ্যাতি কামনা করবে

না।

আল্লাহর কিতাবের জন্য নসীহতের অর্থ

আল্লাহর কিতাবের জন্য নসীহতের অর্থ হলো, তা তিলাওয়াত করা, তাতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা, তার বিষয়সমূহের সত্যায়ন করা, ভ্রান্ত মতালম্বীদের রদবদল ও মুলহিদদের অপব্যাখ্যা থেকে তাকে রক্ষা করা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে, এটা মহান রাব্বুল আলামীন, আল্লাহ তা'আলা র কালাম, যা ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ

আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো, তাঁকে মনেপ্রাণে মহব্বত করা, জাহেরী বাতেনী উভয় দিক দিয়ে তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর বক্তব্য ও হেদায়েতকে অন্যসব বক্তব্য ও হেদায়েতের ওপর প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি।

মুসলমানদের ইমামের জন্য নসীহতের অর্থ

মুসলমানদের ইমাম বা শাসকগোষ্ঠির জন্য নসীহতের অর্থ হলো, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে ঐসব বিষয়ে সুপরামর্শ দেয়া যেসব বিষয়ে উম্মতের দীন ও দুনিয়ার ফায়দা নিহিত আছে এবং সেই সুপরামর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা শোনা ও মানা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, তারা আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি। কেননা এর বিপরীত করা তাদের নির্দেশাবলীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন এবং সীমাহীন বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বৈ কিছু নয়।

সমস্ত মুসলমানের জন্য নসীহতের অর্থ

সমস্ত মুসলমানের জন্য নসীহতের অর্থ হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় তা তাদের জন্য পছন্দ করা, তাদের জন্য কল্যাণের যাবতীয় দরজা খুলে দেয়া, কল্যাণের প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, মন্দ ও অকল্যাণের যাবতীয় পথ বন্ধ করা এবং তা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা। পরস্পরে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বিনিময় করা, তাদের সৌন্দর্য ও গুণসমূহের প্রচার করা এবং দোষসমূহ গোপন রাখা। যালেম-মাযলুম– উভয়কে সাহায্য করা। তা এভাবে যে, যালেমকে তার যুলম থেকে বিরত রাখা এবং মযলুমকে যুলম থেকে রক্ষা করা।

যখন কোনো সমাজ উল্লিখিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সেখানে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে এবং সমাজের লোকজন স্বাচ্ছন্দময় ও প্রশংসনীয় জীবনযাপন করবে।

†n Avjøvni ev›`vMY! পূর্বের আলোচনা দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, নসীহত বা কল্যাণকামিতা গোটা দীনকে শামিল করে। শামিল করে দীনের ছোট-বড় সকল শাখা-প্রশাখাসহ আল্লাহ ও তার বান্দাদের যাবতীয় হক বা অধিকারসমূহকে।

সুতরাং যেখানে আল্লাহর হক পদদলিত করে হারামকর্ম সম্পাদন করার দুঃসাহস দেখানো হয়, সেখানে কি আল্লাহর জন্য নসীহত থাকে?

এমনিভাবে যেখানে আমানতের খেয়ানত করা হয় এবং লেনদেনে ধোঁকা দেওয়া হয় সেখানে কি নসীহত থাকে?

অনুরূপভাবে যেখানে মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার কামনা করা হয় এবং যেখানে তাদের দোষক্রটি ও পদস্খলন খুঁজে বেড়ানো হয় সেখানে কি নসীহত থাকে? বস্তুত যাদের মধ্যে এগুলো বিদ্যমান তারা নসীহত বা কল্যাণকামিতার গুণ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

কল্যাণকামীদের জন্য সুসংবাদ! আর ধোঁকাবাজদের জন্য আফসোস!! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে নসীহতের গুণে গুনান্বিত করুন এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

কল্যাণকামী ব্যক্তিকে কল্যাণ কামনার সময় যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে

১. নসীহত যার জন্যই হোক না কেন, তাতে কোনো রিয়া বা লৌকিকতা থাকবে না। থাকবে না কোনো সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের কামনা-বাসনা; বরং নসীহত বা কল্যাণকামনা হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। অন্যকোনো উদ্দেশ্যে নয়। কেননা যেসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ÔZv‡`i‡K †Kej G wb‡`kB †`Iqv n‡q‡Q †h, Zviv LvwU g‡b GKwbôfv‡e Avjøvni Bev`Z Ki‡eÕ (miv ewq¨bvn: 5)।

২. নসীহত হতে হবে ইলমনির্ভর। অর্থাৎ যে বিষয়ের নসীহত করা হচ্ছে, সে বিষয়ে নসীহতকারীর স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. নসীহতকারীকে অবশ্যই আমানতদার ও বিশ্বস্ত হতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হূদ আলাই-হিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ÔAwg †Zvgv‡`i wbKU Avgvi i‡ei cqMvg †cŠ‡Q †`B| Avi Awg †Zvgv‡`i Rb¨ GKRb wek¯Kj¨vYKvgxI e‡UÕ (miv Avj Avivd:68)।

৪. শাসক-শাসিত সবার জন্য নসীহত হবে গোপনে। তবে নসীহত বা কল্যাণকামনার বিষয়টি যদি এমন হয় যে, গোপনে তা সম্পাদন করা সম্ভব নয় তখন তা প্রকাশ্যে করাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে বিষয়টি যদি ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের বিরোধিতা প্রতিহত করার জন্য হয় তবে তো সেই নসীহত অবশ্যই প্রকাশ্যে করতে হবে।

৫. যার কল্যাণ কামনা করা হয় তার থেকে কল্যাণাকামীকে বেশী জ্ঞানী, মর্যাদায় বড় এবং ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া জরুরী নয়।

ইমাম আহমদ ইবনে ইসহাক বলেন, 'স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি যদি অধিকজ্ঞানী ব্যক্তিকে অন্যায় কর্মে বাধা দিতে না পারত, তাহলে আমর বিল মারুফ বা সৎকাজের আদেশ করার বিষয়টি বন্ধ হয়ে যেত এবং আমরা বনী ইসরাঈলের মতো হয়ে যেতাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ÔZviv ci¯úi‡K g›` Kv‡R wb‡la KiZ bv, hv Zviv KiZÕ (miv gwq`v: 79)।

মোটকথা, কম সম্মানী ব্যক্তি অধিক সম্মানী ব্যক্তিকে এবং পাপাচারী ব্যক্তি নেককার ব্যক্তিকেও নসীহত করতে পারবে। পারবে তাকে অন্যায় ও গর্হিত কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে এবং এসব বিষয়ে তাকে সতর্ক করতে। তবে এক্ষেত্রে তাদের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তাদের মর্যাদায় কোনো আঘাত না লাগে।

GKevi nvmvb emix in. GK †jvK‡K †`L‡jb †h, †m GK e¨w³i Rvbvhv c‡o wdi‡Q| nvmvb emix in. Zv‡K wR‡Ám Ki‡jb, †Zvgvi wK Gi/c g‡b nq †h, †jvKwU hw` cbivq `wbqvq wd‡i Avm‡Z cviZ Z‡e wK †m †bK Avgj KiZ?

†jvKwU Rev‡e ejj, n¨v| ZLb nvmvb emix in. ej‡jb, †m †Zv Avi wd‡i Avm‡Z cvi‡e bv Ges †bKAvgjI Ki‡Z cvi‡e bv; wKš Zwg †Zv RxweZ AvQ| ZvB Zwg Zvi ¯‡j †cŠQvi Av‡MB †bK Avgj K‡i bvI|

আমরা যদি খুলাফায়ে রাশেদীন এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব যে, তাদের কোনো দোষ কেউ ধরিয়ে দিলে তারা তাতে বেশ খুশি হতেন এবং কল্যাণকামী ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। এটাকে তারা মোটেই খারাপ মনে করতেন না।

Ave eKi iwh. e‡jb, †KD Avgv‡`i †`vI a‡i w`‡j Avgiv hw` Zv MnY bv Kwi Z‡e Avgv‡`i g‡a¨ †Kv‡bv Kj¨vY †bB| Avi †Zvgv‡`i g‡a¨I †Kv‡bv Kj¨vY †bB, hw` †Zvgiv

Avgv‡`i †`vI-Îæw U bv aiÓ|

Dgi iwh. e‡jb, †h e¨w³ Avgvi †Kv‡bv †`vl awi‡q w`j Avjøvn ZvÔAvjv Zvi Icic ing Kiæb|

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

নসীহত ও আমানত

wØZxq LZev

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

mwcq gmwjøqvb! আমানত একটি বিরাট দায়িত্ব ও ভারী বোঝা। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য তা হালকা করে দেন তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.** Ôwbðq Awg Avmgvbmgn, hgxb I ceZgvjvi cwZ G AvgvbZ †ck K‡iwQg AZtci Zviv Zv enb Ki‡Z A¯^xKvi K‡i‡Q Ges G‡Z fxZ n‡q‡Q| wbðq †m wQj AwZkq hvwjg, GKvšB AÁÓ (miv Avnhve: 72)।

আমানত কাকে বলে? আমানত হলো, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার হক ও ইবাদতসমূহ শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় আদায় করা এবং কোনো ধরনের ত্রুটি ও কম না করে মানুষের হকসমূহ আদায় করা।

gmwjg fvB I eÜMY! আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন আমানতকে তার নিজ নিজ হকদারের কাছে পৌঁছে দেই এবং লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করি। বস্তুত এ দুটি বিষয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলো ছাড়া আমানতের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

wcq gmwjøqvb! আমরা সবাই জানি যে, আমানত রক্ষা করার এই গুরুদায়িত্ব সবখানেই আছে। আছে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'সরকারপ্রধান বা আমীর তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদে দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পিতার সম্পদে দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' (বুখারী)।

wcq gmwjøqvb! আমানতের বিষয়টি কেবল অর্থ-সম্পদ আদায় ও অঙ্গীকার পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

আমানত হচ্ছে– তাওহীদের বৃক্ষ, ঈমানের ফল, হিজরতকারীদের জন্য ছায়া এবং মুসাফিরের জন্য পাথেয় স্বরূপ।

এটা মূল্যবান মোতি, স্বচ্ছ মণি এবং দক্ষ কারীগরের হাতে নির্ভেজাল খনি সদৃশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ

‘নিশ্চয় আমানত প্রথমে মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তারা তাকে কুরআন থেকে শিখেছে, তারপর শিখেছে হাদীস থেকে’ (বুখারী)

আমানত হলো, আল্লাহ তা‘আলার বিধি-বিধানকে মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ÔZviv Ggb hv‡`i‡K Avwg hgx‡b ¶gZv `vb Ki‡j Zviv mvjvZ Kv‡qg Ki‡e, hvKvZ †`‡e Ges mrKv‡Ri Av‡`k †`‡e I AmrKvR †_‡K wb‡la Ki‡e; Avi me Kv‡Ri cwiYvg Avjøvni B AwaKv‡iÕ (miv Avj-n¾: 41)।

নামায একটি আমানত। যখন কোনো ব্যক্তি নামায নষ্ট করে তখন সে নামায ছাড়া অন্যান্য আমলকে আরো বেশি নষ্ট করবে।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, একদা আমি দামেস্কে আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি অঝোরে কাঁদছেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, কেন কাঁদছেন?

জবাবে তিনি বললেন, এখানে আমি নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ঠিকঠাক মতো কাউকে করতে দেখিনি। আজ দেখছি তাও নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ লোকজন এখন নামায ও ঠিকমত আদায় করছে না (বুখারী)।

যাকাতও আমানত। আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করেন।

রোযা , হজ্ব, মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করা এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দীনের ওপর অটল থাকাও আমানত। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ, মুসলমানদের ধন-সম্পদ হিফাযত করা এবং অন্যের মান-সম্মান রক্ষা করাও আমানত। অধিকার সংরক্ষণের শক্তিও এক প্রকার আমানত। যেমন বাদশাহ ইউসুফ আলাইহি সালামকে বলেছিলেন: إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ Ôwbðq AvR Avcwb Avgv‡`i wbKU gh©v`vevb I Av¯vfvRb| †m ejj, Avgv‡K ivóªxq †KvlvMv‡ii `vwqZ¡ w`b, wbðq Avwg h_vh_ wndvhZKvix, mweÁÕ (miv BDmd: 54-55)।

নবী শুয়াইব আলাইহিস সালামের কন্যা মূসা আলাইহিস-সালাম সম্পর্কে বলেছিলেন: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ Ô†n Avgvi wcZv! Avcwb Zv‡K gRi wbh³ Kiæb| wbðq Avcwb hv‡`i‡K gRi wbh³ Ki‡eb Zv‡`i g‡a¨ †m DËg, †h kw³kvjx I wek¯Õ (miv Kvmvm: 26)।

প্রতিটি মানুষকে তার নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা, তাদের হক আদায়ে ত্রুটি না করা এবং সকলের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করাও আমানত। ইরশাদ হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Ô†n gywgbMY! †Zvgiv Avjøvni Rb¨ b¨v‡qi mv‡_ mv¶¨`vbKvix wn‡m‡e m`v ¯`Ðvqgvb nI| †Kv‡bv KI‡gi cwZ kÎæZv †hb †Zvgv‡`i‡K †Kv‡bvfv‡e c‡iwPZ bv K‡i †h, †Zvgiv Bbmvd Ki‡e bv| †Zvgiv Bbmvd Ki, Zv ZvKIqvi wbKUZiÕ (miv gvwq`v: 8)।

আল্লাহর একত্ববাদে সাক্ষ্য দেয়া, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং হক বা সত্য বিষয় বর্ণনা করাও আমানত।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করুন। একে অপরের কল্যাণ কামনা করুন। কেননা কল্যাণকামিতার নামই হলো দীন। যে জাতির মধ্যে পরস্পর কল্যাণ কামনার নিয়ম চালু নেই, সে জাতির কোনো উন্নতি ও কল্যাণ নেই। আমানতকে তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিন। মনে রাখবেন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

কেবল নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য মানুষের জন্ম নয়; বরং মানব জন্মের উদ্দেশ্য হলো, সে নিজের কল্যাণ চিন্তার পাশাপাশি অন্যের কল্যাণও মনেপ্রাণে কামনা করবে।

wcq gmwjøqvb! আজকের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা আজ থেকে কেবল নিজের কল্যাণ-চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো না; বরং আমার পরিবারের, আমার সমাজের, আমার দেশের এমনকি সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য সব কিছুই করব। আমরা এর জন্য জান দেব, মাল দেব, সময় দেব। নিজের জ্ঞান ও মেধা খরচ করে অবিরত চিন্তা করে যাব- কিভাবে তাদের মঙ্গল সাধনা করা যায়। কিভাবে তাদের মুখে হাসি ফুটানো যায়। কিভাবে তাদের দঃখ-দুর্দশা লাঘব করা যায়। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা এ কাজটি আনজাম দিয়ে যেতে পারি তাহলে পদে পদে আমরা আল্লাহর সাহায্য ও মদদ প্রাপ্ত হবো। এতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু ইহকালীন শান্তি, সুখ, সম্মান ও পরকালীন অফুরন্ত নেয়ামত তো আছেই।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الْوَجْهِ الْأَنْوَرِ، وَالْجَبِيْنِ الْأَزْهَرِ، وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি আমাদের শক্তি দিন, সাহস দিন, অন্যের মঙ্গলসাধন করার জন্য খাঁটি মনে পাক্কা এরাদা করার তাওফীক দিন।

হে দয়াময় রব! যারা দীনে মুহাম্মদীর সাহায্যকারী, আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যারা দীনে মুহাম্মদীকে অপমান ও অপদস্থ করতে চায়, তাদেরকে হিদায়েত করুন। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের ঈমান ও আমলকে হিফাযত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত করুন। আপনি আমাদের নামায , রোযাসহ ছোট বড় প্রতিটি আমল আপনার শান মোতাবেক কবুল করে নিন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

LZevq hv _vK‡e

১. আলাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন ও বিররুল ওয়ালিদাইনের নির্দেশ

২. পিতা-মাতা কাফের হলেও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা

৩. বিররুল ওয়ালিদাইন ও পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করার আকার-প্রকৃতি

৪. বিররুল ওয়ালিদাইনের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা

৫. পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সতর্ককরণ

c_g LZev

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশা'আল্লাহ। আর তা হলো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এমন এক হক যা আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অনেক জায়গায় নিজের হকের সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। এমন হক, যা সবার জন্য অবশ্য পালনীয়, যা পালন না করলে সফলতা আসে না। হ্যাঁ, এর নাম বিররুল ওয়ালিদাইন বা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।

আর নিঃসন্দেহে বান্দা ও তার রবের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধন হলো তাকওয়া এবং তাঁর বান্দাদের হক আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَاعْبُدُوا اللّٰه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** Ô†Zvgiv Bev`Z Ki Avjøvni,Zvi mv‡_ †Kv‡bv wKQ‡K kixK K‡iv bv| Avi mØ¨envi Ki gvZv-wcZvi mv‡_ (miv Avb-wbmv:36)।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার একটি আবশ্যিক বিষয়, যদিও তারা অমুসলিম হন

সুপ্রিয় হাযেরীন! পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। এমনকি যদি তারা অমুসলিম হন তবুও। তাদের মুসলিম হওয়ার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন জড়িত নয়। আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟، قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ 'একবার আমার মা আমার কাছে বেড়াতে এলেন। তিনি ছিলেন মুশরিক। আর তখন কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলালাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমার আতিথেয়তা পেতে আগ্রহী। তবে কি আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে তুমি সম্পর্ক রাখবে'(মুসলিম)।

মাতা-পিতার সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এখানেই শেষ নয়। বরং,তারা যদি আল্লাহর সাথে কুফরী করার নির্দেশও দেন এবং শিরক করতে বাধ্য করেন, তবু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার অব্যাহত রাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** ÔAvi Awg gvbl‡K Zvi gvZvwcZvi e¨vcv‡i (m`vPi‡Yi) wb‡`k w`‡qwQ| Zvi gv K‡ói ci Kó †fvM K‡i Zv‡K M‡f aviY K‡i| Avi Zvi `a Qvov‡bv nq `ÕeQ‡i; mZivs Avgvi I †Zvgvi wcZv-gvZvi ïKwiqv Av`vq Ki|

cZ¨veZb †Zv Avgvi Kv‡QB| Avi hw` Zviv †Zvgv‡K Avgvi mv‡_ wkK Ki‡Z †Rvi †Póv K‡i, †h wel‡q †Zvgvi †Kv‡bv Ávb †bB, ZLb Zv‡`i AvbMZ¨ Ki‡e bv Ges `wbqvq Zv‡`i mv‡_ emevm Ki‡e m™v‡e| Avi AbmiY Ki Zvi c_, †h Avgvi AwfgLx nq| Zvici Avgvi Kv‡QB †Zvgv‡`i cZ¨veZb| ZLb Avwg †Zvgv‡`i‡K Rwbv‡q †`e, hv †Zvgiv Ki‡Z(miv jKgvb:14-15)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে এটাই স্পষ্ট যে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব, আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা গোনাহে কবিরাহ।

শিরক করার প্রতি পিতা-মাতার নির্দেশের পরও যখন একজন অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তাহলে সৎ ও মুসলিম পিতা-মাতার অধিকার কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। নিশ্চয় তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি। আর তা যথাযথভাবে আদায় করাও কঠিন। যে তা আদায় করতে পেরেছে, সে আল্লাহর তাওফীক প্রাপ্ত। আর যে পারেনি, সে পুরোপুরি বঞ্চিত হলো।

জিহাদের চেয়েও পিতার-মাতার সেবার গুরুত্ব বেশি

মুহতারাম হাযেরীন! রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার অধিকারকে জিহাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. 'আমি রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'সময়মতো নামায আদায় করা'। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার'। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা'(বুখারী)।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 'এক ব্যক্তি রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে উত্তরে তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? লোকটি বলল, 'জ্বি'। তিনি বললেন, তাহলে তাদের মাঝেই জিহাদ করো'-অর্থাৎ,তাদের সেবায় শ্রম দাও' (বুখারী)।

আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে অপর এক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطِ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি' (তিরমিযী, সহীহ)।

মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাযি বলেনঃ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা আছে? লোকটি বলল, জ্বি আছে। তিনি বললেন, 'তাহলে তাকে সঙ্গ দাও। কেননা জান্নাত তার পদতলে'(নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে জীবিত পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ 'তার ধ্বংস হোক,তার ধ্বংস হোক, তার ধ্বংস হোক। বলা হলো, কার কথা বলছেন ইয়া রাসুলালাহ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোনো একজনকে বা উভয়কে বার্ধক্যে পেয়েছে, অথচ জান্নাতে যেতে পারল না' (মুসলিম)।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাদের সাথে সদ্ব্যবহারে রহমত পাওয়া যায়, বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঐ তিন ব্যক্তির কথা শুনে থাকবেন, যারা গুহায় আটকে পড়েছিলেন, বের হতে পারছিলেন না। তাদের একজন অপর দুজনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ভালো আমলগুলো স্মরণ করো, এবং গুেলোর অসিলায় দু'আ করো। আল্লাহ হয়ত এর মাধ্যমে বিপদ কাটিয়ে দেবেন।

তাদের একজন তখন এভাবে দু'আ করেছিলেন 'হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আবার ছোট ছোট শিশুও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ চরাতাম। যখন ফিরে আসতাম, তাদের দুধ খাওয়াতাম। প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে খাওয়াতাম। এরপর সন্তানদের। একদিন আমার পশুগুলোর চারণভূমি একটু দূরে পড়ে গেল। ফিরতে দেরি হলো। সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্যান্য দিনের মতো আমি তাদের জন্য দুধ নিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু মাথার কাছে এসে জাগাতে অপছন্দ করলাম। আবার তাদের আগে আমার বাচ্চাদের খাওয়াতেও অপছন্দ করলাম। ওদিকে আমার বাচ্চারা আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। এভাবে রাত শেষ হয়ে ফজর হলো। আপনি যদি জেনে থাকেন যে এ কাজটি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি, তাহলে আজ আমাদের বিপদ কাটিয়ে দিন। অপর দুই ব্যক্তিও অনুরূপ ভালো কাজের উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের বিপদ কাটিয়ে দিলেন। গুহার পাথর সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেলেন।

পিতা-মাতার নির্দেশ মানা, তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করা, মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করা সবই তাদের অধিকার

সুপ্রিয় হাযেরীন! পিতা-মাতার অন্যতম অধিকার হলো, তাদের নির্দেশ মেনে চলা, যতক্ষণ না তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশের বিরোধী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ÔGes `wbqvq Zv‡`i mv‡_ emevm Ki‡e m™v‡eÕ(miv jKgvb:15)।

অনুরূপভাবে তারা গরীব হলে তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ জোগাড় করে দেয়া, তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করা,তারা জীবিতাবস্থায় যাদের সাথে ওঠাবসা করতেন,তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ÔAvi †Zvgvi ie Av‡`k w`‡q‡Qb †h, †Zvgiv Zv‡K Qvov Ab¨ Kv‡iv Bev`Z Ki‡e bv Ges wcZv-gvZvi mv‡_ m`vPiY Ki‡e| Zv‡`i GKRb A_ev Df‡qB hw` †Zvgvi wbKU evaa‡K¨ BcbxZ nq, Z‡e Zv‡`i‡K ÔDdÕ e‡jv bv Ges Zv‡`i‡K agK w`I bv| Avi Zv‡`i mv‡_ m¤§vbbRbK K_v ejÕ(miv Avj Bmiv:23)।

ইবনে ওমর রাযি একবার মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার একটি গাধা ছিল, যাতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তার একটি পাগড়ি ছিল যা মাথায় বাঁধতেন। একবার তিনি ওই গাধায় ওপর সাওয়ার ছিলেন। পথিমধ্যে এক গ্রাম্য লোকের সাথে দেখা হলো। লোকটি বলল, তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি লোকটি তাঁর গাধা ও পাগড়ি দিয়ে দিলেন। তাকে গাধার পিঠে চড়তে বললেন। পাগড়িটা মাথায় বেঁধে নিতে বললেন। কেউ প্রশ্ন করল, আপনি এই গ্রাম্য লোককে আপনার গাধা দিয়ে দিলেন? যাতে আপনি ঘুরে বেড়াতেন? আবার আপনার মাথার পাগড়িও দিয়ে দিলেন? তিনি বললেন, আমি রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য অন্যতম ভালো কাজ হলো পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। আর ঐ লোকের পিতা ওমর রাযি. এর বন্ধু ছিলেন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ফযীলত

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা থেকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব উঠে এসেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটা জান্নাতে প্রবেশের কারণ এবং জিহাদ থেকেও এর গুরুত্ব বেশি। আউইস ইবনে আমের আল ক্বারনীর ঘটনা কি শুনেছেন? তিনি ঐ লোক যার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন। আল্লাহর কাছে তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথাও বলে গেছেন। তার সাথে দেখা করে দু'আ চাইতে বলেছেন, এবং দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাইতে বলেছেন। অথচ মায়ের সেবা ছাড়া তার

আর কোনো বিশেষত্ব ছিল না।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, উমর রাযি. ইয়েমেন থেকে কোনো দল আসলে জিজ্ঞাসা করতেন, আপনাদের মধ্যে কি আউইস বিন আমের আছেন? এমনি একদিন তিনি আউইস বিন আমেরের কাছে গেলেন। বললেন, আপনিই আউইস বিন আমের? তিনি বললেন,হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, মুরাদ এলাকার লোক আপনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, আপনার কুষ্ঠরোগ ছিল, অতঃপর সুস্থতা লাভ করেছেন, অবশ্য এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা বাকি, তাই না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, আপনার মা আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কাছে ইয়েমেনের মুরাদ (যা ক্বারন এলাকায় অবস্থিত) থেকে আগত দলের সাথে আউইস বিন আমের আসবে। তার কুষ্ঠরোগ ছিল, সুস্থ হয়েছে, কেবল এক দিরহাম পরিমাণ বাকি আছে। তার মা আছে, সে তার সেবা করে। সে আল্লাহর নামে কোনো কসম করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। তুমি যদি চাও যে সে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তবে তা করো। অতএব আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আউইস ক্বারনী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উমর রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, কুফায়। উমর রাযি. বললেন, আপনার ব্যাপারে কি কুফার গভর্নরকে লিখে পাঠাব? তিনি বললেন, আমি সাধারণ মানুষের মাঝে থাকতেই পছন্দ করি।

আসবাগ বিন যায়েদের বর্ণনায় আছে, আউইস তার মায়ের সেবার জন্য রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি।

পূর্বসূরীদের জীবনীতে পিতা-মাতার সদ্ব্যবহার

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের সালাফগণ যখন পিতা-মাতার হক ও তাদের সাথে সদাচারের বিষয়টি বুঝেছেন, তখন তাঁরা পূর্ণভাবে পিতা-মাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মুহাম্মদ বিন সিরীন র. এর নামতো আপনারা শুনেছেন। তিনি যখন তাঁর মাতার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন মনে হত তিনি অনুনয় করছেন। ইবনে আওফ বলেন, একবার এক লোক মুহাম্মদ বিন সিরীন এর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি তার মায়ের সাথে কথা বলছিলেন। লোকটি বলল, তিনি কি কোনো সমস্যায় পড়েছেন? তখন অন্যরা বললেন, না, এভাবেই তিনি তার মায়ের সাথে কথা বলেন।

হাইওয়াহ বিন শুরাইহ রহ.। তিনি একজন বড় মাপের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ইলম শেখার জন্য সব অঞ্চল থেকে মানুষ আসত। তিনি তাদেরকে শেখাতেন। এরই মধ্যে কখনো তার মা বলতেন, হাইয়াহ, ওঠো, মুরগীকে খাবার দাও। সাথে সাথে তিনি ক্লাস থেকে ওঠে যেতেন।

এই হচ্ছে আমাদের পূর্বসূরীদের কিছু অবস্থা। অথচ আজ আমাদের অবস্থান কোথায়? আমাদের তরুণ-তরুণীরা পিতা-মাতার সাথে কেমন আচরণ করছে? দেখা যায়, সামান্য এক বন্ধুকে খুশি করার জন্য পিতা-মাতাকে কাঁদাচ্ছে, তাদের কষ্ট দিচ্ছে ছোট-খাটো কারণে। তাদের সাথে রাগারাগি করছে।

তরুণ ও যুবক ভাইয়েরা, আসুন আমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করি। তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সময় চেষ্টা করি। দেখুন, আমাদের পিতা-মাতা আমাদের কাছে কী চান? তারা শুধু চান যে প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে থাকি, তাদের সহায়তা করি। বরং, আমাদের মায়েরা তো শুধু একটু মিষ্টি কথা চান, একটু আদর আর মায়া চান। এর বেশি কিছু চান না। এটুকুও কি আমরা দিতে পারি না?

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অনেক বড় গোনাহ

সুপ্রিয় মুসল্লী ভাইয়েরা! পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অনেক বড় গোনাহ। আল্লাহর সাথে শিরকের পরই এর অবস্থান। আবু বাকরা রাযি. বলেন : قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি তা বলব না? তিনি তিন বার বললেন। আমরা বললাম, হাঁ,অবশ্যই ইয়া রাসুলুলাহ,আমাদের বলুন। তিনি বললেন,আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া'(বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ 'তিন ব্যক্তির দিকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকাবেন না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য; (২) মদ পানকারী; (৩) দান করে খোঁটাদাতা' (নাসায়ী)।

Avi gvZv-wcZv‡K Kó †`qvi kw¯ cw_ex‡ZB Ziwš^Z nq| ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg e‡j‡Qb Ô`BwU †Mvbvn Qvov Avjøvn ZvÔAvjv Ab¨ †Kv‡bv †Mvbv‡ni kw¯ AwLiv‡Z †`qvi cvkvcwk cw_ex‡Z †`b bv| (1) `ivPvi; (2) AvZ¥xqZvi m¤úK wQbKiYÕ (gmbv` Avngv)|

পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়ার আকার-প্রকৃতি

প্রি ভাইয়েরা! পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়ার নানা প্রকৃতির হতে পারে। যেমন-

১. তাদের কথায় ভ্রু কুঁচকানো বা বিরক্তি প্রকাশ। আশ্চর্য হবেন যে, অন্যদের সাথে যে হেসে কথা বলে, সেও পিতা-মাতার সাথে কথা বলার সময় অনেক কষ্টে হাসি প্রকাশ করে।

২. তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা।

৩. তাদের ধমক দিয়ে কথা বন্ধ করে দেয়া

৪. তাদের ওপর কোনো মতামত চাপিয়ে দেয়া।

৫. আর এসব আচরণ তো সাধারণ জ্ঞানী-গুণীরাই অপছন্দ করেন। পিতা-মাতার সাথে তো আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় হবে।

৬. তাদের দিকে ক্ষিপ্তদৃষ্টিতে তাকানো, যেন তার এক সন্তানের দিকে শাসন করার উদ্দেশ্যে তাকাচ্ছে, বা শত্রুর দিকে তাকাচ্ছে।

৭. মুজাহিদ র.বলেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না।

৮. তাদের প্রয়োজন মেটাতে বিলম্ব করা।

৯. এত বিলম্ব করা যে পিতা-মাতা তা জানতে বিরক্তি বোধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** ÔZv‡`i‡K ÔDdÕ e‡jv bv Ges Zv‡`i‡K agK w`I bvÕ(miv Avj Bmiv:23)।

অতএব বন্ধুরা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহকে ভয় করুন।

অন্যকে পিতা-মাতার ওপর প্রাধান্য দেয়া তাদের কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! অন্যকে পিতা-মাতার ওপর প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তির ন্যায় দ্রুত আর কোনো শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দেন না।

একটি ঘটনা শুনুন। এক ব্যক্তি তার বৃদ্ধ বাবাকে উটের ওপর চড়িয়ে মরুভূমির মাঝে নিয়ে গেল। বাবা বললেন, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

ছেলে : আমি আপনাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে গেছি।

পিতা : তুমি কি করতে চাচ্ছ?

ছেলে : আমি আপনাকে যবেহ করতে চাচ্ছি। আপনাকে নিয়ে আমি বিরক্ত।

পিতা : যদি করতেই হয়, তাহলে ঐ পাথরের সামনে নিয়ে আমাকে যবেহ করো।

ছেলে : কেন বাবা?

পিতা : কারণ আমিও আমার পিতাকে ঐ পাথরের সামনে যবেহ করেছিলাম। তুমি ওখানে আমাকে যবেহ করো। কয় দিন পর তোমার সন্তানও তোমোকে ঐ জায়গায় যবেহ করবে।

সুপ্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! পিতা-মাতা সন্তানের জন্য বড় নেয়ামত। তাদের জীবিত পাওয়া সন্তানের জান্নাত লাভের হাতিয়ার। কাজেই এই হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে তাদের সাথে ভালো আচরণ করে জান্নাত অর্জন করাই হবে নেয়ামতের যথার্থ ব্যবহার। পক্ষান্তরে তাদের কষ্ট দেয়া আখিরাতের পাশাপাশি পার্থিব বিপদাপদেরও কারণ। তাই আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে সব সময় পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের তাওফীক দান করেন। আমীন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে বিররুল ওয়ালিদাইনের দাবি পূরণের তাওফীক দান করুন। পিতা-মাতার সেবা করে আপনার রেযামন্দী অর্জনের তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আমদের অনেকেরই পিতা-মাতা আজ কবরবাসী। জানিনা আজ তারা কি হালতে আছেন। হে আল্লাহ আপনি তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাওস নসীব করুন। তাদের সকর ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঠিক রাখা

LZevq hv _vK‡e

১. আত্মীয়তা-বন্ধন বজায় রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দান

২. আত্মীয়তা-বন্ধন বজায় রাখার ফযীলত

৩. আত্মীয়তা বন্ধন কর্তন থেকে হুঁশিয়ার করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الْمُعِزِّ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ رِضَاهُ، أَوْجَبَ صِلَةَ الْقُرْبَى وَأَعْظَمَ فِيْ ذَلِكَ الثَّوَابَ وَالْأَجْرَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

gmwjøqv‡b wKivg! আজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটি এমন এক বিষয়, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রিযিক বাড়িয়ে দেন, হায়াত দারাজ করেন, এবং ধন-সম্পদে বরকত দান করেন। হ্যাঁ, সেটি হলো আত্মীয়তা-সম্পর্ক। আত্মীয়তা-সম্পর্ক বলতে বুঝানো হয়, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে এবং এসবের ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আত্মীয়।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা জরুরী, তা ছিন্ন করা হারাম- একথা স্পষ্টভাবে আল কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। যারা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেয়, বিপদাপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসায় আল কুরআনে ইরশাদ করেন: **وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ** رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ÔAvi Avjøvn †h m¤úK AUU ivLvi wb‡`k w`‡q‡Qb, hviv Zv AUU iv‡L Ges Zv‡`i ie‡K fq K‡i, Avi g› wnmv‡ei Avk¼v K‡iÕ (miv Avi - ivÕ` : 21)।

পক্ষান্তরে যারা এ সম্পর্ক অটুট রাখে না তীব্র ভাষায় তাদের ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ** ÔAvi hviv Avjøvni mv‡_ `pfv‡e A½xKvi Kivi ci Zv f½ K‡i Ges Avjøvn †h m¤úK AUU ivLvi wb‡`k w`‡q‡Qb Zv wQb K‡i Ges hgx‡b dvmv` mwó K‡i, Zv‡`i Rb¨B jvÔbZ Avi Zv‡`i Rb¨B i‡q†Q AwLiv‡Zi g› AvevmÕ (ivÔ` : 25)।

যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে না তাদের ধমক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ** ÔZ‡e wK †Zvgiv cZ¨vkv KiQ †h, hw` †Zvgiv kvmb-KZZ cvI, Z‡e †Zvgiv hgx‡b wechq mwó Ki‡e Ges †Zvgv‡`i AvZ¥xqZvi eÜb wQb Ki‡e? GivB hv‡`i‡K Avjøvn jvbZ K‡ib, Zv‡`i‡K ewai K‡ib Ges Zv‡`i `wómgn‡K AÜ K‡ibÕ (gnv¤§` : 22-23)।

রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا** ÔAvi †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki, hvi gva¨‡g †Zvgiv G‡K Ac‡ii Kv‡Q PvI| Avi fq Ki i³-m¤úwKZ AvZ¥xq‡`i e¨vcv‡i| wbðq Avjøvn †Zvgv‡`i Ici ch‡e¶KÕ (wbmv : 01)।

এসব আয়াত থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মীয়তা-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করতে নিষেধ করেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা কি আল্লাহর বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি? তাহলে কি এরপরও আমরা আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরত্ব বজায় রাখবো? আত্মীয়-পরিজনদের ভুলে গিয়ে গোমরাহিতে ডুবে থাকবো? আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবো? রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ পালনে উদাসীন থাকবো?

আবূ হুরায়রা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ 'আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টি বস্তু সৃষ্টি করেন। যখন তিনি সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেন তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক বলে উঠল, 'এটি আপনার কাছে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী হতে আশ্রয়ের স্থান'। আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবো আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে ছিন্ন করবো?' আত্মীয়তা-সম্পর্ক বলল, 'জি অবশ্যই, হে আমার রব' তিনি বললেন, 'এটা শুধু তোমার জন্য' (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়ে দেখ : **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ** ÔZ‡e wK †Zvgiv cZ¨vkv KiQ †h, hw` †Zvgiv kvmb KZZ cvI, Z‡e †Zvgiv hgx‡b wechq mwó Ki‡e Ges †Zvgv‡`i AvZ¥xqZvi eÜb wQb Ki‡e?Õ (miv gnv¤§` : 22){ বুখারী}।

আনাস ইব্‌ন মালিক রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تُنَادِيْ بِلِسَانٍ لَهَا ذَلِقٍ : اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِيْ، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِيْ 'নিশ্চয় আত্মীয়তা-সম্পর্ক আরশকে আকঁড়ে ধাকবে। সে তার তীক্ষ্ণ জিহ্বা দিয়ে ডাক দিয়ে বলবে, 'হে আল্লাহ, যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর' তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন, 'আমি রাহীম রাহমান (আমি দয়ালু, পরম করুণাময়) আর 'রাহিম' (رَحِمْ) তথা আত্মীয়তা-সম্পর্ক শব্দটিকে আমার নাম থেকে বের করেছি। সুতরাং যে এর সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমি তার সাথে সুম্পর্ক রাখবো আর যে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো' (আল ফাওয়াইদুল মুন্তাকাত, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৭, সহীহ)।

আবূ সুফিয়ান রাদিয়ালাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বাণিজ্য সফরে শাম দেশে গেলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবরণ জানতে চান। জবাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবরণ তুলে ধরেন এভাবে : 'তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তোমাদের পিতৃবর্গ যা বলেন তা বর্জন করো। আর তিনি আমাদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক শুভ্রতা ও আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ করেন' (বুখারী)।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের সূচনাকালে যেসব বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখা তার মধ্যে অন্যতম। আমরা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করতে পারি দুইভাবে: এক. কিছু কাজ করার মাধ্যমে। যেমন : আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাদের সঙ্গে সদাচার অব্যাহত রেখে। দুই. কিছু কাজ না করার মাধ্যমে। যেমন : আত্মীয়দের কষ্ট না দেয়া এবং তাদের অনিষ্ট না করা।

gnZvivg †kvZvgÐjx! আত্মীয়তা-সম্পর্ক দীনদারী ও তাকওয়া-পরহেজগারীর একটি মূল বিষয়। আর এ সম্পর্কের সাধারণ দাবি হলো আত্মীয়-স্বজনদের নসীহত করা, তাদের সৎ পরামর্শ দেওয়া, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা, পরস্পরকে ভালোবাসা, ন্যায়-ইনসাফ রক্ষা করা, ওয়াজিব বা জরুরী হক এবং যথাসাধ্য নফল বা ঐচ্ছিক হকসমূহ আদায় করা, আত্মীয়-স্বজনকে সুশিক্ষিত করে তোলা, তাদেরকে সুপথ দেখানো, দিক-নির্দেশনা দেয়া, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা, আত্মীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদরে দুঃখে সমব্যথী হওয়া এবং তাদের কষ্ট দূর করা। বিপদাপদে সাহায্য করা।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার দ্বারা মানুষের হায়াত দরাজ হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ হোক সে যেন আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখে' (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য, যে অন্যপক্ষ থেকে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা স্থাপন করে। পক্ষান্তরে যার সাথে সম্পর্ক বহাল আছে, তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলে তা হবে ভালো সম্পর্কের প্রতিদানে ভালো সম্পর্ক রাখা। এটি যদিও আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার মধ্যেই পড়ে, কিন্তু যে ব্যক্তি, সম্পর্কের টানপোড়েন চলছে, এমন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার ছাওয়াব হবে অনেক বেশি এবং তার প্রতিদান হবে অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ‘সে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা জোড়া দেয়’ (বুখারী)।

†eiv`vi‡b wgjvZ! আল্লাহর তা‘আলার পক্ষ হতে দেওয়া একমাত্র দীন ইসলামে, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, কাফির আত্মীয়দের সাথেও যথার্থরূপে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়ালাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমার আম্মা মুশরিক থাকা অবস্থায় একবার আমার কাছে আগমন করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী, আমি কি আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখো’ (বুখারী)।

gÔAvhhvR nv‡hixb! আমাদের প্রিয় ধর্মে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার মর্যাদা এমনই। আমরা কি আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত? আমরা কি পালন করি তাঁর নির্দেশ? আমরা কি বর্জন করি তার নিষেধকৃত বিষয়সমূহ? ভেবে দেখুন, আমরা কি আত্মীয়তা-সম্পর্কই ঠিক রাখি? তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি? তাদের খোঁজ-খবর নেই? তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা, তাদের ব্যাপারে অন্তরের অনুদারতা কি ক্ষমার যোগ্য হতে পারে?

হে দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য প্রত্যাশী ভাই, আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখুন। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না কখনো। তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে, তাদের সাথে যোগাযোগ ঠিক রাখলে কত বেশি সওয়াব আর কত লাভ তা সবসময় মনে রাখবেন।

gwgb-gmjgvb fvB‡qiv! জানেন কি আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঠিক রাখলে কত লাভ? এর লাভ দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে। সংক্ষেপে সেদিকে ইশারা করছি :

১. আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা ঈমানের পূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্যের প্রকাশ।
২. আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা রিযক ও হায়াত বৃদ্ধির কারণ।
৩. আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বসূরী বুযুর্গদের উক্তি

উমর রাদিয়ালাহু আনহু বলেন, ‘তোমরা তোমাদের বংশগত বিদ্যা শিক্ষা করো অতঃপর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তোমাদের কারো সাথে তার ভাইয়ের বিবাদ হবে, যদি সে জানতো তার ও তার ভাইয়ের মধ্যে আত্মীয়তা-সম্পর্কের কী গুরুত্ব রয়েছে, তাহলে তা তাদের এই সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত রাখতো’ (তাফসীরে তাবারী : ১/১৪৪)।

আতা ইবন আবী রাবাহ রহ. বলেন, ‘আমি আমার আত্মীয়ের জন্য এক টাকা খরচ করাকে দরিদ্র ব্যক্তির জন্য এক হাজার টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবূ মুহাম্মদ, যদি আত্মীয়টি আমার মতো ধনী হয় তবুও? তিনি বললেন, যদি সে তোমার চেয়েও বড় বিত্তশালী হয় তবুও’ (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক : ৬২ পৃ.)।

সাঈদ ইবন মুসাইয়িব রহ. কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি কেবল নিজের দীন ও বংশকে নিরাপদ রাখার জন্য অর্থ সঞ্চয় করেছি। যে ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করল না আর তা দিয়ে অন্যের পাওনা পরিশোধ করল না এবং আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করতে পারল না আর নিজকে বাঁচাতে পারল না, তাতে কোনো কল্যাণ নেই’ (আল আদাব আশ শরইয়্যা : ৩/২৬২)।

আমর ইবন দীনার রহ. বলেন, ‘নিশ্চিত জেনো, ফরয আদায়ের জন্য কদম ফেলার সর্বোত্তম পদক্ষেপ সেটি,

যা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার জন্য ফেলা হয়'।

সুলাইমান ইবন মূসা রহ. বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরিযকে জিজ্ঞেস করা হলো, আত্মীয়তা-সম্পর্কের হক কী? তিনি বললেন, যখন সে এগিয়ে আসে, তখন তাকে স্বাগত জানানো আর যখন সে পিছিয়ে যায় তখন তার পেছনে যাওয়া' (আল আদাব আশ শরইয়্যা)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঠিক রাখা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

m¤§vwbZ Dcw¯wZ! আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার মধ্যে যেমন অনেক সওয়াব ও বড় নেকি রয়েছে, তেমনি তা নষ্ট করার মধ্যে রয়েছে অনেক গুনাহ ও ক্ষতি। যেমন : বলা হয়েছে আত্মীয়তা-সম্পর্ক নষ্টকারী জান্নাতে যাবে না। জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (বুখারি)।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী যেন উত্তপ্ত ছাই ভক্ষণ করে।

হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

'আবূ হুরায়রা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কিছু আত্মীয় রয়েছে– আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি আর তারা তা নষ্ট করে, আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি আর তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে; তারা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে আর আমি তাদের আচরণে ধৈর্য্য ধারন করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঘটনা যদি তেমনই হয় যেমন তুমি বলছ, তাহলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই খাওয়াচ্ছ। আর যতক্ষণ তুমি তোমার এ অবস্থানে থাকবে, ততক্ষণ তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে' (মুসলিম)।

তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আত্মীয়তা-সম্পর্ক নষ্টকারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর লানত ও শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ** ÔZ‡e wK †Zvgiv cZ¨vkv KiQ †h, hw` †Zvgiv kvmb KZZ cvI, Z‡e †Zvgiv hgx‡b wechq mwó Ki‡e Ges †Zvgv‡`i AvZ¥xqZvi eÜb wQb Ki‡e? GivB hv‡`i‡K Avjøvn jvbZ K‡ib, Zv‡`i‡K ewai K‡ib Ges Zv‡`i `wógn‡K AÜ K‡ibÕ (miv gnv¤§` : 22-23)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: **الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ** 'আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের মন্দ আবাস' (iv` : 25)।

আর আত্মীয়তা-সম্পর্ক নষ্ট করার সবচে' বড় নমুনা হলো পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা। তারপর যে

সবচে’ কাছের তার সাথে, তারপর যে সবচে’ নিকটতর তার সাথে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ‘আমি কি তোমাদেরকে সবচে’ বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া’ (বুখারী)।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক নষ্ট করার আরেকটি ক্ষতি হলো, আখিরাতের আগেই দুনিয়াতে এর শাস্তি প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ‘যেসব গুনাহের কারণে আল্লাহ তা‘আলা অপরাধিকে অতিসত্বর দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করেন তারমধ্যে বেশী উপযুক্ত হল যুলম ও আত্মীয়তা-সম্পর্ক নষ্ট করা। সাথে সাথে আখিরাতের শাস্তি তার জন্য সঞ্চিতই থাকবে’ (মুসনাদে আহমদ, সহীহ)।

AZGe †n Avjøvni ev›`vMY! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঠিক রাখুন। আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদেরকে উপহার দেয়া, তাদের পেছনে অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করুন। ভালোবাসা, আন্তরিকতা, নম্র কথা, হাসিমুখ, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং সমাজে প্রচলিত সব ধরনের আত্মীয়তা রক্ষার উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন। এর দ্বারা দুনিয়াতে ও আখিরাতে কামিয়াব হোন। আমীন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। সকল আত্মীয়ের হক আদায়ের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি ইসলামের ইজ্জত ও কদর বাড়িয়ে দিন। মুসলমানদের ইজ্জত ও কদর বাড়িয়ে দিন। আপনি ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি ইসলামী আদর্শের অনুশীলন-অনুকরণ ব্যাপক করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আপনি যে পথে চললে রাযিখুশী হন সে পথে আমাদের দেশের কর্ণধারদের পরিচালিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান

LZevq hv _vK‡e

১. যাকাতের আবশ্যকতা ও যেসব সম্পদের যাকাত দেয়া ওয়াজিব তা বর্ণনা করা

২. ব্যক্তি ও সমাজে যাকাত আদায়ের প্রভাব

৩. যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি

৪. যাকাত ফরয হওয়ার হুকুম বর্ণনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله دَائِم الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ ذِيْ الْعَطَاءِ الْوَاسِعِ وَالْإِمْتِنَانِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ فَأَغْنَى وَأَقْنَى وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِيْ تَتْرَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিতাত্ত্বিক বিশেষ কৌশলবশতঃ মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও রিযক-এর ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টি করেননি। কাউকে ধনী বনিয়েছেন তো কাউকে গরীব করেছেন। কাউকে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন আবার কাউকে নিঃস্ব বানিয়েছন। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হেকমত। এমন না হলে পৃথিবীর শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। মনুষের মধ্যে সবর ও শোকরের পরীক্ষা পূর্ণ হত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ôej, Avgvi ie hvi Rb¨ B"Qv wihK ck¯ K‡ib A_ev m¼wPZ K‡ib; wKš AwaKvsk †jvK Zv Rv‡b bvÕ (miv mvev:36)।

আল্লাহ তা'আলা কাউকে প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে অভাব-অনটন দিয়ে। এ পরীক্ষা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ইরশাদ করেন فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ .كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . ÔÁvi gvbl †Zv Ggb †h, hLb Zvi ie Zv‡K cix¶v K‡ib, AZtci Zv‡K m¤§vb `vb K‡ib Ges AbMn c`vb K‡ib, ZLb †m e‡j, Avgvi ie Avgv‡K m¤§wbZ K‡i‡Qb| Avi hLb wZwb Zv‡K cix¶v K‡ib Ges Zvi Ici Zvi wihK‡K m¼wPZ K‡ib, ZLb †m e‡j, Avgvi ie Avgv‡K AcgwbZ K‡i‡Qb| KL‡bv bq, eis †Zvgiv BqvZxg‡`i `qv-AbMn c`kb Ki bvÕ(miv Avj dvRi: 15-17)।

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্পদ যেমন আল্লাহর ভালোবাসার প্রতীক নয়, তেমনি অভাব-অনটন আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নয়। দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা উভয়টাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান যে,ধন পেয়ে ধনীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা? কিংবা অভাব অনটনে থেকে গরীবরা ধৈর্য ধারণ করে কিনা? ধনীরা যদি ধন-দৌলত লাভ করে আল্লার কৃতজ্ঞতা প্রতাশ করে এবং বিধান মতে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য বলে গণ্য হবে। আর গরীবরা যদি ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তারা এর উপযুক্ত বিনিময় পাবে। তাই কারো হাতে সম্পদ থাকার অর্থ এ নয় যে আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট। ইরশাদ হয়েছে فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ÔAZGe †Zvgv‡K †hb g» bv K‡i Zv‡`i ab-m¤ú` I mšvbw`, Avjøvn Gi Øviv †Kej Zv‡`i Avhve w`‡Z Pvb `wbqvi Rxe‡b Ges Zv‡`i Rvb †ei n‡e Kwdi Ae¯vqÕ (miv AvZ-ZvIev:55)।

যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভসমূহের একটি। যাকাত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেনخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ÔZv‡`i m¤úः` †_‡K mv`Kv bvI| Gi gva¨‡g Zv‡`i‡K Zwg cwešÎ I cwiï× Ki‡e| Avi Zv‡`i Rb¨ `ÔAv Ki, wbðq †Zvgvi `ÔAv Zv‡`i Rb¨ ckwšKi| Avi Avjøvn me‡kvZv, meÁÕ(miv AvZ ZvIev:103)।

উপর্যুক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে যাকাত গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণস্বরূপ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে যাকাতদাতার আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ হয় ও তার সম্পদ নির্মল হয়। বস্তুত যাকাত, যাকাতদাতার আত্মাকে কৃপণতার ব্যাধি থেকে মুক্ত করে। তার মাঝে উদারতা ও দান-শীলতার গুণ সৃষ্টি করে। এছাড়া যাকাত অবশিষ্ট সম্পদকে নির্মল করে দেয়। যাকাত আদায় করে যাকাতদাতার আত্মা শক্তিশালী হয়। সবল হয়। কেননা যাকাতদানকারী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে যাকাত দিতে সক্ষম হয়। এভাবে তার পশুপ্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে ঈমানী শক্তির উন্মেষ ঘটে। যাকাতের মাধ্যমে অবশিষ্ট মালে বরকত হয়। বহুলাংশে তা বৃদ্ধি পায়। বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 'দান-সাদকা দ্বারা সম্পদ কখনো কমে না' (বুখারী) ।

ভাইয়েরা আমার! যাকাত আদায় করুন। যাকাত আদায়ের কারণে অনেক বিপদ-আপদ ও দুর্যোগের ঘনঘটা হতে মুক্তি পাবেন। যাকাত আদায় করতে কখনো অলসতা করবেন না। লক্ষ্য করে দেখুন, যাকাত হিসাবে আল্লাহ তা'আলা মাত্র ২.৫% শতাংশ ধার্য করেছেন। আবার এটা আপনারই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর ৯৭.৫% শতাংশ সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেয়ার পূর্ণ অধিকার আপনাকে দিয়েছেন। আর আপনি যা দান করবেন তার বিনিময় দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপূর্ণরূপে পাবেন; বরং বহুগুণ বর্ধিত আকারে পাবেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি যদি যাকাত আদায় না করেন, তাহলে যাকাতের যে মাল আপনার কাছে রয়ে যাবে তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্যবহারে আসবে না। বরং এর অংশবিশেষ আপনার উত্তরাধিকারীদের হস্তগত হবে। তারা এ সম্পদ ভোগ করবে। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন, যাকাত আদায় না করার কারণে পরিণামে এ সম্পদের অধিকারি হবে অন্যরা, আর এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে কেবল আপনাকেই। অতএব এ বিষয়ে একটু সচেতন হোন। সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে দায়মুক্ত হোন। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করুন। খেয়াল রাখবেন, যাকাতের অংশ মূল সম্পদ হতে আলাদা করার সময় যাকাতের নিয়ত আপনার হৃদয়ে যেন উপস্থিত থাকে। কেননা সব কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

মুহতারাম হাযেরীন! যেসব মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিব তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

এক. ক্ষেত-খামারে উৎপাদিত শস্যের যাকাত। ইরশাদ হয়েছে**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ** Ô†n gwgbMY, †Zvgiv e¨q Ki DËg e¯, †Zvgiv hv ARb K‡iQ Ges Awg hgxb †_‡K †Zvgv‡`i Rb¨ hv Drcb K‡iwQ Zv †_‡K Ges wbKó e¯i B"Qv K‡iv bv †h, Zv †_‡K †Zvgiv e¨q Ki‡eÕ(miv Avj evKvi: 267)।

তাই ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত আদায় আবশ্যকীয়। তবে সুন্নাহ থেকে জানা যায় যে, যদি ফসল উৎপন্ন করতে কৃত্রিম সেচের আশ্রয় নিতে না হয়, তা হলে প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ হবে এক দশমাংশ। আর যদি ফসল উৎপাদনে ব্যয়নির্বাহ করতে হয় এবং পানি সেচ দিতে হয়, তাহলে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে।

দুই. গবাদি পশুর যাকাত

গবাদি পশু তথা উট,বকরী ও গরু ইত্যাদি যদি এমন হয় যে নিজে নিজে বিচরণ করে বছরের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতে পারে, অর্থাৎ যদি এদের জন্য ঘাস পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে না হয়, তাহলে এগুলোর যাকাত দিতে হবে। তবে এগুলো নেসাব পরিমাণ হতে হবে। উটের সর্বনিম্ন নেসাব হলো ৫ টি, বকরীর নেসাব

৪০ টি, আর গরুর নিসাব পূর্ণ হয় ৩০ টিতে। যেসব গবাদি পশুর ঘাস-পানির ব্যবস্থা বছরের অধিকাংশ সময় করতে হয় সেসব গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব হয় না। তবে যদি এগুলোকে ব্যবসার উদ্দেশ্য কেনা হয় তাহলে তার মূল্যের ওপর বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় যাকাত ওয়াজিব হবে।

তিন. বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

আল্লাহ তায়ালা বাণিজ্যিক পণ্যের ওপর যাকাত আবশ্যক করছেন। আর বাণিজ্যিক পণ্য হলো সেসব বস্তু, যা ক্রয় বিক্রয় ও লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ তৈরি করে বা নিজের মালিকানাভুক্ত করে। সেটা আহার্য বস্তুও হতে পারে, পোশাক-পরিচ্ছদও হতে পারে, যানবাহন কিংবা প্রসাধনী সামগ্রীও হতে পারে। ব্যবসার সব ধরনের পণ্য এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের পণ্যের মূল্য আর্থিক নেসাবের সমপরিমাণ হলে, স্বত্ববান হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মূল্যের ওপর ২.৫% হারে যাকাত ফরয হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা জমির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। বছরান্তে জমির যে মূল্য দাঁড়াবে সে মূল্যের ওপর ২.৫% হারে যাকাত ফরয হবে।

চার. সোনা-রুপা ও নগদ অর্থের যাকাত

আল্লাহ তা'আলা সোনা-রুপার ওপর যাকাত ধার্য করেছেন। সোনা-রূপা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ** Ôhviv †mvbv I iæcv cÄxfZ K‡i iv‡L, Avi Zv Avjøvni iv¯Ívq LiP K‡i bv, Zwg Zv‡`i †e`bv`vqK Avhv‡ei mmsev` `vI| †hw`b Rvnvbv‡gi Av¸‡b Zv Mig Kiv n‡e, AZtci Zv Øviv Zv‡`i Kcv‡j,cv‡k Ges wc‡V †mK ‡`qv n‡e| (Avi ejv n‡e) ÔGUv Zv-B hv †Zvgiv wbR‡`i Rb¨ Rgv Ki‡Z (miv Zvlev: 34-35)।

কুরআনের নির্দেশনা মতে, সোনা-রুপার যাকাত আদায় করতে হবে। মুদ্রা হিসেবে সোনা-রুপার পরিবর্তে বর্তমানে যে কাগুজে-মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং অনুরূপ আর যত মুদ্রা রয়েছে তারও যাকাত দিতে হবে। তাই ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড, প্রাইজবন্ড ও শেয়ার ইত্যাদির বিপরীতে যে অর্থ রয়েছে তারও যাকাত দিতে হবে।

পাঁচ. শেয়ার ও বিভিন্ন কোম্পানির যাকাত

বিভিন্ন কোম্পানি থেকে যে শেয়ার ক্রয় করা হয় তা দুই প্রকার:

১. বিনিময়যোগ্য শেয়ার, যা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এ ধরনের শেয়ারর মূল্য বাড়ে বা কমে এবং চহিদার সময় তা উপস্থাপন করতে হয় । এ ধরনের শেয়ারের বিপরীতে যে অর্থ আসবে বছর শেষে তার চলতি মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে; কেননা এগুলো মুদ্রাসদৃশ।

২. যে শেয়ারের বিনিময়ে পণ্যের রশিদ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে পণ্য গ্রহণ করতে হবে, এ ধরনের পণ্যের ওপর যদি বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি পণ্য ব্যবহার করে ফেলা হয়, তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না।

ছয়. বাড়িঘরের যাকাত

আপনি যে বাড়িতে বাস করেন কিংবা যে গাড়িটি ব্যবহার করেন তার ওপর কোনো যাকাত নেই; কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 'মুসলমানের ক্রীতদাস কিংবা ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই' (মুসলিম)।

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الْدِّيْنِ. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

gmwjg fvB I eÜMY! যাকাত পরিশোধ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** Ôwbðq mv`Kv n‡”Q dKxi I wgmKxb‡`i Rb¨ Ges G‡Z wb‡qvwRZ KgPvix‡`i Rb¨, Avi hv‡`i Ašÿi AvKó Ki‡Z nq Zv‡`i Rb¨; (Zv eÈb Kiv hvq) `vm Avhv` Kivi †¶‡Î, FYM¯Í‡`i g‡a¨, Avjøvni iv¯Ívq Ges gmwdi‡`i g‡a¨| GwU Avjøvni c¶ †_‡K wbawiZ, Avi Avjøvn gnvÁvbx, cÁvgqÕ (miv AvZ ZvIev: 60)।

যাকাতের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তায়ালা এর খাত বর্ণনার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন এবং আল কুরআনে তা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। অতএব, আপনারা যাকাত পরিশোধের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার নিকট আল্লাহ তা'আলা গরীবদের যে হক রেখেছেন তা যথার্থরূপে আদায় করুন। ইরশাদ হয়েছে **إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا** Ôwbðq Avjøvn †Zvgv‡`i‡K Av‡`k w`‡”Qb AvgvbZmgn Zvi nK`vi‡`i Kv‡Q ‡cŠ‡Q w`‡ZÕ (miv Avb wbmv:58)।

অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব মানুষ, যাদের জীবনধারণের উপকরণ নেই, কিংবা থাকলেও পর্যাপ্ত নয়, অথবা যাদের আয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই, কিংবা কর্মক্ষম নয়, তাদেরকে এক বছরের ব্যয় পরিমাণ যাকাত দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু ব্যয়নির্বাহ করতে সক্ষম নয়, এমন ব্যক্তিবর্গকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা যায়। কেননা জীবনধারণ ও বিবাহ মানুষের জৈবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। তবে যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহীতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাকে যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মনে হয় তাহলে যাকাত দেয়া যাবে নতুবা নয়। অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্তকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাত দেওয়া যাবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে মুসলিম যুদ্ধবন্দিদেরকে মুক্ত করা যাবে এবং আল্লাহর জন্য যারা সত্যিকার অর্থে জিহাদ করছেন তাদেরকেও সাহায্য করা যায়। যে মুসাফির ব্যক্তি সফরে থাকাকালে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেও যাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে। এটা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার বিধান। এর প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি যদি স্বাবলম্বী ও সচ্ছল হয়ে থাকেন তাহলে কখনো যাকাত গ্রহণের চিন্তা করবেন না। যাকাত থেকে শত ক্রোশ দূরত্ব বজায় রাখবেন। কেননা যাকাত হলো মালের ময়লা, যা কেবল গরীবদের জন্য বৈধ। ধনীদের জন্য তা বৈধ নয়। ধনীদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে উমর রাযি থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِهِمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

'যে ভিক্ষা করে বেড়ায়, আল্লাহর সাথে সে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারায় কোনো গোশ্‌ত থাকবে না' (বুখারী ও মুসলিম)।

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতার সূচনা করবে আল্লাহ তার অভাবগ্রস্ততার দরজা খুলে দিবেন। আর অধিক পরিমাণে উপায়-উপকরণ থাকা বা প্রচুর পরিমাণে ধনদৌলতের মালিক হওয়ার নাম প্রাচুর্য নয়। বরং প্রকৃত প্রাচুর্য হলো মনের প্রাচুর্য। মনের দিক দিয়ে যে ধনী সেই প্রকৃত ধনী।

বন্ধুগণ! এমন অনেক লোক আছে যারা যাকাত খাওয়ার যোগ্য নয়, কিন্তু তারা যাকাত পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন, কর্মক্ষম বনিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তারা যাকাতের জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘোরে। এমন লোকদের যাকাত দিয়ে প্রকৃত অভাবীলোকদের হক নষ্ট করবেন না। এজন্য যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত হকদার খুঁজে পেতে যারপরনাই চেষ্টা করতে হবে। যারা অভাবী, কিন্তু মানুষের কাছে হাত পাতে না। যারা কষ্ট করে, কিন্তু চাওয়ার কাছেও যায় না। যারা পরিবার পরিজনের ব্যয়নির্বাহ করতে হিমশিম খায়, তাদের খুঁজে বের করুন। তাদের খবর নিন যারা বিভিন্ন ঋণে জর্জরিত। এসব লোককে যাকাতের অর্থ দিয়ে ভারমুক্ত করুন, দায়মুক্ত করুন।

মুহতারাম মুসল্লিয়ান! ধনীরা যদি সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে যেমন দারিদ্র্য হ্রাস পাবে তেমনি সমাজ হতে অনেক অপরাধ দূর হবে। অভাবের তাড়নায় যারা অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে তাদের অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে। এজন্য যাকাত আদায়ে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক ধনীর অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেকে যাকাত আদায়ের তাওফীক দিন। যারা হকদার তাদের হাতে যাকাতের অর্থ ও সম্পদ তুলে দেয়ার তাওফীক দিন। যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত দেয় না তাদের আপনি হিদায়েত করুন। হে আল্লাহ! আমাদের দেশকে আপনি দারিদ্র্য মুক্ত করুন। মুসলিমবিশ্বকে আপনি দারিদ্র্য মুক্ত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মানুষের সাথে আচরণের মানদণ্ড ও বিধিমালা

LZevq hv _vK‡e

১. মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়তের মানদণ্ড কি তা বর্ণনা করা

২. মুমিনদেরকে মহব্বত করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার গুরুত্ব বর্ণনা

৩. মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে সর্তক করা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّي اللهُ وَسَلَّمَ وَ بَارَكَ عَلَي مَنْ خُتِمَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ الْعَفِيْفَاتِ. أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjg fvB I eÜMY! আজ আমি আপনাদের সামনে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি ও আচার আচরণের মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করব।

মানুষের মর্যাদার প্রকৃত মাপকাঠি কী? মানুষের মধ্যে কোন্ গুণ থাকলে সে মর্যাদা লাভ করবে আর কোন্ গুণের মর্যাদা হারাবে এ ব্যাপারে আমরা একেক রকম ধারণা পোষণ করি। কেউ মনে করি, অঢেল সম্পদের মালিক হলে কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিশীল হলে মানুষ সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত হয়। আবার কেউ মনে করি, বড় কোনো পদের অধিকারী হলেই কেবল সম্মানের উপযুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সম্মানের এ মাপকাঠি আমরা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সম্মানের যে মাপকাঠি বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মানের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা আমাদের এ মাপকাঠি থেকে ভিন্ন। আমরা যদি এ প্রসঙ্গে কুরআন সুন্নাহর ভাষ্য মন্থন করি তাহলে দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকওয়া এবং ধর্মনিষ্ঠাকে সম্মানের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত এ মাপকাঠি যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রযোজ্য। তার মানে হলো, যার মধ্যে তাকওয়া আল্লাহভীতি ধর্মপরায়ণতা আছে সে আখিরাতে যেমন সম্মানিত দুনিয়াতেও তেমনি মর্যাদাপূর্ণ। যার মধ্যে যতো বেশি তাকওয়া থাকবে সে ততো বেশি সম্মানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। নিম্নে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসগুলো এ কথারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ** Ôwbðq †Zvgv‡`i g‡a¨ Avjøvni wbKU †mB me‡PÕ †ewk m¤§vwbZ †h †Zvgv‡`i g‡a¨ AwaK ZvKIqvavixÕ (miv Avj ûRivZ: 13)।

সহীহ বুখারীতে এসেছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে নিজে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে'।

অন্য এক হাদীসে এসেছে : خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা হয় এবং যার অনিষ্ট থেকে সবাই নিরাপদ থাকে'। (তিরমিযী, সহীহ)

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের চেয়ে উত্তম'। (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন : **خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا** 'যার চরিত্র সবচে' ভালো সে সবচেয়ে ভালো মুসলমান, যদি তারা দীনের জ্ঞান লাভ করে'। (আল আদাবুল মুফরাদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا 'জাহিলী যুগে যারা ভালো ছিল ইসলামের যুগেও তারা ভালো, যদি তারা দীনের জ্ঞান লাভ করে' (বুখারী)।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ أَوْ الَّذِيْنَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ

'তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা অন্যকে আহার করায়' (আলবানী: সহীহুল জামে)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, উত্তম মানুষ কে? উত্তরে তিনি বলেছেন : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 'যে দীর্ঘ জীবন পেল এবং তার আমল ভালো হলো' (তিরমিযী)।

wcq fvB I eÜMY! এসব আয়াত ও হাদীসের ভাষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও নেক আমল। আল্লাহর কাছে যে সম্মানী মুমিন ব্যক্তিরও তাকে সম্মান করা উচিত। আর আল্লাহর কাছে যার কোনো সম্মান নেই মুমিন ব্যক্তিরও তাকে সম্মান করা উচিত নয়।

ধন-দৌলত, প্রাচুর্য, সামাজিক নেতৃত্ব, বাহ্যিক আকার-আকৃতি ইত্যাদি উত্তম মানুষ হওয়ার মানদণ্ড নয়। এক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিকোণকে পরিশুদ্ধ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধনসম্পদ দেখেন না। তিনি তোমাদের মনের অবস্থা ও আমল দেখেন'(মুসলিম)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধনসম্পদ উত্তম মানুষের আলমত নয়, বরং উত্তম মানুষের আলামত হলো উত্তম হৃদয় ও উত্তম আমলের অধিকারী হওয়া।

অন্য এক হাদীসে এসেছে: قَالَ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ: هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. 'মুসআব ইবনে সা'দ বলেন: সা'দ মনে করতেন যে, অন্যদের ওপর তার বিশেষ মর্যদা রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা.বললেন: তোমাদের যারা দুর্বল ও অক্ষম তাদের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযকপ্রাপ্ত হও' (বুখারী)।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আর্থিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল হওয়া অনুত্তম হওয়ার আলামত নয়; বরং এ দুর্বলদের কারণেই সমাজের অন্যান্য লোকেরা আল্লাহর কাছ থেকে রিযক ও সাহায্য পেয়ে থাকে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لَاتَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدْ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَل 'কোনো মুনাফিককে তোমরা নেতা বলে সম্বোধন করবে না; কেননা সে নেতা হলে তোমরা তোমাদের রবকে ক্রোধান্বিত করলে' (আবু দাউদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, মুনাফিক ও কপট ব্যক্তিরা যত বড় নেতৃত্বের অধিকারীই হোক না কেন আল্লাহর কাছে তাদের আদৌ কানো মূল্য নেই; রবং তাদেরকে নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করাটাই হবে আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করার কারণ।

ইবনে হিব্বান তার সহীহ হদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যর রাযি. কে বললেন, 'হে আবূ যর, তুমি কি সম্পদের প্রাচুর্যকে ধনাঢ্যতা বলে মনে করো'? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, 'তুমি কি অর্থের অভাবকে দারিদ্র মনে করো'? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অর্থের নয় বরং অন্তরের প্রাচুর্য হলো আসল প্রাচুর্য। আর মনের দারিদ্র্য হলো প্রকৃত দারিদ্র্য'। (আবূ যর বলেন) অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালালাম আমাকে বললেন, 'অমুককে কি তুমি চেনো?' আমি বললাম, জি হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, 'তার ব্যাপারে তোমার ধারণা কী'? আমি বললাম, 'সে এমন সম্মানিত ব্যক্তি যে, সে কারো কাছে কোনো কিছু চাইলে তাকে তা দেওয়া হয়। সে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়'। এরপর আমাকে তিনি অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাকে চিনলাম না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার পরিচয় দিতে লাগলেন। এক-সময় আমি তাকে চিনতে সক্ষম হলাম। তখন তিনি বললেন, 'তার ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কী?' আমি বললাম, সে তো আহলে সুফফার একজন গরিব মুসলমান'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে পূর্বোক্ত

ব্যক্তির চেয়ে হাজার গুণ উত্তম'।

হাদীসে আরো এসেছে: عِنْدَ دَفْنِ الشُّهَدَاءِ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ فَإِنْ أُشِيْرُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِيْ اللَّحْدِ 'শহীদদেরকে দাফন করার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেন যে, এদের মধ্যে কার কুরআন বেশি মুখস্থ? তখন কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি তাকেই কবরে আগে রাখতেন' (বুখারী)

ইবরাহীম আ. এর ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল না। তিনি কোনো রাজা-বাদশাহও ছিলেন না। তবে তাঁর ছিল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা এবং তাওহীদের মহা প্রাচুর্য, যার কারণে তাঁকে একাই একটি জাতি বলে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لله حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ÔBeivnxg wQ‡jb Avjøvn ZvÔAvjvi AbMZ GKwbô D¤§Z| wZwb gkwiK wQ‡jb bvÔ (miv Avb-bvnj:120)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. এর প্রশংসা করতে গিয়ে ধন-সম্পদের কথা বলেননি বরং তার সম্মানের কারণ হিসেবে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলেছেন।

- আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। তবে তাকওয়া-পরহেযগারিতে ছিলেন অনেক অগ্রসর। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো মদীনার বাইরে গেলে তাঁকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে যেতেন। সালমান ফারেসী রাযি. অনারব হওয়া সত্ত্বেও পারস্য বিজয়ের পর মাদায়েনের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

- উমর রাযি. এর খেলাফতকালে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ রাযি. তাঁর কাছে একটি অভিযোগ নিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা উমার রাযি.-কে বললেন, 'হে খলিফাতুল মুসলমীন, আপনি আমার নামে তিন হাজার বরাদ্দ করলেন আর উসামাকে দিলেন চার হাজার। অথচ আমি এমন অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যাতে উসামা অংশগ্রহণ করেনি'। তখন উমর রাযি. বললেন, 'আমি তাকে তোমার চেয়ে বেশি দিয়েছি, কারণ, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। তা ছাড়া তার পিতাও তোমার পিতার চেয়ে রাসূলের বেশি প্রিয় ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তির মর্যাদা, কুরআন পাঠ, জিহাদ প্রভৃতির নিরিখে প্রত্যেকের হিসসা নির্ধারণ করেছেন'। এরপর যখন বাহরাইনের ভূমিকর আসল তখন উমর রাযি. প্রথম সারির মুহাজিরদের জন্য পাঁচ হাজার করে আর আনসারদের জন্য চার হাজার করে বরাদ্দ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদেরকে বারো হাজার করে দিলেন।

- আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের আগে মুহাজিরগণ যখন প্রথম 'আসাবা'য় (কুবা এলাকার একটি জায়গা) আসেন তখন আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালেম রাযি. ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন; কেননা তিনি সবার চেয়ে বেশি কুরআন জানতেন। আর হিজরতের পরেও সালেম রাযি. মসজিদে কুবায় প্রথমসারির মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবীদের উপস্থিতিতে ইমামতি করতেন। তখন সেখানে আবূ বকর, উমর, আবূ সালামা, যায়েদ, ও আমের ইবনে রাবীয়া রাযিআল-াহু আনহুমদের মতো সাহাবীগণ ছিলেন।

- একবার হারেস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্যা প্রমুখ প্রভাবশালী সাহাবী খলীফা উমর রাযি. এর দরবারে যেতে চাইলেন। তখন তাদের সাথে বেলাল ও সুহাইব রূমীসহ কয়েকজন দরিদ্র সাহাবীও ছিলেন। তাঁরা অনুমতি চাইলে তিনি বেলাল ও সুহাইব রাযি. এর সমপর্যায়ের সাহাবীদেরকে অনুমতি দিলেন এবং অন্যদেরকে দিলেন না। তখন আবূ সুফিয়ান রাযি. বললেন, আমি আজকের মতো এমন ঘটনা আর দেখিনি। এই গুলামদেরকে অনুমতি দেয়া হলো আর আমাদেরকে দরজায় বসিয়ে রাখা হলো। এ কথা শুনে সুহাইল ইবনে আমর রাযি. যিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, বললেন 'আমি আপনাদের বিরক্তিভাব বুঝতে পারছি। আপনারা যদি এর জন্য রাগ করে থাকেন তাহলে নিজেদের ওপর রাগ করুন। এটা আপনাদের কর্মের ফল। কেননা তাদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল তখন আপনাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তারা আগে ভাগে তা গ্রহণ করলেও আপনারা পিছিয়ে

ছিলেন। আর আপনারা এরূপ করে যে সম্মান হারিয়েছেন তা এই দরজায় প্রবেশের প্রতিযোগীতায় হেরে যাওয়ার চেয়ে অধিক কঠিন’।

হাসান আল বসরী রহ. বলেন, যে বান্দা আল্লাহ তা‘আলার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় সে বান্দা কখনো তার মতো হয় না, যে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। আল্লাহ তা‘আলা কখনো উভয়ের সাথে একরকম আচরণ করেন না’।

ইসলামের প্রথম যুগে মান-সম্মানের কোরআনী মানদণ্ডের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে তারা কিরূপ অটল ও অবিচল ছিলেন উপর্যুক্ত বাস্তব ঘটনাসমূহের মাধ্যমে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকেও তাদের মতো আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

মানুষের সাথে আচরণের মানদণ্ড ও বিধিমালা

wØZxq LZev

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq gmwjg fvB I eÜMY! মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও তাদের মধ্যে সহমর্মিতার বিশেষ অনুভূতি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এক বিশেষ অনুগ্রহ বটে। আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের মধ্যে এ আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের ওপর অনেক করুণা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** ‘আর তোমরা সকলে আল্লাহর i¾‡K `pfv‡e aviY Ki Ges wef³ n‡qv bv| Avi †Zvgiv †Zvgv‡`i Ici Avjøvni wbqvgZ‡K ¯§iY Ki, hLb †Zvgiv ci¯ú‡i kÎæ wQ‡j| Zvici Avjøvn †Zvgv‡`i Aš‡i fv‡jvevmvi mÂvi K‡i‡Qb| AZtci Zvi AbM‡n †Zvgiv fvB-fvB n‡q †M‡j| Avi †Zvgiv wQ‡j Av¸‡bi M‡Zi wKbvivq, AZtci wZwb †Zvgv‡`i‡K Zv †_‡K i¶v K‡i‡Qb| Gfv‡eB Avjøvn †Zvgv‡`i Rb¨ Zvi AvqvZmgn eqvb K‡ib, hv‡Z †Zvgiv wn`v‡qZ cvß nIÕ (miv Av‡j Bgivb: 103)।

আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাই এ ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক রক্ষা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্ক কয়েকভাবে রক্ষা করা যেতে পারে।

১. জান-মাল বা কথা দিয়ে হলেও মুসলমানের সাহায্য করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: **وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ÔAvi hw` Zviv `x‡bi e¨vcv‡i †Zvgv‡`i wbKU †Kv‡bv mn‡hwMZv Pvq, Zvn‡j mvnvh¨ Kiv †Zvgv‡`i KZe¨| Z‡e Ggb KI‡gi weiæ‡× bq, hv‡`i mv‡_ †Zvgv‡`i G‡K Ac‡ii Pw³ i‡q‡Q Ges †Zvgiv †h Avgj Ki, Zvi e¨vcv‡i Avjøvn cY `wógvbÕ (miv Avj Avbdvj:72)।

২. মুমিনের সাথে সহমর্মিতার আরেকটি ক্ষেত্র হলো : মুমিনের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তার আনন্দে আনন্দিত হওয়া। হাদীসে এসেছে: مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. ‘ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও সমমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনরা একই দেহের মতো। এ দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে অন্য অঙ্গসমূহ এর জন্য ব্যথিত হয়, জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও বিনিদ্র রজনী কাটায়’ (মুসলিম)।

৩. মুমিনের সঙ্গে ভালোবাসা প্রকাশের আরো একটি ক্ষেত্র হলো, মুমিনের কল্যাণ কামনা করা। তার সঙ্গে প্রতারণা না করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لاَيُؤْمِنُ احَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ‘ তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হয় না যতক্ষণ না সে তার মুমিন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে’ (বুখারী)।

৪. হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে : لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ‘তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না; একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না; একে অপরের সাথে প্রতিহিংসায় লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই বনে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও’ (মুসলিম)।

৫. মুমিনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার আরো একটি মাধ্যম হলো, মুমিনের সম্মান বজায় রাখা এবং তার দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান না করা। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** ÔH n Cgvb`viMY, †Kv‡bv m¤cÖ`vq †hb Aci †Kv‡bv m¤cÖ`vq‡K we`ªæc bv K‡i, n‡Z cv‡i Zviv we`ªæcKvix‡`i †P‡q DËg| Avi †Kv‡bv bvix I †hb Ab¨ bvix‡K we`ªæc bv K‡i, n‡Z cv‡i Zviv we`ªæcKvix‡`i †P‡q DËg| Avi †Zvgiv G‡K Ac‡ii wb›`v K‡iv bv Ges †Zvgiv G‡K Aci‡K g›` Dcbv‡g †W‡Kv bv| Cgv‡bi ci g›` bvg KZBbv wbKó! Avi hviv Zvlev K‡i bv, ZvivB †Zv hvwjgÓ (miv Avj ûRivZ:11)।

৬. মুমিনের সাথে ভালোবাসা প্রকাশের আরো একটি মাধ্যম হলো, মুমিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে আছে : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ ‘যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার জন্য একে অন্যের সাথে বসে, আমার জন্য পরস্পরে সাক্ষাত করে এবং আমার জন্য একে অন্যের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত’ (আহমদ, সহীহ্)।

৭. মুমিনের সাথে ভালোবাসা প্রকাশের আরো একটি মাধ্যম হলো, মুমিনের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা। আর মুমিনের অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার হলো কোনো মুসলমান কোনো কিছু কিনতে চাইলে বা কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে অন্য কেউ তাতে দখল না দেয়া।

৮. মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : **وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** ÔZzwg ¶gv PvI †Zvgvi I gywgb bvixÑcyiæl‡`i ÎæwUNwePz¨wZi Rb¨Ó (সূরা মুহাম্মাদ:১৯)।

কাফিরদের সাথে কোনো রকম সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না

gnZvivg nv‡hivb! মুমিনদের সাথে যেমন ভালোবাসা রাখতে হবে তেমনি কাফেরদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। মুমিনের জন্য তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা কখনো উচিত হবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। ইবাদত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাত, আচার আচরণসহ সকল ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করে স্বাতান্ত্র্য বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ ‘মুশরিকদের ব্যতিক্রম করো, خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ অগ্নিপূজকদের ব্যতিক্রম করো, خَالِفُوْا الْيَهُوْدُ ‘ইহুদিদের ব্যতিক্রম করো; خَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ আহলে কিতাবদের ব্যতিক্রম করো; وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করল সে তাদের মধ্যে গণ্য হলো’। এ জাতীয় নির্দেশনা বারবার এসেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** Ôhviv Avjøvn I ciKv‡ji cÖwZ Cgvb Av‡b Zzwg cv‡e bv Ggb RvwZ‡K Ggb †jvK‡`i mv‡_ eÜzZ Ki‡Z, hviv Avjøvn I Zvi ivm‡ji we‡ivaxZv K‡iÓ (miv Avj gRv`jv:22)।

ঈমানের মজবুত রজ্জু

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষের বসবাস। সামাজিক জীবনে মানুষকে কারো না কারো সাথে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে হয়। দীন ও দুনিয়া উভয় প্রয়োজনেই মানুষকে এরূপ করতে হয়। আর এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন সর্বোত্তম মানদণ্ড। তিনি বলেছেন : أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لله 'কাউকে ভালোবাসলে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়,বরং একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসা' (মুসলিম)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মানুষ চেনার সঠিক মানদণ্ড বোঝা ও তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ- وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِأَحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে উত্তম মানুষ বনার তাওফীক দান করুন। যারা মুমিন, মুত্তাকী, দুনিয়াত্যাগী তাদেরকে যথার্থরূপে মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! যারা মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী নয় তাদেরকে যাতে মর্যাদা না দেই সে তাওফীক আমাদের নসীব করুন। আপনি আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

প্রতিবেশীর অধিকার

LZevq hv _vK‡e

১. প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা ও তার প্রতি ইহসান করার উপদেশ প্রদান

২. প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ বর্ণনা

৩. প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করার ফযীলত বর্ণনা

৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সতর্ককরণ

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً، وَأَوْجَبَ صِلَةَ الْقُرْبَى وَأَعْظَمَ فِيْ ذَلِكَ أَجْرَاً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ حَقَّ التَّقْوَى، فَإِنْ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَقَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، أَمَّا بَعْدُ :

m¤§wbZ gmjøxe›`! আমরা আজ আলোচনা করব এমন একটি বিষয়ে প্রতিটি মানুষ যার প্রয়োজন অনুভব করে প্রতিটি মুহূর্তে। যে বিষয়ে সচেতন ও দায়িত্ববান না হলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা যায় না। বরং বলা যায় জীবনে পূর্ণতাই আসে না। জীবনকে অর্থবহ ও অনাবিল সুখময় করতে হলে সে বিষয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয় যথাযথভাবে। বিষয়টির সাথে আমরা সকলেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়টি হলো, 'প্রতিবেশী ও তার অধিকার'।

বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম বার বার মহানবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্ল-ামকে এ বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এক পর্যায়ে নবীজির প্রবল ধারণা জন্মেছিল আল্লাহ হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীই বানিয়ে দেবেন।

প্রিয় হাযেরীন! প্রতিবেশী মূলত নিজ বাড়ির আশে পাশে বসবাসকারীকে বলা হয়। সে মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। পূন্যবানও হতে পারে আবার পাপীও। সফর সঙ্গী অথবা কাজের সঙ্গীকেও প্রতিবেশী বলা হয়। অনুরূপভাবে বাজার, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অভিন্নতার দিক থেকেও প্রতিবেশী হতে পারে। নিজ দেশের পার্শ্ববর্তী দেশও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের ওপর প্রতিবেশী দেশেরও নানা অধিকার রয়েছে। সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য তার প্রতিও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

প্রতিবেশীই হচ্ছে মানুষের সবচে' নিকটজন, যে তার খবরা-খবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি জানে। ইসলামী শরীয়তে প্রতিবেশীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তার অধিকার খুব বড় করে দেখা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا** Ô†Zvgiv Bev`Z Ki Avjøvni, Zvi mv‡_ †Kv‡bv wKQ‡K kixK K‡iv bv| Avi mØ¨envi Ki gvZv-wcZvi mv‡_, wbKU AvZ¥x‡qi mv‡_, BqvZxg, wgmKxb, wbKU AvZ¥xqÑ cwZ‡ekx, AbvZ¥xqÑ cwZ‡ekx, cvkeZx mv_x, gmvwdi Ges †Zvgv‡`i gvwjKvbvf³ `vm-`vmx‡`i mv‡_| wbðq Avjøvn cQ›` K‡ib bv Zv‡`i‡K hviv `vw¤K, An¼vix Õ (miv Avb wbmv : 36)।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অনবরত অ-সিয়ত করতে থাকেন, এমনকি এক পর্যায়ে আমার ধারণা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন' (বুখারী ও মুসলিম)।

সাহাবী আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণমূলক কথা বলে না হয় নিশ্চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সম্মান রক্ষা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের মেহমানদারী করে' (বুখারী ও মুসলিম)। এরূপ অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা প্রতিবেশীর অধিকারের অপরিহার্যতার কথা প্রমাণ করে।

শরীয়ত প্রতিবেশীকে এত অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ

প্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! প্রতিবেশীর প্রতি ইসলাম এত গুরুত্ব দেয়ার বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এখানে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করতে চাই :

১. সকল মুসলমানকে ভালোবাসা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, বিপদে সাহায্য করা ইত্যাদি হিতকর যাবতীয় কাজ ইসলামে প্রতিটি মুসলমানের ওপর আবশ্যক করা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম রাখা হয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এই ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ ভালোবাসা ও পারস্পরিক মমত্ববোধের প্রসার মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে যাতে ঘটতে পারে, তাই প্রতিবেশীর প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. প্রতিবেশী সকলের চেয়ে অধিক সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার দাবী রাখে, কারণ প্রতিবেশীই তার অতি নিকটে বসবাস করে এবং সে তার যাবতীয় সমস্যা ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানে।

৩. প্রতিবেশীর দ্বারাই মুসলমানের নিজ জীবন, সন্তান, পরিবার এবং সম্পদের নিরাপত্তা লাভ হয়। এবং সর্বাঙ্গীন জীবন সুখময় হয়।

প্রতিবেশী কারা ?

প্রিয় উপস্থিতি! প্রতিবেশী কে? এ ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো- আপনার বাড়ির কাছাকাছি যার বাড়ি এবং যার বাড়ির সাথে আপনার বাড়ি মেলানো সেই আপনার প্রতিবেশী। সীমানা নির্ধারিত হবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। যে ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী, সেই প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর গুরুত্বের ক্ষেত্রে তারতম্য

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সকল প্রতিবেশীর গুরুত্ব আবার সমান নয়। বিভিন্ন দিকের বিবেচনায় তাদের গুরুত্বের মধ্যেও তারতম্য হবে। যেমন গুরুত্বের মধ্যে তারতম্য আসবে নিকটবর্তী ও দূরবতী প্রতিবেশী হওয়ার দিক বিবেচনায়। নিকটবর্তী প্রতিবেশী কল্যাণ এবং সাহায্য পাবার ক্ষেত্রে দূরবর্তী প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাবে। এর প্রমাণ আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا 'আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তোমার দরজার অধিক নিকটবর্তীজনকে' (বুখারী)।

অনুরূপভাবে তাদের শ্রেণী ও মর্যাদার তারতম্যের কারণেও গুরুত্বের মধ্যে তারতম্য হবে :

১. এক ধরনের প্রতিবেশী আছে যার অধিকার তিনটি। আর সে হলো নিকটাত্মীয়-মুসলমান-প্রতিবেশী। তার অধিকার তিনটি হলো : আত্মীয়তা, ইসলাম ও প্রতিবেশীত্ব।

২. আরেক ধরনের প্রতিবেশী আছে যার অধিকার দু'টি। আর সে হলো অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এ প্রতিবেশীর অধিকার হলো প্রতিবেশীত্ব ও ইসলাম ।

৩. আরেক ধরনের প্রতিবেশী রয়েছে, যার অধিকার একটি। আর সে হলো অমুসলিম প্রতিবেশী। এ প্রতিবেশীর অধিকার শুধু প্রতিবেশীত্ব।

প্রতিবেশী নির্বাচনের গুরুত্ব

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! মানুষ হিসাবে আমাদেরকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। আর সমাজে বসবাস করলে অবশ্যই সেখানে প্রতিবেশী থাকে। প্রতিবেশী ভালো হলে সামাজিক জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়। এর বিপরীতে প্রতিবেশী মন্দ হলে সমস্যার কোনো শেষ থাকে না। তাই ইসলামে প্রতিবেশী নির্বাচনের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হল, সব সময় সৎ প্রতিবেশী বেছে নেয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়া; যে তার অধিকারগুলো আদায় করবে; এবং তাকে কষ্ট দেবে না; যে তাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। বলা হয় 'বাড়ি বানানোর পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন কর'। এর স্বপক্ষে পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াত পেশ করা যেতে পারে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ : وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ÔAvi hviv Cgvb Av‡b Zv‡`i Rb¨ Avjøvn wdiAvD‡bi ¯¿xi D`vniY †ck K‡ib, hLb †m e‡jwQj, Ô†n Avgvi ie, Avcbvi Kv‡Q Avgvi Rb¨ Rvbœv‡Z GKwU evwo wbgvY Kiæb Ges Avgv‡K wdiAvDb I Zvi Kg n‡Z bvRvZ w`b, Avi Avgv‡K bvRvZ w`b hvwjg m¤cÖ`vq n‡ZÕ (miv AvZ-Zvnixg : 11)।

সৎ প্রতিবেশী নির্বাচন করার গুরুত্ব এর মাধ্যমেও স্পষ্ট হয় যে, এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশী ও তার সন্তানদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, পরস্পর মেলা-মেশা ও দেখা-সাক্ষাতের কারণে। সে হিসেবে প্রতিবেশী যদি সৎ হয় তাহলে ব্যক্তির ঘর ও পরিবার নিরাপদ হয়ে যায়। আর যদি অসৎ হয়, তাহলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভালো প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর গোপন বিষয় অবহিত হলে গোপন রাখে। আর অসৎ প্রতিবেশী তা প্রকাশ ও প্রচার করে বেড়ায়। ভালো প্রতিবেশী ভালো কাজে সাহায্য করে, সৎ উপদেশ দেয়। আর অসৎ প্রতিবেশী ধেঁ-াকা দিয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে যথার্থরূপে প্রতিবেশীর যাবতীয় অধিকার আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (سورة الأحزاب : 58) بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمْ .

প্রতিবেশীর অধিকার

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيْراً كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ فِيْ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:
فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ حَقَّ التَّقْوَى، فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَقَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ.

mwcq gmwjg fvB I eÜMY! প্রতিবেশীর অনেক অধিকার রয়েছে। তার মধ্য থেকে আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিকার তুলে ধরছি :

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া :

ব্যক্তি তার প্রতিবেশী থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। কোনো ব্যক্তিই তার প্রতিবেশীকে কোনোরূপ কষ্ট দেবে না, নির্যাতন করবে না, হয়রানিতে ফেলবে না। হোক তা কথা অথবা কাজের মাধ্যমে। যেমন অভিশাপ দেয়া, গালমন্দ করা, গীবত করা এবং এমন কথা বলা যা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তদ্রূপভাবে প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলা, তাকে বিরক্ত করা, ছেলে মেয়েদেরকে প্রতিবেশীর ঘরের জিনিস-পত্র নষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ করা বা বাধা না দেয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, প্রশ্ন করা হলো কে সে হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন : 'প্রতিবেশী, যার কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়' (আমহদ)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার কষ্ট থেকে নিরাপত্তা বোধ করে না' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'(বুখারী)।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার সবচেয়ে কঠিন প্রকার হল : তার সম্মান-সম্ভ্রমে আঘাত আসে এমন কাজ করা, যেমন প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলা ইত্যাদি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে' বড় গুনাহ কোন্‌টি' ? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, 'তারপরে কোন্‌টি' ? তিনি বললেন, 'তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, 'এরপর কোন্‌টি'? তিনি বললেন, 'তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা' (বুখারী)।

অর্থাৎ প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ফুসলিয়ে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তার সাথে ব্যভিচার করা। কারো অসম্মতিতে জোর পূর্বক ব্যভিচার করা থেকে এটা আরো বেশি অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন।

শরীয়তে এ বিষয়টি বড় করে দেখার কারণ :

(ক) এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর নিকট আমানতস্বরূপ, তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা উক্ত আমানতের খিয়ানত।

(খ) এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর যাবতীয় অবস্থা এবং তার উপস্থিতি- অনুপস্থিতির সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

(গ) প্রতিবেশী যেহেতু তার কাছাকাছিই থাকে এবং তার সাথে ওঠাবসা করে তাই তার দেয়া কষ্ট প্রতিবেশীর নিকট খুব দ্রুত এবং সহজেই পৌঁছে ।

(ঙ) যিনা-ব্যভিচার মারাত্মক অন্যায়। ইসলাম মুসলমানদেরকে এ ব্যাধি থেকে নিবৃত রাখার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। এর জন্য মারাত্মক শাস্তির বিধান প্রবর্তন করে সতর্ক করেছে; কিন্তু প্রতিবেশী অতি নিকটে বসবাস করে বিধায় এ অন্যায়কর্মটি সঙ্ঘটিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা অন্য জায়গার তুলনায় একটু বেশি। তাই এখানে শাস্তি ও অন্যায়ের মাত্রা বেশি বলে অতিরিক্ত সতর্ক করা হয়েছে। যাতে আল্লাহভীরু মুসলমান পাপের আধিক্যের কথা চিন্তা করে এ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।

প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা :

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে' (বুখারী)।

কাযী আয়ায রহ. বলেন, হাদীসের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলার সঙ্কল্প করেছে, ইসলামকে মান্য করা নিজের ওপর আবশ্যিক করেছে। তার ওপর নিজ মেহমান ও প্রতিবেশীকে সম্মান করা, তাদের মান্য করা ও খেদমত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটিই হলো প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ ও আদায় করার অর্থ (ইমাম নববী, শারহু সহীহিল মুসলিম)।

আর এটি হলো ব্যাপক ভিত্তিক অধিকার। এর সাথে অনেকগুলো অধিকার ও বিষয় জড়িত। যেমন-

(ক) তার প্রয়োজনে সাহায্য করা, ব্যবহারের জিনিস চাইলে দেয়া। কেননা প্রতিবেশী কখনও প্রতিবেশীর কাছে মুখাপেক্ষী নয়, এমন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকের নিন্দা করেছেন, যারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস চাইলে দেয় না। ইরশাদ হয়েছে : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ÔZviv wbZ¨ e¨enva wRwbm Ab¨‡K †`q bv;

(miv Av¨j-gvDb : 7)।

(খ) প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়া, তার বাড়িতে খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করা।

আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অসিয়ত করেছে إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ **'তুমি যখন তরকারি রান্না করবে তখন তাতে বেশি করে পানি দেবে অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের কারো খবর নিয়ে তা থেকে তাদেরকে কিছু দেবে' (মুসলিম)।**

(গ) প্রতিবেশী ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দেয়া, তার প্রয়োজনে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে তার দেখাশোনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ **'সে মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশেই প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে' (বায়হাকী : আসসুনানুল কুবরাঃ সহীহ আত-তারগীবে আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন)।**

(ঘ) প্রতিবেশীর ভালো কোনো সংবাদ পেলে তাকে মুবারকবাদ জানানো এবং খুশি প্রকাশ করা। যেমন বিবাহ করলে, সন্তান জন্ম নিলে, সন্তান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এবং এ জাতীয় উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ জানানো এবং বরকতের জন্য দুআ করা।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে অধিকার রয়েছে সেগুলো প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও আদায় করা জরুরী। কেননা সে-ই এর বেশি হকদার, যেমন তাকে সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, অসুস্থ হলে খেদমত করা, তার দাওয়াত গ্রহণ করা। নিম্নবর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ সবের উল্লেখ রয়েছে: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ **'আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের অধিকার ছয়টিঃ বলা হলো, সেগুলো কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে তাকে সালাম দেবে; দাওয়াত দিলে কবুল করবে; তোমার কাছে নসীহত চাইলে নসীহত করবে; হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিলাহ' বললে 'ইয়ারহামকালাহ' বলে জবাব দিবে; অসুস্থ হলে তার খোঁজ-খবর নেবে আর মৃত্যু বরণ করলে জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশ গ্রহণ করবে' (মুসলিম)।**

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ! এ ছিল প্রতিবেশীর অধিকার সংক্রান্ত কিছু জরুরী কথা। সহীহ কথাগুলোর ওপর আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন এবং প্রতিবেশীর যে অধিকার মহান আল্লাহ আমাদের জন্য আদায় করা জরুরী করে দিয়েছেন আমাদের সকলকে সে অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তা যথার্থরূপে আদায় করার তাওফীক দিন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদেরকে সকল পাপ, অন্যায় ও গুনাহ থেকে পবিত্র করুন। আপনি আমাদেরকে প্রতিবেশীর অধিকার যথার্থরূপে আদায় করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশীদেরকেও আপনি প্রতিবেশীর হক ও অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়ার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যথার্থরূপে তাকওয়া অবলম্বনের তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক

LZevq hv _vK‡e

১. মুসলমানের হকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

২. আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্বের অর্থ

৩. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফযীলত

৪. বিভেদ ও অনৈক্য থেকে সতর্কিকরণ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الْحَكَمِ الْعَدْلِ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ وَالتَّدْبِيْرُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَكْرَمُ رَسُوْلٍ وَخَيْرُ بَشِيْرٍ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

মুআযযাজ হাযেরীন ! ইসলাম একটি মহান ধর্ম, মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত একমাত্র জীবনাদর্শ। ইসলাম প্রদর্শন করেছে তার অনুসারীদের জন্য সঠিক পথ। ইসলামে রয়েছে অধিকার ও কর্তব্যের সুন্দর সমন্বয়। সবাইকে দেয়া হয়েছে তার প্রাপ্য অধিকার। ইসলাম যেসব হক বা অধিকার দিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, এক মুসলমান ভাইয়ের ওপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের হক।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা জানেন, মুসলিম জাতি আজ স্রোতে ভাসা খড়কুটার মতো মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের কাতার আজ হয়ে গেছে খণ্ড-বিখণ্ড। তারা হয়ে পড়েছে শতধা বিভক্ত। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আজ ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক তাআ'উন তথা সহযোগিতার পবিত্র বন্ধন। ফলে ঠিক দলচ্যুত মেষের মতোই তারা আজ শিকারে পরিণত হচ্ছে নানা জাতি ও গোত্র-সম্প্রদায়ের।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ঈমান ও তাকওয়ার উত্তাপ হ্রাস পাওয়া এবং আল-উখুওয়াহ ফিল্লাহ তথা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অভাবে। 'আল-উখুওয়াহ ফিল্লাহ' হচ্ছে, তাওহীদের নিখাঁদ বাঁধন এবং পূর্ণাঙ্গ এক ঐক্য চেতনা। এই নিখাঁদ, পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপ্ত চেতনা ছাড়া বাস্তবে এই ভ্রাতৃত্বের বাঁধনকে পুনর্জীবন দান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন এই ভ্রাতৃত্বচেতনা মুসলমানদের প্রথম জামাতকে মেষের রাখাল থেকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির নেতা ও পরিচালক বানিয়ে দিয়েছিল। এ রূপান্তর ও পরিবর্তন তখনই সূচিত হয়েছিল যখন তাঁরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যপ্ত আকীদার বুনিয়াদে গড়া এই ভ্রাতৃত্বকে তাঁদের কর্ম ও জীবন পদ্ধতিতে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। এই উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় চিত্র সেদিন ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যেদিন মক্কায় তাওহীদের অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের উদ্বোধন করেছিলেন। বর্ণ ও গোত্র এবং ভাষা ও ভূমির ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বপণ করেছিলেন এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ব ও একতার বীজ। ভ্রাতৃত্বের এক সুতোয় বেঁধেছিলেন তিনি কুরাইশ বংশের হামযা, গিফারী বংশের আবূ যর আর পারস্যের সালমান, হাবশার বিলাল ও রোমের সুহাইব রাযি. প্রমুখকে। একতা ও ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়ে তাঁরা সবাই যেন অভিন্ন কণ্ঠে আবৃত্তি করছিলেন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত : **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** Ôwbðq gywgbiv ci¯úi fvB fvB| Kv‡RB †Zvgiv †Zvgv‡`i fvB‡`i g‡a¨ Av‡cvl- gxgvsmv K‡i `vI| Avi †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki, Avkv Kiv hvq †Zvgiv AbMÖncvß n‡eÕ (miv Avj ûRivZ : 10)।

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভ্রাতৃত্ব রচনার প্রথম পর্ব। এরপর দ্বিতীয় পর্বে সুদীর্ঘ রক্তাক্ত যুদ্ধ ও বহুকাল ধরে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে তিনি ভ্রাতৃত্ব গড়ে দেন মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে। তারপর তৃতীয় পর্বে তিনি ভ্রাতৃত্ব রচনা করেন মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে। এ ছিল মৈত্রী ও ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্ত, পুরো মানবেতিহাসে যার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। হৃদয়ের সাথে

হৃদয়ের বন্ধন রচিত হলো। মনের সাথে মনের মিলন হলো। এমন হৃদয়কাড়া দৃশ্যও মঞ্চায়িত হলো, বুখারী ও মুসলিমে যার বিবরণ এসেছে এভাবে :

আনাস রাযি. বলেন, 'আমাদের কাছে আবদুর রহমান ইবনে আউফ এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ও সা'দ ইবনুর রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে দিলেন। সা'দ রা. ছিলেন বিত্তশালী। তিনি বললেন, আনসাররা জানে আমি তাদের মধ্যে সবচে' বেশি সম্পদশালী। আমি আপনার ও আমার মাঝে নিজ সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে নেব। আমার দুইজন স্ত্রী আছে। আপনি দেখেন কাকে আপনার বেশি সুন্দরী মনে হয়। আমি তাকে তালাক দেব। তারপর তার ইদ্দত শেষ হলে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দিন। আপনি আমাকে বাজার কোথায় দেখিয়ে দিন। বাজার থেকে তিনি কেবল তখনই ফিরে এলেন যখন তার কাছে অল্প কিছু মাখন ও পনির অবশিষ্ট রয়ে গেল। ক্ষণকাল বাদেই সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুর রহমান রাযি. কে উদ্দেশ্যে বললেন, 'ঘটনা কী?' আবদুর রহমান রাযি বললেন, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, 'তাকে কী দিয়েছো'? বললেন, খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ অথবা বললেন, স্বর্ণের একটি বিচি। তিনি বললেন, ওলীমা করো, হোক না তা একটি ছাগল দিয়ে' (বুখারী ও মুসলিম)।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আজ আমরা সা'দ ইবনুর রবী' রাযি. -এর যুগের কথা কল্পনা করে আফসোস করি আর বলি, কোথায় সেই সা'দ ইবনুর রবী' রাযি., যিনি নিজ সম্পদের অর্ধেক ও নিজ সহধর্মীনিকে মুসলমান ভাইয়ের জন্য ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হবেন। এর উত্তর হলো, সেদিন আর নেই। সেদিন তো তখনই বিদায় নিয়েছে যেদিন আবদুর রহমান রাযি. বিদায় নিয়েছেন। তেমনি যখন জিজ্ঞেস করা হয় কোন সে ব্যক্তি যিনি সা'দ রাযি.-এর মতো বদান্যতা ও মহানুভবতা দেখাবেন? তার জবাবে বলা হবে, কোথায় সেই ব্যক্তি যিনি আবদুর রহমান রাযি.-এর মতো অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করবেন?

সম্মানিত উপস্থিতি! এই হলো পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যপ্ত আকীদার বুনিয়াদে গড়া প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের কিছু চিত্র। আল্লাহর কসম! এ হাদীসটি যদি সর্বোচ্চ স্তরের একটি বিশুদ্ধ হাদীস না হতো, তাহলে আমি নির্ঘাত একে একটি কাল্পনিক দৃশ্য বলে আখ্যায়িত করতাম।

হ্যা, এটিই হলো নির্ভেজাল ভ্রাতৃত্ব। এই হলো প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব। কারণ আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে কেবল আকীদার বাঁধন, ঈমানের বন্ধন ও আল্লাহর ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যার শিকড় কখনো উপড়ে পড়ে না।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া একটি মহামূল্যবান নিয়ামত। এটি আল্লাহর এমন এক দান, প্রকৃত মুমিনদের প্রতি যা প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হয়। আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব শুভ্র ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের মুমিনদের জন্য এক 'শারাবান তহূরা' বা পবিত্র পানীয়।

এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমান ভাইয়ের হক

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের হক হলো তাকে ভালোবাসা। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 'তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে : (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে গোটা সৃষ্টিজগত অপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়া; (২) মানুষকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; (৩) কুফরিতে ফিরে যাওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হওয়া' (মুসলিম)।

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নিচে ছায়া দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না : (১)

ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ; (২) এমন যুবক যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে বেড়ে উঠেছে; (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত; (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসেছে। এ উদ্দেশ্যেই তারা একত্রিত হয়েছে ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে; (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশীয় রূপসী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করেছে; কিন্তু সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি; (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনভাবে দান করেছে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাতও তা টের পায় নি; (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করেছে আর তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে' (বুখারী ও মুসলিম)।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِيْ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ 'এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অন্য গ্রামে গেল। পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা তার কাছে এসে বললেন, কোথায় চলেছ তুমি? লোকটি বলল, এ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে চলেছি। তিনি বললেন, তার ওপর কি তোমার কোনো নেয়ামত আছে যা তুমি পরিচর্জা ও যত্ন কর? তিনি বললেন, না। তবে এতটুকু যে, আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে এসেছি। আল্লাহ তোমাকে বার্তা জানিয়েছেন যে, তিনি তোমাকে ভালোবাসেন যেমন তুমি তাকে তাঁর জন্য ভালোবাসো' (মুসলিম)।

মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا، أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে যাবৎ না পরিপূর্ণ মুমিন হবে। আর তোমরা পূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দেব না, যা অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও' (মুসলিম ও আবু দাউদ)।

প্রিয় ভাইয়েরা! এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি হলো হাদীস অনুযায়ী নিম্নরূপ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ 'এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। বলা হলো সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, (১) তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দেবে; (২) সে যখন তোমাকে দাওয়াত করবে তখন তা গ্রহণ করবে; (৩) সে যখন তোমার কাছে নসীহত; (পরামর্শ) চাইবে, তখন তুমি তাকে নসীহত করবে; (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, তখন তুমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে; (৫) যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে; (৬) এবং যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযা-দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করবে'(মুসলিম)।

এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের আরেকটি হক হলো, তার সম্পর্কে মনে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ পুষে না রাখা। কেননা মুমিন হবে পরিষ্কার মনের অধিকারী। তার অন্তর হবে অনাবিল ও অপঙ্কিল। তার হৃদয় হবে কোমল ও দয়ার্দ্র। মুমিন যখন রাতে শয়ন করে তখন সে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলে, পৃথিবীর কারো প্রতি তার একবিন্দু হিংসা-বিদ্বেষ নেই।

বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষপরায়ন হয়ো না, একে অন্যের পেছনে লেগে না এবং পরস্পরে প্রতিহিংসায় লিপ্ত হয়ো না, বরং একে অন্যের সাথে ভাই-ভাই ও এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও' (মুসলিম)।

আমাদের জেনে রাখা উচিত, মানুষের অন্তরের ব্যাধিসমূহের অন্যতম হলো হিংসা-বিদ্বেষ। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন) মানুষকে সুখী দেখে মানুষ হিংসা করে; তার অন্তরে আগুন জ্বলে। অথচ এই অর্বাচীন লোক ভুলে যায় যে, এ রিযক ও সম্পদ কিন্তু আল্লাহই বণ্টন করেছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, কাউকে সুখ ও প্রাচুর্যের

মধ্যে ডুবে থাকতে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ করা। যে আল্লাহ তাকে এত নিয়ামত ও প্রাচুর্য দিয়েছেন তার কাছে তার জন্য আরও বৃদ্ধির দু'আ করা। তিনি যেন আমাকেও সম্পদ ও সুখ-প্রাচুর্য দেন সে প্রার্থনা তাঁর কাছেই করা। সেই নেককারদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও উচ্চারণ করা উচিত যারা বলতেন رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Ô†n Avgv‡`i ie, Avgv‡`i‡K I Avgv‡`i fvB hviv Cgvb wb‡q Avgv‡`i c‡e AwZµvš n‡q‡Q Zv‡`i‡K ¶gv Kiæb; Ges hviv Cgvb G‡bwQj Zv‡`i Rb¨ Avgv‡`i Aš‡i †Kv‡bv we‡Øl ivL‡eb bv; †n Avgv‡`i ie, wbðq Avcwb `qvevb, cig `qvjÕ (miv Avj nvki : 10)।

মুহতারাম হাযেরীন! মুসলমানের প্রতি হিংসা না রাখা এবং তাদের জন্য হৃদয়ে ভালোবাসা লালন করা কত বড় আমল তা বুঝতে পারা যাবে একটি ঘটনা শুনলে। ঘটনাটি আনাস রাযি. থেকে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি উপস্থিত হবে'। তারপর আনসারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তার দাড়ি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় উযুর পানি ঝরছিল। বাম হাতে তার জুতো ধরা। পরদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ বললেন। অতঃপর প্রথম বারের মতো সেই লোকটিই উপস্থিত হলো। তৃতীয় দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা বললেন। এবারও প্রথম বারের মতো লোকটিই উপস্থিত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বৈঠক ত্যাগ করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স তার পিছু নিলেন। তাকে তিনি বললেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছি। এক পর্যায়ে কসম করেছি তিনদিন আমি তার কাছে যাব না। তুমি যদি আমাকে এ সময়টুকু তোমার কাছে থাকতে দিতে? তিনি বললেন, ঠিক আছে। আনাস রাযি. বলেন, আবদুল্লাহ বলতেন, তিনি তার সাথে তিনটি রাত অতিবাহিত করেছেন। তাকে তিনি রাতে নামায পড়তে দেখেননি। তবে এতটুকু দেখেছেন যে, রাতে যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হন, তখন তিনি পাশ ফিরে ফজরের নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ও তাকবীরে লিপ্ত থাকেন। আবদুল্লাহ বলেন, তবে আমি তাকে ভালো ছাড়া কারও মন্দ বলতে শুনিনি। অতঃপর যখন তিন রাত অতিবাহিত হলো এবং আমি তার আমলকে সামান্য জ্ঞান করতে লাগলাম তখন আমি তাকে জিজ্ঞেসই করে বসলাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার ও আমার পিতার মাঝে কোনো রাগারাগি বা ছাড়াছাড়ির ঘটনা ঘটেনি; তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমার সম্পর্কে তিন দিন বলতে শুনেছি : 'এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী লোক উপস্থিত হবে'। আর ঘটনাক্রমে তিনবারই তুমি উপস্থিত হয়েছ। এজন্য আমি তোমার সান্নিধ্যে এসেছিলাম তুমি কী আমল করো তা দেখতে। যাতে আমি তোমাকে অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আমি তো তোমাকে খুব বেশি আমল করতে দেখলাম না! তাহলে তোমার কোন্ আমল তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত মর্যাদায় পৌঁছালো? লোকটি বলল, তুমি যা দেখলে তার বেশি কিছুই নয়। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, যখন আমি ফিরে আসলাম, তখন সে আমাকে ডেকে বলল, তুমি যা দেখলে তা তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়। তবে আমি মনের মাঝে কোনো মুসলমানকে ঠকানোর চিন্তা রাখি না এবং আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তাতে কোনো হিংসা বোধ করি না। আবদুল্লাহ রাযি. বললেন, 'এটিই তোমাকে উক্ত মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে। আর এটিই তো আমরা পারি না'।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمْ .

মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَاشْهَدُ أَن لَّا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَه إِلَى يَوْمِ الَدِّين، أَمَّا بَعْدُ:

আমার মুসল্লী ভাইয়েরা! এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের আরেকটি হক হলো তাকে সাধ্যমত সাহায্য করা। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ‘যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্টসমূহ থেকে কোনো একটি কষ্ট দূর করবে কিয়ামতের কষ্টসমূহ থেকে আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন, যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে দুনিয়াতে ছাড় দেবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ছাড় দেবেন। আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে’ (আহমদ,সহীহ)।

এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের আরেকটি হক হলো তাকে সাহায্য করা, চাই সে যালেম হোক কিংবা মযলুম। আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ‘তুমি তোমার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করব ঠিকই কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার হাত ধরবে [তাকে যুলম থেকে বাধা প্রদান করবে]’ (বুখারী)। অর্থাৎ তুমি তোমার ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে। যদি সে যালেম হয় তাহলে যুলম থেকে তার হাত টেনে ধরবে এবং তাকে বাধা দেবে। আর যদি সে মযলুম হয় তাহলে সম্ভব হলে তাকে সাহায্য করবে। যদিও একটি বাক্য দ্বারা হয়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে। আর এটি সবচে’ দুর্বল ঈমান।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ! এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের আরেকটি হক হলো, তার দোষ গোপন রাখা এবং তার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা। এটি সবচে’ বড় হক। কারণ সে তো আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যশীল কোনো ফেরেশতা বা তাঁর প্রেরিত রাসূল নয়। সে মানুষ; তাই ভুল তো তার হবেই। অতএব তার কোনো ভুল হলে তা গোপন রাখা উচিত।

আলিমগণ বলেন, ‘মানুষ দুই প্রকার। এক প্রকার হলো যারা মানুষের মাঝে তাকওয়া-পরহেযগারী ও নেক আমলের জন্য সুপরিচিত। তিনি যদি কোনো ভুল করেন বা তার কোনো পদস্খলন হয়ে যায়, তাহলে মুমিনদের কর্তব্য হলো তা গোপন রাখা। তার দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।

কেননা বিশুদ্ধ সনদে মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে আবু বারযা আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ ‘হে ঐ সকল লোক যারা শুধু মুখে ঈমান এনেছে অথচ তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খোঁজায় লিপ্ত হয়ো না। কেননা যে তাদের দোষ খোঁজায় লিপ্ত হয়, আল্লাহও তার পেছনে দোষ খোঁজেন। আর আল্লাহ যার দোষ খোঁজেন তাকে তার বাড়িতেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন’ (আবুদাউদ, সহীহ)।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যারা প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করে এবং প্রকাশ্যে গুনাহ করে। তারা স্রষ্টা তথা আল্লাহকেও লজ্জা করে না আবার মানুষকেও লজ্জা করে না। এরা হলো ফাসেক ও ফাজের। এদের কোনো গীবত নেই।

সম্মানিত ভাইয়েরা! প্রকৃত সম্পর্ক যা বিচ্ছেদে জোড়া লাগায় এবং বিভক্তিকে যুক্ত করে, সেটি হলো, দীনের সম্পর্ক এবং ইসলামের বন্ধন। যে সম্পর্ক ও বন্ধন পুরো ইসলামী সমাজকে একটি দেহের মতো একাত্ম করেছে। তাকে বানিয়েছে একটি প্রাচীরের মতো, যার ইটগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে লেগে থাকে। দেখুন, মানুষের মধ্যে এত বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আরশবহনকারী ও তাঁদের আশপাশের ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দু'আ করেন। ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Ôhviv Avik‡K aviY K‡i Ges hviv Gi Pvicv‡k i‡q‡Q, Zviv Zv‡`i i‡ei cksmvmn Zvmexn cvV K‡i Ges Zvi cwZ Cgvb iv‡L| Avi gwgb‡`i Rb¨ ¶gv †P‡q e‡j †h, Ô†n Avgv‡`i ie, Avcwb ingZ I Ávb Øviv me wKQ‡K cwie¨ß K‡i i‡q‡Qb| AZGe hviv ZvIev K‡i Ges Avcbvi c_ AbmiY K‡i Avcwb Zv‡`i‡K ¶gv K‡i w`b| Avi Rvnvbv‡gi Avhve †_‡K Avcwb Zv‡`i‡K i¶v Kiæbõ (miv Avj gwgb : 7)।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে এ মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আরশবহনকারী ও তার আশপাশের ফেরেশতা এবং পৃথিবীর বনী আদমের মধ্যে যে সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে ওঠেছে, যার কারণে এ পূণ্যময় দুআ ও প্রার্থনা, তা হলো ঈমান বিলাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান। কারণ তিনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেছেন, **يُؤْمِنُونَ بِهِ** 'তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে' অর্থাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ঈমান এনেছেন। আর বনী আদমের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ সম্পর্কে বলেছেন, **وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا** Ôgwgb‡`i Rb¨ Zviv ¶gv Pvqõ। এখানে তাদের গুণও বলা হয়েছে ঈমান। এ থেকে বুঝা যায় মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে সম্পর্কের একমাত্র বাঁধন হলো ঈমান বিলাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব ঈমানই সবচে মজবুত বন্ধন' (আযওয়াউল বায়ান)।

একতা ও ঐক্যের আহ্বান

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা আমার : আমাদের কর্তব্য একে অপরকে সাহায্য করা এবং একে অন্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকা। আমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশ মতো আল্লাহ তা'আলার সব বান্দা ভাই-ভাই হয়ে থাকা। এতেই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : **وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** ÔAvi †Zvgiv ci¯úi SMov K‡iv bv, Zvn‡j †Zvgiv mvnm-nviv n‡q hv‡e Ges †Zvgv‡`i kw³ wbt‡kl n‡q hv‡e| Avi †Zvgiv ^ah ai, wbðq Avjøvn ^ahkxj‡`i mv‡_ Av‡Qbõ (miv Avj Avbdvj : 46)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** ÔAvi †Zvgiv mK‡j Avjøvni i¾‡K `pfv‡e aviY Ki Ges wef³ n‡qv bvõ (miv Av‡j Bgivb:103)।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانا 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা একে অন্যের সাথে ভাই-ভাই হয়ে যাও'।

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং জেনে রাখুন, জামাআত তথা দলের ওপর আল্লাহর হাত। সুতরাং আপনারা আপনাদের দীনী ভাইদের সঙ্গে থাকুন। তারা যেখানেই যান তাদের সঙ্গী হোন। আপনারা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন এবং বিভক্ত হবেন না। মনে রাখবেন, একতাতেই শক্তি আর বিভক্তিতে দুর্বলতা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে থাকার তাওফীক দান করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের যেসব হক রয়েছে, তা আমাদেরকে যথার্থরূপে আদায় করা তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের হৃদয়ের সকল মুসলমানের জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা যেন পরস্পরে ঝগড়া করে ইসলামের বদনাম না করি সেই তাওফীক আমাদের সকলকে দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে আপনি হিফাযত করুন। মুসলমানদের মধ্যে যারা ভুল পথে রয়েছে তাদের আপনি হিদায়েত করুন। মুসলিম উম্মাহকে বিজাতীয় ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযত করুন। সকল প্রকার বালা-মুসীবত থেকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সুদের ভয়াবহ প্রভাব

LZevq hv _vK‡e

১. কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা

২. সুদভিত্তিক লেনদেনের আকার-প্রকৃতি তুলে ধরা

৩. অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের পরিণতি বর্ণনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَغَفَرَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا ثُمَّ اهْتَدَى. أَحْمَدُهُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ. جَعَلَ الْحَلاَلَ الْغَنِيَّةَ عَنِ الْحَرَامِ وَوَعَدَ مَنِ اتَّقَاهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَاشْهدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা‘আলা সুদ খাওয়া, সুদভিত্তিক লেনদেন করা হারাম করে দিয়েছেন। যারা সুদ খায় তাদের ঠিকানা জাহান্নাম বলে ঘোষণা করেছেন। সুদখোরের বিরুদ্ধে তাঁর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.** Ôwbðq hviv Cgvb Av‡b I †bK Avgj K‡i Ges mvjvZ Kv‡qg K‡i, Avi hvKvZ c`vb K‡i, Zv‡`i Rb¨ i‡q‡Q Zv‡`i i‡ei wbKU cwZ`vb| Avi Zv‡`i †Kv‡bv fq †bB Ges Zviv wPwšZI n‡e bv| †n gwgbMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges m‡`i hv Aewkó Av‡Q, Zv cwiZ¨vM Ki, hw` †Zvgiv gwgb nI|wKš hw` †Zvgiv Zv bv Ki Zvn‡j Avjøvn I Zvi ivm‡ji c¶ †_‡K h‡×i †NvlYv bvI, Avi hw` †Zvgiv ZvIev Ki, Z‡e †Zvgv‡`i gjab †Zvgv‡`iB _vK‡e| †Zvgiv hjg Ki‡e bv Ges †Zvgv‡`i hjg Kiv n‡e bvÕ (miv Avj-evKviv : 277-279)।

সুদখোর, সুদদাতা, সুদী লেনদেনের সাক্ষী এবং সুদী লেনদেনের চুক্তি লেখক সবার প্রতিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন। হাদীসে এসেছে لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الربَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের চুক্তি লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লানত করেছেন’ (মুসলিম)।

যে এলাকায় সুদ ও যিনা প্রকাশ পাবে সে এলাকাবাসীর প্রতি আল্লাহর আযাব নাযিলের হুঁশিয়ারবাণীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চারণ করেছেন। হাদীসে এসেছে : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَ الرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ ‘যদি কোনো গ্রামে যিনা ও সুদ প্রকাশ পায়, তবে ওই গ্রামবাসী নিজেদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল করে নিল’ (আলবানী : সহীহুল জামে)।

সুদ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয় ও সম্পদের বরকত মুছে ফেলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ** ÔAvjøvn m`‡K wgwU‡q †`b Ges mv`Kv‡K evwo‡q †`b| Avi Avjøvn †Kv‡bv AwZ KdiKvix cvcx‡K fv‡jvev‡mb bvÕ (miv Avj evKiv : 276)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন : **وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ** ÔAvi †Zvgiv †h m` w`‡q _vK, gvb‡li m¤ú‡` ew× cvIqvi Rb¨ Zv gjZt Avjøvni Kv‡Q ew× cvq bv| Avi †Zvgiv †h hvKvZ w`‡q _vK Avjøvni mšwó Kvgbv K‡i (ZvB ew× cvq) Ges ZvivB eû¸Y m¤ú` cvßÕ (miv Avi-i[g : 39)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! সুদ খাওয়া বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। সুদ খাওয়াকে তিনি ঘৃণ্যতম অপরাধের মধ্যে শামিল করেছেন। কবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল করেছেন। যে সুদ খায় দুনিয়া ও আখেরাতে তার করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদখোরের পার্থিব শাস্তি হলো তার সম্পদের বরকত চলে যাওয়া, সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যদি সুদখোরের হাতে সম্পদ থেকেও যায় তবুও তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে না। বরং এ সম্পদের নানা যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা সইতে সইতেই তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এ সম্পদের আযাব তার জীবনকে বিষিয়ে তুলে।

সুদখোর যখন হাশর-নশরের জন্য কবর থেকে উঠবে তার অবস্থা হবে খুবই ন্যাক্কারজনক। সুদখোরের এ অবস্থাকে চিত্রিত করে আল কুআনের ইরশাদ হয়েছে : **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ** Ôhviv m` Lvq, Zviv Zvi b¨vq (Kei †\_‡K) DV‡e, hv‡K kqZvb ¯úk K‡i cvMj ewb‡q †`qÕ (miv Avj evKviv : 275)। অন্যান্য মানুষ যখন কবর থেকে উঠবে তারা ময়দানে হাশরের দিকে ছুটে চলবে। ইরশাদ হয়েছে : **يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا** Ô†hw`b `"Z‡e‡M Zviv Kei †_‡K †ei n‡q Avm‡e, †hb Zviv †Kv‡bv j‡¶¨i w`‡K QU‡QÕ (miv Avj gvAvÕwiR : 43)। কিন্তু সুদখোরের অবস্থা হবে ভিন্ন রকম। সে অন্যান্য মানুষের মতো ময়দানে হাশরের দিকে ছুটে যেতে পারবে না। সে মাতাল অবস্থায় মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় মূর্ছা খেয়ে খেয়ে খুব কষ্টে ময়দানের হাশরের দিকে এগিয়ে যাবে।

ইসরা ও মিরাজের হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে দেখলেন। লোকটি যখনই নদী থেকে ওঠে আসার জন্য তীরে আসছে। এক ব্যক্তি পাথর হাতে তার মুখোমুখি হচ্ছে এবং তার মুখ লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুড়ে মারছে। অতঃপর নদীতে সাঁতরানো লোকটি পূর্বের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলা হলো যে লোকটি সুদখোর। আনাস রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ 'সুদের সত্তুরটি গোনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নটি হলো মায়ের সাথে যিনা করার তুল্য' (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

প্রিয় ভাইয়েরা! সুদ আসমানী সকল শরীয়তেই হারাম, নিষিদ্ধ। ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন : **فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** ÔmZivs Bqvn`x‡`i hj‡gi Kvi‡Y Avwg Zv‡`i Ici DËg Lvevi¸‡jv nvivg K‡iwQjvg, hv Zv‡`i Rb¨ nvjvj Kiv n‡qwQj Ges Avjøvni iv¯Ív †_‡K A‡bK‡K Zv‡`i evav c`v‡bi Kvi‡Y| Avi Zv‡`i m` Mn‡Yi Kvi‡Y, A_P Zv †_‡K Zv‡`i‡K wb‡la Kiv n‡qwQj Ges A‰eafv‡e gvb‡li m¤ú` Lvlqvi Kvi‡Y| Avi Avwg Zv‡`i ga¨ †\_‡K Kvwdi‡`i Rb¨ c¯Íz K‡iwQ hšÎYv`vqK AvhveÕ (miv Avb-wbmv : 160)।

সুদ বিষয়ে এতসব কঠোর হুঁশিয়ারবাণী সত্ত্বেও অনেকেই ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিয়ে সুদভিত্তিক লেনদেনে লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করাই যেন তাদের মূল লক্ষ্য। সম্পদ বৃদ্ধি করাই তাদের মূল টর্গেট। এ প্রকৃতির লোকের অভিধানে হারাম বলতে কোনো শব্দ নেই। রবং তাদের কাছে হারাম হলো যা অর্জন করা সাধ্যাতীত। তাদের কাছে হালাল হলো সে জিনিস যা যেকোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব। তাদের হৃদয় আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য। তারা আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ। যদি কোনো সমাজের অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তবে মনে করতে হবে অতি শীঘ্রই সে সমাজ আল্লাহর আযাবের আওতায় চলে আসবে। আর যে জীবন সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সে জীবনে আদৌ কোনো কল্যাণ নেই। কেননা যে সম্পদ হারাম উৎস থেকে জমা করা হয় তা দুর্গন্ধময় আবর্জনায় ভরা নাপাক পানির ন্যায়, যার দুর্গন্ধে সবাই কষ্ট পায়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আজ মানুষে মাঝে সুদভিত্তিক লেনদেন প্রকটভাবে প্রচার পেয়েছে। এসব লেনদেনের সাথে জড়িত হওয়া একজন মুসলমানের জন্য কখনো উচিত নয়। এসব লেনদেন যতই লোভনীয় হোক না কেন তাতে কোনো বরকত নেই। এসব লেনদেনের মধ্যে একটি হলো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার পর সে যখন সময় মতো আদায় করতে অপারগ হয় তখন তাকে সময় বাড়িয়ে দিয়ে তার ওপর বাড়তি প্রদেয় প্রয়োগ করা। তাকে বলা যে তুমি হয়তো এই মুহূর্তে ঋণ আদায় করবে, অন্যথায় তোমার জন্য সময় বাড়িয়ে দেব এবং তার

বিনিময়ে তুমি এই পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা আদায় করবে। ঋণ আদায়ের সময় যতই বাড়বে ততোই প্রদেয় টাকার অংকও বাড়বে। এটাই হলো জাহিলীযুগের রেবা বা সুদ যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ '†n gywbMY, †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki Ges m‡`i hv Aewkó Av‡Q, Zv cwiZ¨vM Ki, hw` †Zvgiv gywgb nI| (miv Avj evKviv : 278)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ÔAvi hw` †Zvgiv Zvlev Ki, Z‡e †Zvgv‡`i gjab †Zvgv‡`iB _vK‡e| †Zvgiv hjg Ki‡e bv Ges †Zvgv‡`i hjg Kiv n‡e bvÕ (miv Avj evKviv : 279)।

সুদের আরেকটি প্রকার হলো কাউকে ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে কোনো ফায়দা হাসিল করা। যেমন কাউকে সুনির্দিষ্ট অংকের টাকা দিয়ে বলা হলো, এই টাকা ফেরত দেয়ার সময় তুমি শতকরা এত টাকা হারে অতিরিক্ত দেবে। তদ্রূপভাবে ঋণগ্রহীতার ওপর এরূপ শর্ত আরোপ করা হলো যে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার বাড়িতে বসবাসের সুযোগ পাবে, তার গাড়িতে চড়বে অথবা তাকে বিশেষ কোনো হাদিয়া দেবে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ব্যাংকসমূহে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে টাকা রাখা হয়, যার ওপর মেয়াদ শেষে সুনির্দিষ্ট শতকরা হারে ব্যাংক থেকে লাভ দেয়া হয়, সেসবও সুদের অন্তর্ভুক্ত।

সুদভিত্তিক লেনদেনের মধ্যে এটিও একটি যে, কোনো পণ্য কোনো ব্যক্তির মেয়াদী-বিক্রির পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হলো এবং সাথে সাথে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে তা বর্তমান মূল্যে কিনে নিল যা মেয়াদী-বিক্রির বিক্রয় মূল্যের চেয়ে অনেক কম। এটাও একপ্রকার সুদী লেনদেন, যা হিলা-বাহানার মাধ্যমে করা হয়।

অর্থকড়ি লেনদেন করে তা হস্তগত না করেই উভয় পক্ষ পৃথক হয়ে যাওয়াও সুদী লেনদেনের একটি। অথচ নিয়ম হলো লেনদেনকারীরা পরিপূর্ণরূপে অর্থকড়ি হস্তগত না করে পৃথক হবে না। যেমন সোনা-রূপার অলঙ্কার টাকার পরিবর্তে বিক্রি করা হলো অথচ উভয় পক্ষ তাদের সম্পদ হস্তগত না করেই পৃথক হয়ে গেল। এ জাতীয় সুদী লেনদেন অনেক রয়েছে। তাই মুসলমানের উচিত সকল প্রকার সুদ থেকে দূরে থাকা। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে উদাসীন তার আচরণে ধোঁকায় না পড়া। বরং সাধারণ মুসলমানদের উচিত সুদের ব্যাপারে কোনো সংশয় সৃষ্টি হলে তা আলেমদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া। এ ক্ষেত্রে কোনো অলসতা বা শিথিলতা প্রদর্শন না করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সুদ ও তার ভয়াবহ পরিণাম থেকে হিফাযত করুন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة البقرة : 278)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সুদের ভয়াবহ প্রভাব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَعْظِيْماً لِشَأْنِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِيْ إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

mwcq fvB I eÜMY! বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কেনা-বেচা একটি বহুল প্রচলিত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অর্থ উপার্জনের একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই লাভের আশায় শেয়ার কেনাবেচা করছে। যেসব কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হচ্ছে তার অধিকাংশই সুদভিত্তিক লেনদেনে অভ্যস্ত। এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার কেনার অর্থ ওই কোম্পানিতে অংশ নেয়া। তাই এ ব্যাপারে আমাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। যেসব কোম্পানি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে লেনদেন বা ব্যবসা চালাতে ওয়াদাবদ্ধ, আমরা কেবল সেসব কোম্পানির শেয়ারই ক্রয় করব। অন্যগুলো বর্জন করে চলব। এটাই হবে ঈমানের দাবি এবং সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের দেশে সুদভিত্তিক বহু কোম্পানি রয়েছে যেগুলো সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। আর আমাদের অনেকেই এসব কোম্পানির প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, সুদের ওপর টাকা নিয়ে জমি-বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়ার জন্য শয়তানও এসে প্ররোচনা দেয়। বলে, তুমি প্রয়োজনগ্রস্ত। অন্যারা যেহেতু এভাবেই জমি-গাড়ি-বাড়ির মালিক হচ্ছে তাহলে তোমার অসুবিধা কোথায়? অতঃপর বান্দার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। লোভ সামলাতে না পেরে সহজ শর্তে সুদভিত্তিক ঋণ নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নিজেকে জড়িত করে নেয় সুদী লেনদেনে। যারা এরূপ করে তাদের জন্য বলতে চাই- ধরুন আপনি সুদিভিত্তিক ঋণ নিয়ে একটি ফ্ল্যাটের মালিক হলেন, আপনি যেদিন সে ফ্ল্যাটে ঢুকলেন সেদিনই মালাকুল মওত এসে আপনার রূহ কবজ করে নিল। এবার বলুন আপনার অবস্থা কী দাঁড়াবে। আপনি কোন মুখে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখীন হবেন! আপনার চেহারা তো সুদের কালিমায় মলীন!

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! যারা সুদভিত্তিক লেনদেনে জড়িত হয় তারা আল্লাহর সাথে নিজদের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের অর্থ হলো চরম অসহায়ত্বে নিপতিত হওয়া। কেননা মানুষ খুবই দুর্বল। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ নিজের কোনো উপকারই করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Ô†n gvbl, †Zvgiv Avjøvni cÖwZ gLv‡c¶x Avi Avjøvn AgLv‡c¶x I ckswmZÕ (miv dwZi : 15)।

দু'আ-মুনাজাত আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে নেয়ার অন্যতম মাধ্যম। তবে যারা হারাম খায় তারা এ মাধ্যমটিকে ছিন্ন করে ফেলে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দার দু'আ-মুনাজাত কবুল করা থেকে বিরত হয়ে যান। বান্দার ডাকাডাকিতে তিনি আর সাড়া দেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-াম ধুলায় আবৃত এলোকেশী এক ব্যক্তির কথা বলেছেন, যে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে, ইয়া রাব্বী! ইয়া রাব্বী! বলে আল্লাহকে ডাকে, অথচ তার দু'আ কবুল হয় না, কেননা তার খাবার ছিল হারাম, তার পানীয় ছিল হারাম। সে হারাম খেয়ে তার শরীরে রক্ত মাংস গড়েছে। অতঃপর দু'আ কিভাবে কবুল হবে'।

এ থেকে অনুমিত হয় যে সুদখোর আল্লাহর সাথে দু'আর সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে, সে দু'আ করে, তবে আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন না। আর যে ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না সে নিঃসন্দেহে অসহায়, নিঃস্ব। প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা কি চাই আমাদের দু'আ-মুনাজাত কবুল না হোক? আমরা কি চাই যে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাক? যদি না চাই তাহলে আসুন সকল প্রকার হারাম লেনদেন বর্জন করি। সর্বপ্রকার সুদী কারবার বর্জন করে হালাল রিযকের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে শ্রম ব্যয় করি।

প্রিয় ভাইয়েরা! সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ শুধু অপবিত্র বলে মনে করলেই হবে না, বরং আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে অনিতিবিলম্বে তা থেকে সরে আসার। মক্কার মুশরিকরাও সুদের সম্পদ অপবিত্র মনে করত, কিন্তু তারা তা বর্জন করত না। এর প্রমাণ তারা যখন কাবার দেয়াল পুনর নির্মাণ করার পদক্ষেপ নিল, তারা অন্যান্য হারাম সম্পদসহ সুদের টাকা বর্জন করল। কাবাঘর পুনর নির্মাণের সময় আবু ওহাব ইবনে আবেদ ইবনে ইমরান ইবনে মাখযুম বলেছেন, 'হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! কাবাঘর নির্মাণে আপনাদের পবিত্র সম্পদ ছাড়া অন্যকিছু ঢুকাবেন না। এতে ব্যাভিচারী নারীদের যিনার বিনিময়ে অর্জিত টাকা ঢুকবে না। এতে সুদের টাকা ঢুকবে না। কারো প্রতি যুলম করে ছিনিয়ে আনা টাকা ঢুকবে না'।

লক্ষ্য করে দেখুন! জাহেলীযুগের কাফির মুশরিকরাও সুদের টাকাকে অবৈধ মনে করত, কিন্তু তারা ব্যাপকভাবে সুদের লেনদেন করত। এটাকে তারা অর্থ উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে মনে করত। তাই আমাদের সমাজে যারা সুদকে অপবিত্র মনে করা সত্ত্বেও সুদী লেনদেন চালিয়ে যায় তাদের সর্তক হওয়া উচিত।

প্রিয় ভাইয়েরা! সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অপবিত্র অর্থব্যবস্থা। ইয়াহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থা। সুদভিত্তিক লেনদেন ইউরোপেও একদিন হারাম ছিল। কেননা খৃষ্টধর্ম সুদকে হারামই বলেছে। ফরাসি বিপ্লব যখন ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে গির্জায় ঢুকিয়ে দেয় তখন সুদের ওপর থেকেও ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়। আর সে সময় ইয়াহুদীরা ছিল বিত্তশালী এবং অ-ইয়াহুদীদের থেকে সুদের বিনিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত। শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর শিল্পপতিদের যখন তাদের প্রকল্পগুলোকে অর্থায়ন করার জন্য মূলধনের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তারা ইয়াহুদীদের থেকে সাড়া পেল। পক্ষান্তরে অন্যরা শিল্পপতিদের সুদভিত্তিক ঋণ দিতে অস্বীকার

করল। আর এভাবেই শুরু হলো সুদনির্ভর শিল্পঋণ যা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কালক্রমে প্রসারিত হলো। আর সে সময় ইউরোপ প্রায় সমগ্র পৃথিবীতেই কায়েম করে রেখেছিল অস্ত্রের বলে তাদের শাসন। সে সুবাদে সমগ্র পৃথিবীতেই সুদী লেনদেন ছড়িয়ে পড়ল। আর ইয়াহুদীরা সেই থেকে এখন পর্যন্ত সুদী লেনদেনের পেছনে কারবারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে।

ভাইয়েরা আমার! সুদ বর্জন করুন। ইয়াহুদী চক্রান্তে ফেঁসে গিয়ে নিজদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। ইস-লামী নীতিমালা অনুযায়ী লেনদেন করুন। আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমানায় নিজদের সীমাবদ্ধ রাখুন। এতেই রয়েছে বরকত ও কল্যাণ। এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাত।

আল্লাহ আমাদেরকে সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে হিফাযত করুন। আমাদের সমাজকে হিফাযত করুন। আমাদের দেশকে হিফাযত করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও যারা সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত রয়েছে, যারা সুদ খাচ্ছে অথবা দিচ্ছে, তাদের সবাইকে হিদায়েত দান করুন। তাদেরকে গোমরাহী থেকে ফিরিয়ে আসার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে হালাল রিযক অন্বেষণের তাওফীক দান করুন। হালাল ব্যবসা করার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের অভাব-অনটন দূর করে দিন। আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ভালাই ও কল্যাণ দান করুন। আপনি আমাদের সকল হালাল হাজতগুলো পূরণ করে দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মিডিয়া ও দাওয়াত

১- সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার গুরুত্ব

২- মানব জীবনে মিডিয়ার প্রভাব

৩- মানুষের অন্তর জয়ের পথ ও পদ্ধতি

৪- কুরআন সুন্নাহর আলোকে মধ্যমপন্থা

৫- নবী-রাসূলদের দাওয়াত পদ্ধতি

৬- জ্ঞানার্জন ও আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার গুরুত্ব

LZevq hv _vK‡e

১. আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা

২. ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বহিরাগত আচার-আচরণ থেকে হুঁশিয়ার করা

৩. অসৎকাজে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الْأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

mrKvR, †m †Zv gwg‡bi wPim½x Z‡e,
hwKQ Amr ZvI evmv ev‡a, Kvil Kv‡iv Rxe‡b
A_ev mgvR-e‡¶| `wwe K‡i cwieZb, Avi ZLb
D‡V `vovq gwgb k³ nv‡Z, KL‡bv S‡oi b¨vq,
wewQ‡q w`‡Z w`MšR‡o ïåZvi wb‡Uvj Pv`i|

সুপ্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! আল্লাহ তা‘আলা যতগুলো ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন,তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান। তাই আজ আমরা এই ইবাদতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করব ইনশা’আল্লাহ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, সাহাবী সাহল বিন সা‘আদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ‘তোমার মাধ্যমে যদি একটি লোককেও আল্লাহ হিদায়েত দান করেন, তা হবে লাল উটনীর চেয়েও উত্তম’ (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রিয় ভাইয়েরা! কারো হিদায়েতের জন্য কাজ করার ফযীলত এভাবেই আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। মানুষের হিদায়েতের জন্য কাজ করার অর্থই হলো আল্লাহ যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা করতে বলা, যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বাধা দেয়া। এরই নাম ‘আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ বা সৎকাজে নির্দেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।

আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। বরং, এ তো নবুওয়াতের উত্তরাধিকারতূল্য। কিন্তু আফসোস! ইবলীস মুসলমানদের অনেককেই ধোঁকায় ফেলে রাখে। তাদের কানে-কানে বলে যায়, বিশেষভাবে যিকর ধরো, নামায পড়ো, কিরাত পড়ো, রোযা রাখো, দুনিয়া-বিমুখ হও ইত্যাদি। অন্যেরা কি করল আর কি করল না, তা নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নেই। আর তারা চোখ-কান বন্ধ করে নিরুদ্বিগ্ন সময় কাটাতে থাকে। আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটির কথা একেবারেই ভুলে যায়। যারা এরূপ করে তারা আম্বিয়াদের সত্যিকার ওয়ারিশের কাছে সবচেয়ে কম দীনদার। কেননা দীন হলো আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। তাই বান্দার ওপর আরোপিত আল্লাহর হক আদায় করা থেকে যারা বিরত থাকে তারা তো গুনাহগার ব্যক্তির চাইতেও অধম। কেননা কোনো নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বেশি বড় অপরাধ।

এ অপরাধ আরো মারাত্মক হবে, যদি তরুণ উলামা সমাজ অথবা যুবশ্রেণী সমাজসংস্কারের পথ থেকে সরে গিয়ে নিজদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সমাজকে ছেড়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীদের হাতে, অপসংস্কৃতির শিল্পী ও তারকাদের হাতে, ক্রীড়াঙ্গনের লোকদের হাতে, যারা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকে সারাক্ষণ। আর আমরা বসে বসে অবস্থা দেখে কাঁদি আর বলি, 'যামানা নষ্ট হয়ে গেছে। দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে'। আমরা যামানাকে দোষ দিই। পক্ষান্তরে প্রকৃত দোষ তো আমাদেরই। কেননা আমরা নীরব, চুপচাপ বসে থাকি। পরিশেষে যখন অবস্থা নাগালের বাইরে চলে যায়, খারাবী ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, তখন চমকে উঠি, অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতোই। আর তখন যা ভালো তা করতে নিষেধ করি, যা মন্দ তা করতে শুরু করি। সংস্কার ও ইসলাহের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণেই আজ আমাদের এ অবস্থা।

এমন অনেক যুবককে দেখা যায়, যারা বেশভূষায় আল্লাহওয়ালা। কিন্তু তারা সমুদ্রের ফেনার মতো নিষ্ফল ও অকার্যকর। তাদের চোখের সামনেই একটার পর একটা অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়, অথচ দাওয়াতের সকল সুযোগ তাদের সামনে উন্মুক্ত, সংস্কারের সকল মাধ্যম তাদের নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তারা অলস, গাফেল অবস্থায় বসে থাকে। হৃদয়ে কোনো হিম্মত খুঁজে পায় না। আল্লাহর দীনের হুরমত ও মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ায় তাদের মধ্যে আদৌ কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না, পরিবর্তন আসে না তাদের কার্যধারায়। এটা খুবই দুঃখজনক, আফসোসের বিষয়।

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ÔAvi †Zvgv‡`i g‡a¨ Ggb GKwU `j _vKv DwPZ hviv AvnŸvb Rvbv‡e mrK‡gi cwZ, wb‡`k †`‡e fvj Kv‡Ri Ges evi Y Ki‡e Ab¨vq KvR †_‡K, Avi ZvivB n‡jv mdjKvgÕ (miv Av‡j Bgivb: 104)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হলে আরো দুটি আয়াতকে সামনে রাখতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ Ô†ZvgivB n‡j m‡evËg D¤§Z, gvbeRwZi Kj¨v‡Yi Rb¨B †Zvgv‡`i D™¢e NUv‡bv n‡q‡Q| †Zvgiv mrKv‡Ri wb‡`k `vb Ki‡e I Ab¨vq Kv‡R evav †`‡eÕ (miv Av‡j Bgivb: 110)।

লক্ষ্য করুন, ১ম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মত থেকে একটি দলকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর ২য় আয়াতে প্রকাশ করেছেন যে, এ উম্মতের সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার কারণই হলো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা এবং সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা।

আলামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে আল্লাহর নিষেধের প্রাচীরকে পদদলিত হতে দেখে, দীনকে পরিত্যক্ত হতে দেখে এবং তার রাসূলের সুন্নতকে বর্জিত হতে দেখে, এরপরও শীতল হৃদয়ে চুপচাপ বসে থাকে, সে তো বোবা শয়তান। যেমনিভাবে খারাব উক্তিকারী বাকপটু শয়তান।

দীনের বিপদ তো এসব লোকের কারণেই আসে। যারা খাওয়া-দাওয়া আর নেতৃত্ব ঠিক রাখতে ব্যস্ত, অথচ দীনের ব্যাপারে কোনো পরোয়া নেই। যাদের ব্যক্তিগত সম্মান ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে পান হতে চুন খসলেই অস্থির হয়ে পড়ে। তা প্রতিকারের যতরকম উপায় আছে, অবলম্বন করে। এবং যথাসম্ভব বাধা দিতে এগিয়ে আসে। অথচ, দীনের কিছু হলে তারা চুপচাপ থাকে।

এরাই আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়। এদেরকে পৃথিবীতে অনেক বড় বিপদে ফেলে রাখা হয়, অথচ তারা বুঝতেই পারে না। আর তা হলো অন্তরের মৃত্যু ঘটা। কারণ অন্তর জীবিত থাকলে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে কোনো কিছু হলে তা রেগে উঠবে। দ্বীনের জন্য প্রতিশোধ স্পৃহায় টগবগ করে উঠবে। অথচ তা তো হয় না। তাহলে বুঝতে হবে তাদের অন্তরের মৃত্যু ঘটেছে।

wcq fvB‡qiv! আমাদের আশ-পাশে জানা-শোনার মধ্যে যেসব অন্যায় হয়, আমরা সেসবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো। হয়ত চুপ থাকার কারণে, নতুবা বাধা না দেয়ার কারণে। কিংবা এসব অন্যায় সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ

‘مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় হতে দেখে, সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়। তা সম্ভব না হলে জিহ্বা দিয়ে, তাও যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তর দিয়ে, আর এটা হলো সর্বনিম্ন ঈমানী কর্তব্য’ (মুসলিম)।

হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে।

১. হাত দিয়ে বাধা দেয়া বা সরাসরি হস্তক্ষেপ করা।

২. কথার মাধ্যমে বাধা দেয়া বা মৌখিকভাবে নিষেধ করা।

৩. অন্তরে ঘৃণা করা এবং বাধা দেয়ার পরিকল্পনা করা।

যার যতটুকু ক্ষমতা, সে ততটুকু প্রয়োগ করবে। তবে তাৎক্ষণিক বাধা দেয়াই মৌলিক কর্তব্য।

wcq gmwjøqvb! আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার-এর গুরুত্ব এতক্ষণে নিশ্চয় আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ÔZviv Ggb †jvK hv‡`i‡K Awg c„w_ex‡Z kw³-mvg_©¨ `vb Ki‡j Zviv bvgvh Kv‡qg Ki‡e, hvKvZ †`‡e Ges mrKv‡R Av‡`k I AmrKv‡R wb‡la Ki‡e| c‡Z¨K Kv‡gi cwiYvg Avjøvni GLwZqvif³Ó (miv Avj nR: 41)।

G AvqvZwU Avjøvn ZvÔAvjv mvnvex‡`i cksmvq AeZxY K‡i‡Qb| G AvqvZ †_‡K †evSv hvq †h, Avgi wej gvi“d Iqv bvnx Awbj gbKvi AZxe ¸iæZcY GKwU welq, hv D¤§Z‡K aŸsm †_‡K i¶v K‡i| c„w_ex‡Z kw³-mvg_©¨ I Avjøvni mvnvh¨cvß nIqvi Rb¨I GwU GKwU kZ©|

Avjøvn ZvÔAvjv hLb gywgb‡`i‡K wbivc` K‡i †`b| hLb Zv‡`i‡K †Kv‡bv fL‡Ð ¯vaxbfv‡e agKg cvj‡bi m‡hvM K‡i †`b, ZLb Zviv h_v_fv‡e bvgvh Av`vq K‡i, hvKvZ †`q Ges mrKv‡Ri Av‡`k K‡i I Amr Kv‡R evav †`q| GUvB nj gywgb‡`i ˆewkó¨| Avi G ˆewkó¨ †_‡K hw` gywgbiv m‡i Av‡m, Zvn‡j `wqZ cvj‡b e¨_© nIqvq Avjøvn gywgb‡`i Ici †_‡K Zvi bmiZ I mvnvh¨ DwV‡q †bb, hZ¶Y bv Zviv bZb D`¨‡g `wqZ cvj‡bi kc_ †bq|

আমর বিল মারূফ এর গুরুত্ব যেমন বেশি, তেমনি এর প্রতি অবহেলার কারণে সৃষ্ট বিপদের পরিমাণও বেশি। ফিতনা বেড়ে যাওয়া, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের ওপর আযাব আসা, আল্লাহর দয়া ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অন্যায়-অনাচার ও বিদ‘আতের সয়লাব হওয়া -ইত্যাদি সবই এর প্রতি অবহেলার ফলাফল।

সমাজে ছোট-বড় যত সমস্যা হয়, তার সিংহভাগই এ কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণে হয়। ভেবে দেখুন, যদি সমাজের তরুণ ও যুবকরা নিজদেরকে এ কাজে জড়িত করত, যদি সমাজ সংশোধনে এগিয়ে আসত, সৎকাজের নির্দেশ দিত এবং অসৎকাজে বাধা দিত, তাহলে সমাজের অপরাধ কত শতাংশ কমে যেত।

এ কাজে অবহেলাকারীর প্রতি হুমকি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ ‘আল্লাহর কসম! তোমরা যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান না করো, তাহলে শীঘ্রই তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসার আশঙ্কা রয়েছে। তখন তোমরা দু‘আ করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না’ (তিরমিযী)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যয়নব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে বলেছেন, ‘আযাব আসলে আমরাও কি ধ্বংস হব? অথচ আমাদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষও আছে? রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ‘হ্যাঁ, যখন অন্যায় বেড়ে যাবে তখন সবাই ধ্বংস হবে’(বুখারী ও মুসলিম)।

প্রিয় মুসল্লিয়ান! আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ÔKv‡RB, †Zvgv‡`i ceeZx RwZ¸wji g‡a¨ Ggb mrKgkxj †Kb iBj bv, hviv c„w_ex‡Z wechq mwó Ki‡Z evav w`Z; Z‡e gwó‡gq †jvK wQj hv‡`i‡K Awg Zv‡`i ga¨ n‡Z

i¶v K‡iwQ| Avi cwcôiv †Zv †fvM wejv‡m gË wQj hvi mvgMx Zv‡`i‡K h‡_ó †`qv n‡qwQj| Avm‡j Zviv wQj gnv Acivax| Avi †Zvgvi cvjbKZv Ggb bb †h, RbemwZ¸‡jv‡K Ab¨vqfv‡e aŸsm K‡i †`‡eb, †mLvbKvi †jv‡Kiv mrKgkxj nIqv m‡ËI¡ (miv n`: 116)।

j¶¨ Kiæb! GB Avqv‡Z Avjøvn ZvÔAvjv Ôgmwjnb¡ e‡j‡Qb, Ômvwjnb¡ e‡jbwb| hviv wb‡Riv mrKg K‡iB ¶vš nb Zviv mwjn| Avi hviv Ab¨‡K mrKg Ki‡Z e‡jb, Zviv gmwjn| G AvqvZ Øviv eSv hvq †h, GKwU Rb‡Mvôxi aŸs‡mi nvZ †_‡K i¶v cvIqvi Dcvq n‡jv †mB Rb‡Mvôxi m`m¨‡`i‡K Ôgmwjn¡ ev ms¯vviK nIqv| ïa Ômvwjn¡ Z_v wb‡R mrKgkxj nIqv bq|

বরং, সালিহ যদি মুসলিহ না হন, তাহলে তিনিও ধ্বংস হবেন। কুরআন ও হাদীস থেকে এটাই বোঝা যায়। হ্যাঁ, যদি তিনি মুসলিহ হন, তাহলে তার ইসলাহ বা সংশোধনমূলক কাজ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ôebx-BmjvC‡ji g‡a¨ hviv Kwdi, Zv‡`i‡K `vD` I gwiqgZbq Cmvi g‡L Awfm¤úvZ Kiv n‡q‡Q| GUv GKvi‡Y †h, Zviv Aeva¨Zv KiZ Ges mxgvjsNb KiZ| Zviv ci¯úi‡K g›` Kv‡R wb‡la KiZ bv, hv Zviv KiZ| Zviv hv KiZ Zv Aek¨B g›` wQj¡ (miv Avj gv‡q`v: 78-79)।

আল্লাহ আমাদের যথার্থরূপে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার গুরুত

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَا عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! কোন্টা অপরাধ আর কোন্টা অপরাধ নয়, কোন্টাতে বাধা দেয়া যায় আর কোন্টাতে দেয়া যায় না, আসুন এবার সেসব বিষয় বিস্তারিত জেনে নিই।

ইমাম গাযযালী রহ. অপরাধকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১. যেসব অপরাধ চূড়ান্ত পর্যায়ের, এবং অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। যেমন, হত্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদি। এসব অপরাধের বিচার শরীয়তকর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি হদ বা তা'যীর। এসব অপরাধের বিচারের দায়িত্ব সরকারের, ব্যক্তি বিশেষের নয়।

২. যেসব অপরাধ প্রকাশ্য এবং কোনো ব্যক্তি তাতে বর্তমানে জড়িত। যেমন, কোনো পুরুষ নিরেট সিল্কের কাপড় পরল, কিংবা মদ নিয়ে পান করতে বসে গেল। এসব অপরাধ যথাসম্ভব দমন করার দায়িত্ব জনগণের প্রত্যেকের, তবে খেয়াল রাখতে হবে অপরাধ দমন করতে গিয়ে উক্ত অপরাধ থেকে বড় ধরনের বা সমপর্যায়ের কোনো অপরাধ যেন কায়েম হয়ে না যায়।

৩. যেসব অপরাধ সম্ভাবনাময় ও সন্দেহযুক্ত। যেমন কেউ মদপান করার জন্য তা ক্রয় করে আনল, অথবা বাসায় তা প্রস্তুত করল, অথচ মদ পান করল না। এসব অপরাধ দমনে কেবল ওয়ায ও উপদেশ দিয়ে যাবে, অন্য কিছু করা যাবে না।

৪. বড় ধরনের শাস্তি বা মারধর প্রশাসন বা ব্যক্তি বিশেষ কারো জন্যই বৈধ নয়, যতক্ষণ না অপরাধটি সে ব্যক্তি থেকে বারবার সংঘটিত হয়, এবং অপরাধ সংঘটনের সব প্রস্তুতি সে নিয়ে ফেলে আর সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

৫. যেমন মহিলা টয়লেটের সামনে বখাটেরা দাঁড়িয়ে থাকল। এতে যদিও সরাসরি কোনো অপরাধ হচ্ছে না, কিন্তু অপরাধ সংঘটনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হচ্ছে। যেমনভাবে আমরা জানি যে, কোনো নারীর সাথে একাকী সময় কাটানো একটা অন্যায়। যদিও সরাসরি তা কোনো অন্যায় নয়, কিন্তু বড় একটি অন্যায়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে এটাকেও সরাসরি অন্যায় বলা হবে। আর অপরাধের জোর সম্ভাবনাও অপরাধ। সে হিসেবে মহিলা টয়লেটের সামনে দাঁড়ানো সরাসরি অপরাধ বলেই গণ্য এবং এ জন্য প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। gnZvivg nv‡hixb! অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার জন্য চারটি শর্তের উপস্থিতি জরুরী।

৬. শরীয়তে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হওয়া, শরীয়তকর্তৃক তা নিষিদ্ধ হওয়া।

৭. বাস্তবে তা সংঘটিত হওয়া। এখন যদি কেউ মদ পান করে ফেলে, অতঃপর সে বিষয়ে জানা যায়, তাহলে তা দমনের দায়িত্ব জনগণের নয়, প্রশাসনের। অনুরূপভাবে কেউ জানতে পারল যে, তার বন্ধু আজ রাতে মদের আসর বসাবে, তাহলে তাকে ওয়ায করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

৮. যদি বন্ধু লোকটি মদ সম্পর্কিত বিষয়টি অস্বীকার করে বসে, তাহলে ওয়াযও করা যাবে না। কেননা তাতে অহেতুক একজন মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা হবে। আর এরূপ কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ।

৯. তবে আমরা পূর্বে যেমনটা বললাম, মহিলা টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বা কোনো নারীর সাথে একাকী সময় কাটানো, এসব বাস্তবে সংঘটিত অপরাধতুল্য। কাজেই এসবে বাধা দেয়া যাবে।

১০. অপরাধটি গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়াই প্রকাশ পাওয়া। কেউ যদি তার অপরাধ গোপন রাখে, ঘরের দরজা বন্ধ রাখে বা পর্দা টেনে দেয়, তাহলে তা উদঘাটন করতে চেষ্টা করা বৈধ নয়, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, ওমর রাযি. একবার এক ব্যক্তির ঘরে উঠে তাকে খারাপ কাজ করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি লোকটিকে বাধা দিলেন। লোকটি বলল: 'আমীরুল মুমিনীন! আমি যদি এক কারণে আল্লাহর অবাধ্যতা করে থাকি, তাহলে আপনি তিন কারণে তাঁর অবাধ্যতা করেছেন'। ওমর রাযি. বললেন, সেগুলো কী? লোকটি বলল, ১. আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَجَسَّسُوا Ô†Zvgiv †Mvcb welq AbmÜvb K‡iv bvÕ| A_P Avcwb Zv K‡i‡Qb| ২. আল্লাহ বলেছেন, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا Ô†Zvgiv N‡i `iRv w`‡q c‡ek K‡ivÕ| A_P Avcwb Qv` w`‡q X‡K‡Qb| ৩. আল্লাহ বলেছেন, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا Ô†Zvgiv wbR‡`i Ni Qvov A‡b¨i N‡i c‡ekKv‡j AbgwZ cv_bv K‡iv Ges Zv‡Z emevmKvix‡K mvjvg `vIÕ| A_P Avcwb Zv K‡ibwb| ZLb Igi iwh. Zv‡K †Q‡o w`‡jb Ges ZvIev Ki‡Z ej‡jb|

এখন প্রশ্ন হলো, কোন্টা প্রকাশ্য অপরাধ আর কোন্টা অপ্রকাশ্য অপরাধ তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কী?

wcq fvB‡qiv! ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। কেউ যদি দরজা বন্ধ করে দেয়ালের অভ্যন্তরে অপরাধ করতে থাকে, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া সে অপরাধ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তার ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি তা এতটুকু প্রকাশ পায় যে তা বাইরে থেকে বোঝা যায়, যেমন ঢোলের শব্দ, কিংবা মাতালের বাক্য বিনিময়, যা বাইরের লোকেরা শুনতে পায়, তাহলে ভেতরে ঢুকে ঢোল-তবলা ভেঙে ফেলা বা মদের আসর ভেঙে দেয়া বৈধ।

কখনো কখনো মদের বোতল ও গানের সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়। যদি কোনো ফাসিককে এভাবে কিছু লুকাতে দেখা যায়, তাহলে অন্য কোনো আলামত ছাড়া সেটা অনুসন্ধান করা বৈধ হবে না। কেননা সে মদও বহন করতে পারে আবার শরবতও। আর শরবতে তার প্রয়োজন থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা গোপন বিষয়গুলোকে আমাদের গোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে যারা নিজদের অপরাধ প্রকাশ করে, তাদের বাধা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। আর অপরাধ প্রকাশ করা বা তা প্রকাশিত হওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন শোনা, গন্ধ পাওয়া, দেখা, ছোঁয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। মূল বিষয় হলো অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আর এসব ইন্দ্রিয় জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। কাজেই ফাসিক যা লুকাচ্ছে, যদি জানা যায় যে তা মদ, তাহলে তাকে বাধা দেয়া যাবে। তবে তাকে বলা যাবে না, কী লুকাচ্ছ দেখাও। কারণ এটা হবে তাজাসসুস বা দোষ অনুসন্ধান, যা নিষিদ্ধ।

তাজাসসুসের ব্যাখ্যা হলো, সুস্পষ্ট আলামত অনুসন্ধান করা। সুস্পষ্ট আলামত যদি এমনিতেই প্রকাশ পায় তাহলে সে অনুযায়ী কাজ করা বৈধ; কিন্তু সে আলামত অনুসন্ধানের কোনো অনুমতি নেই।

৪. অপরাধটি হতে হবে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত অপরাধ। কোনো ইজতেহাদ বা গবেষণার ফল হিসেবে সাব্যস্ত অপরাধ নয়। যেসব মুনকার বা অপরাধ ইজতেহাদনির্ভর, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ যেসব ক্ষেত্রে ভিন-ভিন্ন ইজতেহাদী মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো করতে বাধা দেয়ার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

অতএব শাফেঈ মাজহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তি গুঁইসাপ বা গন্ডারের গোশ্‌ত খেলে, বা যে পশুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা খেলে, কোনো হানাফী তাকে বাধা দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোনো হানাফী খেজুরের নির্যাস বা নবীয পান করার কারণে কোনো শাফেঈ মতালম্বী তাকে বাধা দিতে পারবে না, যদি তা নেশা সৃষ্টিকারী না হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য মাসআলারও একই অবস্থা।

আল্লাহ আমাদের সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়ার তাওফীক দান করুন।

gnZvivg nv‡hixb! আসুন আমরা আমাদের পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র এর ওপর আমল করি। আমরা সবাই যদি নিজ নিজ গণ্ডী থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাই, তাহলে সমাজের অধিকাংশ খারাপ কাজ নির্মূল হয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ।

আমরা যারা তরুণ ও যুবক, তারা যদি নিজদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করি, তাহলে সমাজ থেকে বিদায় নেবে ইভটিজিং, সন্ত্রাস, ঘুষ, পরকীয়া, ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ড। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ভালো কাজের নির্দেশ দেয়ার এবং খারাপ কাজে বাধা দেয়ার তাওফীক দিন। আপনি আমাদেরকে আপনার দীনের পথে অবিচল রাখুন। আমাদেরকে ইখলাস পরিপন্থী সকল নিয়ত ও আমল থেকে হিফাযত করুন। আপনিই উত্তম হিফাযতকারী।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সব গুনাহ আপনি আপন গুণে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের ইজ্জত ও কদর বাড়িয়ে দিন। আপনি ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়ী আদশর্দরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি ইসলামী আদর্শের অনুশীলন-অনুকরণ ব্যাপক করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করুন। আপনি যে পথে চললে রাযিখুশী হন সে পথে আমাদের দেশের কর্ণধারদের পরিচালিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বালা আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মানব জীবনে মিডিয়ার প্রভাব

LZevq hv _vK‡e

১. মিডিয়ার গুরুত্বের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ

২. দীনের খেদমতের সঙ্গে মিডিয়ার সম্পর্ক

৩. মিডিয়া কার্যক্রমের প্রকৃতি হবে কেমন

৪. ইসলামি মিডিয়াকে যেসব সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الْخَلَّاق الْعَلِيْم، خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى كَثِيْرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً، وَجَعَلَهُ عَاقِلاً سَمِيْعاً بَصِيْراً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ،وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ. أَمَّا بَعْدُ :

মুআযযাজ হাযেরীন! আমরা সবাই জানি বর্তমানে মিডিয়া কিভাবে আমাদের জীবনে স্থান করে নিয়েছে। কিভাবে মিডিয়া নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোরদের জীবনাচারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। পোশাক-আশাক, চলন-বলন, হেয়ার স্টাইল, নারী-পুরুষের সম্পর্কসহ সকল ক্ষেত্রে আধুনিক মিডিয়ার সুপরিব্যাপ্ত প্রভাব আজ আমাদের সবারই জানা। মিডিয়ার প্রভাবেই আজ মুসলমানদের ছেলে-মেয়েরা বন্ধুত্বের নামে গড়ে তুলছে অবৈধ সম্পর্ক। মিডিয়ার প্রভাবেই নারীরা আজ বর্জন করে চলেছে হিজাব-পর্দার শাশ্বত বিধান। মিডিয়ার প্রভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের চির-আদৃত, পূতপবিত্র জীবনধারার অনেক কিছুই।

একসময় তো এমন ছিল যখন নাটক-সিনেমার অভিনেত্রীদেরকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখত, কিন্তু আধুনিক মিডিয়া তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছে সমুজ্জ্বল তারকা, শত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, যাদের অটোগ্রাফ নিতে পারলে কেউ নিজেকে মনে করে ধন্য। আধুনিক মিডিয়া এমনকি সমাজ কলুষিতকারী ব্যাভিচারিণী নারীদেরকেও দিয়েছে মর্যাদাকর খেতাব। আধুনিক মিডিয়া মানুষের হৃদয় থেকে শুষে নিচ্ছে লজ্জার অনুভূতি। মানুষকে করে দিচ্ছে নির্বোধ পশুর মতোই নির্লজ্জ-বেহায়া।

মুসাল্লিয়ানে কিরাম! আমাদের মিডিয়াযন্ত্রের কেন এই বেহাল দশা। এর উত্তর একটাই, তাহলো বিজাতীয় মি-ডিয়ার অন্ধ অনুকরণ যা প্রবল আঘাতে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-তাহযীব-তামাদ্দুন। এ পরিস্থিতি আমাদের জন্য কখনোই সুখকর হতে পারে না। প্রতিটি মুসলমানের জন্য এ পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক।

মুসলিম ভাইয়েরা! আধুনিক মিডিয়াযন্ত্রের এই সর্বগ্রাসী পরিস্থিতে আমরা যারা আল্লাহর দীনের মহব্বত লালন করি, আমরা যারা মনুষত্বের অপমৃত্যু দেখতে কখনো রাজি নই, আমরা যারা সত্য ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত দেখতে আগ্রহী, আধুনিক মিডিয়াযন্ত্রে আমাদের অবস্থান কোথায়? নিশ্চয় সর্বশেষ কাতারে। অথচ হওয়ার কথা ছিল ঠিক তার উল্টো। কেননা আমাদের হাতে রয়েছে তাওহীদের আমানত, বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী জীবন-বিধান ইসলামের আমানত, যা পৃথিবীর সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া আমাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। ইরশাদ হয়েছে : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‘আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, mrKg K‡i Ges e‡j, Avek¨B Awg gmwjg‡\`i Ašf³Ö? (miv dmwmjvZ : 33)

আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Öej, ÔGUv Avgvi c_| Awg †R‡b-e‡S Avjøvni w\`‡K \`vIqvZ †\`B Ges hviv Avgvi AbmiY K‡i‡Q ZvivI| Avi Avjøvn cweÎ gnvb Ges Awg gkwiK‡\`i Ašf³ bBÕ (miv BDmd : 108)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 'আল্লাহর কসম। আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকে হেদায়েত দেন তবে তা লাল উঁটের চেয়ে উত্তম' (বুখারী)।

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ইসলামের অমীয় বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেয়া; আম্বিয়ায়ে কেরাম ও দীনের দাঈগণ যেভাবে স্ব স্ব যুগের প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমাদের যুগের প্রচার মাধ্যমগুলো যথার্থরূপে ব্যবহার করা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সমকালে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির সকল শাখায়। ফলে মানুষের ওপর সরাসরি ছাপ রাখার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে আমূল। বিশ্বজুড়ে ভিন্নতা এসেছে দাওয়াত ও প্রচার কৌশলে। আগে দাঈগণ বাজারে, বিভিন্ন লোকসমাগম স্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে একজন দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) ঘরে বসেই রেডিও, টিভি, সিডি, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি মানুষের দুয়ারে। এটিকে সহজ ও গতিশীল করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যবিনিময় মাধ্যম ইন্টারনেট।

সুপ্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে যাদের কাছে তথ্য রয়েছে তারাই হবে আধুনিক পৃথিবীর প্রভাবী শক্তি, কথাটি আমাদের অনেকেরই জানা। আর এটা নিঃসন্দেহ যে ইসলামের তথ্যভাণ্ডার সুবিশাল ও সুদূরবিস্তৃত এবং পবিত্রতম। তাই ইসলামী তথ্যভাণ্ডারের বিশ্বময় প্রবাহ সুনিশ্চিত করতে পারলে আমরাই হবো বর্তমান পৃথিবীর সেরা এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের কাছে পবিত্র ওহীর যে তথ্য রয়েছে তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে যখন কোনো আধুনিক মিডিয়ার জন্ম হয়নি, তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘাড়ে অর্পন করেছেন। তিনি বলেছেন : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও' (আহমদ, সহীহ)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! কুরআন-সুন্নাহর বাণীসমগ্রে মিডিয়ার ব্যবহার বিষয়ক বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে সাধারণ ঘোষণার নমুনায় মিডিয়া ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: **ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ** ÔZvici GKRb †NvlK †NvlYv Kij, Ôl‡n Kv‡djvi †jvKRb, wbðq †Zvgiv †Pvi Ó| Zviv I‡`i w`‡K wd‡i ejj, Ô†Zvgiv Kx nwi‡qQÓ? Zviv ejj, ÔAvgiv ev`kvni cvbcvÎ nwi‡qwQ, †h Zv G‡b †`‡e, Zvi Rb¨ i‡q‡Q GK DU †evSvB ci¯vi| Avi AwgB Gi hwgbÓ (miv BDmd : 70-72)।

এরও আগে সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে দেখুন তথ্য সংগ্রহের জন্য (এটিও মিডিয়ার কাজ) একটি পাখি কাজ করেছে। যেমন জানা যায় রানী বিলকিসের ঘটনা থেকে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: **وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ** ÔAvi mjvBgvb cwL‡`i †LvR-Lei wbj| Zvici †m ejj, ÔKx e¨vcvi, Awg û`û`‡K †`LwQ bv; bwK †m Abcw¯Z‡`i Ašf³? Aek¨B Awg Zv‡K KwVb Avhve †`e A_ev Zv‡K h‡en Kie| A_ev †m Avgvi Kv‡Q m¯úó cgvY wb‡q Avm‡e| Zvici AbwZwej‡¤ û`û` G‡m ejj, Awg hv AeMZ n‡qwQ Avcwb Zv AeMZ bb, Awg mvev †_‡K Avcbvi Rb¨ wbwðZ Lei wb‡q G‡mwQ| ÔAwg GK bvix‡K †`L‡Z †cjvg, †m Zv‡`i Ici ivRZ Ki‡Q| Zv‡K †`qv n‡q‡Q me wKQ| Avi Zvi Av‡Q GK wekvj wmsnvmbÓ (miv bvgj : 20-23)।

মিডিয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! মিডিয়ার দায়িত্ব ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার করা। মানুষের কাছে সঠিক তথ্য ও প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা। মানুষের মধ্যে সঠিক জীবনবোধ তৈরি করা। ক্ষমতা যাদের হাতে, তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া, মানুষের সমস্যার কথা তাদের সামনে তুলে ধরা, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও প্রান্তিক মানুষের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা। যা কিছু কল্যাণকর তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। যা কিছু

অকল্যাণকর তা থেকে হুঁশিয়ার করা। তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ! আপনাদের মাধ্যমে আমি সাংবাদিক ভাইদের বলতে চাই, আপনারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। ঘটনাস্থলে না গিয়ে, ঘটনার গভীরে না পৌঁছে আপনারা সংবাদ পরিবেশন করবেন না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাংবাদিকরা কারো পক্ষ হয়ে, কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। অনেকেই আবার তথ্য সন্ত্রাস চালান। আল্লাহ মাফ করুন। সাংবাদিকদের উচিত মানুষের সামনে সঠিক সংখ্যা ও পরিসংখ্যান দিয়ে সংবাদ তুলে ধরা। সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা। কারো ক্রিড়নক হয়ে বা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কারোও বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালানো। দেখুন আল্লাহ তা'আলা কীভাবে আপনাদের আমাদের সতর্ক করছেন : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ÔAvi †h wel q †Zvgvi Rvbv bvB Zvi AbmiY K‡iv bv| wbðq Kvb, †PvL I AšKiY- G‡`i cwZwUi e¨vcv‡i †m wRÁwmZ n‡eÕ (miv ebx BmivCj : 36)।

সুতরাং, যাচ্ছে তাই লেখা যাবে না। যা শুনবেন তাই প্রচার করা যাবে না। এমন কিছু আপনি প্রচার করতে পারেন না, যাতে মন্দ ছাড়া ভালো কিছু নেই। আপনি হয়তো অনেক ক্ষমতাধর, আপনি সাংবাদিক বলে আপনার কলমকে সবাই ভয় পায়, তাই আপনি যারতার বিরুদ্ধে লাগবেন না। আপনি ভুলবেন না হিসাব কিন্তু একদিন আপনাকেও দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ÔAvi Zv‡`i‡K _vgvI, Aek¨B Zviv wRÁwmZ n‡eÕ (miv mvddvZ : 24)।

কারও প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করা যাবে না। তেমনি কারো কুৎসা গাইতে গিয়েও সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। কথা বলবেন সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে। আপনি কারো পক্ষ নন। হ্যাঁ, পক্ষ কেবল একজনের তা হলো, ন্যায় ও ইনসাফের। ইরশাদ হয়েছে : وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ÔAvi hLb †Zvgiv K_v ej‡e, ZLb Bbmvd Ki Õ (miv AvbÔAvg : 152)।

যা বলবেন, যা লিখবেন বা যা-ই দেখাবেন সেখানে ইনসাফ ও ন্যায়ের সাক্ষর রাখবেন। সত্য ও সততার প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন। আরেকটি কথা আমি বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি, সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য আবারও তার পুনরাবৃত্তি করছি, তা হলো, নেতিবাচকতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। ইতিবাচকতাকে অগ্রাধিকার দিন। খারাপ শব্দ ও খারাপ দৃশ্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুন। অশীলতা ও বেলেলপনা থেকে দূরে থাকুন। মার্জিত শব্দ ও নির্দোষ চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হোন। দেখুন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের বলছেন : وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ÔAvi Avgvi ev›`v‡`i‡K ej, Zviv †hb Ggb K_v e‡j, hv AwZ m›`iÕ (miv ebx BmivCj : 53)।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ÔZwg †Zvgvi i‡ei c‡_ wnKgZ I m›`i Dc‡`‡ki gva¨‡g AvnŸvb Ki Ges m›`iZg cš'vq Zv‡`i mv‡_ weZK KiÕ (miv Avb-bvnj : 125)।

অশীল ও মন্দ কথা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা ও কর্মের সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ÔAvi gvb‡li ga¨ †_‡K †KD †KD bv †R‡b Av'jøvni c_ †_‡K gvbl‡K weåvš Kivi Rb¨ †eû`v K_v Lwi` K‡iÕ (miv jKgvb : 6)।

এখানে বেহুদা কথা বলে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে আরও রয়েছে নীতি নৈতিকতাহীন যাবতীয় প্রচারণা যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

মানব জীবনে মিডিয়ার প্রভাব

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً طَيِّباً كَثِيْراً مُبَارَكاً فِيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

ইসলামী মিডিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা কিন্তু মিডিয়াকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। বর্তমানে এমন মানুষ একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি টিভি দেখেন না বা রেডিও শোনেন না কিংবা খবরের কাগজ পড়েন না। আ-মরা যারা ইসলামকে ভালোবাসি এবং ইসলামের প্রসার কামনা করি, তারা বর্তমান বাস্তবতায় মিডিয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে বাধ্য। মিডিয়া এখন আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট সেবা চালু হওয়ার পর থেকে। বর্তমানে মানুষ যেকোনো তথ্যের জন্য ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি এই মিডিয়াগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের ভাবমূতি নষ্ট করাসহ ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে নেমেছে। মুসলিমদের মন-মানসে তাদের চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আজকের মুসলিমরা কথা বলছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমনদের সুরে। এমনটি কিন্তু এমনি এমনি হচ্ছে না। হচ্ছে তাদের অব্যাহত চেষ্টা ও অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে।

ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আলহামদুলিল্লাহ, যুগের এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে অনেকেই এখন ইসলামী মিডিয়ার কথা ভাবছেন। অনেকে কাজও শুরু করেছেন। আগে পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত কোনো তথ্য পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। বর্তমানে এ অবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন মানুষ বাড়িতে বসে এমনকি নিজের খাস কামরায় শুয়েও অনায়াসে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। আর মোবাইলে নেট সার্ভিস যোগ হওয়ায় তথ্য চলে এসেছে প্রযুক্তি সচেতন মানুষের হাতের মুঠোয়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমাদের শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করা উচিত। অপসংস্কৃতির প্রতিরোধকল্পে পর্যাপ্ত ইসলামী ভাবধারার টিভি চ্যানেল চালু করা উচিত। প্রিন্ট মিডিয়ায় সরব উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত। দৃপ্ত পদক্ষেপে এফএম রেডিওর জনপ্রিয় জগতে ইসলামী ভাবধারার অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ অতি শীঘ্রই নিশ্চিত করা উচিত।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আধুনিক বিনোদননির্ভর মিডিয়া মানুষের রুচিবোধ অনেকাংশেই পাল্টে দিয়েছে। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ব্যাপক কর্মযজ্ঞ, ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষের রুচিবোধকে আবারও সঠিক পথে প্রবাহিত করা সম্ভব। সে হিসেবে, মানুষের রুচির সাথে তাল মিলানো নয়, বরং ইসলামী মিডিয়ার দায়িত্ব হবে ইসলামী আদর্শ পুরোমাত্রায় ধরে রেখে মানুষের রুচি বদলানোর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। এ ক্ষেত্রে নবী শুআইব আলাইহিস সালামের কথায় রয়েছে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : **وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ** 0†h KvR †_‡K Avwg †Zvgv‡`i‡K wb‡la KiwQ, †Zvgv‡`i we‡iwaZv K‡i †m KvRwU Avwg Ki‡Z PvB bv| Avwg Avgvi mva¨gZ ms‡kvab PvB0 (miv û` : 88)।

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলমানদের হৃদয়ে এখনো ঈমানের প্রদীপ জ্বলছে। তাই একদল লোক যদি তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োগ করেন তবে সত্য ও সুন্দরের প্রচারে, শাশ্বত আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

মিডিয়ার প্রতি সমাজ ও সমাজপতিদের দায়িত্ব

সুপ্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! পরিবর্তিত এই বিশ্বব্যবস্থায় মিডিয়ার প্রতি আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। বিশেষত যারা সমাজপতি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব রয়েছে। সরকার ও রাষ্ট্রও এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। মানুষের ভালোমন্দ জানতে হলে তাদের মিডিয়ার সাহায্য নিতে হবে। তারপর এগিয়ে যেতে হবে সমস্যাগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের দিকে। পুঁজিপতিরা যেহেতু শুধু অর্থের পেছনে ছোটে, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে তাদের কাছে

ব্যক্তি স্বার্থই বড়, তাই যারা সমাজের বুঝ ও বিবেকবান নাগরিক রয়েছেন তাদের দায়িত্ব সৎ ও ইসলামী মিডিয়ার জন্ম দেয়া এবং তা ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের প্রতি ইসলামী মিডিয়ার পক্ষে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারকে ইসলামী মিডিয়ায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার অনুরোধ করছি। উপরের আয়াতটি সব সময় আমাদের আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ক্ষমতা দেন তাঁর সৃষ্টি করা পৃথিবীতে তার বান্দাদের ওপর শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সবাইকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ঈমানের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে আসার জন্য। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্য। সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য। দল-মত নির্বিশেষে আল্লাহর সকল বান্দাকে কল্যাণের পথে আহ্বানের জন্য। ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের দিকে আহ্বান করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ 'দীন হলো মানুষের কল্যাণকামিতা'। অতএব সবার কল্যাণ সাধনে আমাদের কর্ণধারদের সচেষ্ট হতে হবে। সবার হীত চিন্তায় ব্যাকুল হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: **الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ** ÔZviv Ggb hv‡`i‡K Avwg hgx‡b ¶gZv `vb Ki‡j Zviv mvjvZ Kv‡qg Ki‡e, hvKvZ †`‡e Ges mrKv‡Ri Av‡`k †`‡e I AmrKvR †_‡K wb‡la Ki‡e; Avi me Kv‡Ri cwiYvg Avjøvni B AwaKv‡iÕ (miv Avj-nv¾ : 41)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার দীনের কল্যাণে কাজ করার তাওফীক দান করুন। সবাইকে আধুনিক মিডিয়ার মন্দ প্রভাব থেকে দূরে থাকার এবং সৎ মিডিয়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মানুষের অন্তর জয়ের পথ ও পদ্ধতি

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর সাথে মানুষের অন্তর জুড়ে দেয়া

২. আলাহ কেন্দ্রিক ভ্রতৃত্ব কায়েম করার পথ ও পদ্ধতি বর্ণনা

৩. সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ও তাদের দেয়া কষ্ট-নির্যাতনে ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ দান

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْقُلُوْبَ مَوَاطِنَ لِلْحُبِّ وَالإِخَاءَ ، وَالْكُرْهِ وَالْجَفَاءِ ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلشُّكْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالثَّنَاءِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي الأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَفْضَلُ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ عَلَى نَهْجِهِ سَيْراً وَلِسُنَّتِهِ اقْتِفَاءً، أَمَّا بَعْدُ :

wcq fvB I eÜMY! সবাই নিজের ভালো চায়। কেউ অকল্যাণ চায় না। আল্লাহর রহমত-করুণা যে যতটুকু ভোগ করছে কেউ চায় না তা চলে যাক। বরং সবাই আরো অধিক পেতে আগ্রহী। যা কিছু খায়ের বা ভালো তা পেতে সবাই উদগ্রীব।

ইরশাদ হয়েছে: **فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.** ÔAvi gvbl †Zv Ggb †h, hLb Zvi ie Zv‡K cix¶v K‡ib, AZtci Zv‡K m¤§vb `vb K‡ib Ges AbMn c`vb K‡ib, ZLb †m e‡j, ÔAvgvi ie Avgv‡K m¤§wbZ K‡i‡QbÕ(miv Avj-dvRi : 15)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : **وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.** ÔAvi hw` Avwg gvbl‡K Avgvi c¶ †_‡K ingZ Av¯v`b KivB, AZtci Zvi †_‡K Zv †K‡o †bB, Zvn‡j †m wbðq wbivk, AKZÁ n‡q co‡e| Avi `tL-``kv ¯úk Kivi ci hw` Avwg Zv‡K wbAvgZ Av¯v`b KivB, Zvn‡j †m Aek¨B ej‡e, ÔAvgvi †_‡K wec`-Avc` `i n‡q †M‡Q, Avi †m n‡e AwZ Drdj, An¼vix| Z‡e hviv mei K‡i‡Q Ges mrKg K‡i‡Q, Zv‡`i Rb¨B i‡q‡Q ¶gv I gnv cwZ`vbÕ(miv n` : 9-11)।

কল্যাণ কামনা, ভালো চাওয়া মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস। তাই মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার একটি বড়ো মাধ্যম হলো নিজকে মানুষের কল্যাণকামী বানানো। যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে তার কল্যাণকামী বলে জানতে পারে তাহলে প্রকৃতিগতভাবেই সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। তাই দীনের স্বার্থে মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এ দিকটির প্রতি নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় গুরুত্বের দাবি রাখে। আর তা হলো, মানুষের অর্থসম্পদ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। যুহদ অবলম্বন করা মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির একটি মাধ্যম। হাদীসে এসেছে : اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ 'দুনিয়ার ব্যাপারে তুমি যুহদ অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে যুহদ অবলম্বন করো তাহলে তারা তোমাকে ভালোবাসবে' (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

কোনো ক্ষেত্রে মানুষ প্রথম সাক্ষাতেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন দু'জনের মধ্যে বহু পুরাতন বন্ধুত্ব। এ ধরনের সম্পর্ককেও দীন চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো জরুরী। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا

اخْتَلَفَ।'রূহসমূহ একত্রিত সেনাবাহিনীর ন্যায়, এদের যারা পরস্পরে পরিচিত তারা একে অন্যের সাথে মিল-মহব্বতে থাকে। আর যারা অপরিচিত তারা থাকে ভিন্ন-ভিন্ন'(বুখারী)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন: আত্মার জগতে যেসব আত্মা পরস্পরের মাঝে মিল দেখেছে তারা একে অন্যের নিকবর্তী হয়েছে। আর যারা অমিল দেখেছে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। পৃথিবীতে এসে মানবদেহে সংযুক্ত হওয়ার পরও মানবাত্মার এই প্রকৃতি অব্যাহত থেকেছে।

ইমাম খাত্তাবী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,'ভালো-মন্দ, সংস্কৃতিবান অথবা সংস্কৃতিহীন হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মাঝে যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় তার প্রতিই এ হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে'।

মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব

gnZvivg gmwjøqvb! আল্লাহর খাতিরে, পরকালীন কল্যাণের আশায় মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার প্রতি ইসলাম খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের কল্যাণ কামনায় ও তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করায় সর্বশ্রেষ্ঠ। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, অসহায় মানুষের বোঝা বহন, মেহমানদারি, বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাড়ানো এসব কর্ম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিত্যদিনের ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযি. বলেন : إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ'নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় মানুষের বোঝা বহন করেন, মেহমানকে আপ্যায়ন করেন এবং বিপদে-আপদে সহযোগিতা করেন' (বুখারী)।

আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মাঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করে দেয়া মুসলমানদের হৃদয়কে পরস্পরের সাথে জুড়ে দেয়ার একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। জাবের রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা একটি অভিযানে ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক মুহাজির ব্যক্তি জনৈক আনসারী ব্যক্তির পেছনে চপেটাঘাত করলেন। এসময় আনসারী ব্যক্তি অনসারীদের সাহায্য চেয়ে ডাক দিলেন। অন্যদিকে মুহাজির ব্যক্তিও অন্যান্য মুহাজিরদের সাহায্য চেয়ে ডাক দিলেন। ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোচরীভূত হলে তিনি শুনে বললেন, 'কী হয়েছে, জাহিলীযুগের আহ্বান কেন?' সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারী ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন : এ থেকে বিরত হও, কারণ এটা ঘৃণিত কাজ'। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিষয়টি শুনে বলে উঠল : 'এমন একটি কাজ করা হলো! আল্লাহর কসম! আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে সম্মানিত লোকেরা অসম্মানিতদেরকে অবশ্যই বের করে দেবে'। নবীজির কাছে সংবাদটি পৌঁছলে উমর রাযি. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'ওকে ছেড়ে দাও; নতুবা লোকজন বলাবলি করবে : মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছে। হিজরতের সময় মুহাজিরদের তুলনায় আনসারদের সংখ্যা বেশি ছিল, তবে পরবর্তীকালে মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে যায়' (বুখারী ও মুসলিম)।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মাঝে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সৌহার্দ বজায় রাখার প্রতি কতটুকু আগ্রহী ছিলেন। তাই আমাদের উচিত হবে, মানুষে-মানুষে ঝগড়া-বিবাদের সকল উপলক্ষ্য দূরিভূত করা। পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি হয় এমন যেকানো কাজ শুরুতেই থামিয়ে দেয়া। তাহলেই পরস্পরে মিল-মহব্বতের পরিবেশ কায়েম থাকবে। একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হৃদয় নিয়ে মানুষ জীবনযাপন করবে।

মানুষের মাঝে পরস্পরে ঘৃণার উদ্রেক করে, একজনকে আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এমনসব কর্ম থেকে একজন মুমিনকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। যারা ঘৃণা ছড়ায়, পরস্পরে বিভাজন সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুঁশিয়ারিবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন 'হে লোক-সকল! নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছে, যারা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়' (বুখারী)।

এর অর্থ মানুষের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখার প্রয়োজনে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যা ঘৃণার সৃষ্টি করে, মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়, ইসলামী আদর্শ চর্চা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তবে এরূপ করতে বৈধতার সীমানা অতিক্রম করা যাবে না।

wcq fvB I eÜMY! আকীদা-বিশ্বাসই হলো পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখার বড় মাধ্যম। আসহাবে কাহফ আকীদাগত কারণেই পরস্পরে জুড়ে থেকেছেন। জালিম বাদশাহর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যুগপৎভাবে গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন।

মূসা আ. এর জীবনের একটি ঘটনা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে : وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ÔAvi kn‡ii `icvš †\_‡K GKRb †jvK Q‡U Avmj| †m ejj, †n gmv, wbðq cwil`eM †Zvgv‡K nZ¨vi civgk Ki‡Q, ZvB Zwg †ewi‡q hvI, wbðq Awg †Zvgvi Rb¨ Kj¨vYKvgx‡`i GKRbÕ|ZLb †m fxZ cZx¶viZ Ae¯vq kni †_‡K †ewi‡q coj| ejj, Ô†n Avgvi ie, Avcwb hwjg KIg †_‡K Avgv‡K i¶v KiæbÕ(miv Avj Kvmvm:20-21)।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আকীদা ও বিশ্বাসগত কারণেই লোকটি মুসা আ.-এর কাছে ছুটে আসে এবং ফিরআউনী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দেয়। তাঁকে মিসর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে।

উল্লিখিত আয়াতে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো একজন মুমিনের ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ মুমিনের একটি গুণ হলো ক্রিয়াশীলতা। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পরিত্যাগ করে অন্যের উপকারে দৌড়ে যাওয়া। শুধু নিজের কল্যাণ নয় বরং অন্যের কল্যাণেও দীপ্তপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসা। এর অন্যথা হলে একজন মুমিনকে ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারি বলা যাবে না; বরং সে হবে নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যে দীনের ও সমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে না। মানুষের ভালোবাসা ও মহব্বত অর্জনেও সে হয় দারুনভাবে ব্যর্থ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

অন্য একটি ঘটনা আল কুরআনে এভাবে এসেছে : وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ . اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ . وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ . إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ . ÔAvi kn‡ii `icvš †\_‡K GK e¨w³ †`Š‡o G‡m ejj, Ô†n Avgvi KIg! †Zvgiv ivmj‡`i AbmiY Ki| †Zvgiv Zv‡`i AbmiY Ki hviv †Zvgv‡`i Kv‡Q †Kv‡bv cwZ`vb Pvq bv Avi Zviv mrc_cvßÕ| ÔAvi Awg †Kb Zvi Bev`Z Kie bv whwb Avgv‡K mwó K‡i‡Qb? Avi Zvi Kv‡QB †Zvgv‡`i‡K wdwi‡q †bqv n‡eÕ| ÔAwg wK Zvi cwie‡Z Ab¨ Bjvn MnY Kie? hw` cig KiæYvgq Avgvi †Kv‡bv ¶wZ Kivi B"Qv K‡ib, Zvn‡j Zv‡`i mcwik Avgvi †Kv‡bv Kv‡R Avm‡e bv Ges Zviv Avgv‡K D×vi I Ki‡Z cvi‡e bvÕ| ÔGi/c Ki‡j wbðq Awg ¯úó weåwš‡Z cwZZ neÕ| Ôwbðq Awg †Zvgv‡`i i‡ei cwZ Cgvb G‡bwQ, AZGe †Zvgiv Avgvi K_v †kvbÕ(miv Bqvmxb:20-25)।

দীনে তাওহীদ প্রচারের জন্য আগত লোকদের অনুসরণে নিজ গোত্রের লোকদেরকে উৎসাহ দেওয়ার ঘটনা আকীদা ও বিশ্বাসের কারণেই ঘটেছে।

wcq fvB I eÜMY! মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য মৌলিক কিছু গুণ রয়েছে, যা অর্জিত হলে দীনের খাতিরে মানুষকে কাছে টানা, মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা কায়েম রাখা সম্ভব হয়। এসব গুণের মধ্যে প্রধান হলো, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার অর্থে মুখাপেক্ষী হওয়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের পূর্বসূরীদের আমল-আখলাকসমূহ ভালো করে জানা এবং যথার্থরূপে তার ওপর আমল করা।

তন্মধ্যে একটি হলো মানুষের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শণ করা। কর্কশ ও কঠিন ব্যবহার বর্জন করা এবং মানুষের সাথে বিনম্র আচরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দয়া-করুণা ও বিনম্র আচরণের কারণেই মানুষের হৃদয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। মানুষকে তাঁর কাছে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। আল কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ÔAZtci Avjøvni c¶ †_‡K ing‡Zi Kvi‡Y Zwg Zv‡`i Rb¨ bg n‡qwQ‡j| Avi hw` Zwg K‡Vvi ¯fv‡ei, KwVb ü`qm¤úbœ n‡Z, Z‡e Zviv †Zvgvi AvkcvkÑ

†_‡K m‡i coZ| mZivs Zv‡`i‡K ¶gv Ki Ges Zv‡`i Rb¨ ¶gv cv_bv Ki| Avi Kv‡R-K‡g Zv‡`i mv‡\_ civgk Ki| AZtci hLb msKí Ki‡e ZLb Avjøvni Ici ZvIqv°j Ki‡e| wbðq Avjøvn ZvIqv°jKvix‡`i‡K fvjevmbÕ (miv Av‡j Bgivb : 159)।

মানুষের পক্ষ থেকে আসা অন্যায় আচরণ, গালমন্দ, ভর্ৎসনা ও রূঢ় ব্যবহার প্রভৃতির জন্য মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারে না। ইরশাদ হয়েছে : **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** ÔmZivs Zv‡`i‡K ¶gv Ki Ges Zv‡`i Rb¨ ¶gv cv_bv Ki| Avi Kv‡R-K‡g Zv‡`i mv‡\_ civgk Ki| AZtci hLb msKí Ki‡e ZLb Avjøvni Ici ZvIqv°j Ki‡e| wbðq Avjøvn ZvIqv°jKvix‡`i‡K fvjevmbÕ(miv Av‡j Bgivb : 159)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকাও মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য একটি জরুরী গুণ। অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালো ব্যক্তির প্রতি প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ আকর্ষণ অনুভব করে না। তাই এ বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।

আরো কতিপয় মাধ্যম :

১. হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মানুষের সাথে কথা বলা এবং দেখা-সাক্ষাৎ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকতেন। হাসিমুখে মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধুত্ব সৃষ্টির একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি। হাদীসে এসেছে : **تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ** ‘তোমার ভাইয়ের সম্মুখে তোমার মুচকি হাসি একটি সাদকা’ (তিরমিযী, সহীহ)।

২. দেখা-সাক্ষাতে মুসাফাহা বা করমর্দন করাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে মুসাফাহা করতেন আর সাহাবীগণও তাঁর সাথে এবং পরস্পরে মুসাফাহা করতেন। nvmvb Avj evmix in. e‡jb, Ôgmvdvnv gneŸZ ewo‡q †`qÕ|

৩. অন্যের দুঃখ-কষ্ট-অভিযোগ ধৈর্যসহ শোনা এবং ভালো পরামর্শ দেয়া : মানুষের হৃদয়ের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত করার এটি একটি বড় মাধ্যম।

৪. মানুষের সাথে মেলা-মেশা করা : হাদীসে এসেছে : الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ‘যে মুমিন মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেয়া কষ্ট-যাতনায় ধৈর্যধারণ করে সে ঐ মুমিন থেকে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টযাতনায় ধৈর্যধারণ করে না’(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৫. মানুষের উপকার করাঃ হাদীসে এসেছে: وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ‘আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে’ (মুসলিম)।

ভালো কাজের প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে তাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়া, তাদের রূঢ় ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করা, মানুষের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানো, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হাসি-ঠাট্টা করা, কারো ভুলের প্রতি কঠিন দৃষ্টি না দেয়া, কর্মসম্পাদনে সক্রিয় ও উদ্যমী হওয়া, কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব না দেয়া, বিভিন্ন ঘটনা কুরআন ও হাদীসের সত্য ঘটনাবলী সমকালীন খবরাখবরের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা, দয়াশীল ও অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া প্রভৃতি বিষয় মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার পরীক্ষিত পদ্ধতি। তাই এসবের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দীনের খাতিরে মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে।

মনে রাখবেন, মানুষের কল্যানে, অভাবে-অনটনে ইহসান করা মানুষের হৃদয় জয় করার একটি বড় মাধ্যম। জনৈক আরব কবি বলেনঃ

أَحْسِـنْ إِلَـى النَّـاسِ تَسْـتَأْسِـرْ قُلُوْبَهُـمْ *** فَطَالَمَا اسْـتَأْسَـرَ الْإِنْسَـانَ إِحْسَـانُ

ÔBnmvb K‡iv gvb‡li cwZ, ew›` Ki‡Z cvi‡e Zv‡`i ü`q *** hMhM a‡iB †Zv gvbl‡K ew›` K‡i‡Q Bnmvb|

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ôhviv mmg‡q I `tmg‡q e¨q K‡i Ges †µva mseiY K‡i I gvbl‡K ¶gv K‡i| Avi Avjøvn mrKgkxj‡`i fvjev‡mbÕ (miv Av‡j Bgivb : 134)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! মানুষের সাথে ওঠাবসা না করা এবং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবনযাপন করা একজন মুসলমানের কাঙ্খিত চরিত্র হতে পারে না। কারণ মুমিনরা পরস্পরে এক ও অভিন্ন শরীরের ন্যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'ভালোবাসা ও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের মতো, যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে অন্যসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিদ্র রাত্রিযাপন ও জ্বরাগ্রস্ততার মাধ্যমে একে অন্যকে ডাকে'। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) سورة آل عمران :159

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

মানুষের অন্তর জয়ের পথ ও পদ্ধতি

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمِيعَنَ، وَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْد :

wcq gmjøx fvB‡qiv! মানুষের অন্তর জয়ের মাধ্যমসমূহের মধ্যে একটি হলো মানুষের হক রক্ষায় যত্নবান হওয়া। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. 'এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। বলা হলো সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, (১) তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দেবে; (২) সে যখন তোমাকে দাওয়াত করবে তখন তা গ্রহণ করবে; (৩) সে যখন তোমার কাছে নসীহত; (পরামর্শ) চাইবে, তখন তুমি তাকে নসীহত করবে; (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিলাহ বলবে, তখন তুমি ইয়ারহামুকালাহ বলবে; (৫) যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে; (৬) এবং যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযা-দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করবে'(মুসলিম)।

ভালো কাজ ও তাকওয়া-পরহেজগারীর ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ÔmrKg I ZvKIqvq †Zvgiv ci¯ú‡ii mn‡hwMZv Ki| g›`Kg I mxgvj•N‡b ci¯ú‡ii mn‡hwMZv K‡iv bv| Avi Avjøvn‡K fq Ki| wbðq Avjøvn Avhve c`v‡b K‡Vvi Õ(miv gv‡q`v : 2)।

মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার শরীয়তসম্মত সকল পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে সাথে সদাসর্বদা যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কেননা একমাত্র তিনিই পারেন মানুষের হৃদয়সমূহ পরস্পরে জুড়ে দিতে। আল্লাহর সাহায্য না হলে শত মাধ্যম ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হয়েছে : لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Ôhw` Zwg hgx‡b hv Av‡Q, Zvi mewKQ e¨q Ki‡Z, ZeI Zv‡`i Aš¦img‡n cxwZ ¯vcb Ki‡Z cvi‡Z bv| wKš Avjøvn Zv‡`i g‡a¨ cxwZ ¯vcb K‡i‡Qb, wbðq wZwb civµgkvjx, cÁvevbÔ (miv Avbdvj : 63) ।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ على إبْرَاهِيْمَ وَعلى آلِ إبْرَاهِيْم إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّيْنَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনার দীনের খাতিরে মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার সকল বৈধ পথ ও পদ্ধতি আমাদেরকে অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারী বানান। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে আমাদেরকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন। হে দয়াময়, পরম দয়ালু! আপনি আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কবুল করে নিন। আমাদের সকল ভুলত্রুটি মার্জনা করুন। আমাদের আত্মীয়স্বজন সবাইকে আপনি ক্ষমা করে দিন। সবাইকে আপনি দীনের পথে পরিচালিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ الله: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإيْتَاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) أُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

কুরআন সুন্নাহর আলোকে মধ্যমপন্থা

LZevq hv _vK‡e

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব তুলে ধরা

২. ইসলাম মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল দীন তা ব্যক্ত করা

৩. বাড়াবাড়ি ও কট্টরপন্থা বিষয়ে সতর্ককরণ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوْبِيَّةِ وَالْأُلُوْهِيَّةِ كَمَالاً، وَاخْتَصَّ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَي وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا جَلاَلاً، أَحْمَدُهُ تَعَالَى وَأَشْكُرُهُ عَلَى سَوَابِغِ نِعَمِهِ إِفْضَالاً، وَجَزِيْلِ عَطَائِهِ نَوَالاً، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَمَرَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ وَسْطِيَّةً وَاعْتِدَالاً، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بِأَوْسَطِ شَرِيْعَةٍ وَأَكْمَلِهَا خِلَالاً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

মুহতারাম হাযেরীন! মুসলিম উম্মত মধ্যমপন্থী উম্মত। অতি মাত্রায় কঠোরতা অথবা অতি মাত্রায় ঢিলেমী থেকে বিমুক্ত উম্মত। কেননা অতি মাত্রায় কঠোরতা ধর্মকর্ম পালনে মানুষকে নিস্পৃহ করে ফেলে। আবার অতি মাত্রায় ঢিলেঢালা ভাব মানুষকে করে দেয় অকর্মন্য, অলস। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দীন দিয়েছেন, যে আদর্শ দিয়েছেন তা হলো মধ্যমপন্থী দীন ও আদর্শ। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.** ÔAvi Gfv‡eB Avwg †Zvgv‡`i‡K ga¨cšx D¤§Z evwb‡qwQ, hv‡Z †Zvgiv gvb‡li Ici mv¶x nI Ges ivmj mv¶x nb †Zvgv‡`i IciÕ (miv Avj evKviv:143)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর রহ. বলেনঃ এ মধ্যমপন্থাই উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশ্ববাসীর ওপর সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা দান করেছে। কেননা অধিক কঠোর অথবা অতি সহজ কোনো বিষয় যেহেতু ভারসাম্যরহিত তাই এ ধরনের কোনো বিষয় বিশ্বময় গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না। মধ্যমপন্থাই হচ্ছে উত্তম পন্থা, যা মানুষকে কাছে টানতে পারে অতিসহজে। তাই বিশ্বব্যাপী ওহী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদর্শের প্রচার এবং বিশ্ববাসীর ওপর সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানোর যোগ্যতা একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই রয়েছে।

আদর্শিক ভারসাম্যতা, নীতিনৈতিকতা প্রভৃতির নিরিখে মুসলিম উম্মাহ সর্বোত্তম উম্মাহ। তাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়েই অর্পিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .** Ô†Zvgiv n‡j m‡evËg D¤§Z, hv‡`i‡K gvb‡li Rb¨ †ei Kiv n‡q‡Q| †Zvgiv fv‡jv Kv‡Ri Av‡`k †`‡e Ges g›` KvR †_‡K eviY Ki‡e, Avi Avjøvni cwZ Cgvb Avb‡e| Avi hw` Avn‡j wKZve Cgvb AvbZ, Z‡e Aek¨B Zv Zv‡`i Rb¨ Kj¨vYKi nZ| Zv‡`i KZK Cgvb`vi| Avi Zv‡`i AwaKvskB dwmKÕ (miv Av‡j Bgivb:110)।

wcq gmwjøqv‡b wKivg! দীন প্রচারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই ছিল নবী-রাসূলগণের আদর্শ। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ Ô`xb n‡jv mnR| `xb‡K †KD KwVb Ki‡j `xb Zv‡K civnZ bv K‡i cv‡i bvÕ (বুখারী)

ইসলামে মধ্যমপন্থা একটি সর্বব্যাপী ধারণা। আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইবাদত-বন্দেগী, মুআমালাত মুআশারাত, আইন ও বিধান, ভাব ও অনুভূতি, আত্মা ও শরীর, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াবলী, বুদ্ধি ও আবেগ, আকল ও কালব, আদর্শ ও বাস্তবতা– এসব কিছুই মধ্যমপন্থার আওতাধীন।

ইসলামের আলোকে মানবজীবনের সকল কিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত। ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-প্রার্থনা, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নততর বিশ্বাস অন্য আরেকটি হতে পারে না। অন্যান্য ধর্মে নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল একত্ববাদের ধারণা না থাকায় তার অনুসারীরা বিশ্বাসগত নানা জটিলতায় ভোগেন। কেননা তা আল্লাহর সৃষ্ট মহাজাগতিক রীতি ও প্রকৃতিবিরোধী এবং তা মিথ্যা ও বানোয়াট কিছু বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে কারণে তা কখনো বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রচনা করতে পারে না। ইবাদত-বন্দেগী, জীবন-মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর এই ঘোষণাই ভারসাম্যপূর্ণ আকীদার ঘোষণা; যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের ঘোষণা। ইরশাদ হয়েছে : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ôej, Ôwbðq Avgvi mvjvZ, Avgvi Kievbx, Avgvi Rxeb I Avgvi gZ¨ Avjøvni Rb¨, whwb mKj mwói ieÕ| ÔZvi †Kv‡bv kixK †bB Ges Avgv‡K GiB wb‡`k c`vb Kiv n‡q‡Q| Avi Avwg gmjgvb‡`i g‡a¨ c_gÕ (miv Avj AvbAvg:162-163)।

বিচার-ফয়সালা ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা ন্যায় ও ইনসাফের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ন্যায় ও ইনসাফই হলো মধ্যমপন্থা। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Ôwbðq Avjøvn †Zvgv‡`i‡K Av‡`k w`‡”Qb AvgvbZmgn Zvi nK`vi‡`i Kv‡Q †cŠ‡Q w`‡Z| Avi hLb gvb‡li g‡a¨ dqmvjv Ki‡e ZLb b¨vqwfwËK dqmvjv Ki‡e| wbðq Avjøvn †Zvgv‡`i‡K KZBbv m›`i Dc‡`k w`‡”Qb| wbðq Avjøvn me‡kvZv, me`óvÕ (miv Avb-wbmv:58)।

সর্বাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফ অনুসরণের নির্দেশ, এমনকি শত্রুর সাথেও ইনসাফের নির্দেশ মধ্যমপন্থার চূড়ান্ত সাক্ষর। ইরশাদ হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ô†n gwgbMY, †Zvgiv Avjøvni Rb¨ b¨v‡qi mv‡_ mv¶¨`vbKvix wn‡m‡e m`v `Ðvqgvb nI| †Kv‡bv KI‡gi cwZ kÎæZv †hb †Zvgv‡`i‡K †Kv‡bvfv‡e c‡iwPZ bv K‡i †h, †Zvgiv Bbmvd Ki‡e bv| †Zvgiv Bbmvd Ki, Zv ZvKIqvi wbKUZi Ges Avjøvn‡K fq Ki| wbðq †Zvgiv hv Ki, Avjøvn †m wel‡q mwe‡kl AewnZÕ (miv Avj gv‡q`v:8)।

আল্লাহকে ডাকা ও দু'আ-প্রার্থনার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনও এ ক্ষেত্রের একটি দলীল। ইরশাদ হয়েছে : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ôej, Ô†Zvgiv (†Zvgv‡`i ie‡K) ÔAvjøvnÕ bv‡g WvK A_ev ÔingvbÕ bv‡g WvK, †h bv‡gB †Zvgiv WvK bv †Kb, Zvi Rb¨B †Zv i‡q‡Q m›`i bvgmgn| Zwg †Zvgvi mvjv‡Z ¯^i DPP K‡iv bv Ges Zv‡Z g` I K‡iv bv; eis Gi gvSvgwS c_ Aej¤^b KiÕ (miv Bmiv:110)।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে অর্থসম্পদ, নিয়ামত-সামগ্রী দিয়েছেন তা পরকালীন জীবন সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যয় করা এবং পাশাপাশি দুনিয়ার হিস্সা একেবারে ভুলে না যাওয়ার নির্দেশও মধ্যমপন্থার একটি অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। ইরশাদ হয়েছে : وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ . ÔAvi Avjøvn †Zvgv‡K hv `vb K‡i‡Qb Zv‡Z Zwg AvwLi‡Zi wbevm AbmÜvb Ki| Z‡e Zwg `wbqv †_‡K †Zvgvi Ask f‡j †h‡qv bv| †Zvgvi cwZ Avjøvn †hi¸c AbMn K‡i‡Qb ZwgI †mi¸c AbMn Ki| Avi hgx‡b dvmv` Ki‡Z †P‡qv bv| wbðq Avjøvn dvmv`Kvix‡`i fvjev‡mb bvÕ(miv Avj Kvmvm:77)।

অর্থ ব্যয় ও দান খয়রাতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনও এ পর্যায়ের একটি উদাহরণ। ইরশাদ হয়েছে : وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 'Avi Zwg †Zvgvi nvZ †Zvgvi Nv‡o Ave× †i‡Lv bv Ges Zv c‡ivcwi cmwiZ K‡iv bv, Zvn‡j Zwg wbw›`Z I wbt¯^ n‡q e‡m co‡eÕ (miv Avj Bmiv:29)।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শা রাযি. এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর কাছে তখন এক মহিলা বসা ছিলেন। তিনি বললে, 'এ কে'? আয়শা রাযি. বললেন, 'অমুক মহিলা। তিনি কত নামায পড়েন তাই উল্লেখ করছেন'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ক্ষান্ত হও! যা তোমাদের সাধ্যের মধ্যে তাই করো। আল্লাহর কসম! আল্লাহ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়। আর আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় দীন হলো তাই আমলকারী যা সর্বদা করে' (বুখারী)।

তালহা ইবনে উবায়দুলাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উস্কো খুস্কো চুলে একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। দূর থেকে তার গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তবে সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিল না। পরিশেষে সে যখন নিকবর্তী হলো, তখন ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে'। লোকটি বলল,'আমার ওপর কি অতিরিক্ত নামায আছে'? তিনি বললেন, 'না, তবে যদি তুমি নফল আদায় কর'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আর রমযানের রোযা'। লোকটি বলল, 'আমার ওপর কি এর বাইরে আরো রোযা আছে'? তিনি বললেন,'না, তবে যদি তুমি নফল হিসেবে কিছু আদায় কর'। বর্ণনাকারী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। লোকটি বলল, 'আমার ওপর এ ব্যাপারে আরো কিছু দায়িত্ব আছে'? তিনি বললেন, 'না, তবে যদি তুমি নফলভাবে কিছু আদায় কর'। এরপর লোকটি এই বলে চলে গেল যে, আল্লাহর কসম! আমি এর থেকে বেশিও করব না, কমও করব না'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'লোকটি সফলকাম যদি সে সত্যবাদী হয়' (বুখারী)।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আকাবা দিবসের সকাল বেলায় বললেন, 'আমার জন্য কঙ্কর কুড়াও! আমি তার জন্য বুটের দানার ন্যায় কঙ্কর কুড়ালাম। যখন আমি কঙ্করগুলো তাঁর হাতে রাখলাম, তিনি বললেন, 'এ ধরনের কঙ্করই। আর তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচো। নিশ্চয় যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে' (আহমদ)।

প্রিয় মুসল্লিয়ান! আকীদা, অনুসরণ ও আনুগত্যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নীতি হলো মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে চলা। বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য থেকে দূরে থেকে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করে চলা; কেননা বাড়াবাড়ি বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ এবং আল্লাহর নির্দেশের যথার্থ বাস্তবায়ন। ইরশাদ হয়েছে : **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.** Ô†n wKZvexMY, †Zvgiv †Zvgv‡`i `x‡bi g‡a¨ evovevwo K‡iv bv Ges Avjøvni Ici mZ¨ Qvov Ab¨ wKQ e‡jv bv| gviBqv‡gi cÎ gvmxn Cmv †KejgvÎ Avjøvni ivmj I Zvi Kwjgv, hv wZwb †ciY K‡iwQ‡jb gviBqv‡gi cwZ Ges Zvi c¶ †_‡K i|n| mZivs †Zvgiv Avjøvn I Zvi ivmjM‡Yi cwZ Cgvb Avb Ges e‡jv bv, ÔwZbÕ| †Zvgiv weiZ nI, Zv †Zvgv‡`i Rb¨ DËg| AvjøvnB †Kej GK Bjvn, wZwb cweÎ gnvb G †_‡K †h, Zvi †Kvb mšÍvb n‡e| Avmgvbmg‡n hv i‡q‡Q Ges hv i‡q‡Q hgx‡b, Zv AvjøvniB| Avi Kgweavq wn‡m‡e AvjøvnB h‡_óÕ (miv Avb-wbmv:171)।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, 'তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে এল। তাদেরকে যখন এ ব্যাপারে অবগত করানো হলো, তখন তারা যেন তা কম বলে ভাবল। তারা বলল, 'আমরা কোথায় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায়! আল্লাহ তো তাঁর সামনের ও পিছনের সকল গুনাহই মাফ করে দিয়েছেন'। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি আজীবন রাতভর নামায পড়ব'। অন্যজন বলল, 'আমি জীবনভর রোযা রাখব। কখনো রোযা ভাঙ্গব না'। তৃতীয়জন বলল,' আমি নারী সংসর্গ থেকে দূরে থাকব। কখনো বিয়ে করব না'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা এরূপ এরূপ কথা বলেছ! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ-ভীরু, অধিক তাকওয়াধারী। তবে আমি রোযা রাখি ও রোযা ভঙ্গ করি। নামায পড়ি ও নিদ্রা গমন করি এবং নারীকে বিবাহ করি। তাই যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়’ (বুখারী)।

mwcq fvB I eÜMY! বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য থেকে দূরে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আকার-প্রকৃতি সম্পর্কে আইম্মায়ে কেরাম ও উলামা মাশায়েখদের কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি :-

ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী রহ. বলেন, ‘আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে মধ্যম উম্মত বলার কারণ হলো, দীনের ক্ষেত্রে তারা মধ্যমপন্থী। না তারা বাড়াবাড়িকারীদের দলভুক্ত- যেমনটি করেছে খৃস্টানজাতি; তারা ভীতিপ্রদর্শনের বেলায় বাড়াবাড়ি করেছে, ঈসা আলাহিইস্ সালামের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যেও বাড়াবাড়ি করেছে। আর না তারা অবহেলা ও উপেক্ষাকারীদের দলভুক্ত-যেমনটি করেছে ইয়াহুদী সম্প্রদায়; কেননা তারা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন এনেছে, তাদের নবীদেরকে হত্যা করেছে, তাদের রবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, উপরন্তু তাঁর সাথে তারা কুফরী করেছে। এর বিপরীতে উম্মতে মুহাম্মাদী হলো ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলাসতাদেরকে মধ্যম উম্মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আল্লাহর কাছে মধ্যম বিষয়ই হলো সর্বোত্তম বিষয়।

ইমাম শাতেবী রাহ. বলেন, ‘যদি গোটা শরীয়তের প্রতি নজর দিয়ে ভেবে দেখ তাহলে দেখতে পাবে, শরীয়তের পুরোটাই মধ্যমপন্থার বাহক। যদি এর কোনো প্রান্ত একটু হেলে পড়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করতে হবে, অন্য কোনো প্রান্তের বর্তমান বাস্তবতা অথবা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন বাস্তবতার সাথে ভারসাম্য রক্ষার খাতিরেই তা করা হয়েছে। অতঃপর কঠোরতার দিক- যা সাধারণত ধমক ও ভীতি প্রদর্শন বিষয়ক হয়ে থাকে- তা ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আনীত, দীনের ব্যাপারে শিথিলতা যার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। পক্ষান্তরে সহজ করার দিক- যা সাধারণত আশাবর্ধক ও হালকাকরণ বিষয়ক হয়ে থাকে- তা ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আনীত, দীনের ব্যাপারে অতি মাত্রায় কঠোরতা যার ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। এই দুই প্রান্তকে বাদ দিয়ে দীনের প্রতি তাকালে মধ্যমপন্থা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে দেখা দেবে। ভারসাম্য অত্যন্ত পরিষ্কার আকারে পরিলক্ষিত হবে। আর এটাই হলো মূল, যার দিকে ফিরে যাওয়া হয়, এটাই হলো ঘাটি, যার আশ্রয়ে আসা হয়।

gnZvivg nv‡hixb! মধ্যমপন্থার বিপরীত কিছু কর্ম ও অবস্থান রয়েছে। এগুলোর প্রতি আলোকপাত করা জরুরী বলে মনে করি। এসব কর্ম ও অবস্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, অযাচিত বাড়াবাড়ি, বিদআত, সন্ত্রাস, অযাচিতভাবে কাউকে কাফির বলা, অযাচিত শিথিলতা করা ইত্যাদি।

যারা এসব কর্মে জড়িত তারা সাধারণত কুরআনের অস্পষ্ট অংশের আশ্রয় নিয়ে থাকে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন : إِنَّهُ سَيَأْتِيْ أُنَاسٌ يَأْخُذُوْنَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ، فَخُذُوْهُمْ بِالسُّنَنِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ‘নিশ্চয় এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কুরআনের শুবুহাত তথা অস্পষ্ট অংশগুলো দিয়ে তোমাদের মোকাবিলা করবে তোমরা তাদেরকে সুন্নত দিয়ে মোকাবিলা কর। কেননা সুন্নত-ওয়ালারাই আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী’(বাগাবী: শারহুস সুন্নাহ)।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ তাযীম ও সম্মান করার বিপরীত কয়েকটি বিষয় রয়েছে। বিষয়গুলো হলোঃ

এক.সুযোগ সন্ধান, যা পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়তের বিধান আমলে আনা থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়।

দুই. বাড়াবাড়ি, যা মানুষকে আদেশ-নিষেধের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়।

প্রথমটি হলো তাফরীত অর্থাৎ শিথিলতা, আর দ্বিতীয়টি হলো ইফরাত অর্থাৎ বাড়াবাড়ি। শরীয়তের আদেশ নিষেধের যথার্থ সম্মানপ্রদর্শনের আলামত হলো, যেসব বিষয়ে সুযোগ বা রুখসত রয়েছে সেগুলোর সাথে এমনভাবে ভেসে না যাওয়া, যা মানুষকে মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। উদাহরণত, প্রচণ্ড গরমে জোহরের নামায দুপুরের তাপদাহ কমে এলে আদায় করা সুন্নত। তবে যদি কেউ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষায় থেকে থেকে জোহরের সময় পার করে দেয় অথবা যখন সময় যায় যায় অবস্থা, তখন আদায় করে তবে তা হবে অনুচিত

সুযোগ সন্ধান। তাপদাহ কমে এলে জোহরের নামায আদায়ের সুযোগ দেওয়ার হেকমত তো এই যে, প্রচণ্ড গরমে নামায আদায় করলে খুশু-খুযুর সাথে আদায় করা সম্ভব হয় না, বরং তা আদায় হবে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণ ভাব নিয়ে। শরীয়তদাতার একটি হেকতম হলো, তিনি এ ক্ষেত্রে দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে গরমের তেজ কমে আসে এবং মানুষ হুজুরে কালব নিয়ে খুশু-খুযুর সাথে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়ে নামায আদায়ে সক্ষম হয়। আর এটিই হলো নামাযের মাকসুদ। আরো যেসব বিষয় এ পর্যায়ে পড়ে তা হলো, খাবার হাজির থাকাবস্থায় অথবা পেশাব পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সেসময় উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়েই মানবহৃদয় ব্যস্ত থাকে। আর এভাবে নামাযের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় এবং একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই ইবাদত-বন্দেগী আদায় বিষয়ে সঠিক ধারণার একটি অংশ হলো, মানুষ তার কাজ-কর্ম নামাযের পূর্বেই সেরে নিয়ে নামাযের জন্য তার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ফারেগ করে নেবে। অতঃপর সে নামাযে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার হৃদয় আল্লাহর জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত, একমাত্র আল্লাহর প্রতিই গোটা অস্তিত্ব ধাবিত। এই প্রকৃতির দু'রাকআত নামায তার বিগত জীবনের সকল গুনাহ মুছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সার কথা হলো, কোনো ব্যক্তি এমন ধরনের সুযোগ সন্ধানে যাবে না, যা মূল বিষয় থেকেই তাকে সরিয়ে দেয়।

শরীয়তের আদেশ নিষেধকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ির উদাহরণ হলো কোনো ব্যক্তির উযূর সময় ওয়াসওয়াসায় পেয়ে বসে। ফলে সে অতিরঞ্জিতভাবে উযূ করতে শুরু করে। এমনকি পরিশেষে নামাযেরই সময় চলে যায়। অথবা ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা চলে যায়, অথবা সূরা ফাতেহা ছুটে যায়, অথবা পুরো রাকআতই ছুটে যায়।

এমনও ব্যক্তি আছে যে, অতিরঞ্জিত আকারে পরহেজগারী প্রদর্শন করে। এমনকি সে মুসলমানদের খাবার পর্যন্ত গ্রহণ করে না এই ভয়ে যে, পাছে সন্দেহযুক্ত কোনো বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ে। এ ধরনের পরহেজগারী কারো কারো ওপর এমনভাবে সওয়ার হতে দেখা যাচ্ছে যে, তারা মুসলিম বিশ্বের সকল খাবার বর্জন করে খৃষ্টানবিশ্ব থেকে আসা খাবার গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই ভেবে যে, তা নির্ভেজাল ও অধিক পবিত্র। আর এভাবেই চরম অজ্ঞতা ও অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি তাদেরকে মুসলমানদের প্রতি কুধারণা এবং নাসারাদের প্রতি সুধারণার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নাউযুবিলাহ।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধ তাযীম করার হাকীকত হলো, অনুচিত সুযোগ ও রুখসত সন্ধান এবং অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হতে হবে; কেননা আসল উদ্দেশ্য হলো সরল সঠিক পথে চলা, যা মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

gnZvivg nv‡hixb! আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তাতে শয়তান দু'ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায়। সে হয়তো তা শিথিল করা বা আদৌ আমলে না আনার নির্দেশ দেয়, অথবা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের নির্দেশ দেয়। দু'টি পরিকল্পনার যে কোনো একটি বাস্তবায়িত হলেই শয়তান নিজকে সফল বলে মনে করে। শয়তান মানুষের হৃদয় ঘেঁটে দেখে। যদি সে তাতে আলস্য, নিরুদ্যম ও সুযোগসন্ধানী ভাব পায় তবে এদ্‌তসংশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। বান্দাকে সে নিরুৎসাহিত করে। হিম্মত বসিয়ে দেয়। আলস্য ও নিরুদ্যমের জাল বিছিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তির জন্য সে নানা ধরনের অপব্যাখ্যা ও বিশেষণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। বাতিল আশা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখে। এমনকি একপর্যায়ে বান্দা শরীয়তের সকল নির্দেশই পরিত্যাগ করে বসে।

এর বিপরীত সে যদি বান্দার হৃদয়ে হিম্মত, উদ্যম, সাহস ও জাগরণ খুঁজে পায় তাহলে তাকে এদ্‌তসংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শিকারে পরিণত করে। সে তাকে আরো বেশি শ্রম ব্যয়ের নির্দেশ দেয় এবং প্ররোচনা দিয়ে বলে, এতটুকু তোমার জন্য যথেষ্ট নয়। তুমি আরো বেশি করতে পার। তোমার পর্যায় এর থেকেও অনেক উঁচু। তাই তোমার উচিত অন্যান্য আমলকারীদেরকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। তোমার উচিত হবে, তারা যখন ঘুমায় তুমি তখন জেগে জেগে ইবাদত করবে, তারা যদি নফল রোযা না রাখে তুমি রাখবে। তারা যদি নামাযের জন্য উযূ করে তাহলে তুমি গোসল করবে। এভাবেই শয়তান মানুষকে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের পথে নিয়ে যায়। সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করে। যেমন করেছে প্রথম ব্যক্তিকে শিথিলতার শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে। এ উভয় পরিকল্পনার পেছনে শয়তানের উদ্দেশ্য হলো সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়া। শয়তানের এ উভয়মুখী ফেতনার জালে অধিকাংশ মানুষ জড়িয়ে পড়ে। যারা গভীর জ্ঞান, পোক্ত ঈমান ও

শয়তানকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে, মধ্যমপন্থা ধরে রাখার দীপ্তপ্রেরণা রাখে, তারা ছাড়া আর সবাই শয়তানের এ জালে ফেঁসে যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (سورة البقرة :143) .

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

কুরআন সুন্নাহর আলোকে মধ্যমপন্থা

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

mwcq Dcw¯wZ! দীন চর্চা ও প্রচারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মধ্যমপন্থা মুসলিম উম্মাহকে সুসংহত রাখতে সাহায্য করে। উম্মাহর সদস্যদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ইত্যাদির ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে উম্মাহকে এক পাটফর্মে অটল থাকতে সাহায্য করে। বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা উভয়টাই উম্মাহকে নানা মত ও পথে বিভক্ত করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে : **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** Ôgvbl wQj GK D¤§Z| AZtci Avjøvn mmsev``vZv I mZK©Kvixi/‡c bex‡`i‡K †ciY Ki‡jb Ges mZ¨mn Zv‡`i mv‡_ wKZve bvwhj Ki‡jb, hv‡Z gvbl‡li g‡a¨ dqmvjv K‡ib, †h wel‡q Zviv gZwe‡iva KiZ| Avi ZvivB Zv‡Z gZwe‡iva K‡iwQj, hv‡`i‡K Zv †`qv n‡qwQj, Zv‡`i wbKU ¯úó wb`kb Avmvi ci cil ci¯ú‡ii g‡a¨ we‡ØlekZ| AZtci Avjøvn wbR Abgw‡Z gwgb‡`i‡K wn`vqvZ w`‡jb †h wel‡q Zviv gZwe‡iva Ki‡Qj| Avi Avjøvn hv‡K B"Qv K‡ib mij c‡\_i w`‡K wn`vqvZ †`bÕ (miv Avj-evKviv:213)।

ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় দীন কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'যা খাঁটি ও উদার' (আহমদ, সহীহ)।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوْا إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِينَ 'সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও নিস্পৃহ করো না। তোমরা তো কেবল সহজকারী হিসেবেই প্রেরিত হয়েছ, কঠোরতাকারী হিসেবে প্রেরিত হওনি' (বুখারী)।

জাবের রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتاً وَلَا مُتَعَنِّتاً، وَلَكِنْ بَعَثَنِيْ مُعَلِّماً مُيَسِّراً 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে জোরজবরদস্তিকারী ও মানুষকে অসুবিধায় নিপতিতকারী হিসেবে প্রেরণ করেননি। তিনি তো আমাকে প্রেরণ করেছেন শিক্ষক ও সহজকারী হিসেবে'(মুসলিম)।

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত : إِنَّ أَعْرَابِيا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ دَعُوْهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِينَ 'জনৈক বেদুইন ব্যক্তি মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোকেরা মারধোর করার জন্য উত্তেজিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও'। আর ওর প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমরা তো কেবল সহজকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছ, কঠোরতাকারী হিসেবে প্রেরিত হওনি'(বুখারী)।

মুহতারাম মুসল্লিয়ান! সন্ত্রাস, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতা, এবং অহেতুক কারণে কোনো মুসলমানকে কাফির বলাও হলো মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুতি ও সীমালঙ্ঘন। মুসলিম বিশ্বে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যেসব জঙ্গি তৎপরতা চলছে তা কেবলই শয়তানের প্ররোচনা ও খারেজী সম্প্রদায়ের অশুভ আদর্শের অনুসরণ।

হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ 'কট্টরপন্থীরা ধ্বংস হোক, 'কট্টরপন্থীর ধ্বংস হোক, 'কট্টরপন্থীর ধ্বংস হোক' (মুসলিম)।

কট্টরপন্থা বলতে বুঝায় কোনো বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত বা বিধান থাকা সত্ত্বেও একই বিষয়ে এমন অভিমতকে আপন করে নেয়া যা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। যারা এরূপ করে তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

কট্টরপন্থা খারেজীদের আদর্শ। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন বন্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় যুল খুওয়াইসেরা এসে হাজির হলো। সে ছিল তামীম গোত্রের লোক। সে বলল,'হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,' তোমার জন্য আফসোস! আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? তোমার জন্য ধ্বংস ও নিরাশা, যদি আমি ইনসাফ না করি। উমর রাযি. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন,' ওকে ছেড়ে দাও'। ওর কিছু সঙ্গী সাথী আছে, যাদের নামায দেখে তোমাদের কেউ স্বীয় নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। তাদের রোযার কাছে তোমাদের কেউ স্বীয় রোযাকে তুচ্ছ ভাববে। ওরা কুরআন পড়ে তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। ওরা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকার-জন্তুকে ভেদ করে। তাদের তীরের ফলার দিকে তাকানো হবে, তবে সেখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। অতঃপর তাদের ফলায় সংযুক্ত মোচড়ানো অংশের দিকে তাকানো হবে, সেখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। এরপর তীরের নিবগুলোর দিকে তাকানো হবে, সেখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। শিকারের গোবর ও রক্তকে অতি দ্রুত ভেদ করে বের হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এতো দ্রুত বের হয়ে যাবে যে তীর ও তীরের সাথে যুক্ত অংশগুলোয় জন্তুর রক্ত ও গোবরের কোনো লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না)। আর তাদের আলামত হলো, এমন ব্যক্তি যে হবে কালো, তার একটি বাহু হবে নারীর স্তনের ন্যায়, অথবা কম্পমান মাংসপিণ্ডের ন্যায়। মানুষ যখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকবে সেটাই হবে তাদের বের হওয়ার সময়'। আবু সাঈদ রাযি.বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এ হাদীসটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আলী রাযি. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর আমি তখন তার সাথে ছিলাম। তিনি ওই লোকটিকে হাজির করতে বললেন এবং তাকে দেখতে চাইলেন। অতঃপর লোকটিকে হাজির করা হলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা মোতাবেক পেলাম' (বুখারী)।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,'তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং পৌত্তলিকদেরকে ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে কাওমে আদের মতো তাদেরকে অবশ্যই নিপাত করব'(বুখারী)।

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনা মতে তারা হবে 'অল্পবয়সী ও নির্বোধ'। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনা অনুযায়ী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজীব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তাই অহেতুকভাবে মুসলমানদেরকে কাফির ফতোয়া দেয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, হত্যাযজ্ঞ চালানো মারাত্মক অপরাধ। যারা এরূপ করে তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। শরীয়ত পালন ও বাস্তবায়নে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। নানা ধরনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের রক্তপাত থেকে বিরত থাকা।

wcq gmwjg fvB I eÜMY! আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। কট্টরপন্থা ও অনুচিত শৈথিল্য বর্জন করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি। যারা কট্টরপন্থা ও অনুচিত শৈথিল্যে নিপতিত তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করি। আমাদের আওতাধীন যারা রয়েছে, তাদেরকে সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মেহনত চালিয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-াম বলেন : أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ، أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যে ব্যক্তি মানুষের আমীর সে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার আওতাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল এবং তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল এবং তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদে দায়িত্বশীল, আর তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। জেনে রাখো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার আওতাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে' (বুখারী)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে দীন চর্চার তাওফীদ দান করুন। মধ্যমপন্থী উম্মতের জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তা আমদের মধ্যে পয়দা করে দিন। আপনি আমাদেরকে শিথলতা ও কট্টরপন্থা উভয়টা থেকে হিফাযত করুন।

হে আল্লাহর আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার গুমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আপনার খাস রহমত ও করুণায় আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন।

হে আল্লাহ যারা না বুঝে কট্টরপন্থার অনুসরণ করছে তাদের আপনি হিদায়েত করুন। তাদেরকে দীনের সঠিক জ্ঞান ও অনুভূতি দান করুন। তাদের ফেতনা থেকে উম্মতকে হিফাযত করুন।

হে আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীতে আপনার দীন ও শরীয়ত কায়েম করে দিন। মুসলিমবিশ্বের সকল শাসকদেরকে আপনার দীনের জন্য কবুল করে নিন। আপনার রেজামন্দী অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

নবী রাসূলদের দাওয়াত পদ্ধতি

LZevq hv _vK‡e

১. দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের শ্রম-মেহনত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

২. দাঈ ও মুবালিগদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিশুদ্ধ ও সফল পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে উৎসাহ দান

৩. যুগের দাবি অনুযায়ী দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি নবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا . قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. (سورة الكهف:3-1) وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq gmwjøqvb! আজ আমি আপনাদের সামনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হলো দাওয়াত ও তাবলীগে দীনের মহান দায়িত্ব যা আম্বিয়ায়ে কিরামের ওপর অর্পিত অভিন্ন দায়িত্ব বলে বিবেচিত। দাওয়াত-প্রচারের মহান দায়িত্ব নিয়েই আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির কাছে। আল্লাহর প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, অথবা থাকলেও শিরক-মিশ্রিত, অথবা বিকৃত তাদের সঠিক পথের দিশা দেয়া, দাসত্বের সরল সঠিক পথ তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে উম্মোচিত করে তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে কিয়ামতের ময়দানে বলতে না পারে, আমাদের কাছে জান্নাতের সুসংবাদদাতা অথবা জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ারকারী হিসেবে কেউ আসেনি। ইরশাদ হয়েছে : **أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.** Ô†hb †Zvgiv bv ej †h, Avgv‡`i wbKU †Kv‡bv mmsev``vZ wKsev mZKKvix Av‡mwb| Aek¨B †Zvgv‡`i wbKU mmsev``vZv I mZKKvix G‡m‡Q| Avi Avjøvn me wKQi Ici ¶gZvevbÕ (miv Avj gwq`v:19)।

wcq gmwjøqvb! আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার একক সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে কেবল তাঁরই ইবাদত করা। ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-প্রার্থনার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করা। ইরশাদ হয়েছে : **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ.** ÔAvi wRb I gvbl‡K Avwg †Kej GRb¨B mwó K‡iwQ †h, Zviv Avgvi Bev`Z Ki‡e| Awg Zv‡`i Kv‡Q †Kvb wihK PvB bv; Avi Awg PvB bv †h, Zviv Avgv‡K Lvevi w`‡eÕ (miv AvhhwiqvZ: 56-57)।

আর আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু, করুণার আধার। তাই তিনি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে মানুষের করণীয়, মানুষের সর্বশেষ গন্তব্য ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে বাতলে দেয়ার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন এবং নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তার সুস্পষ্ট বিবরণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। কারণ মানুষ নিজ উদ্যোগে এসব বিষয়ের আদ্যোপান্ত জানতে অক্ষম। আর এসব বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জিত না হলে মানুষ তার কর্তব্য নির্ধারণে ব্যর্থ হবে নিশ্চিত রূপেই। ফলে পরকালের শাশ্বত জীবনে বঞ্চিত হবে অফুরান নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত থেকে; বঞ্চিত হবে রাব্বুল আলামীনের মহা-আনন্দময় দীদার থেকে। শুধু তাই নয় বরং তার আবাস হিসেবে নির্ধারিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি ও অসহনীয় কষ্ট-যাতনার ভয়াবহ স্থান জাহান্নাম।

তাই নবী রাসূলগণের মৌলিক দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, চিরন্তন সত্যের পথে আহ্বান করা, মানুষ যেসব সত্য নিজ থেকে আবিষ্কার করতে অক্ষম সেসব বিষয়ে তাকে অবহিত করা। আর যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে পরকালীন শাশ্বত সুখের সুসংবাদ দেয়া এবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে জাহান্নামী জীবনের দুঃসংবাদ পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ার করা। ইরশাদ হয়েছে

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ : . ÔwbðqB Awg Zv‡`i‡K we‡kl K‡i ciKv‡ji ¯§i‡Yi Rb¨ wbewPZ K‡iwQjvgÕ (miv mv`:46)।

wcq fvB‡qiv! নবী-রাসূলগণ মানুষকে জাহান্নামী জীবন থেকে উদ্ধার করে জান্নাতের পথে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ যেসব জাতি ও মানব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তাদেরকে পয়গামে ইলাহী পৌঁছিয়ে পৌঁছিয়ে বালাগুল মুবীনের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এবং তাদের ওপর আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, তাদের কেউ আর বলতে পারবে না, আমাদের কাছে চিরসুখের জান্নাতী জীবনের পথ দেখানোর জন্য কেউ আসেনি। জান্নাতের সুসংবাদবাহক কেউ প্রেরিত হয়নি। অথবা মর্মন্তুদ শাস্তির ঠিকানা জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ারকারী কেউ আসেনি। ইরশাদ হয়েছে : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ÔAvi (Awg cwV‡qwQ) ivmjMY‡K mmsev``vZv I mZKKvixi¦‡c, hv‡Z Avjøvni wec‡¶ ivmj‡`i ci gvb‡li Rb¨ †Kvb ARnvZ bv _v‡K| Avi Avjøvn gnvcivµgkvjx, cÁvgqÕ (miv Avb-wbmv:165)|

আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কেউ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে আসবেন না। তবে যেহেতু পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকবে, তাই যারা ঈমানহারা, যারা সত্যের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে, তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। তাদেরকে ঐশী আদর্শ ও মূল্যবোধ তথা ইসলামের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় নি, বরং খতমে নবুওতের পর তাবলীগে দীনের এ মহান দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর কাঁধে অর্পিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ôej, ÔGUv Avgvi c_| Awg †R‡b-e‡S Avjøvni w`‡K `vIqvZ †`B Ges hviv Avgvi AbmiY K‡i‡Q ZvivI| Avi Avjøvn cweÎ gnvb Ges Awg gkwiK‡`i Ašf³ bBÕ (miv BDmd: 108)।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তিকেই যার যার সাধ্য অনু-যায়ী ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকতে হবে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হওয়ার দাবি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হবে।

wcq gmwjøqvb! দাওয়াত তথা ইসলামের প্রচার প্রসারে আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। এ পথে জান-মাল ব্যয় করতে হবে। কেবল নিজে সত্যানুসারী হলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না; বরং অন্যদেরকেও সত্যের দিকে আহ্বান করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার দাবি ও চাহিদা সামনে রেখে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হতে হবে। গুরুত্বানুসারে দাওয়াতী কার্যক্রমের টার্গেটসমূহ ঢেলে সাজাতে হবে। যারা তাওহীদে অবিশ্বাসী, আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে যাদের ঈমান নেই তাদের প্রতি দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বিন্দু হবে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান। তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হলে নামাযের প্রতি আহ্বান। এরপর রোযা , হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির প্রতি পর্যায়ক্রমে আহ্বান। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ‘য ইবনে জাবাল রাযি. কে যখন ইয়েমেনে পাঠান, তখন তাকে বলেন, ‘তুমি নিশ্চয় কিতাবীদের কাছে যাবে। তাই যখন তুমি তাদের

কাছে যাবে, তাদেরকে এ কথার প্রতি সাক্ষ্য দানের আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদেরকে দেয়া হবে। যদি তারা এব্যাপারে তোমার অনুসরণ করে তবে তুমি তাদের সর্বোত্তম সম্পদ পরিহার করবে। আর মাযলুমের দু'আ থেকে হুঁশিয়ার থাকবে; কেননা মাযলুম ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই' (বুখারী)।

আবূ হুরায়রা রাযি. হতে এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, ' উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হলো, 'এরপর কোন্‌টি ? 'তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (জান মাল ব্যয়) করা'। বলা হলো, 'এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন,'মাবরুর হজ্ব' (বুখারী)।

gnZvivg gmwjøqvb! দাওয়াতের স্থান-কাল ও পাত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দাওয়াতী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পন্থা ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে। যার সাথে যেভাবে কথা বললে অধিক ফলপ্রসু বলে মনে হবে তার সাথে সে ধরনের ভাষায় কথা বলতে হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ÔAvi Avwg c‡Z¨K ivmj‡K Zvi Kvl‡gi fvl‡ZB cwV‡qwQ, hv‡Z †m Zv‡`i Kv‡Q eYbv †`q, mZivs Avjøvn hv‡K B"Qv c_åó K‡ib Ges hv‡K B"Qv mwVK c_ †`Lvb| Avi wZwb civµgkvjx, cÁvgqÕ (miv Beivnxg: 4)।

কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে গেলে তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে। অন্যথায় মানসিকভাবে সে দাওয়াতী কথাবার্তা শোনার জন্য অপ্রস্তুত থাকবে। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ 'তোমাদের কাছে কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তাকে সম্মান কর' (ইবনে মাজাহ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সম্রাট হেরাকল-এর কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠান তখন তিনি তাকে 'আযীমুর রূম' অর্থাৎ রোমের মহান ব্যক্তি বলে খেতাব করেছিলেন। তাই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েই দাওয়াতকর্ম শুরু করতে হবে।

আর যারা দুর্বল তাদের প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। কারণ এরাই হলো দাওয়াতের মূল শক্তি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বলরাই দাওয়াত গ্রহণে অধিক আগ্রহী হয়ে থাকে। দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবলদের তুলনায় দুর্বলরাই অধিক হারে এগিয়ে আসে।

m¤§wbZ gmwjøqvb! দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। পুরো ইসলাম একসাথে উপস্থাপন করার পরিবর্তে প্রথমে আকীদা-বিশ্বাস দিয়ে শুরু করা। এরপর পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ইত্যাদি বিষয় সর্বাগ্রে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ ঈমান ও আকীদাসংক্রান্ত বিষয়গুলো আগে উপস্থাপন করা। এসবের প্রতি যখন ব্যক্তির ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যথার্থভাবে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেবে, তখন পর্যায়ক্রমে তাকে আমলী বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াত দেয়া, যেমন নামায রোযা হজ্ব যাকাত ইত্যাদি। দাওয়াতী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। আয়েশা রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে:

وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوْا الْخَمْرَ ، لَقَالُوْا : لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَداً، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوْا، لَقَالُوْا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَداً، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّيْ لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ : { بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ } . وَمَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ.

'যদি শুরুতেই নাযিল হতো : তোমরা মদপান করো না, তবে তারা বলত,'আমরা কখনো মদ ছাড়ব না। যদি শুরুতেই নাযিল হতোঃ তোমরা যিনা করো না, তবে তারা অবশ্যই বলতঃ আমরা কখনো যিনা ছাড়ব না। মক্কায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছে, 'বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর'। আর তখন আমি ছিলাম ছোট বালিকা। আর সূরা বাকারা ও সূরা নিসা যখন নাযিল হলো তখন তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর করছি' (বুখারী)।

দাওয়াতকর্মে আদর্শিক দৃঢ়তা অত্যন্ত জরুরী। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় অনেকেই দাওয়াতী বিষয়বস্তু উপাস্থাপন থেকে বিরত থাকেন। এটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা দাওয়াত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা উদাসীনতা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এব্যাপারে সতর্ক করে বলেন : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ô†n ivmj, †Zvgvi i‡ei c¶ †_‡K †Zvgvi wbKU hv bvwhj Kiv n‡q‡Q Zv †cŠ‡Q `vI| Avi hw` Zvg bv Ki Z‡e Zvg Zvi wimvjvZ †cŠQv‡j bv| Avi Avjøvn †Zvgv‡K gvbl †_‡K i¶v Ki‡eb| wbðq Avjøvn Kvwdi m¤c`vq‡K wn`v‡qZ K‡ib bvÕ (miv Avj gvwq`v:67)।

আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দাওয়াতকর্ম শুরু করার পূর্বে তারা সবাই নিজ নিজ কাওমের কাছে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। কিন্তু দাওয়াতকর্ম শুরু করার সাথে তিনি তাদের বিরাগভাজন হয়ে যান। কিন্তু এ জন্য তাঁদের কেউ দাওয়াত কর্ম ছেড়ে দেননি। নবী সালেহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাঁর কাওমের বক্তব্য হলো:قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ . ÔZviv ejj, Ô†n mwjn, Zwg †Zv B‡Zvc‡e Avgv‡`i g‡a¨ wQ‡j cZ¨wkZ| Zwg wK Avgv‡`i‡K wb‡la KiQ Zv‡`i Dcvmbv Ki‡Z Avgv‡`i wcZciæliv hv‡`i Dcvmbv KiZ? Zwg Avgv‡`i‡K hvi w`‡K AvnŸvb KiQ, †m e¨vcv‡i wbðq Avgiv †Nvi m‡›`‡ni g‡a¨ AwQÕ(miv n`:62)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতকর্ম ছেড়ে দিলে অথবা কুরাইশদের ইচ্ছানুযায়ী তাতে পরিবর্তন ঘটালে তিনি আজীবন তাদের বন্ধু হয়ে থাকতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে কঠিনভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. ÔAvi Zv‡`i Ae¯v Ggb wQj †h, Awg †Zvgv‡K †h Inx w`‡qwQ, Zv †_‡K Zviv †Zvgv‡K cvq wdZbvq †d‡j w`‡qwQj, hv‡Z Zwg Avgvi bv‡g Gi weciixZ wg_¨v iUv‡Z cvi Ges ZLb Zviv Aek¨B †Zvgv‡K eÜi/‡c MnY KiZ| Avi Awg hw` †Zvgv‡K AwePj bv ivLZvg, Z‡e Aek¨B Zwg Zv‡`i w`‡K wKQUv S‡K co‡Z| ZLb Awg Aek¨B †Zvgv‡K Av¯v`b KivZvg Rxe‡bi wØ¸Y I gi‡Yi wØ¸Y Avhve| Zvici Zwg †Zvgvi Rb¨ Avgvi wiæ‡× †Kv‡bv mvnvh¨vKvix cv‡e bvÕ (miv Avj Bmiv:73-75)।

দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির সম্পর্ক কাজে লাগানোও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর দাওয়াতকর্মে সহযোগিতার জন্য তাঁর ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন।

দাওয়াত প্রচারে বিনম্র আচরণ ও কথা একটি জরুরী বিষয়। মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহ তা'আলা খেতাব করে বলেন : اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Ô†Zvgiv `ÕRb wdiÕAvD‡bi wbKU hvI, †Kbbv †m †Zv mxgvjsNb K‡i‡Q| †Zvgiv Zvi mv‡_ bi¤g K_v ej‡e| nq‡Zvev †m Dc‡`k MnY Ki‡e A_ev fq Ki‡eÕ (miv Zvnv:43-44)।

দাওয়াত প্রচারে অকাট্য দলীল প্রমান পেশ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরী । যাতে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সকল সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং দাওয়াতকে অস্বীকার করার মতো তার কাছে কোনো প্রমাণ না থাকে। এ ক্ষেত্রে নমরুদের সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথোপকথন বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي:

وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . ÔZwg wK †m e¨w³‡K †`Lwb, †h Beivnx‡gi mv‡_ Zvi i‡ei e¨vcv‡i weZK© K‡i‡Q †h, Avjøvn Zv‡K ivRZ¡ w`‡q‡Qb? hLb Beivnxg ejj, ÔAvgvi ie wZwbBÕ whwb Rxeb `vb K‡ib Ges gZ¨ NUvb| †m ejj, AwgB Rxeb `vb Kwi Ges gZ¨ NUvB| Beivnxg ejj, wbðq Avjøvn ce© w`K †_‡K mh© Av‡bb| AZGe Zwg Zv cwðg w`K †_‡K Avb| d‡j Kwdi e¨w³ nZf¤ n‡q †Mj| Avi Avjøvn hwjg m¤c`vq‡K wn`vqvZ †`b bvÕ (miv Avj evKviv:258)।

যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার বক্তব্য শোনা ও তাকে কথা বলতে দেয়াও একটি জরুরী বিষয়। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কথায় ও আচরণে কঠোর হলে দাওয়াতদাতাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। দাওয়াত প্রচারে ধৈর্য হলো, নবী রাসূলগনের আদর্শ। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অসৎ আচরণে সকল নবী রাসূলের অভিন্ন বক্তব্য ছিল: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ÔAvi †Zvgiv Avgv‡`i †h Kó w`"Q, Avgiv Zvi Ici Aek¨B mei Kie| Avi Avjøvni IciB †hb ZvIqv°jKvixiv ZvIqv°j K‡iÕ (miv Beivnxg: 12)।

একজন দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনে বছরের পর বছর দাওয়াতী মেহনত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও আমাদেরকে প্রত্যয়ী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তার কাওমের প্রতি দাওয়াতী মেহনত চালিয়ে গেছেন। রাতদিন, প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে তাদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাই এক্ষেত্রে ধৈর্যহারা হলে হক আদায় হবে না।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

নবী-রাসূলদের দাওয়াত পদ্ধতি

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُوْلاً يَدُلُّنَا عَلَى طَرِيْقِ الْخَيْرِ وَيَنْهَانَا عَنْ طَرِيْقِ الشَّرِّ، وَأَمَرَنَا بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ لِنَحْصُلَ عَلَى سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ وَتَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً ، أَمَّا بَعْدُ:

মুহতারাম হাযেরীন! দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দলীল প্রমাণ ও যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। বিনা দলীলে কথা বললে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আল কুরআন এ ধরনের যুক্তিপ্রমাণে ভরপুর। আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের দাওয়াত প্রচারে যুক্তিপ্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুক্তিপ্রমাণ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, প্রাকৃতিক দলীল যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হয়। যেমন সৃষ্টিজগৎ ও মানব প্রকৃতিকেন্দ্রিক সাধারণ যুক্তিপ্রমাণ। এ ক্ষেত্রে নিজ কাওমের কাছে ইবরাহীম আলাইহিস-সালামের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চন্দ্র সূর্যের অস্ত যাওয়াকে, চন্দ্র সূর্য যে প্রভু হওয়ার অযোগ্য এবং প্রভু কেবল তিনিই হবেন যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন, এ বিষয়ের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল-হওয়া কোনো প্রমাণ নেই। তাই মুশরিকরা যেসব বস্তুকে মাবুদ বলে বিশ্বাস করে সেগুলোকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এ যুক্তিটিও একটি স্বাভাবিক যুক্তি যা সকলেই বুঝে নিতে সক্ষম।

দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে হেকমত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে দাওয়াতী সম্পর্ক কায়েম করার সঠিক পদ্ধতি কী হবে, কীভাবে তাকে ইসলামী আকীদা ও মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যাবে, কখন ও কোন্ পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলে সে অতিসহজে সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবে, এসব বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে হেকমতের আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্যকোনো উপায় নেই।

দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো মাও‘ইযায়ে হাসানা। মাও‘ইযায়ে হাসানা অর্থ সুন্দর ওয়াজ বা কথামালা। বাচনভঙ্গি থেকে শুরু করে দাওয়াতী কথার উপকরণ নির্ধারণ, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যুক্তি-প্রমাণ পেশ, কাহিনী বর্ণনা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, জাহান্নামের ব্যাপারে ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করা মাও‘ইযায়ে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

মাও‘ইযায়ে হাসানার পরবর্তী পর্যায় হলো, ‘উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা’। অর্থাৎ যদি দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাওয়াত দাতার সাথে বিতর্ক করতে চায়, অথবা পরিস্থিতি বিতর্কের দিকে গড়ায় তাহলে সে ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা। ইরশাদ হয়েছে : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ÔZwg †Zvgvi i‡ei c‡_ wnKgZ I m›`i Dc‡`‡ki gva¨‡g AvnŸvb Ki Ges m›`iZg cšvq Zv‡`i mv‡_ weZK Ki| wbðq GKgvÎ †Zvgvi ieB Rv‡bb †K Zvi c_ †_‡K åó n‡q‡Q Ges wn`vqvZcvß‡`i wZwb Le fvj K‡iB Rv‡bbÕ (miv Avb bvnj: 125)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ÔAvi †Zvgiv DËg cšv Qvov Avn‡j wKZve‡`i mv‡_ weZK K‡iv bv| Z‡e Zv‡`i g‡a¨ Iiv Qvov, hviv hjg K‡i‡Q| Avi †Zvgiv ej, ÔAvgiv Cgvb G‡bwQ Avgv‡`i cwZ hv bwhj Kiv n‡q‡Q Ges †Zvgv‡`i cwZ hv bwhj Kiv n‡q‡Q Zvi cwZ Ges Avgv‡`i Bjvn I †Zvgv‡`i Bjvn †Zv GKB| Avi Avgiv ZviB mgx‡c AvZ¥mgcYKvixÕ (miv Avj AvbKveZ:46)।

দাওয়াতকর্ম ব্যক্তিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে, দাওয়াতী কাফেলা বা জামাত প্রেরণের মাধ্যমে আনজাম দেয়া যেতে পারে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, মালেক ইবনে হুরাইস রাযি. বলেন, ‘আমি আমার কাওমের একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা সেখানে বিশ দিন অপেক্ষা করলাম। তিনি আমাদের প্রতি দয়া ও করুণা পরবশ ছিলেন। পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র আগ্রহ আমাদের মধ্যে আঁচ করতে পেরে তিনি আমাদের নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ‘তোমরা ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই অবস্থান করো। তাদেরকে শেখাও এবং সালাত আদায় কর। সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে, আর তোমাদের মধ্যে অধিক বয়েসী ব্যক্তি ইমামতী করবে’ (বুখারী)।

এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও উদ্দিষ্ট স্থনে পাঠিয়ে দাওয়াতকর্ম আনজাম দেয়া যেতে পারে। হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‘নাজরানবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন,‘আমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রেরণ করুন। তিনি বললেন,‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠাব, যে হবে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বস্ত’। লোকজন এ ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. কে পাঠালেন’ (বুখারী)।

আবু বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু মূসা ও মুআয রাযিয়ালাহু আনহুমাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন,‘তোমরা সহজ করবে কঠিন করবে না, সুসংবাদ দেবে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না’ (বুখারী)।

wcq gmwjøqvb! দাওয়াত প্রচারে আমাদেরকে আধুনিক সকল মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট প্রযুক্তি এসব কিছুকেই দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় শত কোটি মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হবে না। আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এই বলে বর্জন করা যাবে যে, এগুলো অমুসলিমদের আবিস্কৃত। অথবা অন্যরা এসব মাধ্যমকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। কেননা আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম আল্লাহ তা‘আলার বিরাট এক নিয়ামত। তাই এ নেয়ামতকে আল্লাহর দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের সকল প্রচারমাধ্যমকেই ব্যবহার করেছেন। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিবা ও ইকতিদার দাবি হবে, আমাদের যুগের সকল প্রচারমাধ্যমকে আল্লাহর দীন প্রচারের ক্ষেত্রে যথার্থরূপে ব্যবহার করা।

wcq gmjøx fvB‡qiv! সমগ্র পৃথিবীতে ছয়শত কোটির বেশি মানুষের বসবাস। আর এদের অধিকাংশই অমুসলিম। আবার মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই হল নামেমাত্র মুসলিম। তাই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকলে আল্লাহর কাছে জওয়াব দেয়ার মতো কোনো ভাষা আমাদের থাকবে না। কাজেই আসুন, আমরা সবাই মিলে ব্যাপক পরিকল্পনা ও নিরলস কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ মহান দায়িত্ব আনঞ্জাম দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হই।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার দীন প্রচারের তাওফীক দিন। আপনার দীন প্রচারে আমাদের জান-মাল ব্যয় করার তাওফীক দিন। আমাদেরকে আপনি আপনার দীনের দাঈ হিসেবে কবুল করুন। দীন প্রচারের যথার্থ যোগ্যতা আমাদেরকে দান করুন। দীন প্রচারে সকল বৈধ মাধ্যম ব্যবহার করার তাওফীক দিন। আম্বিয়ায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দাওয়াত প্রচারে সর্বস্ব ব্যয় করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিন। জাহান্নাম থেকে আমাদের বাঁচান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

জ্ঞানার্জন ও আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

LZevq hv _vK‡e

১. উপকারী ইলমের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ

২. ইলম অন্বেষণের আদব বর্ণনা

৩. শিক্ষা-পদ্ধতি ও সিলেবাস সংস্কারের আহ্বান

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ رَفَعَ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ، فَقَالَ فِيْ كِتَابِهِ الْمُبِيْنِ: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ) (سُوْرَةُ الزُّمَر:9) وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَالْيَقِيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

gnZviig nv‡hixb! আল্লাহকে ভয় করুন। তাকওয়া অবলম্বন করুন। উপকারী ইলম শিক্ষা করুন, যা আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দী অর্জনের পথ দেখাবে।

wcq gmwjg fvB I eÜMY! ইসলামে জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। পড়া ও লেখা উভয় মাধ্যমই জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Ôc‡ov †Zvgvi i‡ei bv‡g whwb mwó K‡i‡Qb| wZwb mwó K‡i‡Qb gvbl‡K RgvU i³ †_‡K| c‡ov, Avi †Zvgvi ie gnvgwng, whwb Kj‡gi mvnv‡h¨ wk¶v w`‡q‡Qb| wZwb gvbl‡K Zv wk¶v w`‡q‡Qb hv †m RvbZ bvÕ(miv AvjvK: 1-5)।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কোনো বিষয়ে কিছু বলা এবং আমল করার পূর্বে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ÔAvi R‡b bvI, Avjøvn Qvov Avi †Kv‡bv gve` †bBÕ(miv gnv¤§v`:19)। এখানে 'জেনে নাও' বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 'ইলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের' কথা দিয়ে শুরু করেছেন।

আর আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া সম্পদ হলো ইলমের সম্পদ। তাঁরা কোনো দীনার-দিরহাম রেখে যান নি। অতএব যারা ইলম অর্জন করল, তারাই নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তারাধিকারী হলো।

ইলম অর্জনের পথ জান্নাতের পথ। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন' (মুসলিম)।

ইলম ও জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহ-ভীরু করে তোলে। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ÔAvjøvni ev›`v‡`i g‡a¨ ÁvbxivB †Kej Avjøvn‡K fq K‡i Õ (miv Avj dvwZi:28)।

আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ পেশ করেছেন, দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা অনুধাবনের জন্যও জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন। ইরশাদ হয়েছে : وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُوْنَ ÔAvi Gme `óvšÍ Awg gvby‡li Rb¨ †ck Kwi; Avi Ávbx †jv‡Kiv Qvov †KD Zv e‡S bvÕ(miv Avj AvbKveZ:43)।

যে জানে এবং যে জানেনা এ দু'ব্যক্তি সমান হতে পারে না। আল কুরআনে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ôej, hviv Rv‡b Avi hviv Rv‡b bv Zviv wK mgvb n‡Z cv‡i ?Õ (সূরা আয-যুমার:৯)।

যে ব্যক্তি দীনের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল, বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার কল্যাণ চেয়েছেন। হাদীসে এসেছে : مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ‘আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সহীহ বুঝ দান করেন’ (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! ইলম অর্জন ও চর্চার প্রতি আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। চর্চা ছড়া আপন ইচ্ছায় ইলম অর্জিত হয় না। আবুদ দারদা রাযি. বলেন : إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ‘ইলম তো শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়’ (তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল কুবরা, হাসান)।

যারা ইলম অর্জন করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। ইরশাদ হয়েছে : يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ô†Zvgv‡`i g‡a¨ hviv Cgvb G‡b‡Q Ges hv‡`i‡K Ávb `vb Kiv n‡q‡Q Avjøvn Zv‡`i‡K ghv©`v mgbZ Ki‡eb| Avi †Zvgiv hv Ki Avjøvn †m m¤ú‡K mg¨K AewnZÕ(miv Avj gRv`vjvn:11)।

gnZvivg nv‡hixb! জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যে ব্যাপারে পরস্পরে ঈর্ষা করা জায়েয। ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ‘দুই ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যেতে পারে: একজন হলো, যাকে আল্লাহ তা‘আলা মাল দিয়েছেন এবং তাকে সত্যের পথে খরচ করার তাওফীকও দিয়েছেন। আর অপরজন হলো, যাকে আল্লাহ হেকমত দিয়েছেন; অতঃপর সে ঐ হেকমত দ্বারা ফয়সালা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়’ (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যে হিদায়েত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ প্রচুর বৃষ্টির ন্যায় যা কোনো যমীনে বর্ষিত হলো। অতঃপর যমীনের যে অংশ উত্তম ও উর্বর ছিল তা বৃষ্টির পানিকে গ্রহণ করল। এতে সেখানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রচুর তৃণলতা উৎপন্ন হলো। আর যমীনের যে অংশ অনুর্বর ছিল তা বৃষ্টির পানিকে আটকে রাখল। অতঃপর তার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা মানুষের উপকার করলেন। তারা সেই পানি পান করল, করাল এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করল। পক্ষান্তরে যমীনের যে অংশ শক্ত ছিল তা বৃষ্টির পানি আটকে রাখল না, সেখানে কোনো বৃক্ষ-লতা উৎপন্ন হলো না। সুতরাং এটা হলো ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে দীনী বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করল। আমার আনিত (হিদায়েত ও ইলম) গ্রহণ করে উপকৃত হলো অতঃপর সে নিজেও তা শিখল এবং অন্যদেরকেও শেখাল। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে আল্লাহর হিদায়াতের দিকে চোখ তুলে তাকাল না এবং সে তা কবুলও করল না’ (বুখারী)।

ইলম অন্বেষণ করা এতই মর্যাদাপূর্ণ যে তালেবে ইলমের জন্য আসমান ও যমীনের সকল কিছুই ইস্তেগফার করে, আল্লাহর কাছে ইলম অন্বেষণকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম বলেন : وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ ‘তালেবে ইলমের জন্য জগতের সবকিছুই (আল্লাহ তা‘আলার দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও’ (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ইলমের ফযীলত আমলের ফযীলত থেকেও অধিক। মুতাররিফ ইবনে শিখ্খীর বলেন : فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعَمَلِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمْ الْوَرَعُ‘ইলমের ফযীলত আমলের ফযীলতের চেয়ে বেশি। আর তোমাদের সর্বোত্তম দীন হলো– তাকওয়া পরহেযগারী’ (তাবারানী)।

wcq gmwjøqvb! ইলম অর্জন করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। তবে এক্ষেত্রেও আমাদের ইখলাস ও ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে হবে। নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। গুরুত্বের বিবেচনায় যা আগে শেখা প্রয়োজন তা আগে শিখতে হবে। এরপর ধীরে-ধীরে এগুতে হবে। মনে রাখবেন, ইখলাসশূন্য কোনো নেক আমলই আল্লাহর

কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইরশাদ হয়েছে : **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** ÔAvi Zv‡`i‡K wb‡`k †`qv n‡q‡Q, Zviv †hb GKwbô n‡q GKgvÎ ZviB Bev`Z K‡iÕ (miv Avj-ewq¨bvn:5)।

ইলম অর্জনে ইখলাসের প্রয়োজনীয়তার কথা একটি হদীসে এভাবে এসেছে : **مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** 'যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করল যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অর্জন করা হয়; অথচ সে তাকে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না'। (আবু দাউদ, ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথমে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা জরুরী । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.বলেন:

الْعِلْم لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِّمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قَالُوْا: كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: يَنْوِيْ رَفْعَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ

Ô†h e¨w³ wbqZ wek× K‡i Bjg ARb Ki‡e (QvIqv‡ei w`K w`‡q) Ab¨wKQ Zvi eivei n‡Z cvi‡e bv| †jvKRb wR‡Ám Kij, GUv wKfv‡e n‡Z cv‡i? DË‡i wZwb ej‡jb, Ô†Kv‡bv e¨w³ Zvi wb‡Ri I A‡b¨i AÁZv `i Kivi wbqZ Ki‡eÕ|

ইলম অর্জন করার একটি গুরুত্ব এখান থেকেও বুঝা যায় যে, ইলম হলো ঈমানের পথপ্রদর্শক। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র জ্ঞান আত্মস্থ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ÔAvi †R‡b bvI, Avjøvn e¨ZxZ Avi †Kv‡bv gve` †bBÕ(miv gnv¤§v`:19)।

ইলম শুধু ঈমানেরই পথনির্দেশক নয়, বরং সকল নেক আমল ও আচার আচরণের পথনির্দেশক। আমল শুদ্ধ হওয়ার পথনির্দেশক।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইলম অর্জনকারীর কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হলো, ইলম অর্জনে আমানতদারী রক্ষা করা। অর্জিত ইলম মানুষের মধ্যে প্রচার করা। ইলম অনুযায়ী মানুষকে নসীহত করা এবং মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ 'কোনো লোক যদি কোনো ভালো কাজের দিকে আহবান করে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার অনুসরণ করবে সে সকলের সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ করবে। কিন্তু তার আহ্বনে সাড়া দিয়ে যারা ঐ ভালো কাজটি সম্পাদন করল তাদের ছাওয়াব থেকে সামান্য পরিমাণ ছাওয়াবও হ্রাস করা হবে না' (মুসলিম) ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যথার্থরূপে ইলম অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة المجادلة: 11)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

জ্ঞানার্জন ও আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

wcq fvB‡qiv! ইসলাম দীনী ইলম ও অভিজ্ঞতালব্ধ পার্থিব ইলম উভয় প্রকার ইলমের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা আমাদেরকে এ পৃথিবীতে থেকেই ঈমান ও আমলের পরীক্ষা দিতে হবে। তাই প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী ইলমও আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। ইসলাম দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনকে নাকচ করে দেয়নি, বরং স্বীকৃ

তি দিয়েছে। বিশেষ করে প্রায়োগিক ইলম বা জ্ঞান; যা না হলে যথার্থরূপে পৃথিবীকে কর্ষণ করা সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম খেজুর উৎপাদনে কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন। তিনি প্রথমে তা নিষেধ করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলেন। ফলে দেখা গেল যে খেজুরের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় অনুমতি দিয়ে বললেন : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ 'তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই বেশি অবগত' (মুসলিম)।

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে খেজুরের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়া অভিজ্ঞতালব্ধ একটি দুনিয়াবী ইলম। এ জ্ঞানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্য কথায় বলতে গেলে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, এমন সকল জ্ঞানই অর্জন করা ইসলামে স্বীকৃত। সেই থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ প্রায়োগিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু যে অর্জন করেছেন তাই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন সফল উদ্ভাবক। আধুনিক বিজ্ঞান, বলা যায়- তাদেরই নির্মিত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইবনুল হাইসাম, ইবনে রুশদ আল হাফীদ ও অন্যান্য মুসলিম মনীষী এ ক্ষেত্রের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

wcq fvB‡qiv! আধুনিক শিক্ষা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তবে তা হতে হবে একজন সুনাগরিক তৈরির হাতিয়ার। আল্লাহর প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাসী তৈরির হাতিয়ার। যথার্থরূপে পৃথিবীকে কর্ষণ করতে পারে এমন মানুষ তৈরির হাতিয়ার। তবে দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় শিক্ষার নামে এমন কিছু শেখানো হয়, যা কোনো অর্থেই উপকারী জ্ঞানের আওতায় পড়ে না; যা সত্যিকার অর্থে একজন জ্ঞানী তৈরি করতে ব্যর্থ।

wcq gmwjøqv‡b wKivg! শিক্ষার ব্যাপারে আমাদেরকে আরো ঐকান্তিক হতে হবে। অন্যথায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হতে থাকবে। শিক্ষিতের নামে সার্টিফিকেটধারী অজ্ঞ লোক তৈরি হওয়ার সিলসিলা চালু হয়ে যাবে।

wcq fvB‡qiv! আমাদের গোটা সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও সাধারণ মানুষ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার প্রতি মানুষকে আগ্রহী করার জন্য আমাদেরকে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। যারা শিক্ষিত তাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধন, উপকারী জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখর জন্য সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইলম যা উপকার পৌঁছায় অথবা নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে'(মুসলিম)।

wcq gmwjøqvb! ইলম ও জ্ঞানে পরিপক্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তবে সাথে সাথে আমাদেরকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে ইলম অনুযায়ী আমরা আমল করছি কিনা। খেয়াল রাখতে হবে যে ইলম শুধু অর্জন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং অর্জিত ইলমের প্রয়োগ ঘটানো অত্যন্ত জরুরী। কেননা ইলমের চাহিদা হলো আমল করা। الْعِلْم يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَا ارْتَحَلَ ÔBjg Avgj‡K Avnevb K‡i| hLb Zvi Avnev‡b mvov †`qv nq ZLb Zv _v‡K, Ab¨_vq Zv P‡j hvqÕ|

তাই আসুন, আমরা ইলম শিখি। জ্ঞানার্জন করি এবং তদনুযায়ী আমলও করি। তবেই আমাদের অজ্ঞতা দূর হবে এবং আমাদের ইলম অবশিষ্ট থাকবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দীনী ইলম শিক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আপনার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের তাওফীক দান করুন। অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। উপকারী দুনিয়াবী ইলম শেখারও তাওফীক দান করুন। সকল প্রকার অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইলমের হক আদায়ের তাওফীক দান করুন। ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন।

হে আমাদের রব! আপনি আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুযিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

হে পরমপ্রিয় মাওলা! দয়া করে আপনি গোটা পৃথিবীতে সুখ-শান্তির ফয়সালা করুন। প্রতিটি দেশে আপনার পছন্দনীয় শাসক নিযুক্ত করুন এবং আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهِ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

মৌসুম ও উপলক্ষ্য

১. ঈদুল ফিতর
২. ঈদুল আযহা
৩. ইস্তিস্কার সালাত
৪. সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সালাত
৫. নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ খুতবা

ঈদুল ফিতর

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন ঈদের এক অন্যতম উদ্দেশ্য

২. অভাবগ্রস্তদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ

৩. ঈদের দিন আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করা

৪. যথার্থরূপে দীন চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ شَرَعَ لِعِبَادِهِ عِيْداً يَذْكُرُوْنَهُ فِيْهِ، وَيَشْكُرُوْنَهُ عَلَى فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ يَسْتَوِيْ عِنْدَهُ مَا فِيْ سِرِّ الْعَبْدِ وَإِعْلانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ اللهُ لِتَبْلِيْغِ الْحَقِّ وَتِبْيَانِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوْا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرا، أَمَّا بَعْدُ:

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

fcq gmwjg fvB‡qiv! আজ ঈদুল ফিতর। মুবারক উপলক্ষ। শত আনন্দের ফোয়ারায় কল্লোলিত এক উপলক্ষ। আল্লাহ তা'আলা র পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে-আসা মুবারক ও সম্মানিত উপলক্ষ। সাহাবী আনাস রাযি. বর্ণানা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তিনি মদীনাবসীকে দু'টি দিবসে খেল-তামাশা করতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

مَا هَذَانِ اليَومَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلعَبُ فِيهِمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدَ أَبدَلَكُم بِهِمَا خَيرًا مِنهُمَا: يَومَ الأَضحَى وَيَومَ الفِطرِ

'এ দিবস দু'টি কী? তারা বললেন,'আমরা জাহিলীযুগে এ দিবস দু'টিতে খেলতাম'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু'টির পরিবর্তে উত্তম দিবস দিয়েছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর' (আবূ দাউদ, সহীহ)।

wcq fvB I eÜMY! ঈদুল ফিতরের এ মহান দিবসে, আনন্দের শত আবহ বিজড়িত এ সকালে আ-মরা যেভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমে উৎসব পালন করছি, তা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ করুণা ও দান। আমরা দীর্ঘ একটি মাস সিয়াম সাধনা করে, রাতের বেলায় তারাবীহ্-এর নামায পড়ে, কুরআন শুনে ও তিলাওয়াত করে, গরীব-মিসকীনকে দান-সাদকা করে, রোযাদারকে ইফতার করিয়ে, কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করে আমাদের আনন্দকে পরিপূর্ণ করার জন্য আজ উপস্থিত হয়েছি ঈদের নামাযে। এভাবে আনন্দ ও পবিত্রতার অকল্পনীয় সংমিশ্রণে কেবল মুসলিম উম্মাহই ঈদ উদযাপন করে। এটা নিশ্চয় এক নিয়ামত যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে : **قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ** Ôej, ÔAvjøvni AbMn I ing‡Z| mZivs G wb‡qB †hb Zviv Lwk nqÕ| GwU hv Zviv Rgv K‡i Zv †_‡K DËgÕ(miv BDbm:58)।

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

wcq fvB‡qiv! ইবাদতের মৌসুমের পর ঈদ পালনের বিধান দেয়ার মধ্যে আমরা এ ইঙ্গিত খুঁজে পাই যে একজন মুমিনের জীবনে প্রকৃত আনন্দ কেবল তখনই আসে যখন সে আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হয়। মুমিন যখন তার আমলকে রাব্বুল আলামীনের দরবারে সুন্দর করে পেশ করতে সক্ষম হয়, আনুগত্যের কোনো একটি বিষয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তখন সে স্ফূর্তি অনুভব করে। আনন্দ অনুভব করে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ

وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنتَ مُؤمِنٌ'তোমার নেক কাজ যদি তোমাকে আনন্দ দেয়, আর বদ আমল তোমার মনপীড়ার কারণ হয় তবে তুমি মুমিন'(আহমদ, সহীহ)।

তাই আজকের দিন আনন্দ অনুভব করার দিন। শুকরিয়া আদায়ের দিন। আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব বর্ণনা করার দিন। খাওয়া পান করা ও রোযা ভঙ্গের দিন। আজ আল্লাহর মেহমানদারী গ্রহণ করার দিন। উমর রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে : هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো তোমাদের রোযা ছাড়ার দিন (ঈদুল ফিতরের দিন) অপরটি হলো যেদিন তোমরা তোমরাদের কুরবানী থেকে খাও (ঈদুল আযহার দিন)' (বুখারী)।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

mywcq nv‡hixb! ঈদের উৎসব মহা উৎসব। কল্যাণের উৎসব। এ উৎসবের বরকত ও কল্যাণ কুড়িয়ে নিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। উম্মে আতিয়্যা রাযি. বলেন : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ 'আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হত, আমরা যেন ঈদের দিন উপস্থিত হই। একারণে অবিবাহিতা এবং ঋতুবতী মেয়েরাও (ঈদগাহে) উপস্থিত হত। তারা পুরুষদের পেছনে থাকত তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত। বস্তুত ঈদের দিনের বরকত পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করত' (বুখারী)।

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لِلْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি জুব্বা ছিল, যা তিনি দুই ঈদ ও জুমআর দিন পরিধান করতেন' (সহীহ ইবনে খুযাইমা)।

ঈদের দিন খাবার গ্রহণের দিন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর খেয়ে বের হতেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কথার জানান দেয়া যে, আজ রোযা রাখা নয় বরং রোযা ভঙ্গের দিন। আজ রোযা না রাখার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করার দিন। সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন সকালে অন্তত কয়েকটি খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না'(বুখারী)।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

সুপ্রিয় উপস্থিতি! ঈদুল ফিতরের দিন দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা ও ইবাদত বন্দেগী করতে পারার আনন্দ সকলে মিলে ভাগাভাগি করে নেয়ার দিন। নিঃস্ব, গরীব, ফকীর-মিসকীন সবাই যাতে সমানভাবে ঈদের আনন্দে অংশ নিতে পারে সে জন্যই ওয়াজিব করা হয়েছে সাদকায়ে ফিতর। হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন রোযাদার রোযা অবস্থায় যেসব বেহুদা কথাবার্তা ও গর্হিত কাজকর্ম করেছে তা থেকে রোযাকে পবিত্র করা এবং গরীব-মিসকীনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে তা হবে গ্রহণযোগ্য সদকা। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা সাধারণ সাদকা হিসেবে বিবেচিত হবে' (আলবানী: সহীহ ইবনে মাজা)।

ঈদুল ফিতর আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব বয়ানের দিন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ÔAvi hv‡Z †Zvgiv msL¨v ciY Ki Ges wZwb †Zvgv‡`i‡K †h wn`v‡qZ w`‡q‡Qb, Zvi Rb¨ Avjøvni eoZ †NvlYv Ki Ges hv‡Z †Zvgiv †kvKi KiÕ (miv evKviv: 185)।

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يَجْتَهِدُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ 'ইবনে উমর রাযি. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সকালে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত তাকবীর দিতেন। ঈদগাহে এসেও তাকবীর দিতেন যতক্ষণ না ইমাম বের হয়ে আসতো'(দারা কুতনী)।

ইমাম যুহ্‌রী রহ. বলেন : كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ مُنْذُ يَخْرُجُوْنَ مِنْ بُيُوْتِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ الإِمَامُ ÔgvbI Zv‡`i Ni †_‡K †ei nIqvi ci †_‡KB Bgvg c‡ek Kiv chš— ZvKexi w`ZÕ|

তাকবীর হলো:

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

ঈদুল ফিতর

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلَهُ فِيْ قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ حَتَّى تَكَامَلَ جِسْمُهُ وَحَوَاسُّهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ:

wcq fvB I eÜMY! ঈদ একটি দীনী উৎসব। অবৈধ খেল-তামাশায় এ উৎসবের পবিত্রতা নষ্ট করা উচিত নয়। আমাদের ঈদ বিজাতিদের উৎসব দিবসের মতো নয়, যেখানে চলে অবৈধ খেল-তামাশা, আনন্দ-বিনোদন। মুসলমানের ঈদ আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠার ঈদ। আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার ঈদ। রোযা, তারাবীহ, কিয়ামুলাইল, সাদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদি করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ঈদ।

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

আর মনে রাখবেন, ভাগ্যবান সে নয় যে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারার সুযোগ পেল, ভালো খাবার-দাবার গ্রহণ করার সুযোগ পেল, হাসি-তামাশায় ও অধিক কথাবার্তায় মত্ত হলো; বরং ভাগ্যবান তো সে যার সিয়াম-তারাবীহ আল্লাহ তা'আলা কবুল করলেন। যার গুনাহ ও অন্যায় তিনি মাফ করে দিলেন। ভাগ্যবান তো সে যে বিগত রমযানে নিজকে পরিশুদ্ধ করতে পারল। অতঃপর পরিশুদ্ধ অবস্থায় ঈদের নামায পড়তে এল এবং ঈদগাহ থেকে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেয়া পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারল।

wcq fvB‡qiv! আপনারা ভেবে দেখুন, আপনাদের সাথে গত বছর এমন ব্যক্তিও ঈদের নামায পড়েছেন যে আজকের ঈদে আপনাদের মাঝে নেই। বরং দুনিয়ার সব চাকচিক্য ছেড়ে, ধন-সম্পদ পিছনে রেখে চলে গিয়েছেন পরপারে অনন্তকালের জন্য, যেখানে ঈমান ও নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই তাদের সাথে নেই। আমরা যারা এবারের ঈদে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছি তারা সবাই যে আগামী বছর সুযোগ পাব তার আদৌ কোনো গ্যারান্টি নেই। কার মৃত্যু কখন চলে আসে আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। তাই আসুন; আমরা ঈদের এই মুবারক মুহূর্তে দৃঢ়চিত্তে শপথ নিই পরকালমুখী জীবনযাপনের। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আওতায় জীবনযাপনের।

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

wcq fvB‡qiv! দুনিয়ার চাকচিক্য যেন আমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আমরা যে আজ রঙ বেরঙের পোশাক পরেছি তাও যেন আমাদেরকে তাকওয়া পরহেযগারী থেকে সরিয়ে না দেয়। কেননা আসল সৌন্দর্য ও চাকচিক্য হলো তাকওয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হয়েছে : **يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ** Ô†n ebx Av`g,

Awg †Zv †Zvgv‡`i Rb¨ †cvkvK AeZxY K‡iwQ, hv †Zvgv‡`i j¾v¯'vb XvK‡e Ges hv †mŠ›`h©¯^iƒc| Avi ZvKIqvi †cvkvK, Zv DËg| G¸‡jv Avjøvni AvqvZmg‡ni Aš—f©³| hv‡Z Zviv Dc‡`k MnY K‡iÕ (miv Avj Avivd:26)।

wcq fvB‡qiv Avgvi! মুসলমান মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। ইসলামের হুকুম আহকাম, আদেশ নিষেধ পালন না করে কেবল মুসলমানের নাম বহন করে বেড়ালেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। রবং ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট কিছু বিধানমালা, হুকুম-আহকাম, মুসলমান হতে হলে যা পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

ইসলাম আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের নির্দেশ দেয়। দু'আ-প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দেয়। মানুষসহ সকল সৃষ্টির প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দেয়। মুসলমান তো সেই যে তার দায়িত্বগুলো যথার্থরূপে পালন করে। যে হারাম ও অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে। যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। মুসলমান তো সেই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। রোযা রাখে। যাকাত ফরয হলে যাকাত দেয়। হজ্ব ফরয হলে হজ্ব করে। মুসলমান তো সেই যে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। মুসলমান তো সে যে কারো প্রতি নির্যাতনের হাত বাড়ায় না। যে জিহ্বার ব্যবহারে কাউকে কষ্ট দেয় না।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

wcq fvB I eÜMY! আমরা আমাদের দৃষ্টি সংযত রাখি। কেননা দৃষ্টি হলো শয়তানের হাতিয়ার যার মাধ্যমে পশুপ্রবৃত্তিকে সে উস্‌কে দেয়। গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ জোগায়। আর আমরা আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার সয়লাবে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করি। তাদেরকে শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক পর্দার বিধান মেনে চলতে বাধ্য করি। পরপুরুষের সাথে ওঠাবসা থেকে রক্ষা করি।

ভাইয়েরা আমার! ব্যবসা বানিজ্যে আমরা সততা অবলম্বন করে চলি। মাপে কম না দিই। কাউকে না ঠকাই। ইরশাদ হয়েছে : **فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ÔmZivs †Zvgiv gvc I IRb wVKfv‡e `vI Ges gvbl‡K Zv‡`i cY¨ Kg †`‡e bv; Avi †Zvgiv hgx‡b dvmv` Ki‡e bv Zv ms‡kva‡bi ci| G¸‡jv †Zvgv‡`i Rb¨ DËg hw` †Zvgiv gwgb nIÕ (miv Avj Avivd: 85)।

wcq fvB‡qiv! সুদ, ঘুষ, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, ভাই কর্তৃক বোনের প্রাপ্য মীরাস অবৈধভাবে ভক্ষণ, অবৈধ আয় উপার্জন ইত্যাদি থেকে বাঁচুন।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকওয়া-পরহেযগারীর সর্বোচ্চ মানদণ্ড সামনে রাখুন। কুরআন সুন্নাহর আদর্শ অনুযায়ী জীবনের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, সর্বোত্তম কথামালা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে বিদআত।

gnZvivg nv‡hixb! রমজান চলে গেছে। তার অর্থ এটা নয় যে আমরা সারা বছর আর কোনো রোযা রাখব না। বরং রমযানের বাইরেও আমরা নফল রোযাসমূহ পালন করার চেষ্টা করব। কেননা রোযার সাওয়াব অফুরন্ত, যা আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে দিবেন বলে হাদীসে ঘোষণা এসেছে। আর রমযানের পরপরই আমাদের সামনে যে নফল রোযাটি আসে তা হলো শাওয়াল মাসের ছয় রোজা। আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখলো সে যেন সারা বছর রোযা রাখল' (মুসলিম)।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

মুহতারাম হাযেরীন! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রমযানের রোযা, রমযান পরবর্তী ঈদসহ যে অগণিত নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ** ÔAvi Avgvi †kvKi Av`vq K‡iv| Avgvi mv‡_ Kdix K‡iv bvÕ (miv Avj evKviv: 152)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ÔAvi hLb †Zvgv‡`i ie †Nv-lYv w`‡jb, hw` †Zvgiv ïKwiqv Av`vq Ki, Z‡e Avwg Aek¨B †Zvgv‡`i‡K ewo‡q †`e| (miv Beivnxg: 7)।

আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে নিয়ামতসামগ্রী দান করেছেন তার প্রভাবও যেন আমাদের জীবনে প্রকাশ পায়। ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ 'আল্লাহ তা'আলা যাকে নিয়ামত দিয়েছেন বান্দার ওপর তিনি তার প্রদত্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন' (আহমদ)।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Avjøvn ZvÔAvjv Avgv‡`i mevB‡K C‡`i bvgvh I Zvi Av‡M-c‡ii KvR¸‡jv kixqZm¤§Z cšvq Av`vq Kivi ZvIdxK `vb Kiæb| Avgxb|

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে পরমপ্রিয় মাওলা! দয়া করে আপনি গোটা পৃথিবীতে সুখ, শান্তির ফয়সালা করুন। প্রতিটি দেশে আপনার পছন্দনীয় শাসক নিযুক্ত করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়ানোর তাওফীক দিন।

হে দয়াময় পরম দয়ালু! যারা দীনে মুহাম্মদীর সাহায্যকারী, আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যারা দীনে মুহাম্মদীকে অপমান ও অপদস্থ করতে চায়, তাদেরকে আপনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল রুযী তালাশ করার তাওফীক দিন।

হে দয়ালু প্রভু! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুযিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

হে মেহেরবান মাওলা! যদিও আমাদের গুনাহের কোনো সীমা নেই; কিন্তু আপনার দয়া তো আমাদের গুনাহ অপেক্ষা অতি বিশাল ও বিস্তৃত। সুতরাং আপনার অফুরন্ত রহমতের উসীলায় আমাদের সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি মহাক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতএব আমাদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজ করার তাওফীক দিন এবং পরকালকে ইহকাল থেকে উত্তম করুন।

হে মহান প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যেসব ভাই-বোন ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের সবাইকে মাফ করে দিন।

হে পরওয়ারদিগার! আপনি ঈমানদার ভাই-বোনদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো প্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

হে দয়ালু মাবুদ! আপনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের দলে শামিল করে নিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন এবং ঈমানের সাথে আমাদের খাতেমা বিল খাইর নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ঈদুল আযহা

LZeেq hv _vK‡e

১. ঈদের হাকীকত ও তাৎপর্য বর্ণনা

২. মানবপ্রকৃতির সাথে ঈদের সাযুজ্য তুলে ধরা

৩. ঈদের উদ্দেশ্য সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন, এ বিষয়ের নানা দিক তুলে ধরা

৪. কুরবানীর হুকুম-আহকাম বর্ণনা

c_g LZev

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ الذَّاكِرِيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ :

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

হামদ ও সালাতের পর। হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি আমার নিজকে এবং আপনাদের সবাইকে তাকওয়া অর্জনের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। অতএব আপনারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে– সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন; তাঁর ইবাদত করুন; তাঁর তরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন এবং সকল প্রকার ভালো কাজে নিমগ্ন থাকুন। এতে আপন-ারা উভয় জাহানে সফল হবেন। কৃতকার্য হবেন। কামিয়াবী আপনাদের পদচুম্বন করবে।

اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

wcq fvB I eÜMY! **আজকের দিন ঈদুল আযহার দিন। মুবারক ও সম্মানিত দিন। মহান আরাফা দিবসের পরে আসা মহিমান্বিত দিন। এ দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহর নামে কুরবানী করা। একমাত্র আল্লাহর জন্য মুসলমানের সবকিছু কুরবান তথা নিবেদিত এ কথার জানান দেয়া।**

কুরবানী করা ইবরাহীম আ. এর আদর্শ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরবানী বিধিবদ্ধ করেন যখন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান কলিজার টুকরো ঈসমাঈল আ. কে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। দুনিয়ার সকল কিছু, এমনকি বার্ধক্য বয়সে নিয়ামত হিসেবে প্রাপ্ত প্রাণপ্রিয় সন্তানকে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানী করে দিতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরমপ্রিয় সন্তান কুরবানী দেয়ার নির্দেশ দেন। ইবরাহীম আ. নির্দ্বিধায় সে নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা ঈসমাইল আ. এর স্থলে কুরবানীর জন্য জান্নাত থেকে একটি জন্তু পাঠান।

ইরশাদ হয়েছে :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Ô†n Avgvi ie, Avgv‡K mrKgkxj mšÍvb `vb Kiæb|Ô AZtci Zv‡K Avwg cig ^ahkxj GKRb cÎ mšÍv‡bi mmsev` w`jvg| AZtci hLb †m Zvi mv‡_ Pjv‡div Kivi eq‡m †cŠQj, ZLb †m ejj, Ô†n wcq erm, Avwg ¯^‡c †`‡LwQ †h, Avwg †Zvgv‡K h‡en KiwQ, AZGe †`L †Zvgvi Kx AwfgZ?Õ; †m ejj, Ô†n Avgvi wcZv, Avcbv‡K hv Av‡`k Kiv n‡q‡Q, Avcwb ZvB Kiæb| Avgv‡K BbkvAvjøvn Avcwb Aek¨B ^ahkxj‡`i AšÍf³ cv‡ebÕ| AZtci Zviv Df‡q hLb AvZ¥mgcY Kij Ges †m BmgvCj‡K KvZ K‡i

ïB‡q w`j| ZLb Awg Zv‡K AvnŸvb K‡i ej jvg, Ô†n Beivnxg, ÔZwg †Zv ¯c‡K m‡Z¨ cwiYZ K‡iQ| wbðq Awg G fv‡eB mrKgkxj‡`i ci¯‹Z K‡i _wKÕ| Ôwbðq GUv m¯úó cix¶vÕ| Avi Awg GK gnvb h‡e‡ni wewbg‡q Zv‡K g³ Ki jvgÕ| (miv Avm mvddvZ:100-107)।

সেই থেকে চালু হয় কুরবানী করার আদর্শ, আল্লাহর জন্য সবকিছু ত্যাগ করার নিদর্শন হিসেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Ôc‡Z¨K RwZi Rb¨ Awg Kievbxi wbqg K‡i w`‡qwQ; hv‡Z Zviv Avjøvni bvg ¯§iY Ki‡Z cv‡i, †h mg¯ Rš wZwb wihK wn‡m‡e w`‡q‡Qb Zvi Ici| †Zvgv‡`i Bjvn †Zv GK Bjvn; AZGe ZviB Kv‡Q AvZ¥mgcY K‡iv: Avi AbMZ‡`i‡K mmsev` `vIÕ (miv n¾, AvqvZÑ34)।

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ÔAZGe Zwg †Zvgvi i‡ei D‡Ï‡k¨ bvgvh c‡ov Ges Kievbx K‡ivÕ (miv Avj KvDmvi: 2)।

যারা সামর্থবান তাদের ওপর কুরবানী করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ওয়াজিব। অন্যান্য মাযহাবে সুন্নত। ইমাম শাবী রহ. বলেন– সাহাবায়ে কেরাম হজ্ব আদায়কারী ও মুসাফির ব্যতীত অন্য কাউকে কুরবানী তরক করার অনুমতি দিতেন না।

কুরবানী করার উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। অন্যের ওপর গর্ব প্রকাশের জন্য কুরবানী করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইরশাদ হয়েছে : لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ÔAvjøvni Kv‡Q †cŠ‡Q bv G¸‡jvi †MvkZ I i³; eis Zvi Kv‡Q †cŠ‡Q †Zvgv‡`i ZvKIqv| G fv‡eB wZwb †mme‡K †Zvgv‡`i Aaxb K‡i w`‡q‡Qb, hv‡Z †Zvgiv Avjøvni ZvKexi cvV Ki‡Z cvi, GRb¨ †h, wZwb †Zvgv‡`i‡K wn`v‡qZ `vb K‡i‡Qb; mZivs Zwg mrKgkxj‡`i‡K mmsev` `vIÕ (miv Avj n¾:37)।

আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি.বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় মানুষ বকরী দ্বারা নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করত। নিজেরাও খেত, অপরকেও খাওয়াত। এরপর তো মানুষের মাঝে কুরবানী নিয়ে পরস্পরে গর্ব করা শুরু হয়ে যায়, যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন'(ইবনে মাজাহ)।

প্রিয় উপস্থিতি! আমরা কুরবানী করব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি বড় মেহেরবান। তিনি আমাদেরকে কুরবানীর গোশত নিজেরা খাওয়া ও অভাবীদের খাওয়ানোর অনুমতি দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ÔAvi Kievbxi DU‡K Awg †Zvgv‡`i Rb¨ Avjøvni Ab¨Zg wb`kb ewb‡qwQ; †Zvgv‡`i Rb¨ Zv‡Z i‡q‡Q Kj¨vY| mZivs mwiex×fv‡e `Ðvqgvb Ae¯vq †m¸wji Ici Avjøvni bvg D"PviY Ki hLb †m¸wj KvZ n‡q c‡o hvq ZLb Zv †_‡K LvI| †h Afvex gvb‡li Kv‡Q nvZ cv‡Z bv Ges †h Afvex †P‡q †eovq-Zv‡`i‡K †L‡Z `vI| G fv‡eB Awg I¸wj‡K †Zvgv‡`i AbMZ K‡i w`‡qwQ; hv‡Z †Zvgiv K ZÁZv cKvk KiÕ (miv Avj n¾:36-37)।

কুরবানী ঈদের দিন করাই উত্তম। ঈদের নামায আদয়ের পর থেকেই কুরবানীর সময় শুরু হয়ে যায়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ঈদ পরবর্তী দু'দিন অর্থাৎ ১২যিলহজ পর্যন্ত এবং জমহূর ফুকাহাদের নিকট ঈদ পরবর্তী তিনদিন অর্থাৎ ১৩ যিলহজ পর্যন্ত কুরবানী করা চলে। নিজের কুরবানী নিজে যবেহ করাই উত্তম। তবে অন্যকে দিয়ে যবেহ করালেও বৈধ হবে।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

তাকবীর দেয়ার বিধান

প্রিয় মুসল্লীবৃন্দ! আরাফা দিবসের ফজরের নামায থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন আসরের নামায পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের অব্যবহিত পরেই কমপক্ষে একবার তাকবীর পড়া হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ওয়াজিব। অন্যান্য মাযহাবে সুন্নত। তাকবীর হলো :

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ঈদের দিন বৈধভাবে আনন্দ প্রকাশের অধিকার আমাদের রয়েছে। আয়েশা রাযি.বলেন : كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ يَوْمَ عِيدٍ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَطَّلِعُ مِنْ عَاتِقِهِ، فَأَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا 'হাবশী লোকজন ঈদের দিন খেলাধূলা করত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খেলা দেখার জন্য) আমাকে ডাকলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গর্দানের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। এমন সময় আবু বকর রাযি. এসে আমাকে খেলা দেখা থেকে বারণ করতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে খেলা দেখতে দাও। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ঈদ বা খুশির দিন থাকে। আর আজকের দিনটা হলো আমাদের ঈদ' (আহমদ, সহীহ)।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে : لِتَعْلَمَ يَهُوْدُ أَنَّ فِيْ دِيْنِنَا فُسْحَةً 'ইহূদীরা জানুক যে, আমাদের ধর্মেও আনন্দ প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে' (আহমদ)।

আয়েশা রাযি. থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ 'মিনার কোনো এক দিবসে আবু বকর রাযি. তার কাছে এলেন। এসময় তার নিকট দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর রাযি. বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে বললেন, হে আবু বকর! তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও (কিছু বলো না) কারণ এই দিনগুলো হলো ঈদের দিন'(বুখারী)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে তাঁর দীন বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

ঈদুল আযহা

wØZxq LZev

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

wcq fvB‡qiv! ঈদের দিন বহু তরুণী-যুবতীকে দেখা যায়, উত্তমরূপে সাজগোজ করে বেপর্দা হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অথচ এভাবে বেপর্দা হয়ে মেয়েদের বাইরে বের হওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত আবশ্যক।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন– প্রতিটি মানুষের জন্য অন্যান্য দিন তো বটেই, বিশেষ করে ঈদের দিন চোখ নীচু রাখা এবং দৃষ্টির হিফাযত করা অত্যন্ত জরুরী। (কেননা ঈদ শুধু আনন্দ সর্বস্ব কোনো অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং তা ইবাদতও বটে। তাই ইবাদতের সাথে কোনো গুনাহের যেন সংমিশ্রন না ঘটে সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা অতীব প্রয়োজন)।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

একই দিনে ঈদ ও জুমআ একত্রিত হলে

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: قَدْ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ 'তোমাদের এই দিনে (শুক্রবারে) দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং কেউ চাইলে জুমআর পরিবর্তে শুধু ঈদের নামাযই পড়তে পারে। আমরা অবশ্য উভয়টাই আদায় করব' (আবু দাউদ)।

Z‡e Gi Øviv †hvn‡ii bvgv‡hi dih ewZj n‡e bv| A_vr RgAv bv co‡j I †hvni Aek¨B co‡Z n‡e|

উসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে একদা যখন এরূপ ঘটনা ঘটেছিল তখন তিনি উপরে বর্ণিত জুমআর নামায না পড়ার অনুমতির বিষয়টি পরিস্কার করেছিলেন। আবু উবাইদ রাযি. বলেন, 'একদিন আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. এর সাথে ঈদগাহে উপস্থিত হলাম। আর ঐদিন ছিল জুমআর দিন। তিনি খুতবার পূর্বে ঈদের নামায আদায় করলেন। তারপর খুতবা দিলেন। অতঃপর বললেন,'হে লোকসকল! তোমাদের এই দিনে (শুক্রবারে) দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং যারা আওয়ালীবাসী (দূরবর্তী একটি এলাকা) তারা চাইলে জুমআর জন্য অপেক্ষা করতে পারে। আবার কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে চলে যাওয়ারও অনুমতি আমি দিচ্ছি' (বুখারী)।

wcq fvB I eÜMY! আজ যিলহজ মাসের দশ তারিখ। এ মাসেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا** ÔAvR Awg †Zvgv‡`i Rb¨ †Zvgv‡`i `xb‡K cYv½ K‡i w`jvg, Ges †Zvgv‡`i I ci Avgvi wbqvgZ cwicY K‡i w`jvg, Avi Awg †Zvgv‡`i Rb¨ Bmjvg‡K `xb wnmv‡e g‡bvbxZ KijvgÕ (miv Avj- gv‡q`v: 3)।

দীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ, দীনকে সুসংহত করে দেয়া। শঙ্কামুক্ত করে দেয়া। দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণ করে দেয়া।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

আর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়ার একটি দিক হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। এর বড় প্রমাণ, নিয়াতম পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণার সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু বেশি। আর বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকোটিরও ঊর্ধ্বে। নিয়ামত পরিপূর্ণ করার আরেটি দিক হলো, ইসলামকে সকল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া, প্রকাশ করে দেয়া। আরব উপদ্বীপে ইহূদীধর্ম ছিল, খৃষ্টধর্ম ছিল, পৌত্তলিকতা ছিল, অগ্নিপূজা ছিল। ইসলাম সবগুলোকেই জাযিরায়ে আরাবিয়া (আরব উপদ্বীপ) থেকে বিদায় করে দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইরশাদ হয়েছে : **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا** ÔwZwbB Zvi ivmj‡K wn`v‡qZ I mZ¨ `xbmn †ciY K‡i‡Qb, hv‡Z wZwb GUv‡K mKj `x‡bi I ci weRqx Ki‡Z cv‡ib| Avi mv¶x wn‡m‡e AvjøvnB h‡_óÕ (miv Avj dvZn: 28)।

নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়ার আরেকটি দিক হলো, কাফির, মুশরিকদের পবিত্র হারাম অঞ্চলে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া। পবিত্র অঞ্চল শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া; ফলে মুসলমানরা সুযোগ পেয়ে যায় অভিন্ন শরীরে পরিণত হবার। এক ও অদ্বিতীয় মাবুদের নির্বিঘ্ন তাওহীদ চর্চায় রত হবার। এক কালেমা মজবুত করে আঁকড়ে ধরার। সবাই এক ও অভিন্ন পথে চলতে এটা নিঃসন্দেহে এক বিশাল নিয়ামত। আহলে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আহলে কুফর নিপাত গেল।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

wcq fvB I eÜMY! আমাদের রয়েছে পরিপূর্ণ দীন এবং পরিপূর্ণ আদর্শিক নিয়ামত। তাই আমাদের উচিত, পরিপূর্ণভাবে ইসলামের আওতাধীন চলে আসা। আধা ইসলাম আধা অনিসলামের পর্যায় থেকে সরে আসা। কেননা এভাবে দীন চর্চা করলে মুমিন হওয়া যায় না। মুমিন হতে হলে পুর্ণরূপে ইসলামের অসুরারী হতে হবে।

ঈদের দিন সবার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করা

উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এর গোলাম আদহাম বলেন, আমরা দুই ঈদে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.কে বলতাম, تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ থেকে ও আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন'। একথা শুনে তিনি জবাব দিতেন তবে আমাদেরকে বারণ করতেন না'(বায়হাকী) ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শরীয়তের সীমানায় থেকে ঈদের খুশি প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন। সেই সাথে সকল প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ থেকে আমাদের হিফাযত করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে মেহেরবান মাওলা! যদিও আমাদের গুনাহের কোনো সীমা নেই, কিন্তু আপনার দয়া তো আমাদের গুনাহ অপেক্ষা অতি বিশাল ও বিস্তৃত। সুতরাং আপনার অফুরন্ত রহমতের উসীলায় আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি মহাক্ষমাশীল, ক্ষমা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আমাদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করে দিন।

হে পরমপ্রিয় মাওলা! দয়া করে আপনি গোটা পৃথিবীতে সুখ, শান্তির ফয়সালা করুন। প্রতিটি দেশে আপনার পছন্দনীয় শাসক নিযুক্ত করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে আমাদেরকে দাঁড়ানোর তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে হেফাযত করুন। আমাদের অভাব দূর করে দিন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে বরকত দিন। আমাদেরকে হালাল কামাই করার তাওফীক দিন।

হে দয়ালু প্রভু! আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিন। আমাদের কামাই-রুযিতে বরকত দিন। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে দীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দিন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنِ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

ইসতিসকার খুতবা

LZevq hv _vK‡e

১. আলাহ তা'আলার আনুগত্য নাজাত ও রিযকের জিম্মাদার

২. আল্লাহর অবাধ্য হওয়া হারাম

৩. বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আদর্শ অনুযায়ী কি করা উচিত তা বর্ণনা করা

c_g LZev

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِيْ الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ، الْحَمْدُ للهِ مُغِيْثِ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، وَمُجِيْبِ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ، وَكَاشِفِ كَرْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ، وَمُسْبِغِ النِّعَمِ عَلَى الْعِبَادِ أَجْمَعِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاقْتَفَى، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

m¤§wbZ Dcw¯wZ! প্রথমে আমি নিজকে ও আপনাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি।

অতঃপর জেনে নিন, পানি শুধু মানবজীবনের জন্যই অপরিহার্য নয়, সকল প্রাণীর জন্যই অপরিহার্য একটি নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ÔAwg mKj cvYxi D™¢e cwb †_‡K NwU‡qwQÕ (miv Avj Awb¤qv: 30)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণীটিকে মনে হয় মানুষ তার ভাষায় ব্যক্ত করে বলে থাকে, 'পানির অপর নাম জীবন'।

পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, নদীর পানি, পুকুরের পানি, সাগরের পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, ঝর্নার পানি। এ সব পানির মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানি হল বৃষ্টির পানি। আধুনিক বিজ্ঞান এ সত্যটি আবিষ্কারের বহু পূর্বে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا . لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. ÔAvi Awg AvKv‡ki w`‡K †_‡K cweÎ cwb elY K‡iwQ| hv‡Z Zv Øviv gZ fLÐ‡K RxweZ Kwi Ges Awg †h mKj RxeRš I gvbl mwó K‡iwQ, Zvi ga¨ †_‡K eû Rb‡K Zv cvb KivBÕ (miv Avj diKvb: 48-49)।

সকল পানির উৎস হল এ বৃষ্টি। পানি চক্রের প্রথম ধাপ হল এ বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে জমি জীবিত হয়। খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করার উপযোগী হয়। গাছ-পালা, তরু-লতা জন্ম লাভ করে এবং বেঁচে থাকে।

কিন্তু কখনো কখনো এ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের জীবনযাপন তখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অসহায় মানুষ তখন কী করবে? কী করতে পারে? বৃষ্টি বর্ষণ করার ক্ষমতা যেমন কারো নেই তেমনি তা বন্ধ করার শক্তিও কারো নেই।

এ অবস্থায় মানুষের করণীয় কী? যিনি বৃষ্টির মালিক তাঁর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হয়। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হয়। এ প্রার্থনা ও দু'আ -মুনাজাতের পদ্ধতিকে ইসলামের পরিভাষায় আমরা বলি আল- ইসতিসকা।

Dcw¯Z Cgvb`vi fvB‡qiv! মানুষ যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধ মান্য করে জীবন পরিচালনা করে, তখন মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি বিরাজমান থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ÔAvi hw` Zviv ZvIivZ, BbRxj I Zv‡`i wbKU Zv‡`i i‡ei c¶ †_‡K hv bwhj Kiv n‡q‡Q, Zv Kv‡qg KiZ, Z‡e Aek¨B Zviv Avnvi KiZ

Zv‡`i Ici †_‡K Ges Zv‡`i c`Zj †_‡K| Zv‡`i ga¨ †_‡K mwVK c‡_i Abmvix GKwU `j i‡q‡Q Ges Zv‡`i A‡b‡KB hv Ki‡Q, Zv KZBbv g›`Ô! (miv Avj gv‡q`v: 66)।

মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাওবা-ইস্তিগফার করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের শক্তিশালী করেন।

আল্লাহ তা'আলা নবী হূদ আ.এর একটি আহ্বান পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করেন : وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Ô†n Avgvi KIg, †Zvgiv †Zvgv‡`i i‡ei Kv‡Q ¶gv PvI AZtci Zvi Kv‡Q ZvIev Ki, Zvn‡j wZwb †Zvgv‡`i Ici gljav‡i ewó cvVv‡eb Ges †Zvgv‡`i kw³i mv‡\_ Av‡iv kw³ ew× Ki‡eb| Avi †Zvgiv Acivax n‡q wegL n‡qv bvÕ (miv n`: 52)।

সকল প্রকার পাপাচার ও অন্যায় কাজ থেকে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে রহমতের বৃষ্টি ও বরকত নাযিল হয়ে থাকে।

কোনো দেশের অধিবাসীরা যদি ঈমানদার, মুত্তাকী ও সৎ হয়ে যায়। যুলম, অত্যাচার, অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো, তাদেরকে প্রাচুর্যের মধ্যে রাখা। আর যদি তারা এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো, বিভিন্ন আজাব-গজব ও সঙ্কট দিয়ে তাদের পাকড়াও করা। ইরশাদ হয়েছে : وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ÔAvi hw` Rbc`mg‡ni Awaevmxiv Cgvb AvbZ Ges ZvKIqv Aej¤b KiZ Zvn‡j Avwg Aek¨B Avmgvb I hgxb †_‡K eiKZmgn Zv‡`i Ici L‡j w`Zvg; wKš' Zviv A¯xKvi Kij| AZtci Zviv hv ARb KiZ Zvi Kvi‡Y Avwg Zv‡`i‡K cvKovI Kijvg Õ (miv Avj Avivd: 96)।

এমনিভাবে গুনাহ, পাপাচার মানুষের সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে অনেক দুর্গতি বয়ে আনে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: পাপাচার মানুষকে অপমানিত করে, তার সম্মান মর্যাদা কমিয়ে দেয়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। পাপের কারণে আত্ম-সম্মানবোধ ও লজ্জা লোপ পায়। অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত চলে যায়। হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। হীনমন্যতা পেয়ে বসে। বরকত চলে যায়। নিজকে ছোট মনে হয়। উপরন্তু পাপী ব্যক্তি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ôgvb‡li KZK‡gi `iæb ¯'‡j I mg‡` wechq cKvk cvq| hvi d‡j Avjøvn Zv‡`i KwZcq KZK‡gi ¯v` Zv‡`i‡K Av¯v`b Kivb, hv‡Z Zviv wd‡i Av‡mÕ (miv Avi i"g: 41)।

মানুষের কৃত পাপাচার ও অন্যায়ের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, খরা, ঝড়-তুফান, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি শাস্তি হিসাবে মানুষের ওপর আপতিত হয়।

উদ্দেশ্য হল, এর মাধ্যমে মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের কাছে ফিরে আসে। তারই কাছে আত্মসমর্পন করে। তারই সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে নত হয়। নিজদের অন্যায় ও কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করে।

আল্লাহর নবী নূহ আ. তাঁর জাতিকে কী বলেছিলেন, দেখুন : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا . مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ÔAvi e‡jwQ, Ô†Zvgv‡`i i‡ei Kv‡Q ¶gv PvI; wbðq wZwb cig ¶gvkxjÕ| ÔwZwb †Zvgv‡`i Ici gljav‡i ewó elY Ki‡eb, ÔAvi †Zvgv‡`i‡K ab-m¤ú` I mšvb-mšwZ w`‡q mvnvh¨ Ki‡eb Ges †Zvgv‡`i Rb¨ evM-ewMPv †`‡eb Avi †`‡eb b`x-bvjvÕ| Ô†Zvgv‡`i Kx n‡jv, †Zvgiv Avjøvni †kô‡Zi c‡ivqv KiQ bvÕ? (miv bn: 10-13)।

এভাবেই মানুষ যখন শিরকসহ সকল পাপাচার থেকে ফিরে এসে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা ও ইস্তেগফার করে, তখন তিনি মুষলধারে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর এর মাধ্যমে তিনি সর্বদিক দিয়ে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য দান করেন।

m¤§wbZ Dcw¯wZ! বৃষ্টি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ও তার হুকুমেই হয়ে থাকে। ঈমানদাররা তো এটা অবশ্যই বিশ্বাস করে এমনকি ইসলামের আগমন কালে ইসলামের শত্রু মুশরিকরাও পর্যন্ত বিশ্বাস করত যে, বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** ÔAvi Zwg hw` Zv‡`i‡K ck Ki, Ô†K Avmgvb †_‡K cwb elY K‡ib, AZtci Zv Øviv hgxb‡K Zvi gZ¨i ci mÄxweZ K‡ibÕ? Z‡e Zviv Aek¨B ej‡e, ÔAvjøvnÕ| ej, ÔmKj cksmv AvjøvniÕ| wKš Zv‡`i AwaKvskB Zv e‡S bvÕ (miv Avi i|g: 63)।

হ্যাঁ, তখনকার মুশরিকদের কাছে প্রশ্ন করলে তারা এ রকম উত্তরই দিত বলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয়! আজকাল আমাদের অনেক মুসলমানের হৃদয় থেকেও এ বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে। তারা বৃষ্টির জন্য বিবিধ প্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করেন। এমনিভাবে অনাবৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ বর্ণনা করেন। অনেকে এমন আছেন যারা বৃষ্টি দেখলে তাদের পূজনীয় কবিদের গান ধরেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় না করে কবি সাহিত্যিকদের গুণগান করে বেড়ান, তাদের কালাম জপেন। বৃষ্টি ও বর্ষা সম্পর্কিত তাদের বাণীগুলো আওড়ান। আর এভাবেই ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে অধঃপতনের দিক থেকে মুসলমানরা আজ আগেকার যুগের কাফির মুশরিকদের আমরা ছাড়িয়ে যেতে বছেসে।

সহীহ বুখারীতে খালেদ আল জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়া অভিযানে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন। রাতের বেলায় বৃষ্টি হয়েছিল। নামায শেষে তিনি সকলের দিকে মুখ করে প্রশ্ন করলেন :

هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

'তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কী বলেছেন? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেনঃ আমার কিছু বান্দা আমার প্রতি ঈমানদার হয়ে ভোর করেছে আবার কিছু বান্দা আমার সাথে কুফরী করে ভোরে উপনীত হয়েছে। যে বলেছে, আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে, আর তারকা-নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে আর তারকা-নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে' (বুখারী)।

কাজেই বৃষ্টির মালিক ও নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তার নির্দেশেই বৃষ্টি হয়, আর তার নির্দেশেই খরা আসে। সকল গুনাহ থেকে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। একমাত্র তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। ইস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। একমাত্র আল্লাহর কাছেই বৃষ্টির জন্য আহাজারী করতে হবে। দরখাস্ত পেশ করতে হবে। হৃদয়-মন নরম করে একমাত্র তাঁরই সামনে দাঁড়াতে হবে অশ্রুসিক্ত নয়নে।

mwcq gmwjøqvb! আমরা যখন খরায় পুড়ি, বৃষ্টির অভাবে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হই, তখন আমাদের কর্তব্য হল বিনয়, আহাজারী. তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করা।

সহীহ বুখারীতে এসেছে : আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে নামাযের ময়দানে গেলেন। বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। কেবলামুখী হলেন। চাদর উল্টিয়ে পরিধান করলেন আর দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন (বুখারী)।

হাদীসে আরো এসেছেঃ আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা বলেনঃ 'রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য লোকদের নিয়ে বের হলেন। তিনি তাদের সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন। এরপর কেবলামুখী হলেন। গায়ের চাদর উল্টিয়ে দিলেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো' (বুখারী)।

সহীহ বুখারীতে আরো এসেছে, আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিসকাতে যেভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন অন্যকোন সময় সেভাবে উঠাতেন না। আর তিনি এমনভাবে হাত উঠাতেন যে, তাঁর বগলের সুভ্রতা প্রকাশ পেত (বুখারী)।

সহীহ বুখারীতে আরো এসেছে,আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল আনসারী, তার সাথে বারা ইবনে আযেব ও যায়েদ বিন আরকাম রাযি. বের হলেন। বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। তিনি লোকদের সম্মুখে দাঁড়ালেন কোনো মিম্বর ছাড়াই পায়ের ওপর দাঁড়ালেন। ইস্তিগফার করলেন। উচ্চ কিরাআতে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। সে নামাযে কোন আযান ইকামাত ছিল না।

তিরমিযী বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানব-সন্তান! তুমি আমার কাছে যা দু'আ করবে, যা আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আগে তোমার অবস্থা যা-ই থাক না কেন। এতে আমার কোন পরোয়া নেই।

হে আদম সন্তান! তোমার পাপের পরিমাণ যদি আসমান বরাবর হয়, আর তুমি ক্ষমা চাও, তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।

হে আদম সন্তান! তুমি যদি দুনিয়া ভর্তি পাপ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও, আর আমার সাথে শিরক না করে থাক তাহলে আমি তোমার পাপের সমপরিমাণ ক্ষমা তোমাকে দান করব।

এভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা, ইস্তেগফার আর শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগ-ফিরাত লাভ করা যায়।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, কুরাইশরা ইসলাম প্রচারে বাধা দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। ফলে খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারা ধ্বংস হতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও হাড্ডি খেতে লাগল। আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আত্মীয়তা-সম্পর্কের কথা বল, আর তোমার জাতি তো খরায় অনাহারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করো।

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করলেন- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ . أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ . إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . ÔAZGe A‡c¶v Ki fmw`‡bi, †hw`b ¯úó †avqvq Av"Qb n‡e AvKvk| hv gvbl‡`i‡K Av"Qb K‡i †dj‡e: GwU hšYv`vqK Avhve| (ZLb Zviv ej‡e) Ô†n Avgv‡`i ie, Avgv‡`i †_‡K Avhve `i Kiæb; wbðq Avgiv gwgb neÕ| GLb Kxfv‡e Zviv Dc‡`k MnY Ki‡e, A_P B‡Zvc‡e Zv‡`i Kv‡Q m¯úófv‡e eYbvKvix ivmj G‡mwQj? Zvici Zviv Zvi w`K †_‡K wegL n‡qwQj Ges e‡jwQj ÔG wk¶vcvß cvMjÕ| wbðq Avwg ¶YKv‡ji Rb¨ Avhve `i Kie; wbðq †Zvgiv ceve¯vq wd‡i hv‡eÕ (miv Av` `Lvb: 10-15)।

এরপর তারা আবার কুফরীতে ফিরে গেল। এমতাবস্থায় তাদেরকে লক্ষ্য করে নাযিল হলো : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ Ô†mw`b Awg cej fv‡e cvKov I Kie; wbðq Awg ne cwZ‡kva MnYKvixÕ (`Lvb: 16)।

আর আল্লাহর তা'আলার এ পাকড়াও ও প্রতিশোধ বাস্তবায়িত হয়েছিল বদরের যুদ্ধে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদনের পর বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল পাপ-অন্যায় ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের জন্য বৃষ্টির ফয়সালা করুন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اَللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমরা তাওবা করছি, আপনি আমাদের ছগীরা-কবীরা সকল গুনাহ মাফ করে দিন। হে আল্লাহ আপনার ইবাদত চর্চায় আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আপানি আমাদের জন্য বৃষ্টির ফয়সালা করে দিন। হে আল্লাহ আমরা দরিদ্র, একমাত্র আপনিই ধনী। আমরা দুর্বল-নিঃস্ব, আর আপনি মহামহিম, সকল ক্ষমতার অধিকারী, তাই আপনি আমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। হে আল্লাহ! আমরা আপনার রহমত প্রত্যাশী, আপনার করুণা প্রত্যাশী, আমাদের আপনি করুণা করুন। আমাদেরকে আপনি বৃষ্টি দিন। অনাবৃষ্টি থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ الله –رَحِمَكُمُ الله- إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে নামায

LZevq hv _vK‡e

১. আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা এবং কেবল তাঁর কাছেই দু'আ-প্রার্থনা করার আবশ্যকতা তুলে ধরা।

২. গুনাহ ও পাপাচার আল্লাহর রাগ-রোষের কারণ হবার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা

৩. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে নামাযের আহকাম বয়ান করা

৪. চন্দ্র গ্রহণকালে মানুষ যা করে তা বর্ণনা করা

c_g LZev

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا؛ وَمَن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ؛ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا النَّاس، اتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى حَق التَّقْوَى.

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! রাত ও দিনের আবর্তন আল্লাহ তা'আলার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। রাত ও দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্যই তিনি সৃজন করেছেন আলো ও আঁধার। শুধু রাত ও দিন নয় বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তিনি নিয়োজিত করেছেন মানুষের সেবায়। ইরশাদ হয়েছে **وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلانْهَارَ. وَسَخَّر لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَائِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ. وَاتَاكُم مّن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.** ÔAvi wZwb mh I Pv`‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb weivgnxbfv‡e Ges †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb ivZ I w`b‡K| Avi †Zvgiv hv †P‡qQ, Zvi c‡Z¨KwU †_‡K wZwb †Zvgv‡`i w`‡q‡Qb Ges hw` †Zvgiv Avjøvni wbAvgZ MYbv Ki, Z‡e Zvi msL¨v wbif cY Ki‡Z cvi‡e bv| wbðq gvbl AwaK AZ¨vPvix I AKZÁÕ (miv Beivnxg: 33-34)।

আল্লাহ তা'আলা চাঁদ ও সূর্যকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যাতে চাঁদের পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায় থেকে মানুষ দিন-মাস-বছর হিসেব করতে পারে। আর সূর্যকে তিনি নিয়োজিত করেছেন যাতে সূর্যের পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ে মৌসুম ভেদে নানা প্রকৃতির ফলফলান্তি জন্ম নিতে পারে। তিনি চাঁদ ও সূর্য উভয়কে চমৎকার এক পদ্ধতিতে চলমান করে রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে : **ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ**' mh I Pv` (wbawiZ) wnmve Abhvqx P‡jÕ (miv Avi ivngvb: 5)।

আল্লাহ তা'আলা চাঁদ ও সূর্যকে যে কক্ষপথে চলমান করে রেখেছেন তা থেকে তা বিন্দুমাত্র সরে না। এদিক-সেদিক যায় না। আল্লাহ তা'আলার সুনির্দিষ্ট সীমানা তারা কখনো অতিক্রম করে না। আল্লাহ তা'আলা কত সুনিপুণ ও নিখুঁতভাবেই না মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন ও চলমান করে রেখেছেন। **صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ** Ô(GUv) Avjøvni KvR, whwb me wKQ `pfv‡e K‡i‡Qb| wbðq †Zvgiv hv Ki, wZwb †m m¤ú‡K we‡kl fv‡e AewnZÕ (miv Avb-bvgj:88)।

চাঁদ ও সূর্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞান ও ক্ষমতা, হেকমত ও প্রজ্ঞা, পরম করুণা ও দয়ার নিদর্শন। চাঁদ ও সূর্য তাদের বিশালত্বে আল্লাহর নিদর্শন, তাদের জ্যোতি ও আলোয় আল্লাহর নিদর্শন। ইরশাদ হয়েছে : **وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلعُرجُونِ ٱلْقَدِيمِ. لاَ ٱلشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تدْرِكَ ٱلقَمَرَ وَلاَ ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** ÔAvi mh ågY K‡i Zvi wbw`ó c‡\_, GUv gnvcivµgkvjx meÁ (Avjøvn)Ñi wbaviY| Avi Pv‡`i Rb¨ Awg wbaviY K‡iwQ gvbwhjmgn, Ae‡k‡l †mwU †LR‡ii ï®‹ civZb kvLvi gZ n‡q hvq| m‡hi Rb¨ m¤¢e bq Pv‡`i bvMvj cvIqv, Avi iv‡Zi Rb¨ m¤¢e bq w`b‡K AwZµg Kiv, Avi c‡Z¨‡KB K¶ c‡_ †f‡m †eovqÕ (miv Bqvmxb: 38-40)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন : وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ÔAvi Zvi wb`kbmg‡ni g‡a¨ i‡q‡Q ivZ I w`b, mh© I Pv`| †Zvgiv bv mh©‡K wmR`v Ki‡e, bv Pv`‡K| Avi †Zvgiv Avjøvn‡K wmR`v Ki whwb G¸‡jv mwó K‡i‡Qb, hw` †Zvgiv †Kejgv Î ZviB Bev`Z KiÕ (miv dwmmjvZ:37)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন : وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ÔAvi wZwb †bŠhvb‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb, hv‡Z Zvi Av‡`‡k mg‡`ª Zv PjvPj K‡i Ges b`xmgn‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb| Avi wZwb mh© I Pv`‡K †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb weivgnxbfv‡e Ges †Zvgv‡`i Rb¨ wb‡qwRZ K‡i‡Qb ivZ I w`b‡K| Avi †Zvgiv hv †P‡qQ, Zvi c‡Z¨KwU †_‡K wZwb †Zvgv‡`i‡K w`‡q‡Qb Ges hw` †Zvgiv Avjøvni wbqvgZ MYbv Ki Z‡e Zvi msL¨v wbiæcY Ki‡Z cvi‡e bv| wbðq gvbl AwaK AZ¨vPvix I AKZÁÕ (miv Beivnxg:32-33)।

চাঁদ ও সূর্যের পরিক্রমার বিধানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। সূর্যের জ্যোতি ও চাঁদের আলো বাধাগ্রস্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন কিছু প্রাকৃতিক কারণ, যা মুমিন ও কাফির সবাই স্বীকার করে থাকে। এর পাশাপাশি তিনি রেখেছেন কিছু ধর্মীয় কারণ, যা কেবল মুমিনরাই স্বীকার করে, কাফিররা করে না। ধর্মীয় কারণের মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ তা'আলা চাঁদ ও সূর্যগ্রহণের পদ্ধতি রেখেছেন মানুষকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য, যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়। পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহর নির্দেশের তাবেদার, তাঁর নীতির অনুগত এ বিশ্বাস নতুন করে প্রতিটি ব্যক্তি তার হৃদয়ে জাগ্রত করে নেয়। যিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি প্রকৃতির কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করতে পারেন, এমনকি কিয়ামত ঘটিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অবশ্যই ধ্বংস করবেন, এ বিশ্বাস নতুন করে জাগ্রত করে নেয়। আল্লাহর যিকর ও দু'আ ইস্তিগফারে একাগ্র চিত্তে প্রত্যেকেই নিয়োজিত হয়। হাদীসে এসেছে। আবূ মূসা আশআরী রাযি. বর্ণনা করেন : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগল। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায় কি না এই ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মসজিদে এলেন ও নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি এমন দীর্ঘ রুকু-সিজদা ও কিয়ামের মাধ্যমে নামায আদায় করলেন যা অন্যকোনো নামাযে দেখিনি। এরপর তিনি বললেন : 'এই সব নিদর্শন আল্লাহ তা'আলা কারো মৃত্যু অথবা জীবনের কারণে প্রেরণ করেন না। তিনি বরং তা প্রেরণ করেন তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে। তাই তোমরা যদি এর কিছু দেখ তবে ভীত-শঙ্কিত হয়ে আল্লাহর যিকর দু'আ ও ইস্তিগফারে রত হও'(মুসলিম)।

যারা আল্লাহ থেকে দূরে, তাঁর দীন থেকে দূরে, যারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের স্পর্ধা দেখায় তাদেরকে সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা চাঁদ ও সূর্য গ্রহণ লাগার নিয়ম রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্য গ্রহণ লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহবীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন: نَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ، أَوَ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ 'তোমরা যেসবে প্রবেশ করবে তার সবই আমাকে দেখানো হয়েছে। আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি যদি জান্নাতের কোনো ফলের থোকা ছিঁড়ে আনতে চাইতাম আমি তা পারতাম। তবে আমার হাত তা থেকে বিরত থেকেছে। আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছে। জাহান্নামে আমি বনী

ইসরাইলের এক নারীকে তার একটি বিড়ালকে কেন্দ্র করে আযাবরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে না খেতে দিয়েছে, আর না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। আমি আবু ছুমামা আমর ইবনে মালেককে দেখেছি, আগুনে সে তার নাড়ীভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। তারা বলত যে, সূর্য ও চন্দ্র কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে ঘটে থাকে। আসলে এ দু'টো হল আল্লাহর নিদর্শন, যা তিনি তোমাদেরকে দেখান। অতঃপর যদি এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তবে তোমরা নামায আদায় কর যতক্ষণ না তা কেটে যায়'(মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : 'হে উম্মতে মুহাম্মাদী! কোনো বান্দার যিনা-ব্যভিচারে, অথবা কোনো বান্দীর যিনা-ব্যভিচারে আল্লাহ হতে অধিক গায়রতওয়ালা তথা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন অন্য কেউ নেই। হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা কম হাসতে ও বেশি কাঁদতে। আল্লাহর কসম, আমি নামাযে দাঁড়ানোর পর থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের যা যা পরিণতি হবে তা দেখেছি। আমি পূর্বে যা যা দেখিনি তা এই অবস্থানে আমি দেখেছি। এমনকি আমি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আমি আগুনকে দেখেছি তার একাংশ অন্য অংশকে চূর্ণ করছে। আমি আজকের মতো এত ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি জাহান্নামে আমর ইবনে লুহাই আল খুযাঈকে দেখেছি, সে তার নাড়ীভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। আমি বনী ইসরাইলের এক নারীকে একটি বিড়ালের জন্য আযাবরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে না খেতে দিয়েছে, আর না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে যমীনের পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। আমি তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষারত অবস্থায় দেখেছি দাজ্জালের ফেতনার ন্যায়। তোমাদের একজনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করা হয়,'এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান কী? অতঃপর মুমিন ও বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে, 'তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি আমাদের কাছে এসেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়েত নিয়ে। আর আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি। তাঁর অনুসরণ করেছি। অতঃপর বলা হয়, 'তুমি নেককার ব্যক্তি হিসেবে ঘুমাও। আমরা জেনেছি যে তুমি বিশ্বাসী ছিলে। পক্ষান্তরে মুনাফিক বা সন্দেহকারী ব্যক্তি বলে, 'আমি জানি না। লোকদেরকে কিছু একটা বলতে শুনেছি, আর আমি ও তাই বলেছি'। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে নামায

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، تَعَالَى عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ بَعَثَهُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بَشِيْراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ :

ভাইয়েরা আমার! আপনারা জাহান্নাম থেকে বাঁচুন। আগুন থেকে বাঁচুন। এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচুন। আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনারা তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়।

কুসূফের সময় নামাযের বৈধতা ও পদ্ধতি

কুসূফের সময় নামাযের বৈধতার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি হাদীস উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ সময় নামাযের পদ্ধতি কি হবে তা নিচের কয়েকটি হাদীস থেকে জানা যায়।

আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ

الشَّمْس، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ 'আমি রাসূলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তীরান্দাজী করছিলাম। এমতাবস্থায় সূর্য গ্রহণ লাগল। তখন আমি তীরগুলো ফেলে দিলাম। আর মনে মনে বললাম, সূর্য গ্রহণ লাগায় আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কী অবস্থা হয় আমি তা অবশ্যই দেখব। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করছিলেন; তাকবীর বলছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছিলেন। সূর্য গ্রহণ কেটে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ করতে থাকলেন। তিনি দু'টি সূরা পড়লেন এবং দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন'(মুসলিম)।

আবূ বাকরা রাযি. বলেন: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সূর্য গ্রহণ লাগল। অতঃপর তিনি দু'রাকাআত নামায পড়লেন'(বুখারী)।

আয়েশা রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগল। তখন তিনি লোকজন নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর তিনি রুকু করলেন ও রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। এটা রুকুর পূর্বের কিয়ামের অতিরিক্ত। তারপর আবার রুকু করলেন এবং রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এটা প্রথম রুকুর অতিরিক্ত। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং সিজদায় দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। অতঃপর গ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি প্রস্থান করলেন। এরপর তিনি মানুষের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا 'নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন তা দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর বলবে, নামায পড়বে এবং সাদকা করবে। এরপর তিনি বলেন, 'হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কোনো বান্দা যিনা-ব্যভিচার করবে অথবা তাঁর কোনো বান্দী যিনা-ব্যভিচার করবে এ ব্যাপারে আল্লাহ থেকে অধিক আত্মসম্মানবোধবিশিষ্ট অন্য কেউ নেই। হে উম্মতে মুহাম্মাদী, তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি তবে তোমরা কম হাসতে ও অধিক কাঁদতে' (বুখারী)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা বান্দার দু'আ কবুল করেন। ইরশাদ হয়েছে: **وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** 'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো আমি তোমাদের দু'আয় সাড়া দেব> (miv Avj Mv‡di : 60)।

তাই আসুন আমরা দু'আ করি যাতে তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের সকল পাপ ও গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنْ آلِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদেরকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে পূতপবিত্র করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার অসীম দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত করবেন না। রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে আপনি দুনিয়া-আখিরাতের সকল আযাব থেকে রক্ষা করুন। সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করুন। আমাদেরকে মুনাফিকী থেকে হিফাযত করুন। আপনি আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করুন। জাহান্নাম থেকে আমাদের সকলকে বাঁচান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ খুতবা

LZevq hv _vK‡e

১. গত বছরকে বিদায় জানানো ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর পথ ও পদ্ধতি বর্ণনা

২. নতুন বছরের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা

৩. মানুষকে সৎকর্ম ও সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদান

c_g LZev

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مُسَيِّرُ الْأَزْمَانِ، وَمُدَبِّرُ الْأَكْوَانِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْراً، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، بَعَثَهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بَشِيْراً وَنَذِيْراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً. أَمَّا بَعْدُ:

সুপ্রিয় হাযেরীন! বিদায় নিল স্মৃতি বিজড়িত বর্ণিল কতগুলো দিন। সমাপ্ত হলো একটি বছর। সূচনা হলো আরেকটি বছরের। একটি রাতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ আনন্দিত হয় একটি নতুন ভোর আসবে বলে। প্রভাতে নতুন এক সূর্য উদিত হবে বলে। কিন্তু আমার অনুভূতি একটু ব্যতিক্রম। বছর শেষে নতুন আরেকটি বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি আনন্দ-উলাস করতে পারি না। আমার অনুভূতি হলো, যে দিনগুলো শেষ হয়ে গেল তা তো আমার জীবনেরই একটি অংশ। কবি বলেন :

يَسُرُّ النَّاسَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِيْ * وَلَكِنَّ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابَا

'দিবস-রজনীর আগমন-প্রস্থান মানুষকে আনন্দ দেয় অথচ চলে যাওয়া দিনগুলো যে তাদের নিজদেরই চলে যাওয়ার নামান্তর'।

একটি বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের জীবন নামক প্রাসাদ থেকে ৩৬৫ দিনের ৩৬৫ টি পাথর খসে পড়ল। ৩৬৫ দিন ছোট হয়ে গেল আমাদের জীবন। আমাদের জন্য এটা অবশ্যই কোনো শুভ সংবাদ নয়। নয় কোনো আনন্দের সংবাদ। বরং এটি আমাদের চিন্তার কারণ, উৎকণ্ঠার কারণ। বিগত বছরটি কিভাবে কাটিয়েছি? আগামী বছর কিভাবে কাটাব? গত বছর আমাদের অর্জন কি কি? এ জাতীয় আরো কত প্রশ্ন আমাদের চেতনাকে নাড়া দিচ্ছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আমি আপনাদেরকে গত বছরের ক্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভর্ৎসনা করার লক্ষ্যে সম্বোধন করছি না। বিগত দিনগুলো আপনাদের বেহুদা কেটেছে একথাও আমি বলছি না। বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে আসুন আমরা সবাই জীবনকে অন্যভাবে দেখি, যেখানে থাকবে সুউচ্চ প্রত্যাশা, নিরলস আমল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা হয়ত গত বছর অনেক পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তার বেশির ভাগ অথবা কোনো একটিও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে হয়ত আমরা মনোযাতনায় ভুগছি। উন্নতি-অগ্রগতির পথে দ্বিতী-য়বার চলতে কুণ্ঠাবোধ করছি। হ্যাঁ, আত্মসমালোচনা অবশ্যই জরুরী। আলবৎ দরকার অতীতের হিসাব-নিকাশ মিলানো। তবে তা যেন উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আগ্রহে ব্যত্যয় না ঘটায় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শয়তান যেন নিরাশার অন্ধগলিতে আমাদের পৌঁছে না দেয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে কখনো নিরাশ হয় না, হতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে : **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**
Ôej, Ô†n Avgvi ev›`vMY, hviv wbR‡`i Ici evovevwo K‡iQ †Zvgiv Avjøvni ingZ †_‡K wbivk n‡qv bv| Aek¨B Avjøvn mKj cvc ¶gv K‡i †`‡eb| wbðq wZwb ¶gvkxj, cig `qvjÕ (miv Avh-hgvi:53)।

তাই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখপানে। কখনও একথা বলা যাবে না যে, আমি

কোনো কাজ নিয়মিতভাবে করে যেতে পারি না, অথবা কোনো কাজ পূর্ণরূপে সম্পাদন করতে পারি না। আমি আমার নিজের সম্পর্কে ভাল জানি, আমি ছোট বেলা থেকে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। অতএব, এটি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এরূপ কখনো বলা যাবে না। বরং বলতে হবে, গেল বছরের ব্যর্থতা আমার প্রতিভা বিকাশের প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমি অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। একবার না পারলে শতবার চেষ্টা করে দেখব। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই চেষ্টাকারীদের চেষ্টা বিনষ্ট করেন না। আমলকারীদের আমল বিফল করে দেন না। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বলতে হবে যে আমি এ কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে পারব। আমরা যদি এ ধরনের প্রত্যয়ী মনোভাব পোষণ করি এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল-ভরসাকে সঙ্গী বানিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণবহ কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হই, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতের কামিয়ামীতে ভূষিত করবেন। আমরা আমাদের চেষ্টা সাধনায় ব্যর্থকাম হব না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের উচিত সফলতা অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া। লৌহকঠিন মানসিকতা পোষণ করা। মনে রাখবেন, উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ হলো সত্যিকার আগ্রহ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়। আর সাথে থাকবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও দু'আ। জনৈক মনীষী যথার্থই বলেছেন : 'যখন তোমার কাছে সফলতা অর্জনের প্রজ্জ্বলিত আগ্রহ থাকবে তখন কেউ তোমাকে থামাতে পারবে না'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 'তুমি আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, অপারগতা প্রকাশ করো না, একথা বলো না যে, যদি আমি এমন এমন করতাম তাহলে এমন এমন হত। বরং বল, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। কেননা 'যদি' শয়তানের কাজকে উন্মুক্ত করে দেয়'(মুসলিম)।

মজবুত আগ্রহ ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে আপনার আমার সকল পরিকল্পনা আল্লাহ চাহে তো বাস্তবায়ন হতে বাধ্য। তাই সকল সংশয় সন্দেহ দূরে রেখে আমাদেরকে প্রত্যয়ী হতে হবে। জনৈক কবি বলেন :

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيْمَةٍ *فَإِنَّ فَسَادَ الرَّأْيِ أَنْ تَتَرَدَّدَ

'যদি তুমি সুন্দর অভিমত প্রকাশ করতে পার, তাহলে তুমি দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হও। কেননা সংকল্প নষ্ট হয়ে যায় সংশয়ের কারণে'।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তিনি আমাদের দিয়েছেন বিবেক ও বুদ্ধি। করেছেন আমাদেরকে সম্মানিত। অতএব আমাদের জীবনের উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কখনো অপারগতা প্রকাশ করা উচিত হবে না। কবির ভাষায় :

وَلَمْ أَرَ فِيْ عُيُوْبِ النَّاسِ عَيْباً * كَعَجْزِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَام

'মানুষের দোষ-ত্রুটির মাঝে এমন কোনো দোষ আমি দেখিনি যা সামর্থ্যবান ব্যক্তির অপারগতা প্রকাশ থেকে প্রকট হবে'।

সুপ্রিয় মুসল্লিয়ান! আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসার পর আমাদের ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়নের জন্য যা করতে হবে তা হলো, সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ। কেননা পরিকল্পিত জীবনই সফল জীবন। যে ব্যক্তির জীবনাধ্যায়গুলো সুষ্ঠ পরিকল্পনায় সুবিন্যস্ত নয় সে কি দুনিয়া কি আখিরাত কোনো ক্ষেত্রেই বড় ধরনের সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সে হিসেবে আমাদের পুরো জীবনটাকেই সুস্পষ্ট পরিকল্পনার বলয়ে বেঁধে নিতে হবে। আমি যদি ষাট বছর বাঁচি, তাহলে আজ থেকে ষাট বছর পর আমি নিজেকে দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে কোন্ অবস্থানে দেখতে চাই। দীন চর্চায়, আল্লাহর ইবাদত চর্চায়, দীনের খেদমত ও সামগ্রিক বাস্তবায়নে আমি নিজকে কোন অবস্থানে দেখতে চাই। এসব ক্ষেত্রে আমি কি নিজেকে শীর্ষাবস্থানে দেখতে চাই? আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে দেখতে চাই? না কি চাই না। তদ্রূপভাবে হালাল রিযক উপার্জানের ক্ষেত্রে নিজকে কোনো অবস্থানে দেখতে চাই। এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করে সে অনুযায়ী আমাদের জীবনের প্রতিটি বছর, মাস ও দিনকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। যেমন ধরুন আপনি কুরআনুল কারীম হিফয করবেন বলে মনস্থির করেছেন। আজ থেকে দশবছর পর আপনি নিজেকে হাফেযে কোরআন হিসেবে দেখতে চান। তাহলে আপনি এ

মর্মে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিন। খাতায় তা লিপিবদ্ধ করুন। আল কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা হলো ৬২৩৬ আর দশ বছরে দিন সংখ্যা হলো ৩৬৫ সে হিসেবে প্রতি বছর আপনাকে কয়টি আয়াত মুখস্ত করতে হবে, প্রতি মাসে কয়টি করে আয়াত মুখস্ত করতে হবে, প্রতি সপ্তাহে কয়টি করে আয়াত মুখস্ত করতে হবে এবং প্রতিদিন কয়টি করে আয়াত মুখস্ত করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিখে কাজে লেগে যান দেখবেন দশ বছর পর আপনি কুরআনের হাফেয হয়ে গেছেন।

এভাবে আপনার জীবনের বড় বড় লক্ষগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করে লিখে নিন। প্রতিটি কাজ শেষ করার ডেডলাইন নির্ধারণ করুন। আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে বছরে, মাসে, সপ্তাহে ও দিনে কতটুকু সময় ব্যয় করতে হবে তা নির্ণয় করে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিটি মিনিট নিয়ন্ত্রণ করুন। কাজে লেগে যান। দেখবেন আল্লাহ আপনাকে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

beel Dcj‡¶ we‡kl LZev

wØZxq LZev

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَظِيْمِ الْإِحْسَانِ، وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْامْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، أَمَّا بَعْدُ :

মুহতারাম মুসল্লিয়ান! সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়। দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সফলতা-ব্যর্থতা সবকিছু বক্ষে ধারণ করে মানুষের জীবন থেকে বিদায় হতে থাকে বছরের পর বছর। আর এভাবে বিদায় হতে হতে একদিন দেখা যাবে আপনার আমার জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের পুরোটাই নিঃশেষিত হয়ে আমাদেরকে পৌঁছে দেবে মৃত্যুর ঠিকানায়। তুলে দেবে মালাকুল মাওতের হাতে। সে হিসেবে কারো জীবন থেকে একটি দিন চলে যাওয়ার অর্থ পরজীবনের দিকে একদিন এগিয়ে যাওয়া। তাই যারা বুদ্ধিমান তাদের কাজ হবে আগত জীবনের জন্য বর্তমান জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ব্যবহার করা। প্রতিটি মূহূর্ত কাজে লাগানো। আর সৌভাগ্যবান তো সে যে দীর্ঘজীবন পেল এবং তাকে নেক আমলে কানায় কানায় ভরে তুলল। পক্ষান্তরে হতভাগ্য তো সে, যে দীর্ঘজীবন পেল ঠিকই কিন্তু নেক আমল থেকে দূরে রইল। নেক আমলের অধিকারী হতে ব্যর্থ হলো।

আমরা একটি বছর পেছনে ফেলে আরেকটিকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। জানি না কার কার ভাগ্যে আগত এ বছরটি অতিক্রম করা সম্ভব হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে নিজ নিজ জীবনের হিসাব-নিকাশ নিয়ে বসা। গেল বছরটি যদি পোক্ত ঈমান, সুন্দর আমল, সততা-সত্যবাদিতা, ইখলাস-ঐকান্তিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া করা এবং আগামী বছরটি একইরূপে ভালোয়-ভালোয় যাতে কেটে যায় তার জন্য প্রত্যাশা, দু'আ ও প্রতিজ্ঞা করা প্রয়োজন। আর যদি গেল বছরটি মন্দভাবে কেটে থাকে, গুনাহ ও পাপাচারের অন্ধকারময়তায় কেটে থাকে, তবে অনুতাপ, অনুশোচনা, তাওবা এবং নবউদ্দী-পনায় উজ্জীবিত হয়ে সম্পুখপানে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়-প্রেরণা পোষণ করা আবশ্যক। মাইমুন ইবনে মাহরান বলেছেন : 'তাওবাকারী অথবা যে ব্যক্তি নেক আমল করে স্বীয় মর্যাদাবৃদ্ধির মুজাহাদায় লিপ্ত, এ দু'ব্যক্তি ছাড়া বাকিরা সবাই ধ্বংসে নিপতিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.** Ômg‡qi Kmg, wbðq AvR gvbl ¶wZM¯Zvq wbcwZZ| Z‡e Zviv Qvov hviv Cgvb G‡b‡Q, mrKvR K‡i‡Q, ci¯úi‡K m‡Z¨i Dc‡`k w`‡q‡Q Ges ci¯úi‡K ˆa‡hi Dc‡`k w`‡q‡QÕ (miv Avj Avmi)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা আসর তথা কালের কসম খেয়েছেন। যে কালে যাপন করছে প্রতিটি মানুষ তার জীবন। আল্লাহ তা'আলা কসম খেয়ে বলছেন যে প্রতিটি মানুষই নিপতিত রয়েছে ধ্বংসে তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত কেবল তারা ছাড়া- (১) ঈমান (২) নেক আমল (৩) পরস্পরে সত্যের উপদেশ (৪) পরস্পরকে ধৈর্য

ও সবরের উপদেশ।

আল কুরআনের ছোট্ট এ সূরাটি একজন মুমিনের জন্য তার আমল মেপে দেখার দাঁড়িপালা স্বরূপ, যা ব্যবহার করে সে নিজের লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাতে পারে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী রহ বলেছেন, 'সকল মানুষ যদি এ সূরাটি অনুধাবন করত, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হত'। সালাফে সালেহীনদের কেউ বলেছেন, 'আজকের দিনটা গতকালের মতো হলে সিদ্দিকীন তথা সত্যাশ্রয়ীরা আল্লাহকে লজ্জা পেতেন'। অর্থাৎ তাদের আজকের আমল যদি গতকালের আমলের চেয়ে অধিক না হত, আরো উত্তম না হত তবে তারা আল্লাহর কাছে লজ্জা অনুভব করতেন। তার অর্থ একজন সত্যিকার মুমিনের হৃদয়ের গভীরে এ বাসনা সদা জাগ্রত থাকে যে, আমার বর্তমান ঈমান ও আমল অতীতের চেয়ে উত্তম হবে। মুমিনের এ বাসনা তার নেক আমলের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। সে বিবেচনায় মুমিনের দীর্ঘজীবন মুমিনের কল্যাণের পালা ভারি করার সুযোগ এনে দেয়। দীর্ঘজীবন মুমিনকে দেয় ছাওয়াব ও কল্যাণে আরো উচ্চতা, আরো শীর্ষতা। এ ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দু'আ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার জীবনকে সকল কল্যাণে বাড়িয়ে দিন, আর মৃত্যুকে করুন প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে নিস্কৃতির মাধ্যম' (তাবারানী, সহীহ)।

কথিত আছে- মৃতব্যক্তিদের একজনকে স্বপ্নে দেখা হলো। অতঃপর মৃত ব্যক্তি বলল : 'আমাদের কাছে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে অধিক আর কিছু নেই। আর তোমাদের কাছে গাফলত-উদাসীনতার চেয়ে অধিক আর কিছু নেই'। অপর একজন মৃতব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা হলো। সে বলল : আমরা একটি বিশাল ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছি। আর তা হলো, আমরা জানি কিন্তু আমলের সুযোগ নেই, আর তোমরা আমল কর কিন্তু জান না। আল্লাহর কসম! আমাদের কারও আমলনামায় একটি বা দু'টি তাসবীহ, এক রাকাআত বা দু'রাক'আত নামায দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা আছে তার চেয়ে অধিক প্রিয়'।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! কথায় আছে, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। তাই জীবনের যে দিনগুলো আমাদের হাতে রয়েছে তা যদি নেক আমল দিয়ে ভরে দিতে পারি, পরিশুদ্ধ ঈমানের উত্তাপ নিয়ে কাটাতে পারি তবে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি বাকি দিনগুলো গোমরাহীতে কাটাই তবে অতীতে যা করেছি তাও গেল, আর ভবিষ্যত তো থাকবে অন্ধকারেই নিমজ্জিত।

প্রিয় ভাইয়েরা! দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বড়ই ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার বিত্তবৈভব মাত্র কয়েকদিনের। ইরশাদ হয়েছে : أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ÔZwg wK j¶¨ K‡iQ, Awg hw` Zv‡`i‡K `xNKvj †fvM-wejv‡mi m‡hvM w`Zvg| AZtci Zv‡`i‡K †h wel‡q Iqv`v Kiv n‡q‡Q, Zv Zv‡`i wbKU G‡m coZ, ZLb hv Zv‡`i †fvM-wejv‡mi Rb¨ †`qv n‡qwQj, Zv Zv‡`i †KvbB Kv‡R AvmZ bv| (Avk-ïAviv : 205-206)।

আর মনে রাখবেন, যাকে আল্লাহ দীর্ঘজীবন দান করলেন, তার কিন্তু ওজর পেশের সকল দরজাও বন্ধ করে দিলেন। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً 'আল্লাহ যাকে ষাট বছর বয়স দিলেন তিনি তার ওজর কর্তন করে দিলেন' (বুখারী)। সুনানে তিরমিযীর এক হাদীসে এসেছে : 'আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর বছরের মাঝে'। তাই আমরা সবাই সর্তক হয়ে যাই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে, প্রতিটি ক্ষণকে আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দী অন্বেষণে ব্যয় করি। নববর্ষের আগমণে খুশি না হয়ে অতীতের হিসাব নিয়ে বসি। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে বসি।

সুপ্রিয় মুসল্লিয়ান! অনেক দীর্ঘজীবন পেয়েও যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সময় কাটায়, পাপ-গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে সময় কাটায়, আরাম-আয়েশ ও উদাসীনতায় সময় কাটায়, এমন লোকদেরকে জাহান্নামের আগুনের ছেকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি দুনিয়ার কোনো কিছু পেয়েছিলে? দুনিয়ার কোনো নিয়ামত ভোগ করেছিলে? সে বলবে, 'না, হে আমার রব!' জাহান্নামের আগুনের প্রথম ছেকাতেই সে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ভুলে যাবে। এটা হলো তাদের অবস্থা যারা দীর্ঘজীবন পেয়েছে; কিন্তু তা খেল-তামাশায় অতিবাহিত করেছে। গাফলতে অতিবাহিত করেছে। তাদেরকে অঢেল সম্পদ দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা তা হারাম জায়গায় অবৈধ কর্মে ব্যয় করেছে। তারা প্রবৃত্তির তাড়নার পেছনে ছুটেছে অবিরত। পরিত্যাগ করেছে দীনের বিধান। লঙ্ঘন করেছে আল্লাহর সীমানা।

পরিশেষে পরকালে হাজির হয়েছে শূন্য হাতে। আর সেখানে লজ্জিত হয়েছে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য। ইরশাদ হয়েছে : **وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ** ÔAvi †mw`b Rvnvbvg‡K Dcw¯Z Kiv n‡e, †mw`b gvbl ¯§iY Ki‡e; wKš' †mB ¯§iY Zvi Kx DcKv‡i Avm‡e? †m ej‡e, Ônvq! hw` Awg Av‡M wKQ cvVvZvg Avgvi G Rxe‡bi Rb¨Ó! AZtci †mw`b Zvi Avhv‡ei gZ Avhve †KD w`‡Z cvi‡e bvÓ (miv Avj dRi : 23-25)।

তাই ভাইয়েরা আমার! সতর্ক হোন, সচেতন হোন। নতুন বছরে ঈমান ও আমলে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলুন। কেননা এ দুনিয়ার আরাম আয়েশ ক্ষণস্থায়ী। পরকালই হলো আসল জীবন। তাই পরকালের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগান। ইরশাদ হয়েছে : **إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ . مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ** ÔG `wbqvi Rxeb †Kej ¶YKv‡ji †fvM; Avi wbðq AwLivZB nj ¯vqx Avevm Ó| †KD cvc KvR Ki‡j Zv‡K ïa cv‡ci mgvb cwZ`vb †`qv n‡e Avi †h ciæl A_ev bvix gwgb n‡q mrKvR Ki‡e, Z‡e Zviv Rvbv‡Z c‡ek Ki‡e, †mLv‡b Zv‡`i‡K AMwYZ wihK †`qv n‡eÓ (miv Avj Mv‡di : 39-40)।

"اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ وَعَنِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ."

হে আল্লাহ! আমরা একটি বছর শেষ করে আরেকটি বছর শুরু করতে যাচ্ছি। রাব্বুল আলামীন! বিগত বছরে আমাদের দ্বারা অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে, গাফলত ও উদাসীনতায় কেটে গেছে অনেক সময়, অনেক দিবস-রজনী। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন। নতুন উদ্যোগে নতুন বছর শুরু করার তাওফীক দিন। ঈমান, আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারীতে সমৃদ্ধ হয়ে লৌহকঠিন ইচ্ছা নিয়ে নতুন বছর শুরু করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, হারাকাত-সাকানাত যেন আপনার রেযামন্দী অনুযায়ী হয় সে তাওফীক আমাদের দান করুন। হে আল্লাহ! আমরা যেন পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে পারি সে তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ.

পরিশিষ্ট

খতীব ভাইয়েরা !

মুসলিম উম্মাহ আপনার হাতে আমানত। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ইসলামের সীমান্তপ্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে আপনার সম্মুখ থেকে হামলা হওয়ার আশঙ্কা সদা বিদ্যমান।

মুসলিম উম্মাহর চিত্ত ও মানস বিনির্মাণে খুতবার যে ভূমিকা তা আপনার কাছে অবশ্যই স্পষ্ট। খুতবার আহকাম, আরকান, শর্ত ও সুন্নত বিষয়েও আপনার অনেক কিছু জানা হয়েছে। মনোজ্ঞ আকারে খুতবা প্রদানের উপকরণ কী কী, সফল খতীবের গুণাবলী, পাথেয় ইত্যাদি বিষয়ও আপনার জ্ঞানের আওতায় এসেছে। প্রায়োগিক ও বাস্তব উদাহরণের ক্ষেত্রেও আপনার রয়েছে স্বার্থক বিচরণ। তাহলে আপনার সামনে আর বাকি রইল কী?

এখন আপনার উচিত হবে আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে, ইলম ও আমল নিয়ে, অদম্য উৎসাহ ও অব্যহত কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। এ ময়দান আপনার ময়দন, এ মাঠ আপনার মাঠ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তিনি সত্য বলেছেন:

”وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“

ÔAvi ej, Ô†Zvgiv Avgj Ki| AZGe, AwP‡iB Avjøvn †Zvgv‡`i Avgj †`L‡eb, Zvi ivmj I gwg-bMYI| Avi AwP‡iB †Zvgv‡`i‡K wdwi‡q †bqv n‡e Mv‡qe I cKv‡k¨i cwiÁvZvi wbKU| AZtci wZwb †Zvgv‡`i‡K Rvbv‡eb hv †Zvgiv Avgj Ki‡Z †m m¤ú‡KÕ (miv AvZ-ZvIev:105)।

আপনার অবগতির জন্য বলছি যে খুতবার এ বইটি কেবলই একটি মুখবন্ধতুল্য, বলা যায় বিশাল সাগরে ছোট্ট একটি বিন্দু। আমরা আপনাকে পথের শুরুতে রেখে দিলাম। আশা করি এবার আপনি নিজ উদ্যোগেই ইলম ও জ্ঞানে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করবেন। মনে রাখবেন ইলমই হলো সর্বোত্তম দায়িত্বের সর্বোত্তম হাতিয়ার।

অতীতে বহুদেশে ইসলাম প্রচার পেয়েছে উত্তম কথামালার মাধ্যমে, নান্দনিক আচরণের মাধ্যমে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এমন ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ মেলে যিনি একাই ছিলেন একটি জাতির সমান। শুধুমাত্র এক ব্যক্তির উদ্যোগে ইতিহাস পাল্টে গেছে এমন বহু নজির আমাদের সামনে রয়েছে। আর তা ঘটেছে ব্যক্তি যখন দায়িত্বের বিশালতা অনুভব করে অক্লান্ত শ্রম ও ঐকান্তিক মেহনতের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। অলসতা, হীনমন্যতা ও নিরুদ্বেগের সকল আবর্জনা ঝেরে ফেলে দৃপ্তপদে এগিয়ে গিয়েছেন। অব্যাহতভাবে রাতদিন মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে,নির্ভয়ে-নিসঙ্কোচে মানুষকে আহ্বান করেছেন। নৈরাশ্য তার পথ আগলে দাঁড়াতে পারেনি কখনো। চাঞ্চল্য তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ না তিনি ইসলামকে নেতৃত্বের আসনে দেখে, ইসলামের সূর্যের নবোদয় দেখে, নিজের চক্ষু শীতল করতে পেরেছেন।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তাকওয়া ও হিদায়াতে, ইলম ও আমলে, আপনাকে আরো সমৃদ্ধ করে দেন। তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখেন। তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথার্থরূপে পালনের উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য দান করেন। আমীন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সহজ সরল ভাষায় ইসলামের বিধি-বিধান (বিশেষ করে ইসলামের ইবাদাত সম্পর্কিত বিষয়াবলী) বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা লাভ করা।
- ইবাদত ও তার বিধি-বিধান কোরআন সুন্নাহের আলোকে সম্পৃক্ত করা।
- শরীয়তের বিধানাবলী দেখে দেখে শিক্ষা লাভ করা, যেমন রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়।
- আধুনিক প্রযুক্তিকে ফিকাহের বিধি-বিধান শিখতে বিশ্ববাসীর কাজে লাগানো।
- বিশ্বজনীন ফিকাহ শাস্ত্র শিখতে আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করা।

বাস্তবায়ণকৃত ভাষা সমূহ

ফার্সী	ফ্রান্স	ইংরেজি	চাইনিজ	বাংলা
www.daneshfarsi.com	www.fiqhfrench.com	www.fiqhenglish.com	www.islamfigh.com	www.al.feqh.net

কিসাহেলী (আফ্রিকা)	স্প্যানিশ	ইন্দোনেশীয়ান	হাউছা
www.fiqhiswahili.com	www.fiqhspanish.com	www.fiqhindonesia.com	www.muslimfigh.com

পর্তুগীজ	রুশ	জার্মান	তাজিকী
www.fiqhportuguese.com	www.fiqhrussian.com	www.derfiqh.de	www.fiqhtajiki.com

প্রকল্পের প্রস্তাবনা

সহজ সরল ভাষায় ইসলামের বিধি-বিধান (বিশেষ করে ইসলামের ইবাদাত সম্পর্কিত বিষয়াবলী) বিস্তারিত ভাবে আধুনিক শিক্ষায় ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নানা ভাষায় শিক্ষা লাভ করা।



প্রকল্পের উপাদান সমূহ

টেলিভিশন প্রোগ্রাম	ফিকাহের সচিত্র বিশ্বকোষ	সচিত্র বই	স্যাটেলাইট সম্প্রচার
ব্যক্তিগত সাইট	স্মার্ট ডিভাইস	ই- মার্কেটিং	নতুন মিডিয়া

Email : info@al-feqh.com
Tele : 00966-537121504
Markting@al-feqh.com

فضاء القنوات
SPACE CHANNELS

প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য

১- সমষ্টিগত দিক থেকে এটা সবচেয়ে বড় বার্তা ও মহা পবিত্র কালাম, (কেননা আল্লাহ পাক এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মাধ্যমে অনেক জাতিকে মর্যাদাবান করেন, আবার অনেক জাতিকে ধ্বংস করেন)।

২- প্রচারের দিক দিয়ে এটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচার কার্য ও সহজে পৌঁছানো। (তিন চতুর্থাংশের ও অধিক মানুষের জন্য প্রচার করা হয়, যা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তায়া'লার অশেষ রহমত)।

৩- প্রভাব দিক থেকে এটা সর্বাধিক প্রভাবের ও বৃহত্তম পরিবর্তনের।

৪-ব্যয়ের দিক থেকে এটা কম ব্যয়ের, অধিক লাভের।

৫- সময়ের দিক বিবেচনায় অল্প সময়, অনেক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ। (প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়া)।

বাস্তবায়ণকৃত ভাষা সমূহ

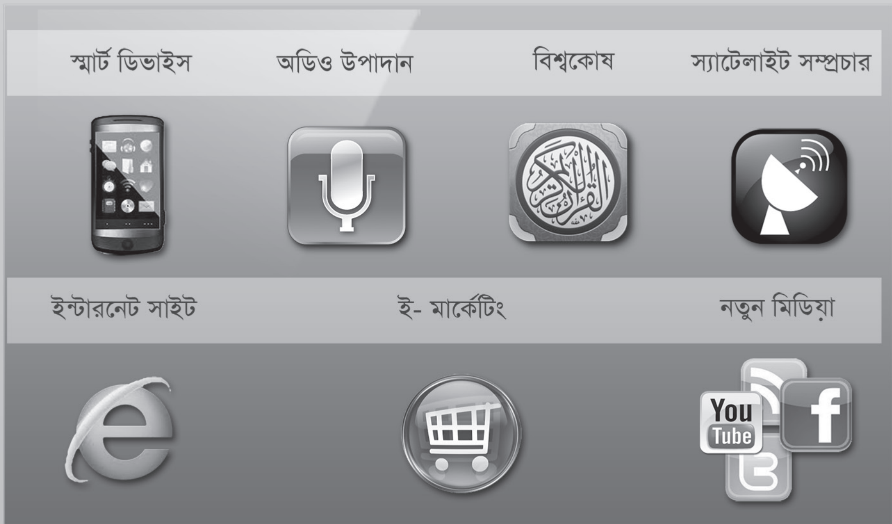
ইন্দোনেশীয়ান	কিসাহেলী (আফ্রিকা)	জার্মান	ফ্রান্স	ইংরেজি
www.hedaya.tv		www.lichttv.com	www.lumieretv.net	www.lighttvs.com
স্প্যানিশ	**জাপানি**	**হাউছা**	**বাংলা**	**ফার্সী**
www.luz.tv.net		www.haske.tv	www.hidayatv.com	www.hidayatv.net
চাইনিজ	**তুর্কি**	**পর্তুগীজ**	**রুশ**	**উর্দু**
www.happiness-tv.com	www.quranturkish.com			

প্রকল্পের প্রস্তাবনা

আল্লাহর বানী বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সকল মানুষের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম উদ্ভাবন করা। পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র মু'মিনদের নিকট প্রেরণ করা হয়নি, বরং এটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপ। আল্লাহ তায়া'লা ইহা সকলকে শ্রবন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি মুশরিকদেরকেও।

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, পবিত্র কোরআনের অনুবাদ বিভিন্ন স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, নতুন গনমাধ্যম, সি.ডি, ভিজ্যুয়াল স্মার্ট ডিভাইস, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য

প্রকল্পের উপাদান সমুহ



E_mail: info@spacechanels.com
Tele : 00966-537121504

Global Minbar

العالمي

বার্তা

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর সম্পাদনা ও সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন ভাষায় দাওয়াতের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করা।
- ইসলাম শিক্ষা ও তা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেয়া।
- আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা সম্প্রচার করা।
- মুসলিম বিশ্বে জুম্মার খুতবা ও অন্যান্য আলোচনার মান উন্নয়ন।
- আধুনিক প্রচার মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি শক্ত করা।
- বিভিন্ন ভাষায় দাওয়াতের সম্ভাব্য সব ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া।

বাস্তবায়ণকৃত ভাষা সমূহ

ফার্সী	ইন্দোনেশীয়ান	বাংলা	ফ্রান্স
www.minberfarsi.com	www.minbarindo.com	www.globalminberbangla.com	www.sermonuniversel.com

উর্দু	কিসাহেলী (আফ্রিকা)	ইয়োরুবা (নাইজেরিয়া)	চাইনিজ	রুশ
www.muslimjt.com	www.swahiliminbar.com	www.yorubaminbar.com	www.minberurdu.com	www.minbarru.com

স্প্যানিশ	তাজিকী	পর্তুগীজ	হাউছা
www.sermonesislamicos.com	www.minbartajiki.com	www.minbarportuguese.com	www.hausaminbar.com

فضاء القنوات

SPACE CHANNELS

العالمي

Global Minbar



প্রকল্পের প্রস্তাবনা

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী যা মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রচার ও শেখানো অত্যাবশ্যকীয় তা বহুল প্রচলিত ভাষায় লেখা ও সম্পাদনার মাধ্যমে প্রচার করা, ৬০ টি বক্তৃতা, রেডিও ও টেলিভিশন, ইন্টারনেট, আধুনিক প্রচার মাধ্যম, সি.ডি ও অন্যান্য চ্যানেল ও বেতার

প্রকল্পের উপাদান সমুহ

মিম্বার বিশ্বকোষ | পদ্ধতিগত বক্তৃতার বই | অডিও উপাদান | ৬০টি টেলিভিশন অনুষ্ঠান | স্যাটেলাইট সম্প্রচার

স্মার্ট ডিভাইস | ব্যক্তিগত সাইট | ই- মার্কেটিং | নতুন মিডিয়া

E_mail: info@global-minbar.com
Tele : 00966-537121504

فضاء القنوات SPACE CHANNELS



প্রকল্পের প্রস্তাবনা

অনারবদের জন্য আরবী ভাষা শিখতে শাব্দিক অর্থ শিক্ষা প্রকল্প চালু করা যাতে আধুনিক শিক্ষার সব ধরনের উন্নত প্রযুক্তি, সিলেবাস, প্রোগ্রাম

الطريق الى السعادة
The Way to Happiness

প্রকল্পের প্রস্তাবনা

ইসলামের পরিচিতি, সভ্যতা, ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্মের সাথে সংলাপ, অন্যান্য চেতনা ও ইহাই ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের একমাত্র পথ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রোগ্রাম তৈরি করে বাজারজাত করা। সব ধরনের প্রোগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বাজারজাত করা।

প্রকল্পের প্রস্তাবনা

কারিগরী, সভ্য সাংস্কৃতিক প্রচার মাধ্যম প্রকল্প, যা ফোন এবং স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে আমাদের ভাষা, দ্বীন ও সভ্যতা বুঝবে এবং এগুলো বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও স্মার্ট ডিভাইসের উপর নির্ভর করবে।